

নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ।

৩

যেমন মন্দর পৰ্বতোপরি ব্রহ্মনির্মিত, মানস সরোবরে মরাল রাজ রাজীরাজিত হয়, এতদ্রূপ বেদস্বরূপ ধৰ্ম্মময় মানস সরোবর বর্ণনের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মার মনে উৎপন্ন বিধায় বেদকেও মানস সরোবর রূপে ব্যাখ্যা করা যায়, ঋক, যজু, সাম, অথৰ্ব্ব চতুর্কয়দিক্, উপবেদ সকল বিদিক্ অর্থাৎ কোণচতুর্কয়ী ধৰ্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্কর্গই অবগাহনার্থ চতুর্কয় ঘাট; শিক্ষাকল্প, নিকরুত, চন্দ, জ্যোতিষ, শিল্প, ব্যাকরণ ধৰ্ম্মসংহিতা ইতিহাস পুরাণাদি স্বরূপ বিমল † জলেতে আকীর্ণ, ন্যায় পাতঞ্জল, বৈশেষিক, মীমাংসা সাংখ্য বেদান্তাদি বড়দর্শনবীচি অর্থাৎ তরঙ্গ, সালোক্য সাযুজ্য, সামীপ্য সাক্ষ্য মুক্তি চতুর্কয়ই ‡ শৈবাল স্বরূপে ভাসমান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চতুর্কয়রূপে শ্বেতরক্ত পীতনীলাদি নলিনীবগু মণ্ডিত, কৈরব, কোকনদ, কুমুদকঙ্কীর স্বরূপে চাতুরাশ্রম্য,

† জলেব গুণ, পবিত্রকারক, শীতল, এবং মধুর, এখানে ধৰ্ম্মসংহিতা পুরাণাদিকেও তদগুণ বিশিষ্ট বলা যায়, অর্থাৎ ধৰ্ম্মশাস্ত্রোক্ত প্রাশস্তিতে জীব অতি পবিত্র হয়। পুৰাণকথামৃত শ্রুতিমুখে পান করিতে অতিশয় মধুর লাগে। এবং ভবতাপে তাপিত ব্যক্তির পুরাণশাস্ত্রালাপে অতিশয় শীতল হয়।

‡ যদ্রূপ শৈবালযুক্ত সরোবরে অবগাহন করিলে গাত্রশৈবাললাগে তদ্রূপ ধৰ্ম্মময় সরোবরে অবগাহন যে করে তাহার শরীরে মুক্তিরূপ শৈবাল [শেওলা] অবশ্যই লাগিবে তাহা কোন বতেই নিবারণ হইবেক না।

আর্থাৎ গৃহী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, তিষ্ণুকাশ্রম চতুষ্টয়, হংস হংসী, সারস সারসী, দাত্যাহ দাত্যাহী, চক্রবাক চক্রবাকী, ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী, ভাস জলকুং কুটাди জলচর পক্ষী স্বরূপে চতুরাশ্রমী পণ্ডিতেরা শাস্ত্রীয় বিচারধর্মী রূপ সাধু-চিত্ত হরণ কারণ কলনাদ করিতেছেন, এবস্তৃত্ত মানাবিধ জলচরাকীর্ণ বেদস্বরূপ ধর্ম্মময় মানস সরোবরে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা স্বধর্ম্মে জীড়া পরায়ণা আছেন, সংপ্রতি রূপটধর্ম্মী আধুনিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানিরা কুর্ম্মরূপে আমাদেরিগের সরোবর বলিয়া বেদোদিত সকল ধর্ম্মোপকরণের আকরকে বিনাশ-করতঃ স্বপদে স্থাপদবৎ অনর্থক ধার্ম্মিকেরদের চিত্তেমহান্ উদ্বেগজন্মাইতেছেন, ইহারদিগকে কুর্ম্মরূপে বর্ণন করিবার তাৎপর্যা এই যে কুর্ম্মজাতির স্বতঃস্বভাব নির্মমুষ্য জলাশয়ে স্বকীয় চেষ্ঠায় হস্ত পাদাদি শিরঃ প্রভৃতি বাহির করিয়া যদৃচ্ছাবশে বিচরিত হয়, দৈবায়ত্ত কোন সনয়ে যদ্যপি জনশব্দ অর্গতিকূহরে প্রবেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ স্বীয়শরীরের মধ্যে হস্তপাদমস্তকাদি লুক্কায়িতকরতঃ মাংস পিণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরদিগের স্বমত পুষ্টির চেষ্ঠায় যৎকালে বস্তৃত্তা বা লিপি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তৎকালে কুর্ম্ম ধর্ম্মীকূপে মুখব্যাদানে বস্তৃত্তা, এবং হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক লেখনী ধারণে লিপি প্রকাশ করিতে থাকেন, অঙ্গ ভঙ্গীক্রমে লিপি প্রয়োগের ঘটাই বা কত, অপিচ

নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা ।

৫

সাধুসদাশয়দিগকেও নিন্দা করিতে অপেক্ষা করেন না, যদ্যপি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদিগের লিপি প্রতি কটাক্ষ বা, বক্তৃতার প্রতি আপত্তি আনয়ন করেন, তৎক্ষণাৎ কুর্স্ব-বৎ শুপ্রাক্ষ হইয়া আর প্রাণান্তেও তদাপত্তি খণ্ডনার্থ লেখনী ধারণ করেন না কলিতার্থ ইঁ হারা আপন মতে বক্তৃতার বিলক্ষণ পটু কিন্তু বিচার করিতে চাহিলেই মৌনাবলম্বী হয়েন, স্মৃতরাং ভাক্তজ্ঞানীদিগকে কুর্স্বভানে বর্ণনায় কোন বাধা জন্মে না । এতৎ সময়ে হিম প্রদেশ জাত ইন্দুদ্বীপীয় কদর্য্য ধর্ম্মী মিশনারিগণেরা হিমশিখর জাত মদদন্ত মাতঙ্গবৎ ভারতবর্ষস্থ ধর্ম্মারণ্যে বেদস্বরূপ মানস সরোবরে জলপানার্থ সমাগত হইয়া সমস্ত সরোবরকে আকুলিতকরতঃ বর্ণাশুম্বরূপ কমলোৎপল দলবলকে বিদলন করণার্থ সমুদ্যম করিয়াছেন করুণ, কিন্তু সামান্য পদ্ম নহে যে একালিন সমুলোৎপাটন হইবে প্রচণ্ড করিকরাকর্ষণে শাখাপল্লবাদির কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইলেও হইতে পারে, ব্রহ্মনির্ম্মিত বেদময় মানস সরোবর-শায়ী বেদোদিত ধর্ম্মময় বদ্ধ মূলোৎপাটনের সাধ্য কি, আদি-কালাবধি একাল পর্য্যন্ত নিত্যই সরোবরে কমল কানন সুপ্রসন্ন আছে, একপ উৎপাত কঁতকতবার হইয়াছে, কিন্তু কমল কাননের কিছুমাত্র হানিহয়নাই, বরং উপাৎকারী খলেরাই রসাতলে গিয়াছে ।

এক্ষণে কুর্মরূপ কপটধর্মী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীরা বহির্বিরোধ-
ভানে প্রচ্ছন্ন সৌহার্দ্যে করিকর গ্রহণে বিগ্রহকরিতে প্রস্তুত
হন, বস্তুতস্ত তদ্বিগ্রহ বিগ্রহই নহে শুদ্ধ ছলমাত্র, কারণ, তাঁহাঁ-
রুদিগের মানস, এই যে, সরোবর রক্ষকরূপে প্রত্যয় জন্মাইয়া,
সংগ্রামহলে সরোবর জলে অবগাহন করিলে সহজেই বর্ণা-
শ্রম ধর্ম স্বরূপ কমল কানন, একালীন বিদলন হইয়া যাই-
বেক, ইতাভিপ্রায়জ্ঞা পরমহংসী স্বরূপা নিত্যধর্মাম্বুজিকা
ধর্ম বিলম্বাভিশঙ্কায় শঙ্কমানা হংসরূপের পবিবর্ত্তে সংপ্রতি*
গরুড় ধর্মিণী হইয়া গজকচ্ছপগ্রাস করিতে যত্নবতী হইলেন,
যজ্ঞপ নিষাদ পল্লিভক্ষক পক্ষীরাজ গরুড়কে মহর্ষিকশ্যপ
প্রজাপতি গজকচ্ছপ ভক্ষণ করিতে আদেশ করাতে সুপর্ণ
সৌবর্ণ বর্ণ বলিত পন্নগারি, জগতের হিতার্থে সরোবর
প্রদেশে সমাগমন পূর্ব্বক যুগলচরণ গথাগ্রে প্রকাণ্ড
চণ্ড গজকচ্ছপকে কীটবৎ সংগ্রীত হইয়া গগনান্তরালে

* যজ্ঞপ গরুড় বিষ্ণু বাহন, নিত্যধর্মাম্বুজিকা ও বিষ্ণুকে বহন
করিতেছেন, তন্মিদর্শন ইহার স্কন্ধোপরি [একোবিষ্ণু নৃদ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ]
এই শ্রুতি দেদীপ্যমানা বহিষাছেন। অপর যজ্ঞপ বিষাসঃ সর্পজাতিকে
গরুড় গ্রাস করেন, ইনিও তজ্ঞপ খলান্ত কারিণী হয়েন। ধর্মপ্রতিকূল
বাক্যকে বিষ বলা যায়, সেই বাক্যরূপ বিষ যাহারদিগে অধবেলগ্ন
তাহারদিগকে বিষাস্যসর্পরূপ বলিতে হয়, এমুত বিধর্মীদিগকে নিয়-
তই তর্জ্জন করেন, স্মৃতবাং গরুড় বিশেষণে এতৎপত্র এক বিশেষ্য
হইয়াছে।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।

৭

উড্ডীয়মান হইলেন । কামগামী পতগব্বর কমঠ করি বর ভোজনার্থ মহীধরাগ্রগণ্য সুখন্য হিমশিখর জাত মহাবট শাখায় উপবেশন করাতে সহসা ভারাক্রান্ত হইয়া ন্যগ্রোধ শাখা বিভগ্ন হইয়া যায়, উক্ত শাখা-গ্রাবলম্বিত উগ্রতপা মরিচীপা বালিখিল্ল্যাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি তপোধর্ম্মে লগ্নছিলেন, ঋষিবিনাশ ভীতি প্রযুক্ত বিহগবর মুনিরন্দ সহিত প্রচ্যুত বটশাখাকে চঞ্চু পুটকে আকৃষ্ট হইয়া দেবাবাস কনক পর্ব্বতোপরি শাখা সংস্থাপন করতঃ রাক্ষস বাস মানসোত্তরে খরতর গখরাগ্রপাতে করি-কমঠ শরীরকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কবলীকৃত করেন, তদ্রূপ বামচরণ গথাগ্রে বিদ্ধ কুম্ভবৎ ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, দক্ষিণ চরণ গথাগ্রে বিদ্ধ গজবৎ বলিষ্ঠ ক্রাইঈঈধর্ম্মী এবং ভারত বর্ষাখ্য বটশাখাকে তদাশ্রিত ঋষিরন্দ স্বরূপ ধর্ম্মাবলিকে চঞ্চু পুটকে আকৃষ্ট হইয়া প্রচণ্ড বায়ুবেগে চণ্ডপক্ষধারী দৈত্যারি বাহন বর সুধার্ম্মিক জনগণের হৃদয়াকাশে উড্ডীয়মান আছেন, এতাবৎ ধর্ম্মশাখা সংস্থাপনার্থ স্থান প্রাপ্ত্যভাবে গজকম্প প্রাস করিতে পারেন নাই, অনুভব হয়, নিশ্চল হিমাচলবৎ কোন ধার্ম্মিকের বিশ্বাস স্বরূপ কনক পর্ব্বতোপরি ধর্ম্মশাখার সংস্থাপন করিতে পারিলেই প্রখরতর গখর স্বরূপ বজ্র লেখনী দ্বারা উভয় বিধর্ম্মী দলবলকে হিন্নভিন্নকরতঃ কবলীকৃত করিতে সার্বকাশ প্রাপ্ত হইবেন, এক্ষণে হরিহরানুকম্পাব্য-

ভীত আর সত্য ধর্ম রক্ষা হয় না অর্থাৎ ত্রিবিক্রমাবতার-
 ধারী বিষ্ণু বামনাবতारे খল খর্ব্বকরতঃ খর্ব্বাকৃতি অখর্ব্ব
 কপে ধর্ম সংস্থাপন করেন, তদনু দেবাধিদেব মহাদেব
 ত্রিপুরাসুর মর্দনে ত্রিলোকের ধর্মরক্ষা করিয়া দেবনাথ
 নাম প্রাপ্ত হইলেন । বিশেষতঃ দেবনাথের দেবত্ব দেখিতে
 বিস্তর বাসনা হয়, নচেৎ স্থানাতাবে পাক্ষীকী পক্ষি ধাম্বিনী
 (চকোরবৃত্তধারিণী) নিরন্তর গগনে উড়্‌ডীয়মানা হইয়া
 চন্দ্রচন্দ্রিকা পানেই নির্ভর করেন । মত্যাধর্ম প্রাণি এক-
 কালেই দৃষ্টিবিরহ হইয়া যায় । অতএব হে স্বদেশে জাত
 ভ্রাতৃগণেরা স্বস্বধর্মে সাবধান হও, নিরর্থ অনিত্য বিষয়ে
 আকৃষ্ট হইয়া হরিহরাদির আরাধনাতাবে নিত্যমুক্ত স্বভাব
 সনাতন ধর্মে বঞ্চিত হইও না । অর্থোপার্জনের আসক্তিতে
 অর্থকরি বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষার বাধা নাই । কিন্তু স্বজাতীয়
 পরম ধর্মের শৈথিল্য করিয়া বিজাতীয় ধর্মে চিত্তকে ধাব-
 মান করিহ না, ধর্মেরপর বন্ধু নাই, ধর্মই জগৎকে ধারণা
 করিয়াছেন, কদাপি ধার্মিক ব্যক্তি অবসন্ন হয় না, ধার্মিক
 ব্যক্তিকেই সকলে বিশ্বাস করে, অধার্মিকের প্রতি দয়া, কি
 শ্রদ্ধা কেহই করে না, এক ধর্মই পুরুষার্থ চতুর্কর সাধনের
 কারণস্বরূপ হইয়াছেন, অর্থাৎ ধর্মার্থ কাম মোক্ষ এই পুরু-
 ষার্থ চতুর্করের প্রথমেই ধর্ম, বিনাধর্মে মানস সকল হয় না,
 আদৌযথা বিহিত ধর্মরক্ষা হইলে পর অর্থোপার্জন অতি সহজ

হয়, কেন না ধর্ম্মমূলক ধন ইহা জনশ্রুতি আছে, বিনাধর্ম্মে
সঞ্চিত ধন ও রক্ষা করিতে পারে না, অধর্ম্মার্জিত ধনৈশ্বর্য্য
গন্ধর্ব্ব নগর ন্যায় ক্ষণ বিধ্বংশী, অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক কৌশ-
লের ন্যায় স্বপ্নকালে বিনাশ হয়, মহাতারুতে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি
বিদ্বুর বাক্য । (অধর্ম্মে গৈব রাজেন্দ্র যতো ভদ্রাণি পশ্যতি
স্বপ্নকালে বিলীয়ন্তে আমপাত্র গিবাস্তসাম্ ।) বিদ্বুর মহাশয়
ধৃতবাঈকে কহিয়াছেন, যে হে রাজেন্দ্র, তুমি নিশ্চয় জা-
নিহ কদাচিত্ অধর্ম্মকল্যাণ হয় না, অধর্ম্মার্জিত ঐশ্বর্য্য
স্বপ্নকালেই বিনষ্ট হয় । যেমন কাঁচা মৃত্তিকার কলসীতে
জল রাখিলে অল্পকালেই বিলয় হইয়া যায়, অতএব ক্ষণ
ভঙ্গুর সুখার্থে অথগু সুখকর ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিহ না,
সর্ব্বতোভাবে পিতৃ পিতামহাদির আচরিত ধর্ম্মপথে সমা-
রোহণ করহ ।

তৈত্তিরীয় শিক্ষোপনিষদেও অনুশাসন করিয়াছেন, যথা
(ধর্ম্মান্নপ্রমদিতব্যেতি) ধর্ম্মেতে প্রমাদ অর্থাৎ ধর্ম্ম
ব্যাঘাৎ করিহ না, যদিও বিদ্যাচাতুর্য্যে হেতুবাদ কুশলজন্য
ধর্ম্মবিস্তার খণ্ডন করিতে শক্তহও তথাপি কর্তব্য নহে,
কেননা ধর্ম্মের কস্ম অলৌকিক, লৌকিক যুক্তিতে তাহার নিক-
পণ হইতে পারেনা, অর্থাৎ ভুজঙ্গ বদনোখিত কালকূট বিষ
যাহা ভক্ষণে প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাকে বিষ নয় ব-
লিয়া হেতুবাদদ্বারা খণ্ডন করিলে ফলেরহানিহয়না বাক্যে
অমৃত হইবেকনা পরীক্ষায় বিষের কার্য্য অবশ্যই করি-

বেক, তরুণ পিতৃ পিতামহাদির প্রচরিত ধর্ম্ম যুক্তিদ্বারা
 ধ্বংস করিতে বক্তৃতার হানি হইবেক না শুদ্ধ ধর্ম্মহানি
 নিমিত্ত আপনারই বিনাশ হইবার সম্ভাবনা । ধর্ম্মের ফল
 কেবল কথায় হয় না, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফলে, ইহা নিশ্চয়
 জানিবেন, যখন যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত অধর্ম্মানুষ্ঠানেচ্ছা
 লোকেতে লক্ষ হইবে তখন ধর্ম্মই তাহার কারণ অঙ্গীকার
 করা কর্তব্য, কেননা তাহার পূর্ব্ব জন্মে এমত ধর্ম্মানুষ্ঠান
 ছিলনা যে তদ্বারা ইহজন্মে ধর্ম্মেতে দৃঢ়ানুরাগ হয় ।

মহর্ষে কে কলৌধর্ম্মাঃ কিমাচারাশ্চ কীদৃশাঃ । বর্ণানামাশ্রমা
 নাক্ষ কিংকৃত্বা মুচ্যতে তয়াৎ । বৃহদ্রক্ষপুর্বাণং ॥ ১ ॥ অং ॥

যথা বিহিত বিনয় পুংসর জাবালি ঋষি বেদব্যাস গোস্বা-
 মীকে জিজ্ঞাসা করেন, যে, হে ঋষে, আগত কলিতে ধর্ম্মের
 অবস্থা কি, আচারই বা কিরূপ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বা কীদৃশ,
 কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা কলিভয়ে পরিমুক্ত হইতে
 পারে । অনন্তর বেদব্যাস গোস্বামী উত্তর করেন ।

ধর্ম্মমতির্ভবতুবাঃ সত্যতোষিনাং সঙ্কেত এব পরলোক গতস্য বক্তৃঃ ।
 অর্থাক্রিয়শ্চ নিপুণৈ রপিসেবামানানৈবাপ্ত ভাবমুপযাস্তি নচ-
 স্থিরত্বং । বৃহদ্রক্ষপুর্বাণং ॥

ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ উৎখিত হইয়াছে যে তোমরা, তোমাদিগের
 সত্যতাই ধর্ম্মমতি হউক, সেই ধর্ম্মই একা পরলোক গত
 ব্যক্তির পরমবন্ধু, ধনদারাди সেবায় নিতান্ত নৈপুণ্য হইলেও
 তাহারা আশুভাবে আপন্ন হয় না, এবং হইলেও চিরস্থায়ী

থাকেনা । অৰ্থাৎ সৰ্ব্বথা ত্যাজ্য হয়, কেবল অত্যাভ্যাকপে
ইহ পৰকালৈ সাহায্য ধৰ্ম্মই কৰিয়া থাকেন । তথাহি

ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ সৰ্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদায়ুৰ্ণে । ধৰ্ম্মএব পৰোবক্ষুঃ
পিতামাতা পিতামহঃ । বৃহদ্বক্ষ্মপুৰাণং ॥

হেজাবালে, সদা সৰ্ব্বতঃ প্ৰকাৰে সকলৈৰ সত্য সনাতন
এক ধৰ্ম্মই সেবনীয় হইয়াছেন, (সনাতন ধৰ্ম্ম) পদে
যথাবিহিত বেদোদিত ধৰ্ম্ম নচেৎ ধৰ্ম্ম সঙ্কলাতায় মুচ্ছাদি
ধৰ্ম্ম পৰ নহে, যেহেতু তাহাতে অনেকানেক প্ৰকাৰ অসদা-
চাৰ আছে, নিশ্চিত ধৰ্ম্মই পৰমবক্ষু, ধৰ্ম্মই পিতা, ধৰ্ম্মই
পিতামহ, অৰ্থাৎ ধৰ্ম্মই আত্মাকপে সৰ্ব্বঘটে বিৰাজমান
আছেন । তথাহি

সদসৎ কৰ্ম্মণাং দ্ৰষ্টা ধৰ্ম্মএব সনাতনঃ । ধৰ্ম্মমতিঃ পৰোলাভ
স্তস্যাহপচয়োনাথা । বৃহদ্বক্ষ্মপুৰাণং ॥

ইহ লোকে সদসৎ কৰ্ম্ম যে কেহ কৰিয়া থাকে, তাহাৰ
দ্ৰষ্টা অৰ্থাৎ সাক্ষিস্বৰূপ সনাতন ধৰ্ম্ম । অতএব সেই
সনাতন ধৰ্ম্মে যে মতি হয়, সেই পৰম লাভ, তদন্যৎ ধৰ্ম্মে
বিতৃষ্ণাই অপচয় জানিবেন । তথাহি

সাত্ত্বত্বী চাতুৰীয়া ধৰ্ম্মরক্ষা কৰীভবেৎ । সহস্ৰো পদ্মবৈযুক্তৈঃ
যোধৰ্ম্মঃ নজহাতিহি । সধীৰ উচ্যতে সন্তিৰ্ধৰ্ম্মহাহায়াহা মতঃ ।
ধৰ্ম্মপুৰাণং ॥

মনুষ্যমাত্ৰেৰ সেই চাতুৰীই চাতুৰী বাহাতে আপনাকে
ধৰ্ম্ম বৰ্জিত না কৰে, (এক্ষণকাল নুতন সত্যোৰা চতুৰ হইয়া

বাহাতে জনচিত্ত হইতে ধর্ম প্রজ্ঞা অন্তর হয়, তাহাতেই বিশেষ চাতুর্য্য করিয়া থাকেন ।) ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিতে ধার্মিক ব্যতীত অন্যোপারে না সহস্র উপদ্রবে অবিভূত হইয়াও যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ না করে, বিচক্ষণ সাধুগণে, অর্থাৎ বিদ্বান সুসভ্যেরা তাহাকেই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত করেন, আর যাহারা লোভে কি মোহে কি কুসঙ্গামোদ নিমিত্তে, অথবা, তাজ্জন্য করতঃ ধর্মের হানি করে, তাহার-দিগকেই আঘাতাঘাতী বলিয়া শাস্ত্রে অনুশাসন করিয়া-ছেন । তথাহি

ধার্মিকো যত্র তর্ভীর্ধর্মধর্মিকো নিকপদ্রবঃ । না ধর্মের মতাং বুদ্ধি
যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ । বৃহদ্রশ্মপুর্৭৭ ॥

যে স্থানে ধার্মিকের বাস সেই স্থানই তীর্থ, অর্থাৎ জ্ঞান সুপবিত্র, ধার্মিক ব্যক্তির আপদোপাশন হয় না, যদি হয় কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট করিতে পারেনা, অধর্ম দ্বারা কদাপি ইচ্ছফল লাভ হয় না, সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তির। অধর্ম প্রবর্ত্তি করেননা, যেহেতু যেখানে ধর্ম সেইখানেই জয় হয়, অধর্ম জয় ব্যতীত জয় হয় না । মহাভারতেও কহিয়াছেন, (যতো ধর্মস্ততঃ ক্রোধো যতঃ ক্রোধস্ততো জয় ইতি) যেখানে ধর্ম সেইখানেই ক্রোধ, যেখানে ক্রোধ সেইখানেই জয়, অর্থাৎ ধর্মালুষ্ঠানে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইবেন, তাহার প্রসন্নতায় জয়ের কি অপেক্ষা থাকে ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

গত ১৭৭৩ শকাব্দীয় চৈত্র মাসে শরীরস্থ পঞ্চভূতের গুণ এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, অত্রপত্র বহিঃস্থ ভূতাদিতে বস্তুর উৎপত্তি লিখিতেছি, অর্থাৎ যদ্রূপ মনুষ্যাদির শরীরে শোণিত শুক্র জাত তাবৎ ধাতু তদ্রূপ বাহিরেও দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু পিণ্ডীকরণ কারীজল, কাঠিন্যে অগ্নি, যদিও মৃত্তিকার গুণ কাঠিন্য তথাপি সেই মৃত্তিকার কাঠিন্য তাহ অগ্নিমূলক হয়, কেননা অগ্নি জল ব্যতীত শরীরোৎপত্তির অন্য প্রকার নাই সুতরাং এস্থলে অগ্নির গুণকে কঠিন বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, বিপর্যয়ে কঠিন হইতে তরলাত্মক জলও জন্মে, এবং ত্রবাত্মক জলহইতেও ভূম্যা ত্মক কাঠিন্য গুণ হয়, অর্থাৎ জলীয়ভাগ শুক্র তাহাতে অস্থিসংক্রমণ হয়, বহুভাঙ্গক শোণিতও জলরূপে গলিত হইয়া যায়, যথা স্বর্ণ রৌপ্য শীশক, লৌহ, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, প্রভৃতি জলাত্মক বী-
র্যো উৎপন্ন । তথাহি আগমসারে

পারদঃ শিববীৰ্য্যং স্যাৎক্ষিবীৰ্য্যং সুবর্ণকং । বৌপ্যং সারস্বতং
বীৰ্য্যং দেবাবীৰ্য্যং গন্ধকং । হরিতালং হরীবীৰ্য্যং ইন্দ্রবীৰ্য্যং
শীশকং । লৌহং শ্রেণপতেবীৰ্য্যং তাম্রং ধর্ম্মবীৰ্য্যকং ॥

পারদ অর্থাৎ পারা মহাদেবেরবীৰ্য্য অগ্নিবীৰ্য্য সুবর্ণ, সারস্বতী অথবা বৃহস্পতিবীৰ্য্য রৌপ্য, জুর্গাবীৰ্য্য, গন্ধক, হরিবীৰ্য্য হরিতাল, ইন্দ্রবীৰ্য্য শীশক, ধর্ম্মবীৰ্য্য লৌহ, ধর্ম্ম-

বীৰ্য্য তাম্র, ইত্যাদি ধাতু সকল জলীয়াংশে উৎপন্ন, তাহার প্রমাণ, পারদ ভক্ষণে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, যেহেতু জলরূপী শিব, সৌবর্ণে উষ্ণতা তৎকারণ বহ্নিবীৰ্য্য হয়, সরস্বতী প্রভব রৌপ্যের সাম্যগুণ হয়, গন্ধকে গাত্রকণ্ডু এবং পারদ ভক্ষণ জন্য শরীর দোষের মার্জনা করে যেহেতু বুদ্ধিস্বরূপা দুর্গার বীৰ্য্য শিববীৰ্য্যের সাম্যকারী হয়, হরিতালে বাতাধিক্য করে, কারণ সত্ত্ব গুণাত্মক বিষ্ণুবীৰ্য্য, শীশক ও রক্ত পুষ্টি কারক, যেহেতু জগৎ পোষ্টা ইন্দ্রের বীৰ্য্য, লৌহশীতল কক বুদ্ধি করে, যেহেতু যমেরবীৰ্য্য, অপর সংহার কারীও হয়, তাম্র শরীরস্থ ছুঁত শোণিত শোধন করে, কেননা ধর্ম্মের বীৰ্য্য । তদপেক্ষা শুদ্ধিকারক কেহই নাই, ইত্যভি প্রায়ে শরীর সংস্থাবর্ণনে নাড়ী চক্র বর্ণন করিবার প্রয়োজন হইল ।

অপিচ । যদ্রূপ চন্দ্র সূর্য্যাত্মক জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তদ্রূপ রক্ত বীৰ্য্যাত্মক শরীরেও সমুদয় ক্রিয়া সম্পাদন হয়, বহির্ব্রহ্মাণ্ডে মেবাদি দ্বাদশ রাশিতে এক সম্বৎসর, সেইরূপ দেহাভ্যন্তরে ব্রহ্মরক্ষাদি দ্বাদশ দ্বারে চন্দ্র সূর্য্যের ভ্রমণকে রাশিসংজ্ঞায় উক্ত করা যায়, যে রূপে দ্বাদশ লগ্নে চন্দ্র সূর্য্যের প্রত্যহ গতি হয়, সেই রূপে হৃদি, শিরসি, শিখা, নেত্র, কবচ, অন্ত্র, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জণী, মধ্যমা, অনামিকা কণিষ্ঠা করতলাদিতে মনোনয়নের অভিগতিকে সঞ্চার রূপে কহা যায়, যদ্রূপ বাহিরে দিবারাত্রি ছুই ভাগে বিভক্ত তদ্রূপ শরীরস্থ জাগ্রৎ ও নিদ্রাবস্থা ছুই ভাগে বিভক্ত হয়, দিবার

অধিপতি সূর্য্য, রাত্রির অধিপতি চন্দ্রমা, সেই রূপ ব্রহ্মাধি-
ষ্ঠানে জাগ্রদবস্থা, শুক্রাধিষ্ঠানে নিদ্রাবস্থা হয় । যথা তত্ত্বা-
স্তুরে (স্বাপকালে নিশাপ্রোক্তা জাগ্রৎকালে দিবাস্মৃতেতি)
পুনরপি তত্ত্বাস্তুরে ।

দিবা ন পূজয়েদেবিরাত্রে নৈবচ নৈবচ । সৰ্বদা পূজয়েদেবি
দিবারাত্রে । ন পূজয়েৎ ॥

দিবাতে পূজা করিবেক না এবং রাত্রিতেও পূজা কর্তব্য
নহে । এতৎ শ্লোকার্থে পূজার কাল প্রাপ্ত হওয়াযায় না
কলিতার্থ সৰ্বদাই পূজা কবিবার বিধি, এই দিবারাত্রিপদে
সামান্য দিবারাত্রি নহে, মূলধারস্থা, কুলকুণ্ডলিনীর জাগ-
রণকে দিবা নিদ্রাবস্থাকে রাত্রি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, স্থূল
শবীরে তৎপ্রতি বোধার্থে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি দেখাইয়া
ছেন, যথা (স্বাপকালে বামবহা জাগরে দক্ষিণা বহেতি)
কুলকুণ্ডলিনীর নিদ্রাকালে বাম নাসিকায়, জাগ্রৎকালে দক্ষিণ
নাসিকায় নিশ্বাস নির্গত হয়, এতদর্থ বাম পার্শ্বস্থা ঈড়া না-
ড়ীতে বায়ু বহিলে রাত্রি, দক্ষিণ পার্শ্বস্থা সূর্য্যরূপা পিঙ্গলা
নাড়ীতে নিশ্বাস বহিলেই দিবা হয় । একপ দিবসে পূজা কর্তব্য
ইহা অতন্ত্রিত দিবারাত্রি সৰ্বদাই হইয়া থাকে, স্মৃতরাং যদুপ
সূর্য্য চন্দ্রাধিষ্ঠানে বাহিবে দিবারাত্রি, তদুপ ঈড়া পিঙ্গলায়
স্বাসপ্রশ্বাসে শরীরাত্মস্থরেও দিবারাত্রি হইতেছে এবং দি-
বার মধ্যেও পূর্ব্বাহ্নাধিপতি চন্দ্র, অপরাহ্নাধিপতি সূর্য্য, নচেৎ
বেদোদিত সন্ধ্যোপাসনায় ত্রিসন্ধ্যা উক্ত কেন হইয়ছে,

দিবাবসানে সায়াংসন্ধ্যা, নিশাবসানে প্রাতঃসন্ধ্যা, এতদ্বয়
 সন্ধিকাল ব্যতীত কোন বিবেচনার মধ্যাহ্ন কালের সন্ধ্যা
 সংজ্ঞা হয়, সুতরাং সূর্য্য চন্দ্রের সংমেলন কালকে সন্ধ্যা বলে,
 শরীরস্থ শোণিত শুক্রের সংমেলন কালের সন্ধিসংজ্ঞা জানি-
 বেন, তদনুসারেও শুক্ররূপ পক্ষসংজ্ঞায় দুই ভাগে বিভক্ত
 করিয়া শুক্রপক্ষে চন্দ্র ও রূক্ষপক্ষে সূর্য্যটক অধিপতি করিয়াছেন,
 এইরূপ শরীরাত্ম্যন্তরে শোণিত শুক্রের দুই ভাগকে শুক্রপক্ষ
 এবং রূক্ষপক্ষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যদুপ বৎসরের দক্ষিণা-
 য়ণের চন্দ্র, উত্তরায়ণের সূর্য্য অধিপতি হয়েন, তদুপ জীব
 মাত্রের জীবীতাবস্থাকে অয়নভাগে বিভাগ করিয়া পূর্বার্দ্ধ
 বয়সকে চন্দ্রাধিষ্ঠিত রূপে দক্ষিণায়ণ, পরার্দ্ধ বয়সকে সূর্য্যা-
 ধিষ্ঠিতরূপে উত্তরায়ণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং
 অয়নদ্বয়কে দেবযান ও পিতৃযান বলিয়া শাস্ত্রে কহে, মনুষ্যের
 অবস্থাদ্বয় ও যানদ্বয় অর্গাৎ পূর্ব্বাবস্থা পিতৃযান, পরার্দ্ধাবস্থা
 দেবযান হয়, যেহেতু জন্মাবধি পঞ্চাশৎ বৎসর অর্দ্ধভাগ
 তাহাতে গার্হস্থ্য সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদনকরা কর্ত্তব্য, একারণ
 দক্ষিণায়ণ রূপে পিতৃযান বলেন, উত্তর পঞ্চাশৎ বৎসর
 ধরণাবধি পরমাত্মোপাসনার্থ সংসারে তৈর্য্যগ্য হইয়া বান
 প্রস্থ হয়, এতন্নিমিত্ত তদবস্থাকে উত্তরায়ণ রূপে দেবযান
 বলিয়া খ্যাত করেন ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাক্রিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাঙ্কাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কোষেয় বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম অর্চতিভি রুদিতং নন্দস্নুতং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৫৪ সখ্যা শকাব্দঃ ১৯৭৪ । সন ১২৫৯ সাল ৩১ বৈশাখ বুধবার

বর্তমান ইন্দুদ্বিপীয় সভ্য অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় মিশনারিগণেরা এবং এতদেশজাত আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিরা, যে বেদোদিত কোন কর্মের অনুষ্ঠান করেন না, ইহা আপনারাই স্বমুখে বক্তৃতা করেন, কিন্তু অন্যকোন ব্যক্তি এতদ্বিষয়ের উক্তি করিলেই তাঁহারদিগের সম্মুখে কটুক্তি প্রয়োগ করা হয়। তন্নিমিত্ত যথা তথা বাচনিক কহিয়া থাকেন. “ যে নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

পত্রিকা প্রকাশকেরা, আমারদিগের প্রতি অতিশয় কো-
পিত আছেন, তাহার কারণ আমরা তাঁহারদিগের মত
অনিত্য যাগ, যজ্ঞ, কর্মকাণ্ড দেবদেবীর অর্চনা হরি
সংকীৰ্ত্তনাদি এবং পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করি না”
উত্তর, ইহা আধুনিক সত্যেরদিগের ভ্রান্তি, কেননা এত-
ন্নিমিত্ত তাঁহারদিগের প্রতি অস্মদাদির প্রকোপিত হইবার
কোন প্রয়োজন নাই, তদন্যৎ বলিষ্ঠ আর কোন কারণও
দেখিতে পাইনা, তবে শাস্ত্রসিদ্ধ যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাস শ্রাদ্ধ
তর্পণাদি করেন না, ইহা মনুষ্যেতর তিৰ্য্যগ্বেষানিগত অর্থাৎ
পশু পক্ষি কীট পতঙ্গাদি জীবেরাও করেন!, তদ্রূপ তাঁহা-
রাও না করিলেন তন্নিমিত্ত আমারদের কোপের বিষয়, কি ।

দ্বিতীয়তঃ । হড্‌ডীপ কিরাত অর্থাৎ অপক্লষ্ট ধাক্কাড়
প্রভৃতি জাতির। মদ্য মাংস ভোজন পূর্বক অবৈধ দ্রব্য
সকল আহার করিয়া থাকে, এবং গ্রাম্যবরাহ প্রভৃতি
পশ্বাদিরাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ অমেধ্য বস্তু সকল আহার করে
যথা শাস্ত্রমত প্রসিদ্ধাহারে পরাংমুখ, তন্নিমিত্ত কি, তাহার
দিগের প্রতি আমরা কোপ করিয়া থাকি ।

তৃতীয়তঃ । অজ মেঘাদি পশুদিগের যোনি সম্বন্ধ বিচার
নাই, অপর বিরুদ্ধা বিরুদ্ধ সম্পর্কের শৌরব রাখেনা, এবং
শাস্ত্র সিদ্ধ কন্যাপাণি গ্রহণ করেনা । তদর্থে আমারদিগের
ক্রোধের প্রয়োজন, কি ।

চতুৰ্থতঃ । ব্যাঘ্ৰাদি হিংস্ৰক বন্য জন্তুৱা ধৰ্ম্ম শাস্ত্ৰ জানে না এবং আহাৰেৰ কুচিহ্নিতা শ্ৰযুক্ত গোমহিষাদিৰ মাংস ভক্ষণ কৰিয়া সুতৃপ্ত হয়, তন্নিমিত্ত, কি, ব্যাঘ্ৰাদি হিংস্ৰক জন্তুৱা প্ৰতি আমাৰদেৱ ক্ৰোধ কৰা উচিত হয় ।

পঞ্চমতঃ । যজুগ কলবিস্ক অৰ্থাৎ কাকপক্ষীগণে বিনাব গাংনে শৌচাশৌচ বিচাৰ ৰহিত, এবং বিবেচনা শূন্য কুৰ্য্যোদয় হুইতেই অবৈধ বস্তু আহাৰে নিযুক্ত হয়, সেইৰূপ যদি কেহ আহাৰ ব্যবহাৰাদি কৰে কৰুক, তন্নিমিত্ত আমাৰা কোপিত কেন হইব ।

ষষ্ঠতঃ । তিৰ্য্যগ্বেযানিগত পশু পক্ষ্যাদিৰও বেদোদিত বিহিত সংস্কাৰাদি নাই, এবং ঈশ্বৰৰূপেও ঈশ্বৰজ্ঞান ৰহিত অপৰ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰাদিকে কদাপি মান্য কৰেনা, তদৰ্থে আমাৰদিগেৰ অপচয়, কি ।

সপ্তমতঃ । পশু পক্ষীগণে অনুচা কি, উচা, এবং বিধবাৰ বিচাৰ না কৰিয়া যে স্ত্ৰী প্ৰতি অভিমত হয় তাহা-কেই রত্যাৰ্থে ভাৰ্য্যাভাবে পৰিগ্ৰহ কৰে, তন্নিমিত্তে শাস্ত্ৰ-মৰ্যাদাব হানিনাই, এবং আমাৰদিগেৰই বা কোপেৰ সম্ভৱ, কি ।

অষ্টমতঃ । শাস্ত্ৰ দৃষ্টে বৈধাবৈধ আহাৰেৰ বিচাৰ না কৰিয়া রসনাভিযোগে ভাগনাগিলেই পশুগণেৰা আহাৰ

করে নচেৎ পরিত্যক্ত হয়, হউক, তদর্থৈ অস্বাদাদির ক্ষতি বৃদ্ধি, কি।

নবমতঃ। যদ্রূপ তিৰ্য্যাক্ যোনিগত অর্থাৎ পশু পক্ষীরা বৈধম্মানে পরাধ্বুখ, শুদ্ধ শরীর পরিচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত জলাদিতে অবগাহন করে, সেইরূপ অবগাহন করিয়া যাহারা সুখী হয়, হউক, তাহাতে আমারদের কোপ, কি।

আমরা কি, অনাচারি দেখিলেই কোপ করি এমত নহে, শুদ্ধ মনুষ্যাবয়বধারীকে পশুবৎ অনাচারি দেখিলেই কারুণ্য উপস্থিত হয়, স্ততরাং বিচক্ষণ পারদর্শীদিগের উচিত যে একপ ভ্রষ্টাচারিগণকে সত্বপদেশ করেন, তাহাতে কোপভাব দর্শন করা বিশেষ দৃষ্টিহীন ব্যক্তিতেই সম্ভব হয়। নিন্দকের স্বভাবস্বতন্ত্র, তাহারদিগের নিকট কোন বিষয়েই নিস্তার হইতে পারে না, একালে ইংরাজীমতে যে কর্ম্ম করে তাহাই ভাল, অন্যৎ নিন্দার আকর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কেবল অজ্ঞের নিকট বিজ্ঞ ব্যক্তির ধর্ম্ম সোপান হইতে পাদব্থলিত হয় না, শুদ্ধ কতিচিৎসরের নিমিত্ত জীবন ধারণে অধ্রুব কর্ম্মরূৎ পুরুষেরা পশ্বাদি পদে অভিষিক্ত হয় এইমাত্র, যদিপি এতদ্রূপ ধর্ম্ম বহিষ্মুখ কদর্য্যাচারি মনুষ্যেরা পশ্বাদি পদের বাচ্যনা হয়, তবে এতৎ সংসারে পশুপদ বাচ্যে প্রয়োক্তব্য কে হইবে। অতএব হে বিচক্ষণেরা ক্ষণকালের নিমিত্ত ধরণী মণ্ডলে আসিয়া ধর্ম্মবর্জ্জিত হইও না, ধর্ম্মই

পৰম মঙ্গলায়তন, ধৰ্ম্মমতি স্থিৰথাকিলে মনুষ্যেৰ কদাপি
আপতুখান হয় না, ধাৰ্ম্মিক ব্যক্তিকে ধৰ্ম্মই ৰক্ষা করেন। যথা

গৌৰেবকং পঞ্চচৰ্য্যাস্ত্ৰী সিংহীসপ্ত প্রসূয়তে । হিংসকাঃ প্রলয়ং
যান্তি ধৰ্ম্মোবক্ষতি ধাৰ্ম্মিকং । পুৰাণং

গাবী এক পুত্ৰ, সিংহী সপ্ত, ব্যাঘ্ৰী পঞ্চ পুত্ৰ এক গৰ্ভে
প্রসূতা হয়, হিংস্ৰক ভাবপ্রযুক্ত ব্যাঘ্ৰ ও সিংহ প্রলয়
প্রাপ্ত হয়, হিতৈষী ভাবজন্য গোসকল এই পৃথিবীতে
ব্যাপ্তময় হইয়াছে, অৰ্থাৎ অধাৰ্ম্মিকের প্রলয় ধাৰ্ম্মিকের ৰক্ষা
ধৰ্ম্মই করেন । তথাহি

ধৰ্ম্মার্থে ক্ৰিয়তে ভাৰ্য্যা ধৰ্ম্মার্থে ক্ৰিয়তে সূতঃ । ধৰ্ম্মার্থে ক্ৰিয়তে
গেহং ধৰ্ম্মার্থে ক্ৰিয়তে ধনং । বৃহদ্ধৰ্ম্মপুৰাণং ॥

ধৰ্ম্মার্থে দাৰ গ্ৰহণ কেবল ইন্দ্ৰিয় সুখার্থে নহে, অৰ্থাত্
(সস্ত্ৰীকোপধৰ্ম্মমাচৰেনিতি) শাস্ত্ৰান্তরে স্ত্ৰীৰ সহিত ধৰ্ম্মানু-
ষ্ঠান কৰিতে কহিয়াছেন । ধৰ্ম্মার্থে পুত্ৰোত্পাদন কেবল
আয়ুপোষণ নিমিত্তে নহে । যথা (পুত্ৰ পিও প্ৰয়োজনং)
ধৰ্ম্মার্থে গৃহ কৰিবে শুদ্ধ আপনাৰ নিবাসার্থে নহে । অৰ্থাৎ
গৃহস্থ ব্যক্তিয়া নিয়ত দৈবতৈত্ৰ কৰ্ম্মে এবং অতিথী সেবা
পৰায়ণ হইবেক, নচেৎ পক্ষ্যাদিৰাও স্ত্ৰী পুত্ৰ গৃহাদি কৰিয়া
থাকে, ধন সঞ্চয় ও ধৰ্ম্মার্থে কৰিবেক, কেবল আত্মায়াসে
আত্মোদয় পূৰণ নিমিত্তে নহে । অৰ্থাৎ (দত্তভুক্ত ফলং
ধনমিতি ভাৱতে) ভোগ এবং দানে ধনের সাফল্য কহিয়া-

ছেন, (শাস্ত্ৰান্তরে তন্নষ্টো যন্নদীয়তে) সেই ধন নাশ যাহা দান না করা যায়, অতএব ধৰ্মমূলক কৰ্ম করিলে অবসন্ন হয় না। তথাহি

ধৰ্মার্থে ধুযতে দেহো ধৰ্মার্থে স্থস্থিরা মহী। ধৰ্মার্থে বৰ্ষতী-
 দ্রোপি ধৰ্মার্থে তপতেরবিঃ। বৃহদ্রশ্মপুৰাণং ॥

ধৰ্মার্থে দেহধারণ কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগার্থে নহে। ধৰ্মার্থে এই পৃথিবী স্থস্থিরা হইয়াছেন, ধৰ্মার্থে ইন্দ্রবৰ্ষণ করেন, তাহাতে শস্যাদি উৎপত্তি হয়, কেবল ভরণার্থ নহে, সূর্য্যদেব ধৰ্মার্থে উদয় করেন কেবল দিবা করেন এমত নহে। অর্থাৎ প্রাতঃকালে উদয় সন্ধ্যাকালে অস্ত ইহা দেখিয়া ধাৰ্মিক জীব সকল যথা বিহিত ধৰ্মানুষ্ঠান করেন, যথা সন্ধ্যাবন্দনা জপ যজ্ঞাদি দ্বারা ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত হইয়েন, বৈরাগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যহ সূর্য্যোদয় দর্শনে আত্ম পরমায়ু ক্ষয় দৃষ্টে অনিত্য দেহগেহাদির মমতা শূন্য হইয়া পরব্রহ্মে লগ্ন হইয়েন, মৃত ব্যক্তির সূর্য্যোদয়ে দিনক্ষয় উপলব্ধি না করিয়া দিবা বুদ্ধি স্বীকারে আনন্দিত হয়, অর্থাৎ আমার ইয়ৎ সংখ্যক বয়স হইল, যাহা ঋণ দিরাছি মাস গেলেই তাহার বুদ্ধি পাইব, এবং দাস বৃত্তোপজীবীরা মাসাবসানে মাসিক বেতন পাইবার প্রত্যাশা করে, ইহা মনে ভাবেনা যে সামান্য আয়ের যত্নে বিশেষ ব্যয় হইয়া

যাইতেছে, স্মৃত্ত্বাং ধাৰ্ম্মিকেরা জানেন যে ধৰ্ম্মার্থই সূৰ্য্য-
দেব দীপ্তিমান হইলেন । তথাহি

নামুজংহি সহায়ার্থং পিতামাতাচ তিষ্ঠতি । ন পুত্ৰদাবমজাতি
ধৰ্ম্ম স্থিতিতি কেবলঃ । ২২৯ ।

মন্ত্ৰঃ ॥ ৪ অং ॥

পরলোক সহায়ার্থ পিতা মাতা পুত্ৰ কলত্র জাতি কেহই
স্থির থাকেন না, কেবল এক ধৰ্ম্মই তৎকালে সাহায্যে অবস্থিতি
করেন, অতএব সৰ্ব্বতোভাবে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর-
ণীয় । তথাহি

একঃ প্রজাযতে জন্তবেকএব প্রলীয়তে । একোহনুভূক্ত স্মৃত্ত
মেকএবচ দুষ্কৃতং । ২৪০ ।

মন্ত্ৰঃ ॥ ৪ অং ॥

জিবমাত্রেই একাজন্মে, একাই বিনাশকে প্রাপ্ত হয়,
একাই স্মৃত্ত দুষ্কৃত ভোগ করে, স্মৃত্তবাং ধৰ্ম্মানু রহিত
হইয়া কাহার প্রতি গাঢ়ানুরাগ করা কৰ্ত্তব্য নহে, কেহ যদি
সংসার মোহেনিতান্ত আকৃষ্ট হইয়া অপকৃষ্ট চৌর্যাদি
বৃত্তিদ্বারা ধনোপার্জন করতঃ সংসারের প্রতিপালন করে,
তাহাতে স্মৃত্তভোগে ভোক্তা সকলেই শুদ্ধ দুষ্কৃত ভোগ
তাহাকেই করিতে হয়, লৌকিকেও দৃষ্ট হইতেছে, যে সং-
সার ভরণার্থে চুরি করিয়া পুত্ৰ হইলে সংসারস্থ সকলে পরি-
ত্ৰাণ পায়, কিন্তু রাজদণ্ড পাইতে চৌর্য্যকৃত্যই প্রাপ্ত হয় ।
একারণ সাবধান করা যাহাইতেছে, যে একধৰ্ম্মই জীবের
পরম বন্ধু আর সকলেই বিমুখতাচরণ করে । তথাহি

মৃতং শবীর মৃতসূত্র্য কাষ্ঠলোকগমং ক্ষিতৌ । বিমুখাবাক্তব।
 বাস্তি ধৰ্ম্মস্তম্নগচ্ছতি । ২৪১ । মন্ত্ৰঃ ॥ ৪ অং ॥

কাষ্ঠ লোকবৎ মৃত শরীরকে মছীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া
 পরিবারেরা বিমুখ হইয়া গমন করে, কিন্তু পরম করুণাময়
 ধৰ্ম্ম তৎকালে পরিত্যাগ করেন না, সৰ্ব্বথা তাহার সহিত
 অনুগমন করেন, অর্থাৎ (মমায়ং পুত্র, মমেষ্যং কন্যা, মমেদং
 ধনং) আমার এই পুত্র, আমার এই কন্যা, আমার এই ধন,
 ইত্যাকার জ্ঞান মহামায়ার কার্য্য, ইহারা সম্পদ কালে
 আপনার হয়, মুমুর্ষু ভবন্ধর কালে সহায়ার্গ গমন করা
 দূরে থাকুক্ কাষ্ঠলোকবৎ শ্মাশান ভূমিতে ত্যাগ করিয়া
 পত্রিত্রার্থ আপনারা স্নান করতঃ গৃহের মঙ্গল অন্বেষণ করে,
 অতএব সাবকাশকালে জীবের ইহা স্মরণ করা উচিত হয়, যে
 যখন শ্মাশান ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে তখন কৰ্ত্তাভিমান
 তাঁহার কোথায় স্থান প্রাপ্ত হইবে? তথাহি

তস্মাক্ষিৰ্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সন্ধিগুগচ্ছনৈঃ । ধৰ্ম্মেণহি
 সহায়েন তমন্তরতি ছুস্তরং । ২৪২ । মন্ত্ৰঃ ॥ ৪ অং ॥

অতএব পরলোক সাহায্যে অগ্গেঃ ধৰ্ম্ম সঞ্চয় করা জীবের
 সৰ্ব্বদাই কৰ্ত্তব্য, যেহেতু ধৰ্ম্মের সহায়ে ছুস্তর তম পার
 হইতে পারে, অর্থাৎ দেহাবসানে তম স্বরূপ নরক নিস্তার
 হইতে ধৰ্ম্মই পরম কারণ হইয়াছেন ।

নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা ।

২৫

ধর্মপ্রধান পুরুষঃ তপসাদক্ষ কিলিষৎ । পরলোকং নয়ত্যাপ্ত

ভাস্বস্তং খশরীরিণং । ২৪৩ ।

ভূমঃ ॥৪ অং ॥

তপস্যাগ্নিতে দক্ষ হইয়াছে পাতক এমন ধার্মিক ব্যক্তিকে
আকাশ শরীরী, দীপ্তিমান পরলোক স্বরূপ প্রধান পুরুষ
ব্রহ্মকে, এক ধর্ম ই প্রাপ্ত করান, আকাশ শরীরী ব্রহ্মের
বিশেষণ, অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক, স্বচ্ছ, নির্মল,
একারণ কদাপি ব্রহ্মকেও খশরীরী বলিয়া শ্রুতি সংবাদ
করিয়াছেন, এতদর্থ বিনাধর্মে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইতে
পাবে না । এক্ষণে ধর্মশ্রদ্ধা বিরহিত হইয়া যাঁহারা ব্রহ্ম-
জ্ঞানী হইতেছেন, তাঁহাদের মোক্ষপদ বেদান্তিরিক্ত ইহা, কে,
না অঙ্গীকার করিবেক । অতএব, ধর্মসঙ্কুলার্থে সদ্ধর্মের
নিকৃপণ মহাভারতে বনপর্বে পাণ্ডবতীর্থ যাত্রাতে শোন
কপোতীয়ে । যথা

ধর্মংযোবোধতে ধর্মোানসধর্মঃ বুধর্মতং । অবিরোধেতু যোধর্মঃ

সধর্মঃসত্য বিক্রমঃ ।

ভারতং ॥

যে ধর্মদ্বারা ধর্মবোধ হয় সে ধর্ম ধর্ম নহে তাহাকেই
কুধর্ম বলিয়া জানিহ. অবিরোধেতে যে ধর্ম রক্ষা হয়
সেই সত্যধর্ম । যদি বল, ধর্মরক্ষা কবিতে হইলেই বিচার
করিতে হইবে তন্নিমিত্ত কি, সদ্ধর্মকেও কুধর্ম বলিবে,
উত্তর তদর্থ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে । যথা

বিরোধেষু মহীপাল নিশ্চতা গুরু লাম্ববৎ । নবাধা বিদ্যাতে যজ্ঞ
তদ্ব্যসং সমুপাচরেৎ । ভায়তং ॥

বিরোধোপলক্ষে অর্থাৎ বিচার করতঃ ধর্মের গুরু লম্বুর
নিশ্চয় করিয়া যাহাতে কোন ধর্মের বাধা না জন্মে এমনত
ধর্মকেই সত্যধর্ম বলিয়া সমাচরণ করিবেক । এতদর্থ
মীমাংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের
যে ধর্ম সে কুধর্ম, যেহেতু সাকার শ্রুতিকে বলবর্তী
রাখিয়া নিরাকার শ্রুতিকে প্রতিপন্ন কবিতে পারেন না,
তদনুরোধে সাকার শ্রুতিপাদক শ্রুতিউচ্ছেদ করাতে যাগ-
যজ্ঞাদি সমস্ত ধর্মকর্মের বিরোধ করিতেছেন, সুতরাং
অবিরোধে তাহারদিগের ধর্মরক্ষা হয় না এহেতু সে ধর্মকে
কুধর্ম বলায়ার, ইহাতে সপ্তগোপাসকদিগের ধর্ম কোন
ধর্মের বাধা জন্মে না যেহেতু নিরাকার শ্রুতিবাধ না
করিয়া তৎপ্রাপ্ত্যর্থ সপ্তগোপাসনার সোপান স্বরূপ যাগ-
যজ্ঞাদি ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন
ধর্মেরি ব্যাঘাত নাই, সুতরাং তদ্ব্যসং সনাতন সত্যধর্ম
রূপে অনুষ্ঠানকরা কর্তব্য । এবং ম্লেচ্ছ ও যবনাদির ধর্ম
অত্যন্ত কুধর্ম যেহেতু তাহারা অপকৃপাতী নহে, খড়্গ
দর্শনও অর্থলোভ প্রদর্শন করাইয়া বলপূর্বক ধর্ম প্রচার
করে, তাহাতে অধীন ব্যক্তি হিতাহিত বোধ করিয়াও করিতে
পারেনা, হেতুবাদ কুহকে চিত্তহীতে ধর্ম প্রবৃত্তির অন্তর

করিয়া দেয়, অথচ তাহারদিগের ধর্ম্মে হেতুবাদ প্রদর্শন করাইলে তন্নিরাস করিতে অক্ষম হয় তথাপি মান্য করে না, অন্য ধর্ম্মে দোষ দর্শাইতে না পারিয়াও তন্মত গ্রহণ করেনা, তাহার প্রমাণ ক্রাইস্ট ধর্ম্মীরা নিরন্তর নির্দোষ বৈদিক ধর্ম্মে দোষারোপকরতঃ জঘন্য ক্রাইস্টধর্ম্ম প্রচারার্থ স্মৃচুচাতুর্য্য করিতেছে, ইহাকে শাস্ত্রসিদ্ধ কুধর্ম্ম বলা অসঙ্গত নহে, বৈদিক জাতীয়েরা তাহারদের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া আপন ধর্ম্মযাজন করেন, বরং তাহারদিগের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া তাহাতেই আপনারদিগের ধর্ম্ম প্রমাণ কবেন, অর্থাৎ বাইবেলে যর্দনকে পুণ্যানদী কহে, হিন্দুশাস্ত্রেও গঙ্গাদিকে পুণ্য নদী বলেন, ইহাতে যাহারা যর্দনকে পুণ্য বলিয়া গঙ্গাকে নিন্দাকরে তাহারদিগের পক্ষপাতী ধর্ম্মে ধর্ম্মের বিরোধ হয়, স্মতরাং ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম কুধর্ম্ম ইহা সম্যকরূপে নিশ্চয় হইল । অপিচ

তাহারদিগের ধর্ম্ম উত্তম হয় হউক এবং যীশু খ্রীষ্ট পরি-
ব্রাণকর্ত্তা হয়েন, হউন, তাহাতে হিন্দু জাতীয়েরা বিদ্বেষ করেননা, তদ্ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া হিন্দুদ্বীপীয় ম্লেচ্ছগণেরা ক্রাইস্টের উপাসনা করেন, করুন তাহা নিবারণ কেকরে, কদাপি হিন্দুরা এমত কহেন না, যে তোমারদিগের ধর্ম্ম কিছু নয়, তোমরা ক্রাইস্ট ধর্ম্মভাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে প্রবিষ্ট হও, কিন্তু ক্রাইস্ট ধর্ম্মীরা হিন্দুধর্ম্মেরদ্বেষকরতঃ ক্রাইস্ট

ধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা সর্বদাই করেন, স্মরণ্য যে ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় তাহাকে কুধর্ম্ম অবশ্যই কহিতে হয় । বিশেষতঃ কন্যা বিবাহের পূর্বে বরপরীক্ষার্থ কন্যাকে বহু পুরুষান্তরের সঙ্গকরায়, পরীক্ষোত্তীর্ণ মনোমত হইলে বিবাহ করে, এমত ধর্ম্মকে কুধর্ম্ম বলা যায়, অপিচ যাহারদিগের কন্যাগণে অনুঢ়াকালে পুরুষান্তবগমনে গর্ত্তবতী হইলে তদন্ত্র আশ্রয় করাইতে সকলের সম্মতি হয় তাহারদিগের ধর্ম্ম যে কুধর্ম্ম ইহাতে সংশয় কি । এবং যাহারদিগের যৌবিতের পতিবিরোগানন্তর ভর্ত্তান্তব গ্রহণকরিলেও পতিব্রতা ধর্ম্মহানি হয় না তাহারদিগের ধর্ম্ম ইহাতে কুধর্ম্ম আর কি আছে, অপরঞ্চ, যৌবনাবস্থ পুত্র সম্ভে পুত্র স্নেহের সৈথিল্য প্রযুক্ত যে দেশের স্ত্রীলোকেরা বিবাহ করিয়া ভর্ত্তান্তরের গৃহেশ্বরী হয়, এবং পুত্রগণেরাও মাতার পত্যন্তর দর্শনে ঘৃণায়ুক্ত ও লজ্জিত না হয়, তাহারাই পশু ধর্ম্মী তদধর্ম্মকে বিধর্ম্ম জানে সদ্ধর্ম্মীরা অবশ্যই ত্যাগ করেন, অপিচ, পাত্রাপাত্র বিবেচনাহীন, মলমূত্রাদি শৌচরহিত, ও চাক্ষুষতাক্ষ মলমার্জ্জক হড্ডীপাদির পাচিত অন্ন ভোজনে যাহারদিগের ঘৃণানাই তাহারদিগের যে ধর্ম্ম সেই কুধর্ম্ম, ইহা আমুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারা যায় ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

অধুনা শরীরস্থ নাড়ীসকলের সংস্খাবর্ণন করিতেছি, যাহাতে এই স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের অবস্থিতি হইতেছে, মনুষ্যোতে সম্যক্ নাড়ীতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে না যেহেতু সকল নাড়ী বাহ্য চক্ষুর গোচরীভূতা নহে, তেজঃ স্বরূপা (৭২০০০) দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী অতি সূক্ষ্মা তাহা জানিতে হইলেই জ্ঞানচক্ষুর আবশ্যক করে, জ্ঞানচক্ষুপদে (শাস্ত্রচক্ষু) ঐ সূক্ষ্মানাড়ী সকলকে অবলম্বন করিয়া জীবের শরীর ধারণ হয়, তদভাবে দেহের অভাব হইয়া যায়, যাহারা প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া আত্মাভিমান করেন তাহাদিগের উচিত আদৌ নাড়ীতত্ত্বজ্ঞ হয়েন । সন্ধিবন্ধন বৎসজু স্বরূপা যে সকল নাড়ী তাহাই জীবিত ও মরণাবস্থায় মনুষ্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বারা স্থূল শরীরের ও লক্ষ হয়, এবং ক্ষতাদি পীড়ায় অস্ত্র চিকিৎসাও করিতে পারে, তেজস্বরূপা সূক্ষ্মা নাড়ীকে শাস্ত্রদৃষ্টে দেখিয়া তদবস্থার নিরূপণ করিতে সক্ষম হইলে আধ্যাত্মিক অবাদি পীড়ার উত্তম চিকিৎসা করিতে পারায়, আদৌ দেহযাত্রার কারণভূতা সূক্ষ্মাদি নাড়ী চক্র বর্ণন করিতে বাধিত হইলাম । যথা

অগ্রাধাবস্তুকংকাল আবভ্য শুদমূলতঃ । দ্বাত্রিংশজ্ঞান বিজ্ঞান
গৃহিণো বদ্ধতে সদা । জ্ঞানভাষ্যে ॥

গুহ্যমূল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডই মস্তক শরীরের
 আধারভূত হয়েন, এই শরীরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বন্ধমোক্ষের
 কারণ, অর্থাৎ ষোড়শ ২ ভাগে বিদ্যা এবং অবিদ্যা দ্বাত্রিশৎ
 গৃহিবন্ধন করিয়াছেন, ইহাসামান্য বন্ধন নহে, যে অনায়াসে
 মুক্ত হওয়াযাইবেক, তন্নিমিত্তে কঠিন যোগাত্যাস করিতে
 হয় । কলিতার্থ সম্যক নাড়ীতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইতে না
 পারিলে যোগাত্যাসকরা হয় না, অতএব নাড়ীজ্ঞান বিয়য়ক
 কিঞ্চিল্লিপি প্রকাশ করিতেছি । যদ্রূপ বহিব্রাহ্মণে সাদ্ধ
 ত্রিকোটিতীর্থ, অর্থাৎ নদী সকল স্বর্গ মর্ত্য পাতালে প্রবাহ
 বতী আছেন, তদ্রূপ মানব শরীরের খণ্ডত্রে সাদ্ধত্রিকোটি
 নাড়ীও প্রবাহবতী হইয়াছে, যেমন বহিব্রাহ্মণে ভূর্লোক
 ভুবলোক স্বর্লোক তিন খণ্ডে বিভক্ত সেইরূপ মানব দেহও
 তিন খণ্ডে বিভক্ত । যথা।

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃপাদৌ ভুবলোকস্য নাতিভঃ । স্বর্লোকঃ কল্পিতো
 মূর্দ্ধা ইতিবালোক কল্পনা ।

ভাগবতং ॥ ২ অং ॥

মনুষ্য শরীরের নাড়ী মণ্ডলের অধঃপাদ পর্য্যন্ত ভূর্লোক,
 নাতি অবধি কণ্ঠা পর্য্যন্ত ভুবলোক, কণ্ঠা অবধি ব্রহ্মরন্ধ্র
 পর্য্যন্ত স্বর্লোক, যদ্রূপ স্বর্গাদি তিনলোকে নদীপ্রবাহ হয়,
 তদ্রূপ মস্তকাবধি পাদ পর্য্যন্ত নাড়ীপ্রবাহ আছে, এবং
 বৈদিক জাতীয় বৈদ্য, ও হিন্দুস্থানীয় চিকিৎসক হকীম,
 ইন্দুদ্বীপীয় ডাক্তরেরাও, শরীরকে তিন খণ্ডে বিভক্ত

করিয়া কহেন, যে নাভির অধঃপাদ প্রদেশ পর্য্যন্ত বায়ুখণ্ড, নাভির উর্দ্ধ কণ্ঠাপর্য্যন্ত পিত্তখণ্ড, কণ্ঠার উর্দ্ধ মস্তক শ্লেষ্মা খণ্ড, সূতরাং তিন খণ্ডে বিভক্ত শরীরকে পৌরাণিকেরাও স্বর্গমত্য পাতাল সংজ্ঞায় কহেন, এবং নাড়ী সকলকে নদী-রূপ ব্যাখ্যা করিয়া তিনলোকে প্রবাহবতী রাখিয়াছেন, অর্থাৎ আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত ঋদ্ধুবক্রাতিগতি দ্বারা নাড়ী সকল রসরক্তাদিকে বহন করেন, অধিকার ভেদে পীড়া জন্মিলে সাধ্যাসাধ্য যাপ্যরূপে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কক্‌জসাধ্য, বাতজ্‌জ অসাধ্য, পিত্তজ্‌জযাপ্য, কিন্তু সকলের প্রবাহক বায়ু, সূতরাং এস্থলে বায়ুর প্রাধান্য অঙ্গীকার করা যায়, অর্থাৎ নাড়ীজাল স্বরূপ দেহে পরমাত্মা বায়ুরূপে অহরহ বিচরণ করিতেছেন, যেমন উর্গনাভি অর্থাৎ মাকড়শা স্বরূত জালে পরিভ্রমণ করে, যখন এই শরীরকে নাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন হৃত্যুরূপে ক্রমেগ্রাস করিতে থাকেন, যদ্রূপ মাকড়শা ইচ্ছা-পূর্ব্বক জালস্থিতি করিয়া অনিচ্ছার সমুদয় জালকে গ্রাস করে যথা শ্রুতিঃ (যথোর্গনাভি সৃজতে গৃহতেচ) পরমাত্মা প্রাণরূপী হইয়াও হৃত্যুকালে নানাবিধ রোগরূপে বিভক্ত হয়েন, যদ্রূপ জাল ব্যতীত মাকড়শা ভ্রমণ করিতে পারেনা, তদ্রূপ নাড়ীজালের অভাবে বায়ুদিগও দেহমধ্যে বিহরণ হয়না, সূতরাং নাড়ী চক্রকে জানিবার অত্যন্ত প্রয়োজন ।

বিজ্ঞাপন ।

সর্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টিকার সহিত তদর্থ গোড়ীয় সাধুভাষায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাক্ষিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানু-রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সঙ্গীতা ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয় ।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাক্ষিত হইল ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্ন্বদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাণ নৃণাণ জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাছাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

ত্রীকুক্ষাখ্যং পরম পুরুষং পীত কোষের বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্রামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দস্বনুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৫৫ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫২ সাল ১৫ চৈত্র্য বৃহস্পতিবাব

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা সর্বদাই বক্তৃতাকরেন, যে গংগা
পুষ্পাদিদ্বারা অর্চনা এবং যাগযজ্ঞাদি ব্রতোপবাস, তীর্থা-
বগাহন, স্তবকবচাদি পাঠ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা হয় না,
তিনি আছেন ইহাভাবনা করিলেই উপাসনাকরা হয়, এই
অতিপ্রায়ে শকাব্দা ১৭৬৮ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও
অনেক লিপিপ্ৰকাশ করিয়াছিলেন, আমরাও ঐ শকের
কালগুন মাসীয়া “নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার” বিধিমতে

উত্তর লিখিয়াছিলাম, তাহা অনেকদিবস অবসান হওয়াতে প্রাচীন পাঠকদিগের স্মরণ না থাকিতেপারে, অপর নবীন পাঠকগণের দৃষ্টিগোচরই হয়নাই, যেহেতু তৎপত্রিকা এক্ষণে ছুস্প্রাপ্য, তন্নিমিত্ত অত্রপত্রে তত্তৎ প্রস্তাব পুনরুক্ত করতঃ পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইতেছি, যথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়াং ।

১ প্রস্তাব । পরমেশ্বরের নিকট স্তব ও প্রার্থনা করিলে উপাসনা হয় না । কারণ, কার্য্যকারণের ঘটনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে অবশ্যই হইবে, তাহাতে আমার প্রার্থনাতে যে নিরাসিত হইবে এমত বিষয়কি” ।

উত্তর । এতদভিপ্রায়ে শান্তিপুষ্ক্যাদি স্বাস্থ্যয়নিক কর্ম্ম প্রবৃত্তির ব্যাঘাৎ করাই তাঁহাদিগের তাৎপর্য্য, নচেৎ স্তব প্রার্থনাদি কর্ম্মের বিফলতা জানাইবার আবশ্যকতা কি, যদ্যপি আপত্তুখানকালে ঈশ্বরের নিকট স্তব, কি, প্রার্থনা, অথবা অর্চনাদি করিলে উপকার না হয়, তবে পরকাল নিস্তারার্থে তদুপাসনার প্রয়োজনাভাব, তন্নিয়মানুসারে যাহা হইবার তাহাই হইবে জীবের ব্যাকুলতায় কি হইতে পারিবে, স্মৃত-রাং ইহা হইলে তাঁহার সত্তার প্রতিনির্ভর করিবারও কোন প্রয়োজনথাকেনা, অতএব নিশ্চয়জানিবেন শুদ্ধ অথও নিয়মেনির্ভর করিলেই নাস্তিক হইতেহয় ইহা কে না কহিবে, আপদ সম্পদ নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় ফল

প্রাপ্তির প্রত্যাশা যদি না থাকিত, তবে তাঁহার উপাসনা করিতে কে বাধিত হইত ইহাতে শ্রুতি সম্মত (সৰ্ব্বকাম পূর) তাঁহার নামের বৈফল্য হয় । বিশেষতঃ লৌকিকে ও দেখিতেছি, যে সামান্যতঃ প্রত্যাশা না থাকিলে কেহ কাহাকে মান্য, বা, স্নেহ করে না ।

অপিবা । রোগোৎপত্তিকালে অথবা বাত বজ্রাদিভয়ে পস্থিতে কিম্বা জলমগ্নাদি আপৎকালে যদি আত্মরক্ষার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় তাহার প্রতীকার না হয়, তবে (খপ্পবৎ) ঈশ্বরের বিপত্তারক নামের অলীকত্বে অসজ্জা হয় । অতএব, বিপত্তারণার্থ তৎপ্রতিঘাত ঔষধাদি অন্যান্য উপায় দ্বারা চেষ্টা এবং পরমেশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা এতদুভয়েরই কর্তব্যতা, ইহা শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ নির্দ্বার্য্য হইয়াছে, যে পুরুষকার দ্বারা দৈবকলদ হয়, নচেৎ অখণ্ডনিয়মে যাহা হইবার তাহাই হইবে উপায় দ্বারা নিবারণ না হয়, তবে মনুষ্য মাত্রেই শরীরস্থ ইন্দ্রিয় ঈশ্বর নিয়মে সদসৎ কর্ম্মের কারণ হইয়াছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়কে অসৎকার্য্যে নিবারণ করিয়া সৎকার্য্যে যুক্ত করিবার প্রয়োজন কি, এবং করিলেই বা সিদ্ধ কি প্রকারে হইবে, স্মৃতরাং নবীনসভাদিগের মতে অসৎকার্য্যও অনিবারিত রূপে সৰ্ব্বজাতীয় শাস্ত্রের মৰ্ম্মচ্ছেদক হয়, কেননা ইন্দ্রিয় সংযম করিতে সকল শাস্ত্রেই অনুশাসন করিয়াছেন, তাহা অনর্থক বর্ণনা হইয়া যায়, অন্যদপি

উপাসনার বিষয়ে ঐ শকের [মাঘমাসীয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছেন, যথা ।

“হে পরমাত্মন, শুভকে অশুভজ্ঞান করিয়া তোমার নিকট যদি তাহা প্রার্থনা নাকরি, তথাপি তাহা আমারদিগকে প্রদান কর, শুভজ্ঞানে অশুভকে প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে নিরস্ত থাক, এবং আনার দিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত কর” ।

নব্যসভ্যের দিগের এতৎ প্রার্থনা সূচক লিপি প্রায়গেই উপরোক্ত যুক্তির একাকলিন খণ্ডন হইয়াছে, কেননা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনামতে অশুভকালে শুভকল যদ্যপি সিদ্ধ হইতে পারে, তবে রোগাদি উপস্থিত সময়ে আরোগ্য প্রার্থনায় স্বাস্থ্যনিক কর্মে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় আপদে উদ্ধার হইতে কেন, নাপারিবে, যে মহাত্মারা আত্মার নিকট একপ শুভ প্রার্থনা করেন, তাঁহারদিগের কি রোগাদিশাস্ত্যর্থে দেব স্বস্ত্যয়ন দ্বারা পরমেশ্বরের নিকট স্তবও প্রার্থনা করা সঙ্গত হয় না, কেন নিরর্থক ঈশ্বরপ্রার্থনায় বিমুখতা চরণ করিয়া ইহ-পরকালে বঞ্চিত হয়েন । অপর আরও লিখিয়াছেন যথা তত্ত্ববোধিনী পত্রে ।

“পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ দ্বারা অথবা বিনতি স্তুতি করিলেই তাঁহার উপাসনা হয় না, কেবল তাঁহার স্বরূপ

চিন্তা এবং তাঁহার আজ্ঞা অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করাই তাঁহার মুখ্য উপাসনা হয়” ।

যদ্যপি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ বিনতিস্বত্ব করিলে উপাসনা না হয়, তবে আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মবাচক শব্দকে নিরন্তর উচ্চারণ কেন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারদিগের বিশেষ উপকার কি হইতে পারিবেক, যদ্যপি তদাজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্তব্য হয়, তবেই বেদোদিত ধর্ম কর্মানুষ্ঠান করণের বিধি প্রাপ্ত হওয়াগেল, আজ্ঞাপদে নিয়ম অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়মে ইন্দ্রিরাদি সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যথেষ্টাচার পূর্বক তাহারদিগের বলরুদ্ধি করিয়া তদ্বশে কালযাপনা করাতে ঈশ্বর নিয়মের প্রতিপালন কবাবলেনা, নিয়মাজ্ঞা পদে বেদোদিত ধর্মকর্মানুষ্ঠান অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃত্যুদিত যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ড দেবদেবীর অর্চনা তীর্থাবগাহন পিতৃমাতৃ আত্ম তর্পণ নামসংকীর্তনাদি এবং শমদমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ বিদ্যাসাধনের অঙ্গ তদনুষ্ঠানেই ঈশ্বরাজ্ঞা প্রতিপালন করা হয়, এবং উপাসনা বিষয়ে পুনরুক্ত করিয়াছেন । যথা

“সুগন্ধি পুষ্প ও প্রাতঃকালের সূর্য্যদৃষ্টি করিয়া এবং ভোজন দ্বারা ক্ষুধারনিবৃত্তি ও শরীরতৃপ্তি বোধ ইহার অষ্টা ঈশ্বর ইত্যাকার জ্ঞান করিলেই তাঁহার উপাসনা হয়” ।

উত্তর । কেবল সুগন্ধি পুষ্পাদি ও প্রাতঃকালের সূর্য্য, ও ভোজন দ্বারা ক্ষুধাশান্তি এবং শরীরতৃপ্তি ইত্যাদির অষ্টা

পরমেশ্বর তদন্যৎ ছুর্গন্ধ, কি গন্ধরহিত পুষ্পাদি, অপর সায়ং
 মধ্যাহ্নাদির সূর্য্য বা সূর্য্যভাসরহিত অন্ধকার এবং কুদ্যাপি পা-
 শাদি দ্বারা শরীরের অভূষ্টি এসকলের স্রষ্টা কি পরমেশ্বর
 নহেন, কেবল সুগন্ধি পুষ্পাদি দেখিলেই তৎস্রষ্টা পরমেশ্বর
 বলিলেই উপাসনা করা হইবেক, যখন সৃষ্টিকার্য্য দেখিয়া
 তাঁহাকে স্মরণ করিল উপাসনা হয়, তখন তৎস্মরণার্থ প্র-
 তিমা দর্শন করিয়াও তো এমত বিবেচনা করাকর্তব্য যে
 ঈশ্বরের স্মরণার্থ এই প্রতিমা নির্মিতাহইয়াছে, সুতরাং
 তদর্শনে তাঁহার ক্ষুতি না হইবার বিষয় কি, বরং সৃষ্টিকার্য্য
 দেখিয়া তৎক্ষুতির অনেক গোলযোগ হয়, প্রতিমা দর্শনে
 আশু তাঁহাকে স্মৃতিপথে আনয়ন করে, লৌকিকেও দেখি-
 তেছি যে কোন ব্যক্তির প্রতিকৃতি করিয়া রাখিলে দৃষ্টি
 মাত্রেই সে ব্যক্তিকে স্মরণ হয়, যদ্যপি আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানি
 দিগের একপ চিন্তাহির হইয়া থাকে অর্থাৎ সুগন্ধি পুষ্পাদি
 দেখিয়া তাঁহাকে মনে স্মরণ করিতে সক্ষম হইবেন, তবে এতৎ
 সুলভ উপাসনা সহ্যে প্রশংসিত অঙ্গুরীয়ক ধারণে কল্পিত
 ব্রহ্মসমাজে গিয়া উচ্চ মঞ্চেপরি মিশনরিদিগের পুলপিটের
 ন্যায় উচ্চকাষ্ঠাসনে দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধবাহু করতঃ (হে
 পরমেশ্বর তুমি সর্বব্যাপী তুমি আমারদিগের ভরসা এস-
 তার উন্নতিকর ইত্যাদি সকাম বক্তৃতা সূচক চিৎকার করিয়া
 উপাসনা করার প্রয়োজন কি,) বিশেষতঃ ঘাঁহারা সত্যর উন্নতি

করিবার কামনায় নিতান্তব্যগ্র, তাঁহারদিগের, কি নিতান্ত নিষ্ঠুর
 গোপাসক বলিতে লজ্জাবোধ হয় না । হা, পরমেশ্বর, ঈদৃক্
 নাস্তিক সৃষ্টি করিয়া ইঁহারদিগকে ইংলণ্ডাদিদেশে প্রেরণ
 না করিয়া এই সুশুণ্যভারতবর্ষস্থ বঙ্গীয়দেশে সংস্থাপন কেন
 করিয়াছ, ইঁহাদিগের মতে আরপিতা মাতাদির সেবা পরি-
 চর্য্যা পুত্রেরা করিবেন না, যেহেতু জন্মদাতা ইঁহারদিগের
 দ্বারা পৃথিবী দেখিয়াছি এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতঃ মুখে
 কহিয়া নিশ্চিন্ত হইবেক আর সেবা পরিচর্য্যার আবশ্য কি,
 যজ্ঞপ বিশ্বকর্তা জগদীশ্বরের সৃষ্টি আমরা বলিয়া নিশ্চিন্ত
 হইতেছেন । ব্রাহ্মেরদিগের মতে উপাসনা হইলে লোকের
 দিগের পাপাশঙ্কা ছরীকৃত হইয়া সংকর্মে জলাঞ্জলিদিয়া
 জন সকলে ছদ্ম কৰ্ম্ম কেন নিরস্ত থাকিবেক, অতএব
 ঈশ্বরসম্মিধানে যে যে প্রার্থনা করে, তাহার সে প্রার্থনা তিনি
 অবশ্যই পরিপূর্ণ করেন, নতুবা তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞও রূপাবান,
 কামপূর কোন মতেই বলা যায় না, তবে ব্রাহ্মেরা যে মান্য
 করেননা তাহাতে এই বোধ হয় যে পরমেশ্বরের সহিত ইঁহার
 দিগের নিভৃতে পরামর্শ হইয়া থাকিবেক, নচেৎ তাঁহার
 মনের কথা ইঁহারা কি প্রকারে অনুসন্ধান করিলেন ।



অথ ধৰ্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার কথনং ।

কৰ্মশূদ্রে কৃষিৰ্বেশ্যে সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়শূতঃ । ব্রহ্মচর্য্যাস্তপো
মন্ত্ৰাঃ সত্যৈশ্চবতু ব্রাহ্মণে ॥ মহাভারতে বনপৰ্ব্বং ॥

শিষ্টাচার সম্বন্ধে সেবাদিকৰ্ম্ম শূদ্রের, কৃষিকৰ্ম্ম বৈশ্যের,
সংগ্রামবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা এবং বেদাধ্যয়ন ও
সত্যধৰ্ম্মানুষ্ঠান ব্রাহ্মণের সহজ কৰ্ম্ম হয় ।

প্রশান্তি রাজা ধৰ্ম্মেণ স্বধৰ্ম্ম নিরতাঃ প্রজাঃ । বিকৰ্ম্মাণশ্চ যে
কেচিৎ তদ্যুনক্তি স্বকৰ্ম্মত্ব ॥ বনপৰ্ব্বং ॥

রাজার কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মদ্বারা স্বধৰ্ম্মে নিয়ত প্রজাদিগের শাসন
করিবেন, যেকেহ বিকৰ্ম্মস্থ হইবেক অর্থাৎ নিয়ত কদর্য্য
কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারদিগকে স্বধৰ্ম্মে যুক্ত করিবেন ।
নচেৎ ধৰ্ম্মসংকরতা প্রযুক্ত দেশোপলব্ধের ঘটনা হয় ।



অথ রাজদোষ কথনং ।

অভিচারামরেভ্রাণাং ধৰ্ম্মঃ সংকীর্য্যতে মহান্ । অধৰ্ম্মোবর্দ্ধতে
চাপি সংকীর্য্যন্তে তথা প্রজাঃ । উকণ্ডা বামনাঃ কুব্জা স্তূলশীৰ্ষা
স্তথৈবচ । ক্লীবাস্চাক্ষাশ্চ জাঘন্তে বধিরা লুপ্তলোলুপাঃ । পার্থি
বান্ধবধৰ্ম্মেণ প্রজানা মতবৎসদা ॥ বর্ণপৰ্ব্বং ॥

রাজাদিগের অভিচারে ধৰ্ম্মসংকীরণতাকে প্রাপ্ত হইবেন
অর্থাৎ ধৰ্ম্মসংকরতা হয় । তদোষে অধৰ্ম্মের বৃদ্ধি এবং প্রজা

সংক্রম হয় । অপিচ পাপ লক্ষণাক্রান্ত প্রজার উৎপত্তি হইতে থাকে যথা, উরুণ্ড অর্থাৎ ক্ষীত মুকাদি, (বামন) খর্দাকৃতি, (কুজ) কুজা, ব্যজ, কাণ, খঞ্জাদি, (স্থূলশীর্ষ) শরীরাপেক্ষা বৃহৎ মস্তক, এবং অক্রপ্রভৃতি, (ক্লীব) নপুংসক অন্যৎ কাপুরুষ অকৃতিজ্ঞ, সত্যবিহিংসক, নিন্দক, ধর্মকর্মাদির প্রমাদকর্তা, যাহাকে নম্র অর্থাৎ ষণ্ডবলে । অন্ধ, রধির অর্থাৎ কালী, লুপ্ত (অর্থাৎ) লুপ্তচূড়ক যাহাকে টাকপড়া বলে, লোলুপ অর্থাৎ লোভী । এই সকল পাপাত্মা দুষ্কান্তঃকরণবিশিষ্ট প্রজা রাজাদিগের অধর্ম্যে জন্মে, অতএব যাহারা রাজা হইবেন তাহারদিগের উচিত অধর্ম্যকার্যো পরাঙ্মুখ হইয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি বর্ণের যথা বিহিত ধর্ম্যে বর্ণ সকলকে সংস্থাপন করা । নচেৎ ধর্ম্যসংকরতা হয় ।

নপাপং প্রতিপাপঃ স্যাৎসাধুবব সদাভবেৎ । আত্মনৈবহতঃ
পাপো যঃপাপং কর্তুনিচ্ছতি ॥ বনপর্বৎ ॥

সাধুকর্ম্মদৃষ্টে সাধুকর্ম্মকরা কর্তব্য, পাপের প্রতি পাপকরা কর্তব্য নহে । অর্থাৎ উত্তম বংশীয়ব্যক্তি যদৃচ্ছাবশে অধর্ম্ম কর্ম্ম করে তদৃষ্টে অধর্ম্ম কর্ম্ম করণীয় হয় না, সাধুব্যক্তির নিবেদন করিবেন, যেহেতু সাধুব ধর্ম্ম পাপের প্রতিপাপ করেন না, যে ব্যক্তি নিবেদন নামানিয়া অধর্ম্মাচার দৃষ্টে অধর্ম্ম ক-

রিবে তাহাকে নিবারণ কে করে, যে ব্যক্তি পাপ করিতে ইচ্ছাকরে সে আপনা হইতেই আপনি হত হয় ।

কর্মচৈতদসাধুনাং বৃজিনং নাম সাধুবৎ । নপ্রদধানা ধর্মস্যাতেন
শ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ বনপর্বৎ ॥

অসাধু ব্যক্তির অসাধু কর্ম সকলকে সাধুকর্ম বলিয়া যদি সমাচরণ করে, তবে সেই সকল কর্ম তাহারদিগের বৃজিনের অর্থাৎ পরকালের ক্লেশের নিমিত্ত হয় । এবং যথার্থ ধর্মে-তে যাহারা অশ্রদ্ধা করে তাহারা অবশ্যই নাশ হয় ইহাতে সংশয় নাই ।

অর্থাৎ অপকৃষ্ট কর্ম অসাধুপদেরবাচ্য হয়, তাহারদিগের স্বভাব আপনাকে সাধুবৎ জানাইয়া অসাধু কর্মকে সাধু কর্মরূপে পরিগ্রহকবে এবং করায়, সেই সকল কর্ম শুদ্ধ হুঃখের নিমিত্ত, তত্পদিস্থিতি হইয়া যাহারা অসাধু কর্মের সমাচরণ করে, তাহারা বিনাশ হইবে ইহাতে সংশয় নাই । ভ্রুকীন্তুঃকরণ ব্যক্তিই অসাধু অর্থাৎ অভব্য সেই অভব্য ব্যক্তির সাধুদিগকে বঞ্চনা করিবার কারণ সর্বদাই প্রচ্ছন্নরূপে আপনারদিগকে সাধুরূপে জানায় যদ্রূপ মহাভারতে বনপর্বের রামাখ্যান প্রস্তাবে সীতারূপ সময়ে প্রচ্ছন্ন যতিবেশী বারণের প্রতি উক্ত হইয়াছে । যথা

অভব্যোভব্যকপেণ ভগ্নচ্ছন্ন ইবানলঃ । যতিবেশ প্রাতিচ্ছন্নো
জিহীযুস্তামনিন্দিতাং ॥ বনপর্বৎ ॥

অভব্য ভব্যরূপে অর্থাৎ অসাধু সাধুরূপে তদ্ব্যঙ্গম অগ্নির
ন্যায় রাবণ সীতাহরণ নিমিত্ত যতিবেশে প্রতিলক্ষ্য হয় ।
এক্ষণে সেইরূপ অসাধুজনেরা আপনারদিগের কদর্যাচারো-
দিকে ভয়ানকাদিত অগ্নিরন্যায় গোপন রাখিয়া বাহিরে বিল-
ক্ষণ সাধুতা জানায় । এই ভব্যপদে বস্ত্রাদির পরিচ্ছিন্নতায়
কেবল স্তবেশধারী ব্যক্তিকে বলেনা । বাহারা সাধুরূপে
অর্থাৎ লোকবঞ্ছনাদি কদর্য্য কার্য্যের সমাচরণ না করেন
তাহারাই ভব্য ।

বর্তমান কালে তাহার দুই দৃষ্টান্ত 'স্থল' আছে, আদৌ
নবীন ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মারা অন্তরস্থ ভাবকে অন্তর্হিত রাখিয়া
বাহিরে পরমজ্ঞানীরূপে জানান তাহারদিগের মনের কথা
এই যে যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হইলে তাহারা অপকৃষ্ট ব্যতীত
উৎকৃষ্টপদে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান যে
সত্যধর্ম্ম তাহাতে আচ্ছাদিত হইয়া অসত্যকামনা পুরণার্থে
অর্থাৎ 'আপনারদিগের সমধর্ম্মীরূপে দলবৃদ্ধি করণ নিমিত্তে
ভয়ানকাদিত অগ্নিবৎহুদি সংকল্পের গোপন করিয়া বেদো-
দিত সত্যধর্ম্ম ব্যাজে জনসকলকে অপকৃষ্ট অসাধুপদে আনি-
তেছেন, যেমন কদর্য্য কন্ম অর্থাৎ সীতাহরণ করা রাবণের
সংকল্প, কিন্তু তৎকন্ম সাধনার্থ সাধুবেশ ধারণ করিয়াছিল,
অতএব নষ্টের স্বভাব এইরূপ চিরকাল প্রথিত আছে ।

২ দ্বিতীয়, চিরপ্রসিদ্ধ অসত্য, অসাধুবৃত্ত অসত্যাচারী কদ-
 র্য়াকর্মা প্রভারক স্লেচ্ছজাতীয়েরা আপনারদিগের মনঃস্থ সংক-
 স্পের পূরণার্থ অভব্যতাকে ভব্যরূপে প্রতিচ্ছন্ন করিয়া আপন
 অভিলাষের সিদ্ধিকরে। অর্থাৎ সর্বজাতির অপেক্ষা তাঁহারা ই
 সভ্যভব্য জ্ঞানীদয়াশীল ইত্যাদি সাধুবৃত্তজানাইয়া লোকের
 চিত্তাকর্ষ হইয়া পরে স্বকীয় স্বভাবের কার্য্যকরে, যেমন রাবণ
 স্বীয় অভব্য রূপকে ভব্যবতীরূপে আচ্ছন্ন করতঃ স্বকার্য্য
 সাধনানন্তর অর্থাৎ সীতাহরণানন্তর স্বরূপে প্রকাশ পায়, সেই
 রূপ ক্রাইষ্ট ধর্ম্মী মিসনরিগণেরা প্রথমতঃ বালকদিগের চিত্ত
 ভূলাইবার নিমিত্ত বাক্যে, কি, ব্যবহারে পরম সাধুরূপে আপ-
 নারদিগকে জানান, এবং খ্রীষ্টিয়ান করণের পূর্বে কতইবা
 তোবামোদ দ্বারা সৌহার্দ প্রকাশ করেন, তৎকালে বালকেবা
 প্রচ্ছন্ন সৌহার্দে বাধিতহইয়া সাহেবদিগকে পরমসজ্জন
 বলিয়া জানে। অনন্তর কৃতকার্য্য হইলে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান
 মতাবলম্বী করণানন্তর স্বীয় দুর্জয়তা প্রকাশ করিতে থাকেন
 অর্থাৎ সেরূপ যত্ন ও সৌহার্দ ও তোবামোদ থাকেনা, অব-
 শেষে বিনাপরিশ্রমে জীবন ধারণার্থে যথাকালে এক গ্রাস
 অন্ন প্রদানও করেন না, সুতরাং চিরপ্রসিদ্ধ অসাধু স্লেচ্ছগণকে
 যেহ ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়াছেন সেইহ ব্যক্তিই বিপৎসাগরে
 মগ্ন হইয়াছেন, এক্ষণে ঘাঁহারা করিতেছেন ও করিবেন তাঁ-
 হারা ও বিপৎ পরিত্রাণ হইতে কদাপি পারিবেন না ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

মানব শরীরে স্থূল সূক্ষ্মরূপে সাক্ষিকোটিনাডী, সেই
সকল নাডী বিভাগক্রমে সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়াছে,
তাহার পরিজ্ঞান না হইলে যোগাভ্যাস, এবং চিকিৎসক
দিগের চিকিৎসাকর্ম সম্পন্ন হয় না, তন্মধ্যে কতক নাডী
চক্ষুর্গোচরীভূতা, কতক জ্ঞানগম্যা । যাহারা চক্ষুর্গোচরা তাঁ-
হারা স্থূলা, সেই সকল নাডী সন্ধিবন্ধন রজ্জ্ববৎ শবচ্ছেদনে
দৃশ্যাহয়েন, যাহারা জ্ঞানগম্যা তাঁহারা সূক্ষ্ম ধাতুময়ী
তেজস্বরূপা কেবলজ্ঞান দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া অবস্থা
নির্ণয় করিতে হয়, শবচ্ছেদনে দৃশ্যাহয়েন না, সেই সকল নাডী
প্রধানা, তৎপ্রভাবে স্থূলানাডী প্রবাহবতীহয়, অতএব চক্র
পদ্মাদি তদ্রূপে মध्ये সংলগ্ন আছে, মুমূর্ষুকালে তাঁহারা
ক্ষয় পাবেন, শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় যোগবলে যোগীরাই
অবলোকন করেন, এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতিবোধনার্থ
আদৌ নাডীচক্র লিখিতে বাধিত হইলাম, যথা যামলাদি
নানাতন্ত্র এবং বেদোপনিষদ ও আয়ুর্বেদের প্রমাণ ধৃত
করিবেছি । যথা

সাক্ষিকোটিনাডীয়াহি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চদেহিনাঃ । নাভিকন্দনিব
দ্ধান্তা ত্রিয্যগূর্ধ্বমধঃ স্থিতাঃ ॥ ইতিচক্রে ॥

দেহিদিগের শরীরে স্থূলসূক্ষ্মরূপে সাড়েতিনকোটি নাড়ী ।
 নাভিমূল নিবদ্ধ সেই সকল নাড়ী বক্র এবং উর্দ্ধ, অপর
 অধঃ স্থিত হয় । তথাহি । (তিস্রঃকোটি স্তদন্ধে ন শরীরে
 নাড়য়োমতাঃ) ইতিতন্ত্রং । মনুষ্য শরীরে সাড়েতিন
 কোটীনাড়ী স্থূলসূক্ষ্মরূপে সংস্থিতা । তথাহি । (সান্ধ্বত্রি
 কোটীষু নাড়ীষু প্রাণাঃসংচন্তি) ইতি সামবেদীয়া ইন্দ্রমতি
 শাখায়াং । মনুষ্যশরীরে সাড়েতিনকোটি নাড়ী তাহাতে
 সর্বদা প্রাণাদিবায়ু সকলের সঞ্চরণ হয় ।

প্রথমতাবনাড়ী পরীক্ষণাদেব বাতাদি জনিতানাং বোগাণাং
 সাধ্যাসাধ্য সবিশেষ জ্ঞান মুৎপদ্যত ইত্যাম্বাদেব তস্মিকচ্যতে ॥
 চিকিৎসাদর্পণং ॥

প্রথমতঃ তাবনাড়ী পরীক্ষাহইতেই বায়ুপিত্ত কফজনিত
 রোগসাকল্যের সাধ্যাসাধ্য বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইহেতু
 সেইনাড়ীজ্ঞান কথ্য হইতেছে । তথাহি

তর্পয়ন্তি রসৈর্দেহং নদ্যন্তোয়ৈরিবার্ণবং । দ্বাসপ্ততি সহস্রস্ত
 তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ চতুঃ ॥

সেই সকল নাড়ী প্রবাহে রসদ্বারা শরীরের তর্পণ করিতে
 ছেন । যেমন নদী সকল জলপ্রবাহদ্বারা জলনিধি সমুদ্রকে
 তৃপ্ত করেন । সেই সাড়েতিনকোটি নাড়ীর মধ্যে (৭২০০০)
 দ্বিসপ্ততিসহস্র স্থূলা । এতৎ স্থূলশব্দে প্রাধান্য রূপে
 ব্যাখ্যাকরেন । তথাহি

দেহেধর্ম্মনা ধন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় গুণাবহাঃ । নাতিকন্দহিতা
স্তাস্ত নাতৌচক্রে অবেষিতাঃ ॥ চক্রং ॥

দেহের মধ্যে ধর্ম্মনী সকল নাতিমূলহিতা এবং নাতি চক্রে
প্রকৃষ্টরূপে বেষ্টিতা হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়গুণকে বহন করেন ।
অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতিকে বহন করেন ।
অতএব সেই সকল নাড়ী শরীর মধ্যে কোন স্থানে কতসং-
খ্যায় অবস্থিতি করেন তাহার পরিমাণ লেখাযাইতেছে ।

ঈড়াচ পিঙ্গলাচৈব সূক্ষ্মাচ তৃতীয়কা । গাক্ষারী হস্তিজিহ্বাচ
পুষ্যাচৈব যশস্বিনী । অলম্বুষা কুহশ্চৈব শঙ্খিনী দশমীমৃত
এতাধারং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তিদশনাডিকাঃ ॥ জ্ঞানাত্যাসং ॥

ঈড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা, গাক্ষারী, হস্তিজিহ্বা, পুষ্যা যশস্বিনী
অলম্বুষা, কুহ, শঙ্খিনী এই দশনাডিকা প্রধানা শরীরস্থদশ
দ্বারকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন । অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সূক্ষ্মা
তাহার বটগ্রন্থিসংস্থ বটপত্র, উক্তনাড়ী গ্রন্থিকেই পদ্মসংজ্ঞায়
বটচক্র কহা যায়, যথা মূলধার, স্বাধিতান, মণিপূর, অনাহত,
বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপুরাখ্য চক্রসংজ্ঞা । একাসূক্ষ্মাই সকলের
মূল। অন্যাতঃ শাখানাড়ীরূপে প্রসিদ্ধা । উত্তর পাশ্বে তৎ
সহচারিণী ঈড়া, ও পিঙ্গলা তদ্বারা প্রাণাপান বায়ুর সঞ্চরণ
জন্য দেহযাত্রা নির্বাহ হয়, তদ্বিভাগ এই যে ঈড়ানাড়ী
রন্ধ্রে যে বায়ুরপূরণ তাহার নাম অপান, পিঙ্গলাদ্বারে বহি-
র্নিষ্কৃত বায়ুর নাম প্রাণ । সূত্রাং চন্দ্রাংশঈড়া, সূর্যাংশ

পিঙ্গলা, এই দুইনাড়ী অধিজলাঞ্জিকা অর্থাৎ শুক্রশোণিতো-
দ্ভবা হয় । ব্রহ্মকপিণী সূক্ষ্মমূকে অবলম্বন করিয়া থাকেন,
যেমন আত্মার সত্ত্বার অবলম্বনে শোণিত শুক্রের অব-
স্থান হয় । যদ্রূপ চন্দ্র সূর্য্যদ্বয় এতদ্ভ্রুক্কাণ্ডের অর্দ্ধাংশ তাগ
গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ ঈড়া পিঙ্গলা ও শরীরের তাগদ্বয়া-
র্হাহয়েন । এই দুইনাড়ী দুইপার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া সকল
নাড়ীকে সমবিভাগে রাখিয়াছেন, বহির্ভ্রুক্কাণ্ডে সূর্য্য প্রভাবে
দিবায় জগৎ উত্তপ্ত হয়, নিশিযোগে চন্দ্রমা তুবারবর্ষণে
শিশিরীকৃত করেন, শরীরস্থাপিঙ্গলা প্রবাহে শোণিত প্রভাবে
শরীরের উষ্ণতা হয়, তদনুঈড়াপ্রবাহে ককবর্ষণ প্রভাবে
স্বাপকালে শিশিরীকৃত হয় । বৈশ্বানরাখ্য সূক্ষ্ম নাড়ীদ্বাব
প্রবেশে বায়ু স্তম্ভিত হইলে কুস্তকবলে, ইহা সর্কশাস্ত্র সঙ্গতা
যুক্তি । ঈড়া পিঙ্গলায়রেচক পূরক দ্বারা বায়ুসহকারে জী-
বাত্মা চন্দ্রারোহণ করতঃ আদিত্যদ্বার অর্থাৎ পিঙ্গলাদ্বার
ভেদকরিয়া বৈশ্বানরাখ্য সূক্ষ্মদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া পরত্র-
ল্লকে প্রাপ্ত হয়েন । তাহাকেই বেদাদিশাস্ত্রে অমৃতত্ব প্রাপ্ত
কহিয়াছেন, ইহাসামান্যজ্ঞানে উপলব্ধি হইতে পারে না ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন !

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাক্রিত হইল ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্ৰদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কোষেয় বস্ত্ৰং ।

গোলোকেশং সজ্জল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্ৰং ।

পূৰ্ণব্রহ্ম শ্ৰুতিভি রুদিতং নন্দস্বনুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৫৫ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩১ চৈত্র্য শনিবারবার

আধুনিক ইন্দুদ্বীপীয় সভ্য অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান চিকিৎসকেরা, এবং (মেডিকেল কালেক্জের) ছাত্রেরা উক্ত চিকিৎসক অর্থাৎ ডাক্তরদিগের অভিপ্রায় মতে বক্তৃতায় পাণ্ডিত্য করেন, তদনুসারে আধুনিক ব্রাহ্মেরাও সম্মত হইয়াছেন, যে হিন্দুদিগের শাস্ত্র সম্মত শরীরাবস্থিত জৈভা পিঙ্গলা স্নস্বম্মাদি নাড়ী চক্রান্ত যে পদ্মাদির বিবরণ সে সকল মিথ্যা, যেহেতু শরীরচ্ছেদক বিদ্বান ডাক্তরেরা মরণানন্তর

শব্দের দ্বারা দেখিয়াছেন, উক্তনাড়ী চক্র পদ্বাদি কোন রূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়না, অতএব হিন্দুশাস্ত্রের অসত্য বর্ণনার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না, তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মেরা এইমাত্র বিশেষ কহেন, যে বেদাদি শাস্ত্রে ষট্চক্রাদির বিশেষ বর্ণন নাই শুদ্ধ আধুনিক তত্ত্বাদি শাস্ত্র মতেই নাড়ীচক্র পদ্বাদির বিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ে আমরা ডাক্তারদিগের মতকে গ্রাহ্য করি” ।

উক্ত, এই অনন্ত বিশ্ববিরচক জগদীশ্বরের অপার মহিমা ও অনন্তকার্যের পারদর্শন করিতে কল্পিনকালে কেহই সক্ষম নয়, অধুনা বিদ্যমান কলিযুগে ইঙ্গলগ্নীয় বিদ্বান ডাক্তারেরা শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখন করিয়া বুঝিবলে আপন ২ যুক্তিতে পরমেশ্বরের কার্যের সত্যাসত্য বিচারে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে চাহেন, অর্থাৎ অভিমান মদে মত্ত হইয়া মুখে নাবলুন, কিন্তু ভঙ্গীক্রমে জানন যে বিশ্বসংসার আমার দিগের বশীভূত আমরা ঈশ্বরের মত অদ্বিতীয়রূপে সকল কার্য্য বিশারদ হইয়াছি, হায় ২ পরমেশ্বরের অতর্ক্য প্রভাব কি তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করা ননুস্যের সাধ্য, কোটি ২ জন্মান্তর্জিত সাধনাবলি যদি তদনুকম্পা কাহার প্রতি হয় তবে সেই ব্যক্তি বিজ্ঞানবলে অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান স্মৃতিদ্বারা করায়মলকবৎ এই বিশ্বসংসারের অবলোকন করেন, যথা সূক্ষ্মমতি জ্ঞানিরা সরস্বতী দেবী প্রসাদে করবদর সদৃশ এই বিশ্বকে দর্শন করেন

যে সেই সরস্বতীদেবী জয়যুক্তাহউন, অর্থাৎ জগতে অস্মদাদির সম্বন্ধে জয়কে প্রদান করুন। করামলক শব্দে করস্থিত আমলক ফলের যেমন সকলাবয়ব দর্শন হয় তদ্বৎ অথবা করকৃত অমলক অর্থাৎ করস্থিত জলবৎ স্বচ্ছতা প্রযুক্ত বহিরভ্যন্তর সমস্ত দর্শন হয়, (করামলক বদ্বিশ্বং পশ্যন্তি বহিষোগিনঃ) তদ্রূপ জ্ঞানিরা সমস্ত বিশ্বের অবলোকন করেন, নচেৎ সামান্য জ্ঞানে যে শরীর লক্ষণ অবলোকন করা সে সকল কথায় হয়। আদৌ শব্দেদক বিদ্বানদিগকে এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইল, যে পাঞ্চভৌতিক সম্বন্ধাত্মক চতুর্বিংশতিগুণ, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, অষ্টপ্রকৃতি চতুঃষষ্টিমুত্তিদ্ধারা নির্মিত শরীরের অবস্থা ত্রয়, (আদ্যমধ্য অন্ত) স্থলাবস্থা ত্রয় (জীবিত, ও মরণ) জীবিত শরীরে সূক্ষ্মরূপে * দশমাবস্থা হয়, মরণানন্তর কুমি, বিষ্ঠা, ভস্ম সংজ্ঞায় অবস্থা ত্রয় অর্থাৎ শব শরীর মৃতিকায় পোখিত করিলে পচিয়া কুমি জন্মে, কোন জীবে আহার করিলে বিষ্ঠা হয়, অগ্নিতে দাহ করিলে ভস্ম হয়, এতদ্ব্যতীত দেহের গতি নাই। অতএব এতৎ শরীরকে জীবিত ও শবকহিবার কারণ, কি, অর্থাৎ এতদেহের কোন অংশ ক্ষয় হইলে মৃত্যু হয়, তাহার স্থির বুঝিলেই বিদ্বানেরা নাড়ী চক্রস্থ পদ্মা-

* শিশু, কুমার, পৌগণ্ডকৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, পলিত মরণ ।

দির বিবরণ জানিতে পারিবেন এতজ্জীব শরীরের গুণ, বৃত্তি, প্রকৃতিাদি সংপূর্ণরূপ থাকাতেই জীবিত, ক্রিয়দংশ ক্ষয়েতেই মৃত্যু কহা যায়। যদ্যপি মরণানন্তর দেহাদি ছেদন করিলে সম্যক্ বস্তু দর্শন হইত, তবে জীবিত ও মরণ সংজ্ঞার বিশেষ থাকিত না। অতরাং দেহক্ষেদে ষট্চক্র ও সূক্ষ্মাদি নাড়ীস্থ পদ্বাদি অদৃষ্ট বিধায় যে এ সকল মিথ্যাবলা অজ্ঞের কৰ্ম্ম, সামান্য দৃষ্টি ডাক্তরেরা কতক গুলিন সন্ধি বন্ধনবৎ রজ্জুস্বরূপা নাড়ী দৃষ্টি করিয়া যে তেজঃস্বরূপ ষট্ চক্রাদিকে মিথ্যা বলেন সে অত্যন্ত অযুক্তি, দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম পদার্থ সূক্ষ্মা দৃষ্টি ব্যতীত লক্ষ্য হয় না, কেবল অনুমান সিদ্ধ করিয়া জানিতে হয়, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রাণ, ধাতুময়ী নাড়ী সকল, এবং হৃদিস্থিত জীবাশ্মার লিঙ্গ শরীর, ও শুক্রাদি চরম ধাতু, জীবিত শরীর ব্যতীত দেহের ছেদন করিলে দৃষ্ট হয় না, এই দৃষ্টান্তে শরীরাবস্থিত এতদ্বস্তু সকলের অভাব নামান্য করিলে সদ্বস্তু দর্শক শব্দ ছেদক বিদ্বান তাক্তরদিগের যুক্তি রক্ষাহইতে পারেনা, হা, পরমেশ্বর, ইহাও কি বিদ্বানের-দিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় না, যে জীবিত শরীরের লক্ষণ, কি, মৃত শরীরে থাকিবার সম্ভব, বেদতন্ত্র পুরাণ সংহিতা এবং আয়ুর্বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই সূক্ষ্মাদি নাড়ীচক্রকে সমান রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই

অজ্ঞ, কেবল বিদ্বান ডাক্তরেরাই ঔষধ সৃষ্ট কার্যের সম্যক কৌশলজ্ঞ হইয়াছেন, সাদ্ধত্রিকোটী নাড়িকাময় শরীর, যথা সামবেদীয়া ইন্দ্র প্রমতি শাখায়াং । (সাদ্ধত্রিকোটীষু নাড়ীষু প্রাণাঃ সংচরন্তীতি) (সাদ্ধত্রিকোট্যো নাড়াস্তু সূক্ষ্মা সূক্ষ্মা সূক্ষ্মকা ইতি আয়ুর্বেদং) (ত্রিশ্রঃ কোট্য স্তদ-
 ক্ষেণ শরীরে নাড়য়োমতা ইতিতন্ত্রং) (এই সাদ্ধত্রিকোটী নাড়িকা ত্রিবিধা হয়, শিরা, ধমনী, স্নায়ু । অর্থাৎ সূক্ষ্মা, সূক্ষ্মা, সূক্ষ্মা, তন্মধ্যে সূক্ষ্মা, এবং সূক্ষ্মা দৃষ্টিগোচরা; শুদ্ধ তেজঃ স্বরূপাধাতুময়ী সূক্ষ্মানাড়ী সকল অদৃশ্যা, কেবল অনুমানে শরীর পোষিকা বলিয়া জানিতে হয়, অত-
 এব ঙ্গড়াপিঙ্গলা সূক্ষ্মাদি দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২০০০) নাড়ী ও মূলাধারাদি ষটচক্র পঞ্চ সংস্হাক্রমে ক্ষয় না পাইলে মৃত্যু হয় না, ইহাতে মরণানন্তর দেহচ্ছেদে তদবলোকন করা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে । তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে শরী-
 রস্থ শুক্র যদ্বারা সমস্ত শরীর রক্ষা হইতেছে, সেই শুক্রকে মৃত শরীরে কস্মিন্ কালেও কেহ অবলোকন করিতে পারেন নাই, এতন্নিমিত্ত, শুক্রকে মিথ্যা বলা যায় না, বুদ্ধিমানেরা সধুন্ধিদ্বারা আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন, যে তেজঃ স্বরূপ ধাতুময় ষটচক্র এবং ধাতুময়ী (৭২০০০) নাড়ী মুমূর্ষাবস্হায় অর্থাৎ প্রাণ প্রয়ানের কিঞ্চিৎ বাবধান কালে গলতি হইয়া জলবৎ স্বেদমুত্র রূপে নির্গত হইয়া যায়,

মরণানন্তর কিছুমাত্র তাহার নিদর্শন থাকেনা, ইহা শাস্ত্রতঃ
 এবং লোকভঃও সকলে কহিয়া থাকেন যে নাড়ী ক্ষয় না
 হইলে মৃত্যু হয় না । ইহাতে কোনই সূচতুর বিদ্বান এমত
 আপত্তি করেন, যে যুগল তন্তুবৎ সুসূক্ষ্মা নাড়ী, তাহাতে
 দলকর্ণিকার বিশিষ্ট পদ্ম আছে এমত বিশ্বাস কোন মতেই
 জন্মে না, তদর্থবক্তব্য এই যে, অচিন্ত্য বিশ্ববিরচক পরমেশ্বর
 ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্থূল সূক্ষ্মরূপে বিবিধ প্রকার জীব সঞ্জন
 করিয়াছেন, তাহাতে একপ কীট আছে যে চক্ষুর নিকটীভূত
 হইলেও তাহার অবয়বাদি দৃষ্টিগোচর হওয়া সুকঠিন, শুদ্ধ
 যন্ত্রায়াসে দৃষ্টি করিতে হয়, কিন্তু তদবয়ব মধ্যে স্পষ্টরূপে
 হস্ত, পাদ, শির, নাসিকা, চক্ষু, কণ, প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি
 যক্রূপ স্থূল শরীরে পরিমিত রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম
 শরীরেও সূক্ষ্মরূপে নির্মিত হইয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই
 যে সেই সূক্ষ্ম শরীরই নাড়ী প্রবাহে সূক্ষ্মরক্তে রস সঞ্চালন
 ও নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চারের কোন বৈলক্ষণ্য নাই, অতএব
 সর্ব শক্তিমান যে পরমেশ্বর হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্থূল
 সূক্ষ্মরূপে মহাশ্রাঘ্য বস্তু সকলের রচনা হইয়াছে, তাঁহার
 কি যুগলতন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা নাড়ীই পদ্মাকারচক্র নির্মাণ করা
 অসম্ভব বোধ হয় । এস্থলে বিচক্ষণেরাই বিবেচনা করিবেন
 যে পরমেশ্বরের অপার মহিমা স্থূলবুদ্ধি দ্বারা তৎকার্য্যের
 মর্ম্মামর্ম্ম অনুধাখন করা সুদূর পরাহত ।

কর্মচেৎ কিঞ্চিদন্যংসাদিতরঙ্গসমাচরেৎ । যৎকল্যাণং নতিধ্যায়েরং
তত্রায়াং নিবেশয়েৎ । বনপর্বৎ ২৭

অন্যৎ কিঞ্চিৎশাস্ত্রং ও ইতরং কর্মের অর্থাৎ অধর্ম কর্মের
সমাচরণ করিবেক না । লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ অবিকল্প
যে কল্যাণ কর্ম অর্থাৎ ধর্মকর্ম, তাহাতেই আপনার চিত্ত
নিবিষ্ট করিবেক ।

নলোকে রাজতে মুখঃকেবলান্ন প্রশংসয়া । অপিচেমু জয়াহীনঃ
কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে । বনপর্বৎ ২৮

কেবল আয় প্রশংসা এবং মার্জিতরূপ লাভন্য দ্বারা
মুখ ব্যক্তি কদাপি লোক সমাজে দীপ্তিকে পায়না । আর
কৃতবিদ্য ব্যক্তি মার্জনা দীন হইলেও বিদ্যা প্রভাবে ইহ-
লোকে প্রকাশমান হয় ।

এতদর্থে বিদ্বান ও মুখপদে সামান্য শিল্প শাস্ত্রাদিতে
নৈপুণ্য বা অনৈপুণ্য এমত নহে । এই কৃত বিদ্যার্থে
ধর্মজ্ঞান বিশিষ্ট, মুখার্থে ধর্ম অন্ধাবজ্জিত যথা (মাতৃবৎ
পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোভবৎ আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃপ-
শ্যতি সপণ্ডিতঃ ।) পরস্মীকে মাতারন্যায়, পরদ্রব্য লোভ-
বৎ সর্ব জীবকে আত্মবৎ যে দেখে সেইপণ্ডিত । এত-
দর্থে শাস্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হইতেছে । যথা

নবক্তা বাক্য পটুতা, নদাতাদান কর্মণি । রণজিহ্বানশুরশচ
বিদ্যা নচপণ্ডিতঃ ।

বহুবিধ বাক্যে বাচালতা করিলেই বক্তাহয় না, এবং নিরন্তর ধন ছড়াইয়া দান করিলেই দাতা হয় এমন নহে, বাহুবল প্রকাশে সংগ্রামকরতঃ শত্রুজয় করিলেও শূর হয় না। অপর, বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া গদ্যপদ্যাদি রচনা করিলেও পণ্ডিত হয় না । অসোয়াস্তুরং ।

সত্যবাদী ভবেবক্তা দাতাপরহিতেরতঃ । ইন্দ্রিয়াণাং জিতঃ শূরঃ
পণ্ডিতো ধর্ম্মচারিণঃ ।

সত্যবাদীই বক্তা, পরোপকারীকেই দাতাবলে, যে ব্যক্তি শরীরস্থ ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছে সেই শূর, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তাকেই পণ্ডিত বলে ।

অর্থাৎ সত্যবাক্য কহিলেই সত্যবাদীহয়না, অসত্য কর্ম্মেব অপরিগ্রহ পূর্ব্বক যথার্থ বাক্য প্রয়োগকারি ব্যক্তিই সত্যবাদী এবং তাহাকেই বক্তা বলে । পরদুঃখে উপকার করে কিন্তু অকাপট্য আশ্রয় প্রতিপত্ত্যার্থে না হয় সেই দাতা । অপিচ অনিবার্য্য বলবান্ ইন্দ্রিগ্রামের নিগ্রহ করিতে যে শত্রু হইয়াছে সেই শূর, কেননা জিতেদ্রিয় ব্যক্তির কদাপি শত্রুর উৎখান হয় না, অজিতেদ্রিযেব পদেপদে শত্রু-পস্থিত হয় । এক্ষণে বিদ্যমান শ্লেচ্ছজাতি এবং শ্লেচ্ছ ধর্ম্মী বৈদিক জাতীরেরা শুক পক্ষির ন্যায় কতক গুলিন আলতঃ পালতঃ শাস্ত্রীয় বচনাত্যাসে বাচালতায় পাণ্ডিত্য

প্রকাশ করতঃ সমস্ত ধর্মের ব্যাঘাৎ করিতেছেন, তাঁহার-
দিগকে পণ্ডিত কি মুর্থ বলিতে হয়, ইহা পণ্ডিতেরাই বিবে-
চনা করিবেন, এবং অপক্লষ্ট বিষয়ে অপক্লষ্ট জাতীরের
সাহায্যার্থ চান্দার বহিতে শতং সহস্রং মুদ্রা বিতরণ করেন,
কিন্তু পিতৃ মাতৃ আদ্বোপলক্ষে কি, জুঃখিত ব্যক্তিরদিগের
সাহায্যে কপর্দক ও দান করেন না, তাহারদিগকে দান ধর্মী
বা তদিতরধর্মী বলিতে হয় তাহা পণ্ডিতেরাই বলিবেন।
অতএব বর্তমান কালে একপ অভব্য জাতিই ভব্যরূপে
প্রতিপন্ন, সুতরাং সুভাষ্যেরা যে একালে অভব্যরূপে মৌনী
হইবেন তাহা চমৎকারের বিষয় নহে, একপ অধর্মবাদে
ধর্ম বস্তাদিগের উচিত হয় যে আসার কালে কোকিলের
ন্যায় মৌনাবলম্বন করেন। যথা

" ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল। জনদাগমে। দর্দ্রবায়বস্তার
স্তত্র মৌনং হিশোভনং।

মেঘাগম কালে অর্থাৎ বর্ষাকালে কোকিলেরা মৌনাব-
লম্বন করিয়া ভাল করিয়াছে। কেননা যে কালে ভেক
বস্তা সে কালে কোকিলের মৌনই শোভন হয়।

অধুনা মণ্ডুকবৎ বিজাতীয় পণ্ডিতগণে ভেক মকমকির
ন্যায় বিজাতীয় শাস্ত্রবস্তা হইয়াছে সুতরাং বাগ্‌যত হইয়া
কোকিলবৎ টৈদিক জাতীয় পণ্ডিতগণের একালে মৌনা-
বলম্বন করাই কল্যাণ হয়।

পাপংচেৎ পুরুষঃকৃদ্ধা কল্যাণ মতিপদ্যতে। সুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো
নহাভৈরিব চন্দ্রমাঃ । বনপর্বৎ ॥

যৌবনকালে পুরুষ নিয়তঃ পাপ কৰ্ম্মকরতঃ অনন্তর
পাপে বিতুষঃ অর্থাৎ কৃতকৰ্ম্মের দোষানুদর্শনে পবিত্যাগ
করিয়া যদি কল্যাণকৰ্ম্মে অর্থাৎ বেদোদিত ধর্ম্ম কৰ্ম্মানুষ্ঠানে
প্রতিপন্ন হয়, তবে সেইব্যক্তি সৰ্বপাপে পরিমুক্তহইয়া মেঘা-
ন্তরিত চন্দ্রমারন্যায় প্রকাশপায় ।

পাপং কৃতেহ মনোতনাই মস্মীতি পুরুষঃ । চিকীর্ষেদেবকল্যাণং
ঐন্দ্রধানোনস্ত্রয়কঃ । বসনস্যেবহিছ্রাণি সাধুনাং সংবৃণোতিস ।
বনপর্বৎ ॥

পূর্বের পাপ করিয়া এমত মনেকরে যে আমি পাপশীল
একপ পাপ আর করিব না, অনন্তর কল্যাণ কৰ্ম্মে চিকীর্ষু
হয়, এবং অস্ত্রাদিদোষে বিরক্তহইয়া বেদোদিতধর্ম্মে
শুদ্ধাবান হয়। তাহাকে সাধুরা ভূষণ করিয়া লয়েন, সহ
শ্রুৎ হিঙ্গ্র সত্ত্বেও বস্ত্রদ্বারা গাত্রসংবৃত্ত হয় । তৎকালে
বসন ছিঙ্গ্রের কেহ অনুসন্ধান করেন না, সেইরূপ দোষা
অব্যক্তিকল্যাণ কৰ্ম্মে চিকীর্ষু হইলে তাঁহার দোষের অনু
সন্ধানে সকলেই বিরত হয়েন । এতদ্বিবেচনায় বর্ত্তমান
কালে অনেকানেক বুদ্ধিমানেরা পূর্বকৃত কদর্য্য ব্যবহা
রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণকৰ্ম্মে অর্থাৎ বৈদিক
জাতীয়েরদিগের আচরিতধর্ম্মে পুনর্মনোযোগী হইয়াছেন।

সুতরাং তাঁহারদিগের পূৰ্ব্ব দোষ আমরা বসন ছিদ্দের ন্যায় অঙ্গীকার করিয়াছি । তথাহি ।

যথাদিত্য সমুদ্যান্ বৈতমঃ সৰ্ব্বং ব্যপোহতি । এবং কল্যাণ মাতি
ঠন্ সৰ্ব্বপাপং ব্যপোহতি । বনপৰ্ব্বং ॥

যেমন সূর্য্যোদয়ে সমুদয় তমোরাশিকে বিনাশ করে । সেইরূপ কল্যাণ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুৰুষের সমুদয় পাতকের বিনাশ হয় । তথাহি

পাপানাং বিদ্যামুষ্ঠানং লোভমোহং দ্বিজোত্তম । লুপ্তাঃপাপং
ব্যবস্যান্তি নবানতি বহুশ্রুতাঃ । বনপৰ্ব্বং ॥

লোভ ও মোহ এতদ্বয়কে পাপানুষ্ঠান বলিয়া জানিহ । অবহুশ্রুত অর্থাৎ শাস্ত্রের স্বরূপার্থ অনতিজ্ঞ ব্যক্তিরা লোভ মোহাভিভূত হইয়া পাপকেই নিশ্চয় করিয়ালয় ।

অর্থাৎ লোভে না হয় এমত অপকৰ্ম্মই নাই । ধন-লোভে চুরিকরে, তাহাতে দেবস্বও ব্রহ্মস্ব প্রভৃতি কোন বিচার করিতে পারেনা, স্ত্রীলোভে আকৃষ্ট হইলে সকল স্ত্রীতেই আসক্ত হয় তাহাতে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সম্পর্কের বিচার থাকেনা । আহারের লোভে বৈধাবৈধ সকল দ্রব্যই ভক্ষণ করে, তাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অতিক্রম করিয়া কোন জাতির বিচার করেনা, অনায়াসেই যথেষ্টাচারে প্রবর্ত্ত হয়, ইত্যাদি বহুবিধ দোষ লোভে অধিষ্ঠান করে সুতরাং লোভি ব্যক্তিতে সকলপাপের আশ্রয় হয় । বর্ত্তমান

কালে ইহা প্রত্যক্ষই দেখাইতেছে, যে খনলোভে কতকত ব্যক্তি বাণিজ্যক্ষেত্রে ধনাপহরণ করিতেছে, এবং স্ত্রীলোভে আকৃষ্ট হইয়া কন্যা বধু ভগিণী, পিতৃব্যস্ত্রী মাতৃশ্বশু পিতৃশ্বশু, বিমাতা প্রভৃতি অভিগমন করিতেছে, অপর, আহারের লোভে যবন মেষ বিচারে বর্জিত হইয়া প্রকণিত ইংলণ্ডীয় রন্ধনাগারে পাচিত গোব-
রাহাদির মাংস এবং অন্নাদি অনারামেই আহার করি-
তেছে । তথাহি

অধর্ম্মা ধর্ম্মরূপেণ ত্ৰৈলোক্যপাইবাবৃত্তাঃ । তেষাং দমঃ পবিত্রাণি
প্রলাপাধর্ম্মসংশ্রিতাঃ । বনপর্জন ॥

অধর্ম্ম সকল ধর্ম্মরূপে আচ্ছাদিত হয়, যেমন পশুহিংসার্থ ছুরাঙ্গা ব্যাধেরা তৃণ সংরুত করিয়া কুপ সকলকে রাখে । অর্থাৎ ছুরাঙ্গা অধর্ম্মিকেরা লোকবঞ্চন নিবৃত্ত আপনাকে ধর্ম্মিক রূপে জানার ধর্ম্মের স্বরূপতা দৃষ্টান্তে মাজ্জার তপস্বীর ন্যায় অধর্ম্মকে ও সংধর্ম্মরূপে বিখ্যাত করে । তাহারদিগের জিতেন্দ্রিয়তা, এবং পবিত্রতা অধর্ম্মাশ্রিত প্রলাপ মাত্র, অর্থাৎ বাগাড়ম্বরমাত্র ।

অধুনা, সভ্য জাতীয়েরা তাদৃক ব্যবহারান্বিত, শুদ্ধ লোকবঞ্চনার্থে স্বীয় অসভ্যতাকে সভ্যরূপে প্রতিচ্ছন্ন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণমাত্র করেন, তদ্রূপ অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্মীরাও ত্যাগ-
চ্ছাদিত কুপবৎ অসভ্যচরণকে সভ্যরূপে আচ্ছন্নকরতঃ সভ্য-

ধর্ম্মী হইয়াছেন, কলে তাঁহারা মনেমনে জানেন, যে আমরা
সত্যধর্ম্মের স্পর্শও করিনা ।



অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

যদানর্কে প্রতিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থঃ । অথমর্তোহমৃতোতব
তেত্যাবদনুশাসনং । ১৫ । কঠোপনিষৎ ৬ বল্লী ॥

যৎকালে হৃদয়গ্রন্থি সকল (অন্তরগামিনী নাড়ীগ্রন্থি
সকল) ভেদ হইবেক অর্থাৎ ঘটক্র ভেদ হইবেক তৎকালে
যোগ প্রভাবে মর্ত্য যে জীব সে অমৃত্যু প্রাপ্ত হইবেক,
অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি পূর্বক তন্ময় হইয়া যাইবেক । এই সর্ব
বেদান্তের অনুশাসন ॥ ১৫ ॥

এস্থলে হৃদয় শব্দেগন ও তৎসম্বন্ধি রজ্জুবৎ দৃঢ়বন্ধন স্বরূপে
অবিদ্যা প্রত্যয় ভেদ অর্থাৎ মায়াজ্ঞান বিনাশ একপ অর্থও
নিষ্পন্ন হয়, কলিতার্থ তাহা স্বরূপ নহে, এখানে হৃদয়
গ্রন্থিশব্দে নাড়ীগ্রন্থি ঢক্রভেদকরা কে কহিয়াছেন, যেহেতু
পর শ্রুতিতে স্পষ্টবোধ হইতেছে । যথা

শতশ্লেকাচ হৃদয়স্য নাভ্যস্তাসাং মূর্দ্ধানভিনিঃ সূতৈকা । তয়োদ্ধি
মায়ম সূতত্বমেতি বিশ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি । ১৬ ।

কঠোপনিষৎ ৬ বল্লী ॥

পুরুষের অর্থাৎ জীবের হৃদয়ে নিঃসৃত, অর্থাৎ হৃদয় হইতে নির্গত। অস্তুরঙ্গমা একোত্তর শতনাড়ী, তন্মধ্যে একা প্রধানা সূক্ষ্মাখ্যা, আমূল উদ্ধৃগামিনী তদ্বারা জীবকে আদিত্যাখ্যা পিঙ্গলা ও চন্দ্রাখ্যা ঈড়ানাড়ীদ্বারা যোগ প্রভাবে ব্রহ্মরক্ষ্মান্তর্গত তুরীয়ধামকে প্রাপ্তকরায়, তৎকালে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্য নাড়ী সকল প্রবৃত্তি মার্গানুসারিণী সংসার প্রতিপত্তির নিমিত্তে নিঃসৃত হইয়াছেন ।

এই শ্রুতিদ্বয়ের অর্থে তন্ত্রাদিশাস্ত্র সমন্বয়ে ইহাই নিষ্পন্ন হইয়াছে, যে সূক্ষ্মা গ্রন্থিভেদদ্বারা প্রাণবায়ুর সঞ্চারে জীবকে উদ্ধৃ নালইতে পারিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না । বিদ্বান সাধকেরা নিধন কালের সহিত যোগকালের এই বিশেষ নিশ্চয় করিয়াছেন, যে যোগকালে নাড়ী চক্রাদির এবং সমস্ত ভূতাদির সূক্ষ্মতন্মাত্র গৃহীত হইয়া যোগীরা উদ্ধৃ সংস্থাপন করেন, তাহাতে শরীর ভ্রংশন হয়না । মৃত্যু কালে শরীরস্থ নাড়ী চক্রাদির স্থূল সূক্ষ্ম তাবন্মাত্রাই ক্ষয় পাইয়া শরীর ভ্রংশন হয় । অপর একশত নাড়ীর শাখানাড়ী (৭২০০০) সুহস্র তাহা সমুদয় লিখিতে পারিলাম না, তন্মধ্যে কচকগুলি নাড়ীর নাম লিখিতেছি । যথা

হৃদিস্বেষ আত্মা অত্রৈকশতং নাড়ীনাং শতং শতমেকৈকম্যাং
দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখা নাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যসু ব্যান-
শ্চরতি । ৬ ।

প্রণোপনিষৎ ॥ ৩ ॥

নিত্যধৰ্ম্মানুৰঞ্জিকা ।

৬৩

হৃদয়াকাশে জীবাগ্নার অবস্থিতি হয়, ঐ হৃদয়ে একশত প্রধাননাড়ী, তাহার প্রত্যেক নাড়ীপ্রতি শত সংখ্যক শাখানাড়ী হয় । তাহাতে (৭২০০০) সহস্র হয় । এই সকল নাড়ীতে ব্যানবায়ুর গমনাগমন হইতেছে । তথাহি

অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যলোকং নয়তি । পাপেন পাপ
মুভাত্যামেব মনুষ্যলোকং । ৭ ।

প্রমোপনিষৎ ॥

একশত প্রধানা নাড়ীমধ্যে উর্ধ্বগা যে সূক্ষ্মা ব্রহ্মরক্ষাস্ত-
ব্যাপির্নী নাড়ী, তদ্বারা আপাদ তল মস্তক পর্য্যন্ত ব্যান-
বায়ুর গতি হয় । এবং শাস্ত্রবিহিত পুণ্যক্লং পুরুষকে উদা-
নবায়ু পুণ্যলোক অর্থাৎ দেবাদি স্থানে প্রাপ্ত করান, তদ্বিপ-
রীত পাপক্লং পুরুষকে পাপলোক অর্থাৎ নরক স্থানে নীত
হয়েন । অতএব পুণ্যপুণ্য উভয় কৰ্ম্মদ্বারা এই মনুষ্য
লোকে গমনাগমন করাইতেছেন । এই জন্য বিদ্বানেরা
সংসারাবৃত্তির নিবারণোপায় যোগাভ্যাস করিতে অনুমতি
করেন, অর্থাৎ প্রাণায়ামদ্বারা ঘটচক্রভেদ করিয়া অমরণ
ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয়, যাহাতে পাপপুণ্য উভয় কৰ্ম্ম বিধূত হইয়া যায়
আর পুনরাবৃত্তি থাকে না । বিশেষতঃ যখন নাড়ীচক্রে প্রা-
ণাদি বায়ুসঞ্চারে শুভাশুভ স্থান প্রাপ্তির প্রমাণ দর্শাইরাছেন,
তখন বৈধাবৈধ আহ্বারের বিচার অবশ্যই করিতে হইবেক ।
কেননা ভুক্তানাদি রস ব্যানবায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হয়, সূত-

রাং বৈধাহারে মেধাস্বত্তি রূক্ষিপায় তাহাতে দিব্য জ্ঞানের স্ফূর্তি হয়, দিব্যজ্ঞান জন্মিলেই ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধান করে, তদনুসন্ধানে তৎপ্রাপ্তির ব্যাঘাৎ নাই। তথাহি

বিজ্ঞাপন।

সর্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টিকার সহিত তদর্থ গোড়ীয় সাধুভাষায় বর্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্জার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিরা ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুবিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ফুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাঙ্গাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কোষেয় বস্ত্রং ।

গোলোকেশং মজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৫৬ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ আষাঢ় রবিবার

এক্ষণে আশ্চর্য্যকালের উদয় হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য ক্রিয়াবান্ মনুষ্য সকল, তাহারদিগের আশ্চর্য্য ব্যবহার, আশ্চর্য্য স্বভাব, আশ্চর্য্যাবুদ্ধিঃ, আশ্চর্য্যাবাক্য, আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এবং আশ্চর্য্য বস্ত্রা, আশ্চর্য্য শোভা, অর্থাৎ যাহা কোন কালে সঙ্গত হয় না, তাহাই বলে, তাহাই শ্রবণ করে, ও তাহাতেই বিশ্বাস যথার্থ বিষয়ের বিশ্বাসেকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় বিষয়কেই বিষয় বলিয়া মানিতেছে,

তাহার প্রমাণ, বেদাদি সনাতন শাস্ত্রোক্ত কস্মীকৃত পুরুষ-
গণকে নির্দোষ বলিয়া তদিতর অসাধুশাস্ত্রানুশীলনেই
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে ইহাই এক আশ্চর্য্যের বিষয়,
দ্বিতীয়তঃ অন্যায়শীল ব্যক্তির উক্তিমত একনৌকায় সমস্ত
পৃথিবীর পরিবেষ্টন করণ বিষয়ক বিশ্বাস করাও সামান্য
আশ্চর্য্য নহে, তৃতীয় বাহারদিগের ধর্ম্মাচার কস্মিনকালেও
কেহ দৃষ্ট কি শ্রুত হয়েন নাই এক্ষণে তাহারাই ধর্ম্মাচার্য্য
রূপে ধর্ম্মাসনে আরোহণ করিয়াছে, এবং তদুক্তিকেই ধর্ম্মো-
ক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতেছে ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের
বিষয় কি, চতুর্থঃ, মদ্য মাংসাদি আশ্বাদক জঘন্য শীল
প্রতারক অজিতেন্দ্রিয়, ব্যক্তিরাই বর্ত্তমান কালে জিতেন্দ্রিয়,
যথার্থ শুদ্ধাচারী, বিশুদ্ধাহারী, প্রাতঃস্নায়ী পরানুকম্পী,
জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাই অপকৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন
ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে, অপিচ ধূর্ত্ততা
প্রকাশে পরানিষ্ঠ সাধনে পারগ হইলেই একালে সাধু হয়,
তদন্যৎ অসাধু, ইহাই আধুনিক সভ্যদিগের বিচার সিদ্ধ
হইয়াছে, নচেৎ আশ্চর্য্য কালের আশ্চর্য্য। মহিমারক্ষার্থ
উপায় বিরহ হইয়া যায়, কলিতার্থ যতই আশ্চর্য্য হউক কিন্তু
ধর্ম্মেরকর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু ধর্ম্মেতেই সকল ঘটনা
হয়, ধর্ম্মের ফল বিফল হয়না অধর্ম্মে ধর্ম্মকে কদাপি আচ্ছন্ন
করিতে পারেনা ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে যে ঘৃণা করে সেই ঘৃণিতরূপে

প্রতিষ্ঠিত হয়, ধার্মিকের উপর যত আপৎ আগত হউক কিন্তু ক্রমেই সকল আপৎই বিনাশকে পাইয়া ধার্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত বহুবৎ প্রজ্জলিত হইয়া উঠেন, অর্থাৎ মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা কি কদাপি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অধার্মিকের বাক্জালে ধার্মিকদিগের কোন গুণি জন্মিতে পারিবেক না ।

অথ ধৰ্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার কথনং ।

মহাতারতীয় বনপর্বে ধৰ্ম্মব্যাধ কৌশিক সংবাদ ।

শিষ্টাচারঃ কথমহং বিদ্যামিতি নরোত্তম । এতদিচ্ছামিতদ্রং
তে শ্রোত্বং ধৰ্ম্মভূতায়র । বনপর্কঃ ॥

কৌশিক ঋষি জিজ্ঞাসা করেন, যে হেনরোত্তম, হে ধার্মিক বর, আমি কিরূপে শিষ্টাচার অর্থাৎ সত্যতা জানিতে পারি (তাহা উপদেশ করহ) এতৎকল্যাণ প্রশ্ন শুনিতে অতিশয় ইচ্ছা হয় । অস্ম্য প্রশ্নোত্তরং ।

বজ্রোদানং তপোবেদাঃ সত্যঞ্চ দ্বিজসত্তম । পঠৈতানি পবিত্রাণি
শিষ্টাচারেষু নিত্যদা । বনপর্কঃ ॥

যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, এবং সত্যবাক্য কথন, পরমপবিত্র এইপঞ্চ শিষ্টাচারেতে নিত্যানুষ্ঠিত হয়, ইহা-
তিম্ন শিষ্টাচার অর্থাৎ সত্যতা হইতে পারেনা ।

অর্থাৎ যজ্ঞাদিকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলেই সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়, আদিপদে ব্রত, নিয়ম, বেদাচ্চনা বৈধাহার প্রভৃতি, স্মৃতরাং যজ্ঞই সভ্যতায় প্রথম সম্পাদনীয় হইয়াছে, যেহেতু মনুষ্যের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, ক্ষণকালমাত্র স্থির থাকে না যদি এক ব্রহ্মের সত্ত্বার প্রতিনির্ভর করিয়া কোন এক দিবস তৎস্মরণার্থে নিশ্চয় করা যায়, এবং তদ্ভিন্ন অন্য দিবসে যদৃচ্ছাবশে বর্ত্তিত হওয়া যায়, তবে, চিত্তের চঞ্চলতা প্রযুক্ত অসৎকর্ম্মের প্রতি মনোভিনিবেশ কেন না হইবে, চিত্তকে ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ না করিয়া স্বাধীনতা প্রদানে সাবকাশদিলে কদাপি সংকর্মে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধিবোধনে নিরন্তর অনবকাশ প্রযুক্ত চিত্তকে কদর্য্য কর্ম্ম হইতে নিরন্তর করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অপিচ যজ্ঞের, অনু-রোধে শুদ্ধাহার এবং শুদ্ধাচার করিতে হয়, স্মৃতরাং আহার ও আচার শুদ্ধিতেই চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহার প্রমাণ, মদ্যমাংসাদি তেজস্কর তামস আহারে চিত্ততমোভিভূত হয়, কেননা বলিষ্ঠ হইলেই উন্নততাকে জন্মায়, প্রাকৃতলোকেও বলে (বলবান ব্যক্তিই গৌয়ার হয়) তাহার চিত্তে ক্ষণকাল নিমিত্ত পরমার্থ তত্ত্বস্মৃতি হয় না, এবং ঐ সকল কদর্য্য দ্রব্য আহার করিয়াও অরোগী হইতে পশরেনা যথা (ভোগেরো গভয়ং) ভোগেই রোগের ভয়, বর্ত্তমান কালে কদর্য্যাহার অর্থাৎ অমেধ্য বস্তু মদ্যমাংসাদি যাহারা নিয়তই আহার করিয়া

থাকেন, তাঁহারদিগের মধ্যে উৎকট রোগভিন্ন কোন ব্যক্তি-
কেই অরোগী দেখিতে পাওয়া যায় না, কেননা তর্জাবৎ
লোকের পশ্চাতে বিদ্বান চিকিৎসক অর্থাৎ উত্তম ডাকতর
নিয়তই নিযুক্ত আছে, যদি বল, একপ অবস্থা অসম্মদাদির
দেশে, অন্যদেশীয় লোক সম্বন্ধে না হউক, উত্তর, ইহা বোধ
হইলেও ভাল, কেননা আমরা স্বদেশ হিতার্থেই উপদেশ
করি, বিদেশীয় লোকের প্রতিলক্ষ করিবার প্রয়োজন, কি,
তথাপি অবিহিত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সর্বদেশীয় লোকে
যে রোগোৎপত্তি হয়, তৎপ্রমাণ, অসম্মদেশাগত সূসভ্য ইং-
লণ্ডীয়েরা বলিষ্ঠ তেজস্কর অমেধ্য বস্তু সকল আহাৰ করে,
কিন্তু অরোগী কেহই নহেন, যেহেতু ডাকতরের ঔষধ
তাঁহারদিগের নিত্য সেবনীয় হইয়াছে, এমত ইংরাজকে
দৃষ্ট হয় না, যে সপ্তাহে কি, সপ্তাহান্তরে বিরেচন, অর্থাৎ
জুলাপ গ্রহণ না করিতে হয়, স্ততরাং রোগাশঙ্কা না থাকিলে
বিরেচন গ্রহণের তাৎপর্য্য কি, তাহাতেও যদি আপত্তি কর,
যখন ইংরাজদিগের শৌর্য্যবীৰ্য্য দেখাযাইতেছে, তখন তাহার
দিগকে রোগী কিরূপে বলা যায়, কেননা রোগী ব্যক্তি বলিষ্ঠ
হয় না, উত্তর, চিরবোগী ব্যক্তিকেও বলিষ্ঠ দেখা যায়, যথা
আর্য্য পশু (ঋক্ষ) অর্থাৎ তল্লুকজাতিরা অহরহ মুছমুছ
রোগভোগ করে, কিন্তু বলের পরিসীমা নাই। অপর, শুদ্ধা-
হারী অর্থাৎ হবিষ্যাদি আহাৰ যাঁহারা করেন তাঁহারদিগের
মধ্যে সকলেই প্রায় অরোগী কদাচিৎ লক্ষের মধ্যে কোন

ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ রোগ বিশিষ্ট দেখাযায়, বরং চিররোগী ব্যক্তি যদি শুদ্ধাহারে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমেই সেই ব্যক্তি উৎকট রোগ হইতে পরিস্কৃত হইয়া যায়, তাহার প্রমাণ প্রাকৃত লোকে বলে যে ভদ্রলোকের গৃহে বিধবা হইলে স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ কাল বাঁচে কিন্তু পামরেরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কহে যে চির যন্ত্রণা ভোগ করিবার কারণ পরমেশ্বর তাহারদিগকে দীর্ঘ জীবী করিয়া রাখেন, ফলিতার্থ এ অভিপ্রায় অতি অবোধ্য তাহারদিগের দীর্ঘ জীবিতার কারণ কেবল শুদ্ধাচার, অর্থাৎ বিধবা হইলে ভদ্রলোকের স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মচর্যা কবিয়া থাকে, রোগের ঘটনা যাহাতে হয় তৎকর্ত্তে বিরতা, স্নাতরাং শুদ্ধাহার ফলে তাহারা অরোগী হইয়া পরিস্কৃত কাল জীবিতা থাকে। অতএব মনুষ্যদিগের আহাৰাদির শুদ্ধির যত্ন করা কৰ্ত্তব্য এবং সভ্যগুণালঙ্কৃত হইতে ইচ্ছুক হইলে উপরিউক্ত যজ্ঞাদি পঞ্চ পবিত্র কৰ্ম্মানুষ্ঠান করণের অত্যাৱশ্যক । তথাহি

কামক্রোধৌ বশেকৃত্বা দম্যং লোভমনাঙ্গবৎ । ধর্ম্মইত্যেব সন্মতঃ ।
স্তেগিষ্ঠাঃ শিষ্ট সন্নতাঃ । বনপর্জনঃ ॥

কাম ক্রোধ লোভদম্ভ কৌটিল্য এতৎ পঞ্চকে বশকরার নাম ধর্ম্ম, তদনুষ্ঠানে সৎপুরুষেরা পরম অন্তুষ্ট হইয়েন, এবং তাঁহারদিগকে শিষ্ট সন্নত জনগণেরা শিষ্ট বলিয়া অর্থাৎ সভ্য বলিয়া উক্ত করেন ।

নতেষাং বিদ্যাতেবৃত্তং যজ্ঞ স্বাধ্যায়শীলিনাং । আচার পালন
ঐশ্বৰ্য্য দ্বিতীয়ং শিষ্টলক্ষণং । বনপৰ্ব্বং ॥

যজ্ঞলীল এবং স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তিদিগের এতৎস্বভাবের
অন্যথা হয় না, আচারের প্রতিপালন অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃত্যুদিত
সদাচার করণ দ্বিতীয় শিষ্ট লক্ষণ হয় ।

গুরু শুশ্রূষণং সতমক্ৰোধোদান মেবচ । এতচ্চতুৰ্থং ব্রহ্মণ
শিষ্টাচারেষু নিত্যদা । বনপৰ্ব্বং ॥

বিশেষতঃ গুরুশুশ্রূষা অর্থাৎ গুরুপদে কেবল শিক্ষা দীক্ষা
গুরু নহেন, তদনাৎ পিতামাতা ব্রাহ্মণ অতীথি, এবং পিতৃব্য
মাতুল প্রভৃতি সকলের সম্যক পূজা করণ, সত্য বাক্য কথন,
ও অক্ৰোধ, আরদান এই চতুৰ্থ কৰ্ম্ম শিষ্টাচারে অর্থাৎ সত্য-
গুণ লক্ষণে নিত্যই অনুষ্ঠেয় হয় । এতদাচার হীন ব্যক্তিবা
বলপূৰ্ব্বক আপনাদিগকে সত্য বলিয়া জানান, কেবল,
জাননাও নহে বরং দত্ত প্রকাশে প্রকৃত সত্য ব্যক্তিদিগকে
প্রতারক বলেন, তাঁহাতে যুগমাহাত্ম্যই অঙ্গীকার করিতে হয় ।

শিষ্টাচাবে মনঃকৃত্বা প্রতিষ্ঠাপ্যচ সৰ্ব্বশঃ । যানযং লভতে তুষ্টিং
সানশকাং হৃতোন্যথা । বনপৰ্ব্বং ॥

শিষ্টাচার প্রতি মনোভিনিবিষ্ট করিয়া, এবং সৰ্ব্বজনকে
উক্ত শিষ্টাচারে প্রতিষ্ঠা করিলে যেকপ তুষ্টিলাভ হয়, তাহা
তদন্যথাচারে অর্থাৎ শিষ্টাচারের অন্যথাচরণে কদাপি লাভ

হইতে পারেনা। প্রমাণ, গুরু শুশ্রূষাদি করণে অবশ্য আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানে আচরিত্ত পবিত্র হয়, এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সকলে সমাদর করে, সত্য বাক্য কথনে মন ও রসনা পবিত্র হয়, সকলেই বিশ্বাস, ও আদর করিয়া থাকেন, বক্তাও অক্ষোভে জনসমাজে, বক্তৃত্তা করিতে পারে, তাহাতে অগ্রপশ্চাৎ কোন চিন্তার বিষয়নাই, প্রণালীমত कहিলেই চিত্তের তুষ্টিজন্মে। অক্ৰোধিত ব্যক্তির সর্বত্রই সুখ বৃদ্ধি হয়, এবং আপনার শরীর সুস্বিদ্ধ থাকে কোনমতে অসন্তুষ্টিকারক চিত্তের বিকার জন্মে না। চতুর্থদান, অতি পবিত্র কারক এবং ইহার পর চিত্তসন্তোষ কারক কোন কর্মইনাই, লোকে বলে (দানেদুর্গতি খণ্ডে) অতএব দান ধর্ম্ম পরমপদের পরম কারণ হয়েন, দানী ব্যক্তি ইহকালে যশঃশালী পরত্রেস্বর্গ সুখের অনুভাবক হইয়া মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করতঃ দানানুরূপ ঐশ্বর্য্যবান হয়েন।

তদন্যথাচারী অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষাতে পরাঞ্জুখ ব্যক্তিব পরলোকের কথা দূরে থাকুক ইহলোকে পিতা মাতারই অপ্রিয় হইয়া আদৌ স্বর্গেই সুলভিত হয় অনন্তর সকলেই অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণাকরে, স্মতরাং সর্বজন সমাজেই ক্ষোভপায়, ক্ষোভিত ব্যক্তির অসন্তুষ্টি ব্যতীত সন্তুষ্টিলাভ কিরূপে হইতে পারে।

অসত্য বাক্য কখনে মনুষ্যমাত্রেই সৰ্ব্বদা সঙ্কোচিত থাকে, এক মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করণার্থে তৎপ্রতি প্রসবে সহস্র২ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাতেও সুসিদ্ধক্ৰপে প্রতিপন্ন থাকেনা, পদেপদেই মিথ্যা কথার স্থলন হয়, এবং মিথ্যাভিসন্ধি প্রকাশভীতি প্রযুক্ত সৰ্ব্বদাই কুণ্ঠিত থাকে, সুতরাং অসত্যবাদী ক্ষণকালের নিমিত্ত সন্তুষ্টির লাভ করিতে পারেনা ।

অপর, ক্রোধি ব্যক্তি সৰ্ব্বদাই অন্তোষিত, কেননা আদৌ ক্রোধ কৰ্ত্তারই শরীরে বিকারকে জন্মায়, তাহাতে শরীরস্থ রক্তের উষ্ণতা, কেবল উষ্ণতাও নহে বরং তজ্জন্য চিত্তের বিকার, হস্তপাদ চক্ষু জ্বালা, এবং কর্ণ নাসিকাদ্বারা অগ্নির উত্তাপ নির্গত হয়, তাহাতে সমস্ত শরীর দগ্ধ হইয়া যায় অপর ক্রোধজন্য সহসা লোকের সহিত বৈরতা ঘটে, তাহাতে সৰ্ব্বলোকেই তাহার প্রতি বিরত থাকে ।

অদাতা ব্যক্তিলোকেঘূণিত অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে বঞ্চিত হয়, কেহই তাহাকে সমাদর করেনা, এবং প্রাতঃকালে তন্মুখাবলোকন, কি, তন্নামোচ্চারণে সকলেই বিরক্ত হয়, কেবল বিরক্তও নহে বরং তদুপলক্ষে গুরু গোত্রও স্থলন করে. তজ্জন্য সেই অদাতা ব্যক্তি কাহার নিকটে আপনার প্রসন্নতা দেখাইতে পারেনা, সুতরাং অদাতার সন্তুষ্টিলাভ স্বদূর পরাহত ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

ঈড়াচ পিঙ্গলাচৈব সূক্ষ্মাচ তৃতীয়কা । গাক্ষাধী হস্তিজিহ্বাচ
পুষ্যাচৈব যশস্বিনী । অলভুযা কুহুচৈব শংখিনী দশমী তথা ॥

ঈড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা, গাক্ষারী, হস্তিজিহ্বা, পুষ্যাযশ-
স্বিনী অলভুযা, কুহু, শংখিনী, এই দশ নাড়িকা তেজোময়ী
সূক্ষ্মা (৭২০০০) সহস্র নাড়ী মধ্যে প্রধানা, তদপেক্ষা
(১০১) নাড়ী প্রশস্তা, তাহাতে এই (১০) নাড়িকা সুপ্রধানা,
তন্মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা চিত্রিণী, বজ্রিণী, এই (৫)
পঞ্চ নাড়ী বরিষ্ঠা । তাহাতে ঈড়াপিঙ্গলা সূক্ষ্মাদি (৩)
নাড়ী শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষা ব্রহ্মতেজোময়ী একা সূক্ষ্মাই সর্ব-
শ্রেষ্ঠা, বরিষ্ঠা জ্ঞানগম্যা হয়েন । তথাহি

চিত্রিণী বজ্রিণী চৈষামৃতাত সাবিরাবতী ! মেধা মেধা পৃতিঃ
সৌম্যা ক্ষীবা ক্ষীববতী শ্ববী ॥ মাতৃকা মানবী মদ্রা কন্দা গন্ধাচ
গন্ধিনী । স্রগন্ধা গাক্ষকী গৌরী গোমতী ধাতৃকা স্মৃতিঃ ॥ বাণী
বালী রমা রামা চন্দ্রা চন্দ্রবতী চষা । টিলিক্খিলা স্ত্রিচিহ্নাচ
চিহ্নাতা কুজিকা বুলা ॥ পাশা পাশী বিপাশাচ দেবিকা
গৈরিকা ঈরা । নীলা শীলা সূর্য্যাকপা বিধাত্রী ক্ষোভিনী কৃশা ॥
তুঙ্গিণী জ্যৈষ্ঠী পূষ্যা জ্যৈষ্ঠী মোহিনী উমা । নাকিনী কাকিনী
কালী বিশালী রাকিনী কলা ॥ কলাবতী ডাকিনীচ শাকিনী
শাখিনী হুহু । হাকিনী ভাবিনী ভানী ভাগিনী জ্ঞানমাজিনী ॥
জালিকা মালিকা কুম্ভা ভ্রামবীচাতি ভাস্করী । লম্বা কুমুদতী
কন্দা বামলা কঙ্কণাবতী ॥ কাশ্মীরী কামলা কঙ্কা চাকণা বকণা
তিমী । ভিণ্ডিয়া ঝিলিকা ঝঙ্কা কুমুদাচাতি মারুতী ॥ নলিনী

নালিনী লক্ষ্মী শ্রীমতি সৰ্ব্বরী ক্ষমা । রাজসী রাজিকা টেচ ।

তথা শৈলুযবৰ্ণিণী ॥

বৈদ্যক সারং ॥

হৃদিস্থা ১০১ নাড়িকার মধ্যে সৰ্ব্বত্র ব্যাপিণী স্তম্ভমা পূৰ্বে
উক্ত হইয়াছে একারণ তন্মাম পরিত্যাগ করতঃ অপর (১০০)
নাড়ীর নাম লিখিতেছি পরে তাহারদিগের কৰ্ম ব্যক্তীকৃত
করিয়া লেখা যাইবেক ।

চিত্রিনী ১ বজ্রিণী ২ অমৃত ৩ সৌ ৪ ঈরাবতী ৫
মেধা ৬ মেধা ৭ ধৃতি ৮ সৌম্যা ৯ ক্ষীরা ১০ ক্ষীরবতী ১১
ঈশ্বরী ১২ মাতৃকা ১৩ মানবী ১৪ মন্দা ১৫ কুন্দা ১৬
গন্ধা ১৭ গন্ধিনী ১৮ সুগন্ধা ১৯ গান্ধকী ২০ গোৱী ২১
গোমতী ২২ ধাতৃকা ২৩ স্মৃতি ২৪ বাণী ২৫ বালী ২৬
রমা ২৭ রামা ২৮ চন্দ্রা ২৯ চন্দ্রবতী ৩০ চষা ৩১ চিলি-
ধিলা ৩২ সুচিত্রা ৩৩ চিত্রাভা ৩৪ কুঞ্জিকা ৩৫ কুলা ৩৬
পাশা ৩৭ পার্শী ৩৮ বিপাশা ৩৯ দেবিকা ৪০ গৈরিকা ৪১
ঈরা ৪২ নীলা ৪৩ শীলা ৪৪ সূর্য্যাক্ষপা ৪৫ বিধাত্রী ৪৬
ক্ষোভিনী ৪৭ কুশা ৪৮ স্তম্ভিণী ৪৯ দ্রাবিণী ৫০ ধূত্রা ৫১
জ্জ্বলিণী ৫২ মোহিনী ৫৩ উমা ৫৪ নাকিনী ৫৫ কাকিনী ৫৬
কালী ৫৭ বিশালী ৫৮ রাকিনী ৫৯ কলা ৬০ কলাবতী ৬১
ডাকিনী ৬২ শাকিনী ৬৩ শাখিনী ৬৪ হুহু ৬৫ হাকিনী ৬৬
ভাবিনী ৬৭ ভামী ৬৮ ভামিনী ৬৯ জ্বালমালিনী ৭০ জ্বালিকা
৭১ মালিকা ৭২ কৃষ্ণা ৭৩ ভ্রামরী ৭৪ অতিভাস্করী ৭৫ লম্বা
৭৬ কুমুদ্বতী ৭৭ কক্ষা ৭৮ কামদা ৭৯ কঙ্কণাবতী ৮০ কাশ্মীরী
৮১ কামলা ৮২ কঙ্কা ৮৩ অরুণা ৮৪ বরুণা ৮৫ তিমী ৮৬

ডিপ্তিমা ৮৭ ঝিল্লিকা ৮৮ ঝঙ্কা ৮৯ কুমুদা ৯০ অতিমারুতী
৯১ নলিনী ৯২ নালিনী ৯৩ লক্ষ্মী ৯৪ শ্রীমতি ৯৫ সর্বরী ৯৬
ক্ষমা ৯৭ রাজসী ৯৮ রাজিকা ৯৯ শৈলুষবর্ষিণী ১০০
ইত্যাদি গুণত্রয় বিশিষ্টা অর্থাৎ সম্বরজতমোংশে উৎপন্না
হইয়াছে একারণ নানা বর্ণায়িতা হয় । যথা

ইতোতা হংসরোজসা তথান্যাচ শতং শতাঃ । প্রত্যেকা শতধা
শৈচব দ্বিগুণী ত্রিগুণী নতাঃ ॥

এই এক শত হৃদিস্থা নাড়িকা অন্যৎ শত এবং শতশত
নাড়ীর প্রতি শাখানাড়ী হয়, কোন নাড়ীদ্বিগুণা কোন নাড়ী-
ত্রিগুণা হয়, অর্থাৎ অগ্নিজলায়িকা, কেহবা অগ্নিজল বায়ু-
য়িকা হয়, তন্মধ্যে কতগুলি নাড়ীর নাম লিখিতেছি ।

শিবা শ্যামা শশাঙ্কা চ কংকণা রজনী ক্রিয়া । তৈজসী কালিকা
কাষ্ঠা কামালা চ করালিকা ॥ কাম্বাভা কমঠী কুল্লা ছুর্গা ভীমা
জয়ঙ্করী । বিনতা বিমলা পদ্মা পদ্মিনী চ কদম্বিনী ॥ লক্ষণা
শক্‌থিনী লক্ষ্মী ভীমা ভীমরবা খশা । শকুনা কলবিঙ্কা চ বিমতা
ঘনকাশিনী ॥ অর্চ্চি অর্চ্চিধ্বতী ঘোবা ঘনাকা ঘনবোরকা ।
কালী ঝালামুখী তুঙ্গা তুঙ্গনাচ ক্ষুলিঙ্গিকা ॥ তাত্রপর্ণী তল্লবহা
বিপণা বিক্ষুলিঙ্গিকা । বলাকা বাহুদা বাহুদী মণ্ডলী চান্নবাহিনী ॥

শিবা ১ শ্যামা ২ শশাঙ্কা ৩ কংকণা ৪ রজনী ৫ ক্রিয়া ৬
তৈজসী ৭ কালিকা ৮ কাষ্ঠা ৯ কামলা ১০ করালিকা ১১ কা-
স্তারা ১২ কমঠী ১৩ কুল্লা ১৪ ছুর্গা ১৫ ভীমা ১৬ জয়ঙ্করী ১৭
বিনতা ১৮ বিমলা ১৯ পদ্মা ২০ পদ্মিনী ২১ কদম্বিনী ২২
লক্ষণা ২৩ শক্‌থিনী ২৪ লক্ষ্মী ২৫ ভীমা ২৬ ভীমরবা ১৭
খশা ২৮ শকুনা ২৯ কলবিঙ্কা ৩০ বিমতা ৩১ ঘনকাশিনী ৩২

অর্চি ৩৩ অর্চিস্তম্ভী ৩৪ ঘোরা ৩৫ ঘনাকা ৩৬ ঘনকোরকা
 ৩৭ কালী ৩৮ জ্বালামুখী ৩৯ তুঙ্গা ৪০ তুঙ্গনা ৪১ ক্ষূলিককা
 ৪২ ভায়পর্ণী ৪৩ তনুবর্হা ৪৪ বিপণা ৪৫ বিক্ষূলিককা ৪৬
 বলাকা ৪৭ বাহুদা ৪৮ বাহ্বী ৪৯ মণ্ডলী ৫০ অন্নবাহিনী ৫১
 এই এক পঞ্চাশৎ নাড়িকা ধমনিনামেখ্যাতা ইহার উদর
 মধ্যে স্থলরূপে আছেন, আহাদির সংস্থা বিশেষে বিশেষ
 কার্যবর্তী হইয়েন, তন্মধ্যে শিবাদি ভীমা পর্য্যন্ত ষোড়শনাড়ি-
 কায় বায়ু সঞ্চরণদ্বারা আহারীয় দ্রব্যকে সঞ্চালন করেন, অপর
 জয়ঙ্করী অবধি ঘনকাশিনী পর্য্যন্ত ষোড়শ নাড়িকায় জলীয়
 ভাগের সঞ্চালন হয়, এই উভয় কার্য কারিণী ৩২ দ্বাত্রিশৎ
 নাড়িকা প্রধানরূপে গণ্য, তদনন্তর তাঁহারদিগের সহচারিণী
 অর্চি অবধি অন্নবাহিনী পর্য্যন্ত ১৯ বিংশতি নাড়িকা বহিস্থলে
 সংস্থিতা তাঁহারা অগ্ন্যায়িকা অন্নাদি পবিপাকানন্তর সমান
 বায়ু ঐ ১৯ নাড়ীতে সঞ্চালন করেন সূক্ষ্মরূপে সহস্র ২ নাড়ী
 ঐ ১৯ নাড়ী মুখে সংযুক্ত আছে তৎসংযোগে ব্যানবায়ু
 নদ্যাদির শ্রোতের ন্যায় সমুদয় রসকে আপাদমস্তক পর্য্যন্ত
 সমস্ত শরীরে সঞ্চালন করেন । সেই সকল নাড়ীকে শিরা
 বলিয়া খ্যাত করা যায়, ইহাদিগের বর্ণ, যথা

কৃষ্ণা পীতা তথা বক্তা শ্বেতা কর্দূব ধূসরা । পিন্যাকবর্ণা চালক্তা
 পাণ্ড্রা পাটল বেংত্রিকা ॥ পীববী ওদ্রপুষ্পাতা দাড়িমী মধু-
 পিঙ্গল । ধান্যাতাভষিকা বর্ণা স্তবর্ণা মেঘবর্ণিকা ॥ ইত্যাদি ॥

কোন ২ নাড়ী কৃষ্ণবর্ণা, পীতবর্ণা, রক্তবর্ণা, শ্বেতবর্ণা,
 কর্দূরবর্ণা, (যাহাকে বেগুণী বলে) ধূসরবর্ণা, অর্থাৎ ধূসাবর্ণ,

পিন্যাকবর্ণ, কাশ্মীরবর্ণ, প্রাকৃতভাষায় (কাশ্মী বলে) অলক্ত-
বর্ণ, অর্থাৎ লাক্ষাবর্ণ, প্রাকৃতভাষায় (লাঙ্কারঙ্গ) বলে পাণ্ডু-
বর্ণ, শ্বেত বিশেষ কিঞ্চিৎ পীতাত। পাটলবর্ণ, অর্থাৎ শ্বেত
রক্তমিশ্রিতবর্ণ, যাহাকে (গোলাপী) বলে, মৌক্তিক শ্বেত
বিশেষ কিঞ্চিৎ আরক্তাত, পীবরবর্ণ রক্ত বিশেষ কিঞ্চিৎ
পীতাত, ওড্রবর্ণ, অর্থাৎ যবাপুষ্পবৎবর্ণ, দাড়িমীবর্ণ, রক্তবর্ণ
কিঞ্চিৎ উজ্জল যাহাকে প্রাকৃতভাষায় (গোলানারবর্ণ) মণ্ড-
পিঙ্গলবর্ণ, অর্থাৎ পীতবর্ণ কিঞ্চিৎ রক্তাত। ধান্যাকবর্ণ,
অর্থাৎ যাহাকে ধানীবঙ্গ বলে। ভষিকাবর্ণ, অর্থাৎ ভষাবর্ণ,
সুবর্ণবর্ণ, অর্থাৎ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, মেঘবর্ণ, অর্থাৎ শিতক্লব
মিশ্র প্রাকৃতভাষায় আস্ফানী রঙ্গ বলে ॥ ইত্যাদি নানাবর্ণ
আছে তাহা লিপিসাধ্য নহে, অনন্তর নাড়ী সকল যেকপে
শরীরে সংস্থিতা হইরাছে তাহার প্রমাণ ।

কুব্জা বক্রা প্রস্তুগতা ঋক্ষী তির্বগ্গতাপবা । বিচিত্রগামিনী
চান্যা ওতপ্রোতগতাতথা ॥ আকটান্যান্য সংকুটা বাহ্যভাস্তব
গামিনী ॥ বৈদ্যকসারং ॥

কোন নাড়ী কৃষ্ণিতা, কেহ বা বক্রতা ভাবে গমন করিয়া-
ছেন, অপরা প্রস্থগা অর্থাৎ বেঁটন করিয়া রহিয়াছেন। কা-
চার বা সবলাগতি, অন্য তির্যাকগতা, অর্থাৎ ঈষৎ হেলিয়া
পাশ্বে গমন করিয়াছেন, এবং ওতপ্রোত অর্থাৎ কত কত
নাড়ী বস্ত্রের টানা পড়িয়ানের ন্যায় উল্লুতম্পুত গমন কবেন,
অপরাপরা পরস্পর উপর্যাপরি আরোহিতা হইয়া শরীর-
ভ্যন্তর এবং শরীরের বাহির পর্য্যন্ত দৃশ্যাদৃশ্যরূপে গমন

করিয়াজেন, কোন২ শির। বিচিত্র গামিনী হয়েন, অর্থাৎ
কখন সরলা, কখন বক্রা, কখন কুঞ্চিতা, কখন প্রস্থগা কখন
পাশ্ব গামিনী হয়েন । তথাহি

মাংসান্ধিচর্ম্মগাঠৈব রসমেদোভিগামিনী । রক্তগাশুকগা মজ্জা
গামিনী ব্রথবৈশূণ ॥ আগমসারে ॥

কতকত নাড়ী মাংস চর্ম্ম, অস্থি, রস, মেধ, রক্ত, শুক্র,
মজ্জা প্রভৃতিতে সঞ্চারিতা হইয়াছেন, অর্থাৎ এই সকল
নাড়ী দ্বারা দেহ বস্তুর নিষ্কাশিত হইয়াছে, ব্যানবায়ু সকল
শিরাতেই ভ্রমণ করেন, যখন যে দিকে অঙ্গে গমন না
করেন সেই দিগেই রস সঞ্চারণাভাবে তদঙ্গের পতন হয় ।
(খণ্ড ত্রয়ান্বিতে দেহে নাড়িকা বহু কোটয়ঃ) ইতিতত্ত্বং ।
খণ্ড ত্রয় অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত বকযুক্ত শরীরে বহু কোটি নাড়ী
হয় । তথাহি যামলে ।

তিস্রঃ কোট্যন্তদর্শেন শরীবেনাড়য়োমতাঃ । তাস্থস্থস্মাস্থস্থস্মাচ
সূলাসূলতন্যাবেৎ ॥

সাড়েতিন কোটি নাড়ী শরীরেতে হয়, তাহাতে কতক
নাড়ী সূক্ষ্মা কতক সূক্ষ্মতরা, কতক সূলা, কতক অতিসূলা ।
সূক্ষ্মা শব্দে, অদৃশ্যাপ্রায় কিন্তু তাহার কার্য্যদৃষ্টি কারণ
মান্য করা যায়, নচেৎ সে নাড়ী আছে না আছে ইহার
চাক্ষুষ প্রমাণ হয় না । তথাহি

ভ্রূয়াংমেদ মজ্জ,সৃগস্থি শুক্রাদিরূপিনী । দৃশ্যাদৃশ্যা সংখ্যোয়াশ্চ
বাহ্যাত্যন্তব চাবিণী ॥

চর্ম মাংস মেদ মজ্জা রক্ত অস্থি শুক্রাদি রূপিণী নাড়ী আছে, দৃশ্যাদৃশ্যরূপে অসংখ্যোয়া শরীরের বাহিরের এবং অভ্যন্তর চারিণী হয় ।

অর্থাৎ চর্ম রূপিণী নাড়ী সকল সন্ধি বন্ধন রঞ্জুর ন্যায় তাবৎ শরীরে ব্যাপিতা হইয়াছে, যেমন মৃদঙ্গ যন্ত্রের চর্ম রঞ্জু সর্বত্র বেষ্টিত হয় । তদন্য অস্থিরূপা নাড়ী সকল দারু বৎ, যেমন গৃহ রক্ষার্থ কীলক অর্থাৎ খুঁটির ন্যায় হয় । মাংস রূপা গৃহ ভিত্তি লেপমৃত্তিকার ন্যায়, তদন্যৎ মেদ মজ্জা শুক্র শোণিত রূপা নাড়ী সকল তেজোময়ী হয়, তাহারা প্রাণ বায়ুর সহযোগে শরীরের পুষ্টি করে প্রাণাত্যয়ে তাহাবদিগের ও অত্যয় হইয়া যায়, সুতরাং শব শরীর ক্ষেদনে তাহারদিগের দৃষ্টি হয় না, চর্ম্যস্থি মাংসরূপা নাড়ী সকল দৃশ্য প্রাণাত্যয়ে প্রবাহের অত্যয় হয়, কিন্তু দর্শনের অত্যয় হয় না, সুতরাং শব ক্ষেদনে তাহারদিগের নিকৃপণ হইতে পারে ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাণ্ডুবিষাঘাটার ত্র্যায়ুত বাবু শিবচরণ কাবফবমার বাটী হইতে বণ্টন হয় ।

কলিকাতা—শাখাবিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুনদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদ্যায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কোষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৫৭ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩২ আষাঢ় বুধবার

ধৰ্ম্ম আর অধৰ্ম্ম এই দুই পদার্থই সংসার প্রবাহের কারণ হইয়াছে, অর্থাৎ ধৰ্ম্মেরফল সুখ, অধৰ্ম্মের ফল দুঃখ, যদিও অধাৰ্ম্মিক ব্যক্তিকে ইহলোকে সুখীৰূপে ঐশ্বর্যশালী দেখা যায়, ফলিতার্থ সেই সুখৈশ্বর্য তাহার জন্মান্তরীয় ধৰ্ম্মফল ব্যতীত ইহজন্মকৃত অধৰ্ম্ম ফলে সম্পাদিত নহে, যথা [ইহ যত্রকৃতং কৰ্ম ভোগোনাত্র বিধীয়তে] ইহ জন্মে বে কৰ্ম্ম করা যায় তাহার ফল অন্য জন্মে ভোগ হয়,

সুতরাং প্রকৃত্যনুসারে যে যখন যৎকর্ম সাধন করে, সে তখন তৎকর্মকে অপকৃষ্ট বলিয়া জানেনা, আমি উত্তম কর্ম-কারী ইহাই প্রতীতি হয়, নচেৎ অধার্মিকেরা অসৎ কার্যো প্রবৃত্ত কেন হইবে, কি খেদের বিষয় হইয়া উঠিল যে ধর্ম-চুষ্ঠান যে করে তাহাকেই দ্বেষ করে, অধার্মিক পাষণ্ড সর্বান্নভুক্ পামর মদ্য পায়ী অমেধ্যমাংসভোজী সর্বদার গামী ব্যক্তিরাই বলবান্ হইতে লাগিল, সনাতন বেদোদিত শ্রীকৃষ্ণাদির আরাধনা, কি, এক কালিন পৃথিবী মধ্যে বিরল হইয়া গেল, অতএব এই ভয়ঙ্কর কালে সদংশজাত মহা-পুরুষেরা সাবধান হইবেন, অপাত্র সংগের পাত্র হইয়া পূর্ব পুরুষানুষ্ঠিত ধর্ম শরণীতে কণ্টারোপণ করিহ না, অধার্মিক-দিগের শ্রুতিরোচক বাক্যে ঝুচি করিয়া সাধুধর্মে অবিশ্বাস করা উচিত হয় না, এই অনন্ত সংসারকে জগদীশ্বর রক্ষা-কারে রচনা করতঃ তোমারদিগকে তদাশ্রিত করিয়াছেন, ইহাতে ধার্মিক ও অধার্মিক উভয় জীবেরই বাস, সকলেই আপন মতে চলে, কেহই আপনাকে অপকৃষ্ট দেখে না, কিন্তু বিবেচনা মতে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের বিচার করা কর্তব্য, অতএব তদ্বিষয়ের যে প্রস্তাব তাহা আগামীতে প্রকটন করা যাইবেক ।

গতবारेर शेषः ।

अथ धर्मरहस्ये शिष्टाचार कथनः ।

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদমঃ । দমস্যোপনিষদেয়াগঃ
শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥ বনপৰ্ব্বঃ ॥

বেদের উপনিষৎ অৰ্থাৎ বেদেরসারসত্য, সত্যের সার দম, অৰ্থাৎ ইন্দ্রিয় শাসন, দমের সার যোগ অৰ্থাৎ কৰ্ম্মানুষ্ঠান, ইহা শিষ্টাচারে অৰ্থাৎ সত্যতা মূলক নিত্যানুষ্ঠেয়, এই নিত্যদা শব্দে কেবল নিত্যানুষ্ঠেয় এমত নহে, নিত্য পরব্রহ্ম, তৎপদ প্রদান করেন, এতদৰ্থে নিত্যদা শব্দ উপনিষৎ কেবলে ।

বেদের উপনিষৎ সত্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বেদাকরবৃত্তিতেই সত্য হয় না, তদ্ভূত সত্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা করে, এবং সত্য বাক্য কহিলেই সত্য হয় না ইন্দ্রিয় দমন করিলে সত্য হয়, শুদ্ধ ইন্দ্রিয় দমনেই সত্য বলা যায় না, যোগাভ্যাসেব আবশ্যক অৰ্থাৎ বেদোদিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, ইত্যৰ্থে সত্য লক্ষণ প্রতি বেদ পাঠ, সত্য কথন, ইন্দ্রিয় দমন, যোগাভ্যাসাদি সম্যক্ কৰ্ম্মানুষ্ঠানকে কারণ মানিয়াছেন, কিন্তু বৰ্ত্তমান কালে সত্য গুণকে সজ্জকরিয়া সকলেই প্রায় কথায়২ আমরা সত্য বলিয়া স্পৰ্দ্ধা করে, কৰুণ, কলিতার্থ তাহারদিগকে বিদেশী সত্য ব্যতীত দেশীসত্য বলা কোন মতেই সম্ভব হয় না, বস্তুতঃ কেবল বেশ ভূষণাদি দ্বারা বাহ্যে পরিচ্ছন্ন থাকিলেই

সত্য বলে এমত নহে, সত্যতা প্রতি চিত্ত পরিচ্ছন্ন রাখিবার
বিস্তর অপেক্ষা করে, অর্থাৎ যাহাতে কোন পাপ স্পর্শ নাই
এমত কৰ্ম্মের সমাচার করিলেই সত্য হয় ।

যেতু ধৰ্ম্মানুসূযন্তে বুদ্ধি মোহান্বিতানরা । অপথা গচ্ছতাস্তেষাম
হুযাতোপি পীড্যতে ॥ বনপৰ্ব্বঃ ॥

বুদ্ধি মোহান্বিত মনুষ্য সকল অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তি যাহারা
নিয়তই ধৰ্ম্মের প্রতি অসূয়া করে, তাহারা ইকুপথ গামী
হইয়া নিরন্তর নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, কেবল
তাহারাই ভোগ করে এমত নহে, তদনুগামী যাহারা তাহা-
রাও পীড্যমান হয়।

যেতু শিষ্টাঃ স্থনিযতাঃ ক্রতিযোগ পরায়ণাঃ । ধৰ্ম্মং পন্তানমা-
কুচাঃ সত্যব্রত পরায়ণাঃ । নিষচ্ছন্তি পরাঃ বুদ্ধিং শিষ্টাচারান্বিতা
নরাঃ ॥ বনপৰ্ব্বঃ ॥

যে সকল শিষ্টলোকেরা অর্থাৎ সত্যেরা নিয়ত ক্রতি যোগ
অর্থাৎ বেদোদিত কৰ্ম্ম পরায়ণ এবং সত্য ব্রত পরায়ণ,
ধৰ্ম্ম পথে আরোহণ করিয়াছেন, একপ শিষ্টাচারান্বিত
সাধুরাই পরম পথে বুদ্ধিকে লইতে শক্তি হইয়াছেন অর্থাৎ
পিতৃ পিতামহাদি গুরু পরম্পরা প্রচলিত পথারোহণ
করাই সত্যতার এক প্রধান কারণ হয় ।

নাস্তিকানতিম মৰ্যাদানুবান পাপমর্তে স্থিতান । ত্যজৈতান
তানবানিত্য ধাৰ্ম্মিকানুপমেব্যচ ॥ বনপৰ্ব্বঃ ॥

ধার্ম্মিকোপ সেবা করাই কর্তব্য, অধার্ম্মিক পাপ প্রতি না-
স্তিক এবং ভিন্ন মর্যাদা অর্থাৎ শাস্ত্র ভেদকর্তা ও
ধর্ম্ম মর্যাদা ভেদকারী পাষাণধর্ম্মী জনগণকে সর্বদাই
ত্যাগ করিবেক, কোন মতে তাহারদিগের সহিত আলাপ
করিবেক না ।

কাম লোভ গ্রাহকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জনাং নদীং । নাবৎ ধৃতিময়ীং
কুত্বা জন্ম দুর্গাণি সন্তব ॥ বনপর্বৎ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয় জলানদী, তাহাতে কাম লোভাদি গ্রাহ অর্থাৎ
হাস্কর কুস্তীরাদি হিংস্রক জন্তুতে আকীর্ণা, যদি এইরূপ
নদ্যাди বিশিষ্ট জন্মরূপ দুর্গ(সমুদ্র)পরপারে, অর্থাৎ ভবসমুদ্র
পার হইতে ইচ্ছা হয় তবে ধৃতিময়ী রহৎ নৌকা নির্মাণ
করিয়া আরোহণ করতঃ দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হইয়া যাও ।

অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পদং । অহিংসাপরমোধর্ম্মঃ
সর্বং সত্যপ্রতিষ্ঠিতং ॥ বনপর্বৎ ॥

স্বত্বুক্ত দশবিধ ধর্ম্মের মধ্যে অহিংসা ও সত্যবাক্য এই
দুই ধর্ম্মই সর্ব জীবের অত্যন্ত হিতকারক হয় । সর্ব
ধর্ম্মাপেক্ষা অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, এবং সকল ধর্ম্মই এক
সত্যবাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয় । সুতরাং সর্বতো ভাবে এতৎ
ধর্ম্মদ্বয়ের অনুষ্ঠানকরা কর্তব্য । শাস্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন, যথা
(অহিংসা পরমোধর্ম্মো হিংসা ধর্ম্মো গরিয়সী হিংসায়াং
জায়তে পাপঃ পাপেন রৌরবং ব্রজৎ) অহিংসাই পরম

ধর্ম, হিংসা-ধর্ম অপকৃষ্ট হয়, যেহেতু হিংসাতে পাপ জন্মে সে-ই পাপদ্বারা রৌরব নামক নরকে যায়, অর্থাৎ হিংসক ব্যক্তি কদাপি নিষ্পাপ হয় না, হিংসা পদে কেবল প্রাণ দগু নহে, পরানিষ্ঠ কর্ম করণকেই হিংসা বলে। তদিতর সত্য ধর্ম অতি শ্রেষ্ঠ, কেননা সত্যবাদীর কোন আপদ নাই, সত্য প্রভাবে ইহ পরকালে উজ্জল হয়। তথাহি

সত্যেকৃৎ প্রাতিষ্ঠান্ড প্রবর্তন্তে প্রবৃন্তয়ঃ । সত্যমেব গবীযস্ত
" শিষ্টাচার নিষেবিতং ॥ বনপর্বঃ ॥

সত্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবৃন্তি সকল প্রবর্ত হয়। অতএব শিক্ষাচার পরায়ণ ব্যক্তির অর্থাৎ সত্যগুণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির সত্যই শ্রেষ্ঠরূপে সেবা হইয়াছে, বিনা সত্যে কোন ধর্মই ধর্মরূপে পরিগৃহীত হয় না, যেমন ফালোদ্ধারিত লাজল, লবণ রহিত ব্যঞ্জন, চূর্ণহীনতামূল বুদ্ধিহীন জীবন, চক্ষুহীন দেহ, প্রতাপহীন রাজা, বিষহীন সর্প, চন্দ্রহীন রাত্রি, বিদ্যা-হীন মানব, সরোজহীন সরোবর, ভ্রমরহীন পদ্ম, ব্যাকরণ ব্যতীত শাস্ত্র, তদ্রূপ সত্য বহির্ভূত ধর্ম, অতএব সত্য ধর্ম-ানুষ্ঠানের যত্নকরা সর্বথা কর্তব্য।

আচারশ্চ সত্যং ধর্মঃ সন্তুশ্চাচার লক্ষণাঃ । যোযথা প্রবৃতির্জন্মঃ
সম্বাৎ প্রকৃতি মগ্নুতে ॥ বনপর্বঃ ॥

আচারই সাধুদিগের অর্থাৎ সত্যদের ধর্ম, এবং আচার লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকেই সাধু অর্থাৎ সত্য বলা যায়, এই

আচাৰ পদে ঋতি স্মৃত্যুক্ত সদাচাৰ, শাস্ত্ৰ বিৰুদ্ধ অসদাচাৰ, সেই অসদাচাৰই অসাধু অৰ্থাৎ অসত্যের ধৰ্ম্ম, এই দ্বিবিধ প্ৰকাৰ আচাৰ শাস্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যে যেপ্ৰকৃতি সে সেই প্ৰকৃতিক আচাৰেরই প্ৰতিগ্ৰহণ করে, অৰ্থাৎ অসাধু ব্যক্তি অসদাচাৰ, সাধু ব্যক্তি সদাচাৰের গ্ৰাহক হয় ।

পাপাত্মা ক্ৰোধকানাদীন দোষান প্ৰাপ্নোত্যানান্বান্ । আবন্তো
ন্যায যুক্তোযঃ সহিধৰ্ম্ম ইতিস্মৃতঃ ॥ বনপৰ্ব্বঃ ॥

অকৃতজ্ঞ পাপাত্মা পুৰুষ কাম ক্ৰোধাদি দোষকে লাভ করে, আর ন্যাযযুক্ত কৰ্ম্মকাৰক, অৰ্থাৎ যথা শাস্ত্ৰ বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান কৰ্ত্তা মৎপুৰুষেরা অহিংসাদি সত্যধৰ্ম্ম প্ৰাপ্ত হয়েন । অতএব মনুষ্যের কৰ্ম্মাৱন্ত দেখিয়াই সাধু ও অসাধু অৰ্থাৎ সত্য ও অসত্যের পৰিচয় পাওয়া যায়, অৰ্থাৎ প্ৰবঞ্চনা, শঠতা, পৰানিষ্ঠচিন্তক, ছলবল কল কৌশলে পৰবিত্তাপহাৰক, ব্যক্তিকেই অসাধু, তদিতৰ, অহিংসক, সৰ্ব্ব জীবানুকম্পক, পৰোপকাৰী, দানশীল, মৎসৱতাহীন, সৱলান্তঃকৰণ পৰনিন্দা পৰাধ্বুখ, অলোভী, অসত্য ত্যাগী, সমদৰ্শী ঈৰ্ষাসূয়াদি বৰ্জিত, ন্যায়োপাৰ্জ্জক ব্যক্তিকেই সাধু বলা যায় ।

অনাচাৰ স্বধৰ্ম্মঃ স্যাদেত দ্বিষ্টানুশাসনং । অকুধ্যন্তোহু সূযন্তো
নিৱহংকাৱ মৎসৱাঃ ॥ ঋজবঃ সামসম্পন্নাঃ শিষ্টাচাৰা ভৱন্তি ॥
বনপৰ্ব্বঃ ॥

আনাচার অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধাচারকেই অধর্ম বলিয়া সাধুবা অনুশাসন করিয়াছেন, তাহারা কদাপি শিষ্টাচারে সম্পন্ন হইতে পারে না, আর অক্ৰোধী, অনসূয়ক, অনহংকারী, অমৎসর, কৌটিল্যরহিত, সমগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শিষ্টাচার অর্থাৎ সভ্যাচারে সম্পন্ন হয়। অতএব সভ্য কাহাকে বলাযার তত্ত্বতর। যথা

তৈশ্বকর্মভিঃ সংবৃতানাং ঘোবত্বং সংপ্রণশতি । তৎসদাচার
মাশ্চর্য্যং পুবাণং শাস্ত্রতং ক্রুবং ॥ ধর্ম্মং ধর্ম্মেণ পশ্যন্তুঃ স্বর্গং
যান্তি মনীষিণঃ ॥ বনপর্ব্বং ॥

স্বস্ব কর্মদ্বারা অর্থাৎ স্বীয় আশ্রমাচার কর্মদ্বারা সংবৃত ব্যক্তিরই ঘোরত্ব অর্থাৎ চিত্তস্থ অন্ধকার বিনাশ হয়, স্মৃত-
রাং জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মেতে ধর্ম্মকে দর্শন করেন,
অতি পুণ্যজন, আশ্চর্য্যরূপ সদাচার ফলে নিত্য নিশ্চিত
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিত্য স্বর্গে গমন করেন, অর্থাৎ
অখণ্ড সুখকর ব্রহ্মধামকে প্রাপ্ত হইয়েন। এই অপূর্ব্ব স্বর্গ
প্রাপ্ত কে হয়। তথাহি

আস্তিক্য মানহীনান্শ দিভ্যতি জন পূজকাঃ । শ্রুতবীর্য্যেণ সম্প-
ন্নান্তেসমুঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ বনপর্ব্বং ॥

আস্তিক অর্থাৎ যে ব্যক্তির ধর্ম্মকর্মাদি ব্যাঘাৎ কারক
না হয়, আর আত্মাভিমান শূন্য, ও বিপ্রসেবা পরায়ণ, এবং
শ্রুত বীর্য্যেতে সম্পন্ন অর্থাৎ শাস্ত্রোদিত কর্ম্ম সাধনেই শ্রুততা

প্রকাশ করেন, সেই সকল ব্যক্তিকেই সাধু অর্থাৎ সভ্য বলে, তাঁহারা ই তদ্বিষয় পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন । এই শিক্ষাচার অর্থাৎ সভ্যাচার ত্রিবিধ হয় । যথা

বেদোক্তঃ পরমোদ্যমো ধর্মশাস্ত্র গতোপরঃ । শিক্ষাচারশ্চ
শিক্ষানাং ত্রিবিধং ধর্মলক্ষণং ॥ বনপর্বৎ ॥

আদৌ বেদোক্ত পরম ধর্ম, অপর স্মৃত্যুক্ত, তৃতীয় সাধু-
দিগের আচার দৃষ্টে তদনুষ্ঠান করণ, এই ত্রিবিধ প্রকার
শিক্ষাচার ধর্ম লক্ষণ হয় । ইহাতে এমত আশঙ্কা করিহ না
যে এই তিন পৃথক্ আচার, তদর্থ্যে ব্যাখ্যাকরা যাইতেছে,
অর্থাৎ বেদে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন স্মৃতিতে তাহাই উক্ত
করেন, যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি অগতি স্মৃতি উভয়েরই আলো-
চনায় বঞ্চিত, তাহারা অগতি স্মৃতি উক্তাচার বিশিষ্ট সাধু-
দিগের আচার দৃষ্টে তদনুষ্ঠান করিবেক, অর্থাৎ ইহা নিশ্চয়
জানিবে যে ইহারা কদাপি অশাস্ত্রীয়াচার করেন না ।



অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

পূর্ব পত্রে নাড়ী সংস্থান বর্ণনে হৃদয়স্থ (১০১) নাড়ীর
নাম প্রকাশ ও তদন্য (৫১) নাড়ীর নাম লিখিত হইয়াছে,

পূর্বোক্ত (৭২০০০) সহস্র নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মছিদ্র বিশিষ্ট (৭০০) শত নাড়ী তাহারদিগের স্থূল ক্রিয়া বর্ণন করিতেছি, প্রত্যেকের নাম লিখিতে পারিলাম না, কারণ এতৎপত্রিকায় সকল নাম লিখিলে ৪।৫ বৎসব অবসান হয়, অন্য কোন বিষয় প্রকাশ হইতে পারে না, অতএব তাহারদিগের নাম না লিখিয়া গুণক্রিয়া লিখিতেছি, প্রসঙ্গতঃক্রমে সকলেরি নামের উল্লেখ হইবেক । তথাহি

তাসাঞ্চ সূক্ষ্ম শুষ্কিবাণি শতানিসপ্ত স্ফুটানি যৈবসকৃদন্ন রসং
বহুদ্বিঃ । আপ্যায়তে বগুবিন্দং নৃণামনীষা মস্ত্রস্রবদ্বিবিব সিন্ধু
শতৈঃসমুদ্রঃ ॥ ৫ ॥

আয়ুর্বেদং ॥

সেই সকল নাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মছিদ্র বিশিষ্ট সপ্তশত নাড়ী অতি স্বচ্ছ অর্থাৎ নিম্নল, এবং স্ফাটিকের ন্যায় শুভ্র, বারম্বার ভুক্তান্নাদির রসকে বহন করেন, তদ্বারা মনুষ্যদিগের শরীর আপ্যায়িত হইতেছে, যেমন জলস্রাবিণী নদী শতদ্বারা জলনিধি পরিপূর্ণ হবেন ॥ ৫ ॥

আপাদতঃ প্রভৃতিগাত্র মশেষ মাসা মামস্তকাদপিচ নাতিপুব
স্তিতেন । এতন্মৃদঙ্গ ইবচর্ম্মচয়েন নঙ্গং কাযং নৃণামিহ শিরাসিত
সপ্তকেন ॥ ৬ ॥

আয়ুর্বেদং ॥

নাতিমূল স্থিত ঐ সপ্তশত নাড়ী আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অশেষ গাত্র ব্যাপিয়া আছেন, ইহারদিগকে শিরা বলিয়া

আখ্যাত করে, তদ্বারা অর্থাৎ ঐ সপ্তশত শিরায় এই মানুষ
শরীর কীদৃশব্যাগ্ন যা দৃশ চর্ম্মরজ্জু সমূহেতে হৃদঙ্গযন্ত্র বদ্ধ হয় ॥

সপ্তশতনাং মধ্যে চতুরধিকা বিংশতিঃ স্কুটা স্তাসাংমুখ্যা চতু
র্দশঃ ॥ ৭ ॥

আয়ুর্দেদং ॥

উপরিউক্ত (৭০০) শত নাড়ী মধ্যে চতুর্বিংশতি নাড়ী
ব্যক্তা অর্থাৎ প্রকাশিতা, তন্মধ্যে চতুর্দশ নাড়ী প্রধানা হয় ॥ ৭ ॥

ঈড়াচ পিঙ্গলাটৈচব স্তম্ভমাচ সরস্বতী । গন্ধারী হস্তিজিহ্বাচ
কুপূষাচ যশস্বিনী ॥ ৮ ॥ চারণালম্ভুষা বিশ্বা শংখিনীচ পয়স্বিনী
এতাঃপ্রাণ বহা নাভ্যো জীবকোষে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৯ ॥

আয়ুর্দেদং ॥

ঈড়া, পিঙ্গলা, স্তম্ভমা, সরস্বতী, গন্ধারী, হস্তিজিহ্বা,
কুপূষা, যশস্বিনী, ॥ ৮ ॥ চারণা, অলম্ভুষা, বিশ্বা, শংখিনী,
পয়স্বিনী । এই চতুর্দশ নাড়ী জীব কোষে অর্থাৎ হৃদয়ে
প্রতিষ্ঠিতা হইয়া প্রাণবায়ুকে বহন করেন । যদিও এই
সকল নাড়ীর মূল নানা স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা
পরস্পর সংযোগানুসারে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া, যেহেতু
তৃপ্তি কারক প্রাণবায়ুর বশীভূতা, স্ততরাং প্রাণাতিমুখে
সকল নাড়ীর গতি হয়, যেমন গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থ
সকল নানা স্থানে উদয় করিয়াও সূর্য্যাতিমুখে ধাবমান হয়,
যেহেতু সূর্য্য জ্যোতিতে সকলেই জ্যোতিমান, তদ্রূপ প্রাণা
বলবনেই সকল নাড়ী স্ততঃপূর্ণ হইয়া । তদ্রূপে ঐ কুনা-
ড়ীকে কুহ, চারণাকে, মৌ, বিশ্বাকে, অমৃত, বলে । যথা

তাসাং তিস্রঃ প্রধানাস্তি তিসৃণ্যেকোভবামতা । ঈডাচ পিঙ্গলাচৈব
সুসুম্নাচ তৃতীয়কা ॥ ১০ ॥ আয়ুর্বেদং ॥

এই চতুর্দশ নাড়ীর মধ্যে ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্না এই
তিন নাড়ী প্রধানা, তিনের মধ্যে একা সুসুম্নাই উত্তমা হয়েন ।

তদৈত্রিকা বামতোয়াতি দ্বিতীয়া দক্ষিণে তথা । মধ্যে বায়ুপথং
বিদ্যাৎ ত্রিভিঃস্থল্যং গভাগতং ॥ ১১ ॥ আয়ুর্বেদং ॥

তাহাতে একা নাড়ী বামে দ্বিতীয়া দক্ষিণে মধ্যে তৃতীয়া
নাড়ী গতি কবেন, তিনের মধ্যে তুল্যরূপে বায়ুর পথ, তদ্বারা
সর্বদাই বায়ুব গমনাগমন হইতেছে ॥ ১১ ॥ এই তিনের
নাম তন্ত্রেও কহিয়াছেন ।

বামে ঈড়া নাম নাড়ী শুক্লাচন্দ্র স্বকপিণী । শক্তিকপাতুসানাদী
সাক্ষাদমৃত বিগ্রহা ॥ কুলার্ণবং ॥

বামভাগে ঈড়া নামে নাড়ী শুক্লবর্ণাচন্দ্রকপিণী শক্তিরূপে
তাহাকে বর্ণনা করায়, সাক্ষাৎ অমৃত বিগ্রহা, অর্থাৎ শুদ্ধ
জলময়ী হয়েন ।

পিঙ্গলাখ্যাচ যাদক্ষ পুংকপা সূর্যা বিগ্রহা । দাড়িমী কুসুম প্রখ্যা
বিষাখ্যাচ পবামতা ॥

পিঙ্গলাখ্যা যে নাড়ী তিনি দক্ষিণে গমন করেন, দাড়িমী
কুসুমের ন্যায় বক্তবর্ণ পুরুষরূপে তাহাকে বর্ণনা করিয়া সূর্যা
বিগ্রহ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অগ্নিকপিণী কহিয়াছেন ।

চন্দ্রঃ সূর্য্যোমকট্টৈব এযস্তিসৃষুবহিতাঃ । তথা রজস্তমশ্চৈব সহঃ
রাত্র্যাহঃ কালএব ॥ ১২ ॥ আয়ুর্বেদং

ঈড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এই তিন নাড়ীতে অবস্থিতি করেন, তদনু ব্রহ্ম, তম, সত্ত্বগুণে তিনকে ধৃত করা যায়, এই তিনের প্রবাহেই রাত্রি, দিন, সন্ধ্যা হয়, অর্থাৎ ঈড়ায় রাত্রি, পিঙ্গলায়, দিবা, সূক্ষ্মায় সন্ধ্যা, তদর্থে মনুষ্য শরীরেও ধাতুত্রয়ের গতি হয়, অর্থাৎ ঈড়ায় কফ, পিঙ্গলায় পিত্ত, সূক্ষ্মায় বায়ু এতদনুসারে মানবদিগের রাত্রি কালে চন্দ্রাধিষ্ঠানজন্য কফ বৃদ্ধি, দিবায় সূর্য্যাধিষ্ঠানে পিত্ত-বৃদ্ধি, সন্ধ্যাকালে মারুতাধিষ্ঠানে বায়ু বৃদ্ধিকে পায়।

ঈড়াদোষময়ী প্রোক্তা পিঙ্গলা বহ্নিকপিণী । বায়ুগ্নেয়ী সূক্ষ্মাচ
ব্রহ্মদ্বার পথানুগা ॥ ১৩ ॥

আয়ুর্বেদং ॥

কফময়ী একারণ ঈড়াকে দোষ বিশিষ্টা বলে, পিত্তময়ী পিঙ্গলাকে বহ্নিকপিণী कहিয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম-ম্নাকে বায়ু এবং অগ্নিকপা বলিয়া উক্ত করেন, [বহ্নিস্থানে পিত্তমিতি গর্তোপনিষৎ] এই শ্রুতি বাক্য প্রমাণে বহ্নিকপা পিঙ্গলাকে পিত্তাধিষ্ঠাত্রী বলা যায়, এবং সূক্ষ্মা ব্রহ্মদ্বার পথানুগামিনী হয়েন।

ঈড়া পিঙ্গলা সূক্ষ্মাকে সত্ত্বরজস্তমগুণে বর্ণন করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নামে উক্ত করেন, অর্থাৎ পিঙ্গলা ব্রহ্মা, সূক্ষ্মা বিষ্ণু, ঈড়া শিব, ঐ সূক্ষ্মা ব্রহ্মরক্ষ্মান্তর্গত পরমা-ত্মাতে সংলগ্ন, এবং শ্রুতিতেও কহেন, যে এক পরমাত্মা সৃষ্টি লীলা প্রকাশার্থে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি রূপে প্রকট হয়েন,

সুতরাং এই তিনের উপাসনায় পরমপদ প্রাপ্ত হয়, নচেৎ তিনি এক আছেন শুদ্ধ ইহাই বলিয়া উপসনাদি না করিলে ত্রন্ধ প্রাপ্তি হইতে পারে না, ক্ষুদ্র ত্রন্ধাও শরীর দৃষ্টে বৃহদ্রন্ধাওের নিকূপণ করা যায়, যেমন ঈড়া পিঙ্গলা স্মস্ময়া এই তিন নাড়ী শরীরোৎপত্তির কারণ, তদ্রূপ ত্রন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বর বিশ্বোৎপত্তির কারণ হয়েন, আর নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা ঈড়া পিঙ্গলা স্মস্ময়ায় বায়ু সঞ্চালনে পূরক কুস্তক রেচকে শরীরের রক্ষা হইয়াছে, সেইরূপ ত্রন্ধা বিষ্ণু শিব হইতে উৎপন্ন জগৎ রক্ষা হইতেছে, যথা, মণ্ডুকশ্রুতিঃ । [ত্রন্ধা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কৰ্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তেতি] সকল দেবতার অগ্রে ত্রন্ধা উৎপন্ন হন, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকৰ্ত্তা এবং উৎপন্ন জগতের গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক, অতএব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কৰ্ত্তা পরত্রন্ধকে মান্য করিলেই, ত্রন্ধা বিষ্ণু শিবকে তাহারি রূপ বলিয়া মান্য করিতে হইবেক, ইহারদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এক জন ঈশ্বর আছেন कहিয়া যাহারা জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারাই অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ কৃতঘ্ন, তাহারদিগের কোন কালেই নিষ্কৃতি নাই । অধুনা জ্ঞানাভিমানীরা মৌখিক এক কথার আবৃত্তিতেই কৃতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, অর্থাৎ ঈশ্বর আমারদিগকে এবং আমারদিগের আবাস স্বরূপ এই বিশ্বকে, আর আমারদিগের আহারার্থ শালী ব্রীহিযবাদি নানোপকরণের সজ্জন করিয়াছেন, ইহা স্বীকার

করাই তাঁহার উপাসনা, উত্তর, কেবল মুখে বলিলেই হয় না, ইহা স্বীকার পূৰ্ব্বক তদনুশাসনে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে কৃত-
জ্ঞতা রক্ষা পায়, অর্থাৎ তিনি আমারদিগের আহ্বারার্থ
যবগোধূম শালী ত্রীহীত্যাতির অষ্টাবটেন কিন্তু কালে
ক্ষেত্ৰকেদাৱাদি কৰ্ম্ম সাধন না করিলে শুদ্ধ বাক্যের
শীলতায় জীবন রক্ষা হয় না, এই শরীর তাঁহাইতে
উৎপন্ন হইয়াছে বলিলেই কৃতজ্ঞতা থাকে না, এতৎশরীরো-
ৎপত্তির কারণ জানিয়া তৎপ্রাপ্ত্যৰ্থে কৰ্ম্ম অর্থাৎ সন্তুণ নিন্তুণ
উপাসনার পথাকট হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক সন্ত্যাবন্দনা যাগ
যজ্ঞাদি এবং শমদম আসন প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন
না করিলে তৎপ্রাপ্তি হয় না এবং কৃতঘ্নতা দোষ ও
দূরে যায় না বরং কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অকরণে আত্মাঘাতী পদের
বাচ্য হয়, ইহা যথোক্তশীল পণ্ডিতের নিকট শ্রবণ করিলেই
হয় না হয় তাঁহাৱাই বিচাৰ করিয়া কহিবেন। যদিপি
আমাবদিগকে পক্ষপাতী বলেন বলুন, কিন্তু আপনারা
অপক্ষপাতে বিচাৰ করিলেই জানিতেপারিবেন, নিরর্থক ধৰ্ম্ম
রহিতাপবাদে অপবাদী করিয়া শোভন যজ্ঞীয় পবিত্ৰ দে-
শকে অপবিত্ৰ ৰূপে পতিত কেন করেন।

বিজ্ঞাপন ।

সৰ্বসাধাৰণ জনপ্ৰতি বিজ্ঞাপন কৰিতেছি যে শ্ৰীমন্তাগবত পুৰাণেৰ প্ৰথমাবধি মূল শ্লোক শ্ৰীধৰ স্বামীৰ টিকাব সহিত তদৰ্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় বৰ্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্ৰমশঃ মুদ্ৰাঙ্কিত হইতেছে, তাহাৰ নিয়ম প্ৰতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্ৰতি মাসে চাৰি আনামাত্ৰ সাময়িক পত্ৰন্যায় নিৰ্দ্ধাৰ্য্য কৰা গিয়াছে, যাঁহাৰ গ্ৰহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুৰিয়া ঘাটাত শ্ৰীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্ৰ কাৰফৰমাৰ ভবনে নিত্যধৰ্ম্মানু-রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলেই প্ৰাপ্ত হইতে পাৰিবেন কিন্তু মূল্য প্ৰতি মাসেই প্ৰদান কৰিতে হইবে কালবিলয়ে স্বীকাৰকৰা যাইবেক না ।

শ্ৰীনন্দকুমাৰ কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসৰীয়া সমাপ্ত ।

এই পত্ৰিকা প্ৰতি মাসে বাবদয় মুদ্ৰিত হইয়া পাতুৰিয়াঘাটাত শ্ৰীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্ৰ কাৰফৰমাৰ বাটী হইতে বৰ্ত্তন হয় ।

কলিকাতা—শ্ৰীপাৰিটোল। বঙ্গদেশীয় মোসাইটি প্ৰেমে মুদ্ৰাঙ্কিত হইল ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুনদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাঙ্গাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্বনুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৫৮ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১৮৫৯ সাল ১৫ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবাস

অচিন্ত্যাবায় পরমাত্মা হইতে এই অদ্ভূত বিশ্ব সংসার
স্বরূপ আদিবৃক্ষ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার উর্দ্ধমূল, অধঃশাখা,
(উর্দ্ধমূল মধঃশাখং বৃক্ষাকারং কুলেবরং ইতি তদ্বৎ) ই-
হাকে অশ্বথ বলিয়া উক্ত করে, এই সংসারকে যিনি জা-
নিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ । (অশ্বথ) শব্দে নশ্বর, যথা
(নশ্বঃ স্বাস্যতীতি অশ্বথঃ) থাকেনা কলি যে পদার্থ তাহাকে
অশ্বথ বলে, দৈনন্দিন প্রলয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবসে সৃষ্টি

রাজিতে বিনাশ হয়, সূতরাং প্রভাতে থাকেনা, একারণ
 সংসারকে অশুখ বলিয়া বুঝাঙ্কারে বর্ণন করা যায়, এই
 বুঝের উর্কেমূল, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সৃষ্ট, যথা আত্মা
 হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতিহইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্বহইতে অহং-
 ত্ব অহংত্বহইতে তমঃ, তমহইতে আকাশ, আকাশহইতে
 বায়ু, বায়ুহইতে অগ্নি, অগ্নিহইতে জল, জলহইতে পৃথিবী,
 এই পঞ্চভূত সমবেত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর বস্তু
 সকল সৃষ্ট হইয়াছে, সূতরাং উর্কেমূল অধঃ শাখা বুঝাঙ্কার
 সংসারের মূলত্রয়, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম, পিণ্ড অব্যক্ত অর্থাৎ দেহ
 মায়া, চর্ম্মস্বভাব, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম'স্কন্ধ শাখাদ্বয়, উপশাখা, বিংশতি,
 অর্থাৎ দশ২ বিভাগে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মানুগত বিংশতি প্রকার,
 উপশাখা যথা । (ধৃতিঃ ক্রমা দমোহন্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নি-
 গ্রহঃ । ধীর্বিদ্যা সত্য মক্রোধো দশকং ধৰ্ম্মলক্ষণং) ইতি
 মনুঃ । অর্থাৎ ধৃতি, ক্রমা, দম, অন্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়,
 নিগ্রহ, ধীঃ বিদ্যা, সত্য অক্রোধ, এই দশ প্রকার ধৰ্ম্ম'শাখার
 উপশাখা, অন্যৎ অজিতেন্দ্রিয়তা, শাঠ্য, অক্রমা, অসদ্বুদ্ধি,
 স্তেয়, অসদাচার, ক্রোধ, পৈশুন্য, নাস্তিকতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা
 ইত্যাদি দশ প্রকার অধৰ্ম্ম'শাখার উপশাখা হয় । আর
 পুষ্পত্বে বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান, ফলত্বে
 স্বৰ্গ ও নরক অর্থাৎ বিষামৃত তলা সুখঃ এবং দুঃখ ।
 এই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মময় সংসার স্বরূপ আদি বুঝের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম

কপ স্কন্ধ শাখাতেই মানব সঙ্কুল সমাকৃষ্ট হইয়া পর-
স্পর ধর্মাদ্বৈত রূপে একরূক্ষারোহণ করিয়াছে, বিশেষতঃ
অধর্ম শাখাস্থ ব্যক্তির ধর্ম শাখা কষ্ট ব্যক্তিকে পদে২ জ্ঞান
করিতে চেষ্টাপায়, কেননা নব্রহ্মত্বাপন্ন ধার্মিকদিগকে
হেয়ত্বে পরিগ্রহ করিয়া আমাদের রূক্ষ বলিয়া সম্যক্ অধি-
কার পূর্বক ধর্মশাখা ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইউক্,
কিন্তু উভয় শাখাতে উৎপন্ন ফলের তারতম্য আছে, যদি বল
সমরূপে এক রূক্ষারোহণে ব্যক্তি সম্বন্ধে ফল ভোগের তার-
তম্য কি, উত্তর, ধর্মশাখাক্ষত ধার্মিকেরা বিদ্যা কুসুমোদ্ভব
অমৃতবৎ সুখফল ভোক্তা হয়, তদিতর অধর্ম শাখাক্ষত
অধার্মিকেরা বিষবৎ দুঃখ ফল ভোগ করিয়া থাকেন, যদি
বল ইহা বোধ গম্য কি প্রকারে হইবে, সর্বলোকেই কহে
যে ধর্মের ফল সুখ, অধর্মের ফল দুঃখ, কিন্তু এস্থলে যাহার
দিগকে অধর্মী কহিতেছ তাহারাই বিস্তর সুখী, যাহারদিগকে
ধর্মী বলা যায় তাহারদিগের দুঃখের অবধি নাই, সুতরাং
বর্তমান কালে মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ দৃষ্টে শাস্ত্রোক্ত
ধর্মাদ্বৈতের বিপরীত অনুমান হইতেছে, উত্তর, অনিয়মিত
রূপে যথেষ্টাচারের সমাচরণ নিমিত্ত আপাতত অধার্মিক-
দিগকে সুখীরূপে দেখা যায়, পরে ক্রেশের অবধি থাকে না ।
তদন্যৎ যথা শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবদ্ধ ধার্মিকদিগের প্রথমতঃ
যৎপরোনাস্তি ক্রেশ, কারণ নিয়মাবদ্ধ ব্যক্তির ইচ্ছামত কর্ম

সম্পাদন হয় না, কিন্তু পরিণামে সুখের পর্য্যাপ্তি কি, ইহা পাষণ্ড ও বিধর্ম্মাদিগের বোধে আসিবার বিষয় নহে, তাহারা বিদ্যমান সুখ দৃষ্টে পরিণাম সুখের অনুভব করিতে পারেনা । এক্ষণে বৈদিক জাতীয় অসাবধানী ব্যক্তির প্রথমতঃ অধার্ম্মিকদিগকে সুখী দেখিয়া সুখেচ্ছাবশতঃ তদ্ব্য-
 তাবলম্বন করিতেছে, পরিণামের যে ছুঃখ তাহাকে অনুশ্রবণ করে না, যদিও কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহারদিগের প্রতি অতুল্য সুখদ ধর্ম্মের উপদেশ করেন, কিন্তু তদুপদেশকে দূর্বদেশে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া বরং উপদেষ্টাকে নিকোঁধ বলিয়া উপহাস করে, তাহার কারণ অধর্ম্মকুহকে আপত্তিত, সামান্য খণ্ড সুখে মোহিত হইয়া হিতপ্রদবাক্যকে পথ্যবলিয়া মানে না ।
 সুতরাং ধার্ম্মিকের সহিত অধার্ম্মিকের সংপ্রীতি কেন জন্মিবে, ছায়াতপের কি কখন সংমেলন হয় ॥ নম্র স্বভাবাপন্ন ধার্ম্মিকেরা কারুণ্য প্রকাশে যতই উপদেশ করুন, কিন্তু উগ্র স্বভাবাপন্ন অধার্ম্মিকেরা বাচালতার ধার্ম্মিকদিগকে সততই তিরস্কার করে, তৎকালে ধার্ম্মিকদিগকে সহজেই মৌনাবলম্বী হইতে হয়, তদৃষ্টে অক্ষম বোধে অধার্ম্মিক দলে এক্ষণে আপনাদিগের স্বভাব সিদ্ধ মতকে সর্বদেশে ব্যাপ্ত কবিবার কারণ দল পরিপূর্ণার্থে সম্যক চেষ্টিত হইতেছে, বর্তমান কালে ইহার দৃষ্টান্ত স্থল বিস্তর আছে, স্বপ্রকৃত্যানুসারে আপনঃ স্বভাবকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করে করুক,

কিন্তু কলের গুণ বিচার করিলেই যথার্থ তত্ত্বের উপলব্ধি
করা যায় অর্থাৎ বিষ কল ও অমৃত কল ভোজন কালে বিষ কি,
অমৃতবলিয়া বোধ হয় না, কিঞ্চিৎকাল ব্যবধানেই বিশেষ বোধ
হয়, তদ্রূপ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের কল প্রথমে গম্য হয় না পরে অবগত
হওয়া যায় । সংপ্রতি সংসার রুদ্ধের অধৰ্ম্ম শাখায় ধৰ্ম্ম
শাখাপেক্ষা বহু সংখ্যক লোকে আকৃষ্ট হইতেছে, অনুভব
হয়, যে স্বপ্নকালের মধ্যোই ভারাক্রান্ত হইয়া উক্ত শাখা
ভঞ্জন হইয়া তদ্রূপ জনেরা অধঃশায়ী হইতে পারে, অতএব সাব-
ধানে ধাৰ্ম্মিকেরা স্বশাখায় অলম্বন করিহ, কদাচ স্বশাখাপেক্ষা
পর শাখাস্থ জনসমূহ দৃষ্টে আপনাদিগকে হীন বোধে
শাখান্তর হওনের চেষ্টা করিহ না ।



অথ ধৰ্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার বচনং ।

ধারণাষ্টপি বিদ্যানাং তীর্থানামবগাহনং । ক্রমাসত্যার্জবং শৌচং
শিষ্টাচারানি দর্শনং ॥

বনপর্বণং ॥

বিদ্যার ধারণা, এবং তীর্থাবগাহন, ক্রমা, সত্য, আৰ্জব,
শৌচ এই সকল শিষ্টাচারে দর্শন করাইয়াছেন ।

[বিদ্যানাং ধারণাং] ইত্যর্থঃ বিদ্যাশব্দে সামান্য শিল্প
শাস্ত্রাদির অভ্যাস পর নহে, এখানে বিদ্যা পদে পরমার্থ
তত্ত্বজ্ঞান, অতএব গূঢ়ার্থ এই যে কেবল শিল্প শাস্ত্রাদির
অভ্যাসেও সত্য হয় না, তৎসহযোগে পরমার্থ জ্ঞান থাকি-

লেই সভ্য হয়, [ক্ষমা] পদে ক্ষমতা 'সত্ত্বে অপকারির প্রতি
অপকার না করণ, [সত্য] পদে মিথ্যা বাক্যের উপরতি,
[আর্জব] পদে সারল্য অর্থাৎ কৌটিল্য শূন্য, [শৌচ] পদে
যথা শাস্ত্রোক্ত সদাচার ইত্যাদি কস্ম' সকল শিষ্টাচারের
লক্ষণ হয় ।

সর্বভূত দয়াবন্তোহহিংসানিরতঃ সদা । পরুষং ন প্রভাষন্তে
সদানধুর বাদিনঃ ॥ বনপর্বৎ ॥

সর্বভূতে দয়াবান এবং অহিংসানিরত, অর্থাৎ সর্বদা
পবহিংসায় বৈয়ুখ, কদাপি কটুবাণ্য প্রয়োগ না করে, এবং
সর্বদা মধুর ভাষী, এবভূত ব্যক্তিরাই 'শিষ্টাচারী' অর্থাৎ
সত্যগুণা লব্ধ হইয় ।

শুভানা মশুভানাপ্ত কৰ্মণাং ফল বিত্তমাঃ । বিপাক মতিজানন্তি
ত্রেশিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥ বনপর্বৎ ॥

এবং শুভ কি অশুভ কস্ম' সকলের উত্তর ফলজ্ঞ, আর
শুভাশুভ কর্মের বিপাক, অর্থাৎ কস্ম' জন্য বিপাককে
যাঁহারা জানেন তাঁহারাশি শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সম্মত শিষ্ট
অর্থাৎ সভ্য ।

ন্যাঃপাপেতা গুণোপেতাঃ সৰ্বলোক হিতৈবিণঃ সন্তঃ স্বর্গজিতঃ
শুক্ৰাঃ সগ্নিবিদ্যাশ্চ সংপথে ॥ বনপর্বৎ ॥

ন্যায় কার্যোতে উপেত ও সদগুণাবলয়ী, এবং সর্ব
লোক হিতৈষী যাঁহারা তাঁহারাশি সাধু অর্থাৎ শিষ্ট স-

অত সত্য, ও বিশ্বকামন্তঃকরণ সৎপথে সম্যক্ নিবিক্ত
অর্থাৎ যথা শাস্ত্রোক্ত ধৰ্ম পথাবলম্বী, তাঁহারাই স্বর্গ-
জিত, অর্থাৎ ইহলোকাপেক্ষা বিশিষ্ট স্বর্গলোক প্রাপ্ত
হয়েন ।

লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তো ধৰ্ম্মমায়হিতানিচ । এবং সন্তো বর্তমানা
স্তেধন্তে শাস্বতীসমাঃ ॥ বনপর্বৎ ॥

পুণ্য পৰ্ব্বোপলক্ষে লোকযাত্রাদি দর্শনশীল, আর ধৰ্ম্ম-
বলোকী, এবং ধৰ্ম্মানুযোগে আয়হিতাহেবীহয়, একপ
ব্যবহার বর্তিত সাধুগণেরা অক্ষয়াকীর্তীলাভ করতঃ নিত্য
স্বর্গে অধিবাস করেন । এতৎসাধু শব্দে সত্য বলিয়া
অঙ্গীকার করিয়াছেন ।

জীণ্যেবতু পদান্যাহঃ সতাং ব্রতমমৃতমং । নদ্রুহেচ্চৈব দদ্যাক
সত্যৈশ্চৈব সদাবদেৎ ॥ সর্বত্র হি দয়াবন্তঃ সন্তঃ ককণ বেদিনঃ ॥
বনপর্বৎ ॥

সাধুদিগের অন্তিম ব্রতএয়, অর্থাৎ দানদিয়া দ্রোহ ক-
রেন না, এবং সর্বদা সত্যবাক্য কহেন, আর সর্বত্রই অর্থাৎ
সর্বজীবে দয়াবান্ হয়েন, সর্ব ধৰ্ম্মাপেক্ষা এতদ্ব্যতীত
বিশেষ হইয়াছে, অর্থাৎ ককণবেদী সত্যেরা এই তিন ক-
র্মের দৃঢ়রূপে অনুষ্ঠান করেন, নচেৎ সত্যতা রক্ষা হইতে
পারে না ।

কৰ্মণাশ্রুত পম্পন্নং সতাং মাৰ্গমমুত্তমং । শিষ্টাচাৰং নিষেবন্ত্যে

নিত্যং ধৰ্ম্মেষুতত্ত্বিতাঃ ॥

বনপৰ্ব্বং ॥

শাস্ত্ৰ সম্পন্ন অনুত্তম সাধুমাৰ্গ যে শিষ্টাচাৰ, অতন্ত্ৰিত
কৰ্ম্মেরদ্বাৰা যাঁহারা, তাঁহাৰ নিত্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহাৰাই
মুমত্য় ।

প্রজ্ঞা প্রাসাদ মাকহ মুচ্যন্তে বহবো জনাঃ । প্রেক্ষন্তুলোক

বৃত্তানি বিবিধানি দ্বিজোত্তম ।

বনপৰ্ব্বং ॥

প্রজ্ঞাকপ প্রাসাদ অৰ্থাৎ বুদ্ধিম্বৰূপা অট্টালিকোপরি
আৰোহণ করতঃ বহুতর লোকেৰা পরিমুক্ত হইয়াছেন ।
অৰ্থাৎ সৰ্ব্বোচ্চ উত্তম সৌধোপরিস্থ হইয়া, হে দ্বিজোত্তম
তাঁহাৰা বিবিধ প্রকাৰ লোকবৃত্ত অৰ্থাৎ লোক ব্যবহাৰ সকল
দৰ্শন করেন ।

অতএব সদ্ধৰ্ম্মানুষ্ঠানই মনুষ্যের কল্যাণ কারণ হয়,
এবং তদনুসেবা করণেই বুদ্ধিনিৰ্ম্মল হয়, নিৰ্ম্মল বুদ্ধি হই-
লেই বিশেষ মেধা জন্মে সেই মেধাই ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃ-
ত্তিকে জ্ঞান, ধৰ্ম্মানুষ্ঠানদ্বাৰা মনুষ্যেরা সকলের উপরি
ভাণে বৰ্দ্ধিত হয়, উপরিস্থ ব্যক্তি সদস্য কৰ্ম্মকাৰক জীব
সকলের যাতায়াত রূপ ঘোৰা সংস্থতির অবলোকন করেন ।
একাৰণ, ধৰ্ম্মানুশীলন করিতে সভ্যদিগকে পুনঃপুনঃ উপ-
দেশ করিয়াছেন ।

এতন্তে সৰ্ব্ব মাধ্যাতং যথা প্রজ্ঞং যথা শ্রুতিঃ শিষ্টাচাৰ গুণং

ব্রহ্মণ্ পুৰুষ্কৃত্য দিগ্জয়তি ॥

বনপৰ্ব্বং ॥

হে ব্রহ্মণ্ হে দ্বিজৰ্ষভ, এই শ্রুতি সন্মত শিষ্টাচার গুণ সকল যথা বুদ্ধি তোমাকে কহিলাম। এক্ষণে যেক্ষেপে এতদ্ব্যম্বে অবস্থিতি করিতে পারেন তাহার যত্ন করুন, বিশেষতঃ সকলের মূল আত্ম পিতা ও মাতা, তাঁহারদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সংসার বন্ধ নিৰ্ব্বাহ করিলেও সকল ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের কল সিক্তি হয়, অতএব জীব সময়ে পিতা মাতাই পরম গুরু এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব প্রজাপতি, বাঁহারদিগের হইতে জন্মিয়া এই ধরণী মণ্ডল অবলোকন করিয়া ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম হিতাহিত বন্ধুবান্ধব এবং সুখ দুঃখাদির অনুভাবক হইয়াছি, এবং নানাবিধ ধন রত্ন যান বাহনাদি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া জীবেয়া নামা সুখ ভোগ করে, সেই পিতা মাতাদিগের পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হইয়া যে কোন কৰ্ম্মকরুত্ব তাহা সকলি বিফল, কেবল বিফলও নহে বরং আত্ম বিনাশেব কারণ হয়, অর্থাৎ পিতামাতাকে যত্নগাদিয়া যে ব্যক্তি সুখী হইতে বাঞ্ছা করে, সেই মহামূঢ় পাপাত্মা তাহাকে পরমাত্মা বৈমুখ হইয়েন, কোন কালে দুঃখাকর নরকালয় হইতে পরিমুক্ত হইতে পারে না অতএব হে নব্যা সভোরা পিতৃ পদানুগামী হও, তাঁহারদিগের প্রতি কুলত্যাচরণে সত্য হইতে ইচ্ছা করিহ না, এবং পিতামাতাকে বঞ্চিত করিলে ঘোরাশক্কাৰে পতিত হইবে কদাপি কোন ধৰ্ম্মের আলোক দেখিতে পাইবা না, যেহেতু [মাতৃহান প্রজাপতে] শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। কারণ পিতা=

মাতা ক্রোধিত হইতে কোন রূপে ছুঃখার্ণব নিস্তার হইতে পারিবে না । সমাপ্তাশ্চয়ং প্রথম পরিচ্ছেদঃ ।



অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

ঈড়াচ বামভাগেতু পিঙ্গলা দক্ষিণেতথা । ব্রহ্মবন্ধে সূক্ষ্মাচ
গাক্ষাবী বান চক্ষুষি ॥ দক্ষিণেহস্তিজিহ্বাচ পৃষাচ দক্ষকর্ণকে ।
বামে মশস্বিনীচৈব মূখেচানন্তু বামতা ॥ কুহুশ্চলিঙ্গমূলেতু শংখি
নী শিরগোপরি । এবং দ্বার সমাবৃত্তা তিষ্ঠন্তি দশনাডিকা ॥ .
যামলং ॥

বাম ভাগে ঈড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, (এই বাম দক্ষিণ শব্দে
সব্যাসব্য নাসিকাবধি) ইহা ত্রিপুরাসার সমুচ্চয় টীকায় ব্যা-
খ্যা করিয়াছেন, যথা “এতা সূক্ষ্মাখ্যা তিস্রোযাসু যোগ
প্রতিষ্ঠিতঃ । তাশ্চনাসা পুটদ্বন্দব্রহ্মরন্ধ্রবিনির্গতা” যে তিন
নাড়ীতে যোগ প্রতিষ্ঠিত, সেই তিন নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মাকে
ধনুস্বাকারে বেঁধেন করিয়া ঈড়া পিঙ্গলা নাসাপুটদ্বয়ে গমন
করিয়াছেন । অর্থাৎ (ঈড়া পিঙ্গলা বাম দক্ষিণ নাসা পর্য্যন্ত)
ব্রহ্মরন্ধ্রান্তর্গামিনী সূক্ষ্মা, অতএব আয়ুর্বেদোক্ত (ব্রহ্মদ্বার
পথানুগা) অর্থাৎ সূক্ষ্মা ব্রহ্মদ্বার পথানুগামিনী হয়েন,
সুতরাং ব্রহ্মরন্ধ্রগা, ও ব্রহ্মদ্বার পথানুগা শব্দদ্বয়ের একার্থ
সম্পন্নে শাস্ত্র বিরোধের শমতা হইল, বাম চক্ষুতে গাক্ষারী,

দক্ষিণ চক্ষুতে হস্তিজিহ্বা, পৃষা দক্ষিণ কর্ণে, বাম কর্ণে যশ-
স্বিনী, মুখে অলম্বুযা, লিঙ্গমূলে কুহু, মস্তকোপরি শংখিনী,
এই দশ নাড়িকা দশদ্বারকে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন ।
অপর চারি নাড়ী সংস্থা । যথা

বিশ্বাবামস্তনেচৈব দক্ষিণতু পয়স্বিনী । চারুণা কটিসন্ধৌচ আজি
স্থান্তা সবস্বতী ॥ বামলং ॥

বিশ্বা নামে নাড়ী বামস্তনে, দক্ষিণ স্তনে পয়স্বিনী, কটি-
সন্ধিতে চারুণা, এবং সমস্ত চক্রকে বেষ্তন করিয়া জিহ্বা প-
র্য্যন্ত সরস্বতী রহিয়াছেন । এই চতুর্দশ নাড়ীর শাখোপশা-
খাদ্বারা সাড়ে তিন কোটি, ইহার বিভাগ, সাড়ে তিন হস্ত
মনুষ্য শরীর তাহাতে প্রতি হস্তে কোটি সংখ্যা নাড়ী, অর্থাৎ
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবয়ব বিশেষে বিশেষতঃ ভাগ সংস্থা হই-
য়াছে, তাহা ক্রমে লেখা যাইবেক ।

ঈড়াচ পিঙ্গলাচৈব সূক্ষ্মামধ্যবর্তিনী । তন্মধ্যে পরমেশানি
মহাশিবাচ যুক্তিদা ॥ ত্রিপুরাসারং ॥

ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্তিনী সূক্ষ্মা নাড়ী, তন্মধ্যে মহা-
শিবা নামে এক নাড়ী আছেন, অর্থাৎ তাহাকেই চিত্রিণী
বলিয়া জ্ঞানভাষ্যে ধৃত করেন সেই নাড়ীই জীব সম্বন্ধে
মুক্তি প্রদাহয়েন, অতএব সকল নাড়ীই বিশেষতঃ গুণেযুক্ত
তাহারদিগের সংস্থাক্রমে নিশ্চয় করিতে পারিলেই কালে

জীব সংসার বন্ধে পরিমুক্ত হয়, যাদৃক্ বহির্ব্রহ্মণ্ডে তীর্থ সকলের পরিক্রমণে জীব সকল মুক্তিপায়। স্মৃতবাং শরীরে ব্রহ্মাণ্ড নির্ণয় তন্ত্রশাস্ত্রে এবং আয়ুর্বেদে কি, বেদে সমান রূপে কহিয়াছেন। তথাহি

ব্রহ্মাণ্ডে বর্ততে তীর্থং সার্ককোটিক্রিয়াকং । দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি
প্রকাশা শিববন্দিতে ॥ ততঃ সপ্তশতান্যতং শতৈকঞ্চ ততঃ
স্মৃতঃ । চতুর্দশন্ত তন্মধ্যে ত্রিতয়ং শুভং ॥ ত্রিপুরাসারং ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে সাড়ে তিন কোটি তীর্থ, তন্মধ্যে (৭২০০০) দ্বিসপ্ততি সহস্র প্রকাশ তাহার মধ্যে (৭০০) সপ্তশত শ্রেষ্ঠ সপ্তশত মধ্যে (১০১) একোত্তর শত প্রধান, প্রধানের মধ্যে * চতুর্দশ অতি প্রধান, তদতিপ্রধানের মধ্যে † (৩) তিন তীর্থ আশুতোষদ পবন শুভ তীর্থ হয়। মানব শরীরেও সাড়ে তিন কোটি নাড়ী বিখ্যাত আছে, ইহা তন্ত্রে এবং আয়ুর্বেদে ও বেদে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর মধ্যে [৭২০০০] দ্বিসপ্ততি সহস্র প্রকাশ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে [৭০০] সপ্তশত, তাহাতে [১০১] এক শত এক,

* সিপ্রা, দেবিকা, গণ্ডকী, সরযু, নর্মদা, গোদাবরী, বিপাশা, আ-
দ্রবী, কোশিকী, চন্দ্রভাগা, ঈরাবতী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই চতু-
র্দশ নদী প্রধান।

† গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই তিন নদী আশু মুক্তিদা।

তন্মধ্যে * [১৪] চতুর্দশ তাহাতে তিন নাড়ী আশু মুক্তি প্রদা
হয়েন। অতএব বৈদ্যাকাশি শাস্ত্র প্রমাণে নদী তীরের
সহিত নাড়ী চক্রবর্ণনার কোন বৈলক্ষণ্য নাই, পরে শাস্ত্রতঃ
এবং যুক্তিতঃ প্রমাণ লিখিয়া যুক্ত বোধ করাইব।

মূল শৃঙ্গাট পাশ্বেচ সব্যাপসব্যতঃ ক্রমাৎ । সূর্য্যচন্দ্রমসৌ নাড়্যৌ
গতৌ নাসাদযাবধি ॥ তন্মধ্যে দ্বিতয়ং তিদ্ধা সূক্ষ্মা পদ্মকোটরে ।
ব্রহ্মরক্ষাবধিযাতা তিদ্ভাস্যা সাসুবাশয়ং ॥ কুলার্ণবং ॥

মূল শৃঙ্গাট অর্থাৎ মূলাধার হইতে বাম দক্ষিণ দুই পাশ্বে
উখিতা চন্দ্র সূর্য্য রূপা ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী নামারক্ষু পর্য্যন্ত
গমন করিয়াছেন, তাহারদিগের দুই নাড়ীকে ভেদ করিয়া
সুসুম্না পদ্মকোটর অর্থাৎ গুহ্য হইতে সুরালয় স্তম্ভের ভেদ
করতঃ ব্রহ্মরক্ষাবধি গমন করিয়াছেন। তথাহি .

* ঈড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী, অ-
লম্বুষা, কুহু, শংখিনী, সবস্বতী, পয়স্বিনী, চাবণা, বিশ্বা এই চতুর্দশ
নাড়ী গঙ্গাংশে সূক্ষ্মা, সবস্বতী, ঈড়া, পিঙ্গলা, যমুনা, গান্ধারী, দেবিকা
হস্তিজিহ্বা, বিপাশা, পুষা, মরুত, যশস্বিনী, নর্ম্মদা, অলম্বুষা, গোদাবরী,
কুহু, আদ্র্যেয়ী, শংখিনী, গণ্ডকী, সবস্বতী, চন্দ্রভাগা, পয়স্বিনী, ঈরাবতী,
চারণা, সিপ্রা, বিশ্বাকোশিকী এই চতুর্দশ নাড়ী চতুর্দশ তীর্থ, তন্মধ্যে
যেমন ঈড়া পিঙ্গলা সূক্ষ্মা শ্রেষ্ঠা তদ্রূপ গঙ্গা, যমুনা, সবস্বতী ও অতি
শ্রেষ্ঠা আশু মুক্তিদায়িনী। অপর এক শত নদীর সহিত শরীরস্থ নাড়ীর
সংযোগ পশ্চাৎ লেখা যাইবেক।

সুসুম্নান্তর্গতা চিত্রা চন্দ্রকোটিসমপ্রভা । সর্ববদ্রময়ী সাত্ত্ব
 যোগিণীং হৃদয়ঙ্গমা ॥ তস্যামধ্যে ব্রহ্মনাড়ী মৃণাল তন্ত্রকপিণী ।
 ব্রহ্মরন্ধ্রস্ত তন্মধ্যে হরবদ্ভ্রুং সদাশিবঃ ॥ বামাবর্তক্রমণৈব
 বেষ্টিতা বিষতন্তুবৎ ॥ কুলার্ণবং ॥

সুসুম্নান্তর্গতা চিত্রা নামে এক নাড়ী কোটি চন্দ্রের ন্যায়
 প্রভা অর্থাৎ হিমবৎ শুক্ল এবং স্বচ্ছ, সেই নাড়ীকে (মহাগ-
 জ্জা বলে) অর্থাৎ সর্ব রত্নময়ী কোনরূপে দৃশ্যা নহেন শুক্ল
 যোগীদিগের হৃদয়ঙ্গমা হয়েন । সেই চিত্রিণী নাড়ী মধ্যে ব্রহ্ম
 নামে এক নাড়ী পদ্মমৃণাল স্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্মরূপা, মূলধারস্থ
 স্বয়ম্ভূলিঙ্গ মুখ হইতে শিরসি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া-
 ছেন, তাহার হিঙ্গ দিয়াই ব্রহ্মস্থান গমনের পথ, আর অন্য
 পথ নাই সেই নাড়ী সুসুম্নার মধ্যে বামাবর্তক্রমে মাকড়-
 সার জালের ন্যায় বেঁটন করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অব-
 লোকন করা যোগ বল ব্যতীত গাত্র বলে চর্ম্ম চক্ষুতে হয়
 না, কিন্তু তাহাকেও না দেখিলে তত্ত্বজ্ঞান লভ্য কাক ভক্ষের
 ন্যায় হয় । অর্থাৎ কাকে নানা স্থান হইতে আহারকে
 আহরণ করিয়া চালের মধ্যে গোপন করিয়া রাখে, পরে
 আহার কালে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া পায় না, সেইরূপ
 যোগাভ্যাস ব্যতীত জ্ঞান চর্চ্চা ক্ষণিক, পরে স্মৃতি থাকে না ।

এতা সুসুম্নাখ্যাত্ত্রো বাসুযোগঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । তাস্তনানাম
 পুটবন্দ ব্রহ্মরন্ধ্রবিনির্গতা ॥ সরস্বতীকল্পং ॥

এই স্নুস্নুমাখ্যাতি তিন নাড়ী, বাহাতে যোগাদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার। ব্রহ্মরক্ষু হইতে নির্গতা হইয়াছেন, কিন্তু নাসিকা পুটদ্বয়ে যোগ আছে । যদি বল ঈড়া পিঙ্গলা স্নুস্নুমাখ্যাতি তিন নাড়ী, তাহার মধ্যে কেবল স্নুস্নুমাই ব্রহ্মরক্ষুগামিনী, নামাবধি ঈড়া পিঙ্গলাস্থিতি করেন, কিন্তু এল্লোকের অর্থে তিন নাড়ীই ব্রহ্মরক্ষুগামিনী হয়েন, সুতরাং পূর্ব লোকের বৈয়থাপত্তি হয়, উত্তর, ইহাতে কোন গোল নাই, ঈড়া পিঙ্গলার গতি নামা পর্য্যন্তই বটে কিন্তু তাঁহারদিগের মূর্ত্তান্তর বিশেষ চিত্রিণী ও বজ্রিণী নামে ব্রহ্মনাড়ীদ্বয়, সুসুমার সহিত মিলিতা হইয়া ব্রহ্মরক্ষুে গমন করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈড়ার মূর্ত্তি বজ্রিণী নামে ব্রহ্মনাড়ী, কুলার্ণব প্রমাণে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । তথাহি

সরস্বত্যাতি চত্বাবো মুখরক্ষুবিনির্গতাঃ । তাস্মৈকা শব্দ জননী
অন্যাচ রসবাহিনী ॥ সরস্বতীকল্পঃ ॥

অপর সরস্বতী প্রভৃতি নাড়ী চতুষ্টয় মুখরক্ষু হইতে নির্গতা হইয়াছেন, (সরস্বতী চারণাচ বিশ্বাটৈব পরস্বিনী) অর্থাৎ (সরস্বতী, চারণা, বিশ্বা, পরস্বিনী,) তাহার মধ্যে একা সরস্বতী নাড়ীই শব্দ জননী অর্থাৎ বাক্যান্দিয় উৎপত্তি কারিণী, এবং অন্তর্বাহিঃ মাতৃচক্র সংধারিণী অন্য রসবাহিনী হয়েন ।

অপর। রসনা ধাবা পরা ভোয়বহাশির। । অন্যাঃ ষট্কার্ণনেত্রাশ্চ
তন্তদ্বারবিনির্গতাঃ ॥ সরস্বতীকল্পঃ ॥

অপর। ধারাক্রমে রসনা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, অর্থাৎ
অলম্বুবা তোলবাহিনী হয়েন, অন্যায়নাড়ী কর্ণ নেত্র
লিঙ্গ, মস্তক পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, (গাঙ্গারী হস্তিজিহ্বাচ
পৃষ্ঠাটচ যশস্বিনী শংখিনীচ কুহুশ্চৈব ষড়্ দ্বারা ননুপালিনী)
অর্থাৎ [গাঙ্গারী, হস্তিজিহ্বা, পৃষ্ঠা, যশস্বিনী, কুহু, শংখিনী]
এই ছয় নাড়ী যেহে দ্বারে বিনির্গতা সেইহে দ্বারকেই আবরণ
করিয়া রাখিয়াছেন।

শংখিনী নাতি সম্বন্ধাদ্যামাহুর্হৃদিরুধ্যতে। যয়াগর্ত্তগতঃ

পিণ্ডঃ পুষ্যতেমরসাদিভিঃ ॥

সবস্বতীকল্পঃ ॥

যদিও শংখিনী মস্তকোপরি থাকেন, তথাপি তৎপ্রভাব
সম্বন্ধে হৃদি অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং সূক্ষ্মরূপে নাতিমণ্ডলেও
নিবদ্ধ আছেন, তদ্বারা গর্ত্তগত পিণ্ড অর্থাৎ মাতৃভুক্ত অন্নব-
সাদি দ্বারা সন্তানের পুষ্টি হয়। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ
আছে, যে পুরুষ সম্বন্ধে ঐ শংখিনী শিরসোপরি নিত্যই
থাকেন, স্ত্রী সম্বন্ধে হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন, স্ত্রী সম্বন্ধে মস্তক
হৃদয় এবং নাতিমণ্ডলে অনুলোম বিলোমে প্রবাহবতী
হইয়াছেন।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারংকর মুদ্রিত। ইহা পাতুরিয়াখাটার
শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কাবফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাখারিটোলা বঙ্গদেশীয় মোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিধূর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাণ নৃণাণ জ্ঞানানন্দ প্ৰদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কোষেয় বহুং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

পূৰ্ণব্রহ্ম শ্ৰুতিভি রুদিতং নন্দমূৰ্ত্তং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৫৮ সংখ্যা শকাব্দঃ ১৭৭৪। সন ১৩৫৯ সাল ৩০ গ্রাবণ শুক্রবার

এক্ষণে এতদ্রাজধানী মহানগরীতে সভ্যসভ্য বিচারের এক মহাগোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ পরস্পর সকলেই আমি সভ্য বলিয়া অভিমান করেন, কলিতার্থ যাহাকে সভ্য বলে তাহার পথেও কেহ চলেন না সভ্য শব্দকে বাক্যের অলঙ্কার করিয়া কেবল ধার্মিকদিগকে তিরস্কার করাই একালের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে, নচেৎ ইংরাজী পাঠশালার কতক গুলি ইংরাজী পুস্তক অর্থাৎ

(বেকনও মিল্টন) প্রভৃতির পাঠে পণ্ডিত হইয়া বেদাদি সংশাস্ত্রের উপরে কল্পিতাপবাদ প্রদানে কি, পাণ্ডিত্য করিতে পারেন, (সর্ব্বং কাল ক্লতং মন্যে কালোহি বলবত্তরঃ) সকলি কালেতে করে অতএব কালই বলবান্ হয়, বস্তুতস্ত, যক্ষৎ সময়ে যক্ষৎ প্রকৃতিক মনুষ্য জন্মে তত্তৎ সময়ে তত্তৎ স্বভাবকেই বলবান্ রাখিয়া তদন্যৎ প্রকৃতিক মনুষ্যকে অধাৰ্ম্মিক অসভ্য বলিয়া স্মাখ্যাত করে, অর্থাৎ সত্যাদিযুগে সত্ত্ব প্রকৃতিক ধাৰ্ম্মিক মনুষ্যের প্রাচুর্য্য ছিল, একারণ তমঃ প্রকৃতিক অধাৰ্ম্মিক মনুষ্যেরা তৎকালে কোন সভাতেই সমাদৃত রূপে সভাপদে পরিগণিত হইতে পারিত না, এক্ষণে বৰ্ত্তমান কলিযুগে তমঃ প্রকৃতিক অধাৰ্ম্মিক মনুষ্যের প্রাচুর্য্য বিধায় সত্বাশ্রয় ধাৰ্ম্মিক মনুষ্যেরা তত্তৎ সভায় অবশ্যই অসভ্য রূপে উপহাস্যৈক ভাজন হইবেন ইহাতে সংশয় কি, কারণ বহু গোষ্ঠিক সভাতে স্থম্পপরিমিত ব্যক্তির লান ভাবেই থাকেন, সুতরাং অধাৰ্ম্মিক সঙ্কুলে যথার্থ ধাৰ্ম্মিকেবাই অধাৰ্ম্মিক পদের বাচ্য হয়েন, যেমন তক্ষর সভাতে সাধু, নাস্তিক সভাতে আস্তিক, মদ্যপভ্রষ্টাচারি সভাতে সদচারী. লম্পট সভাতে জিতেন্দ্রিয়, বঞ্চক সভাতে সত্যবাদী. বক সভাতে হংস, কাক সমাজে ময়ূর, তেক সমাজে কোকিল, ধাৰ্ম্মিক সমাজে অধাৰ্ম্মিক ব্যক্তির মৰ্য্যাদা লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ অধাৰ্ম্মিক সভাতে ধাৰ্ম্মিক ব্যক্তির অবশ্যই অসভ্য

রূপে পরিগ্রহীত হয়েন, অতএব বর্তমান কালের ব্যবহার দৃষ্টিে যুগমাহাত্ম্যের এক আখ্যায়িকা লিখিতে বাধিত হইলাম । অর্থাৎ এতৎকালে অধার্ম্মিক অসৎ মিথ্যাবাদী ব্যক্তিরাই যথার্থ ধার্ম্মিক সত্যবাদী, সজ্জন ব্যক্তিকেই অধার্ম্মিক, অনৃতবাদী, নির্যোদ্ধ, প্রবঞ্চক, অসৎ অসত্য বলিয়া উক্ত করে, কারণ বর্তমান সময়ে অসত্যের প্রাবল্য হইয়াছে, অতএব প্রবলের মতই বলবান্, অতএব সত্যধর্ম্মের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত এক্ষণে সত্যই অসত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, কিন্তু সত্যধর্ম্মের বিনাশ নাই, যেমন চন্দ্রের ক্ষীণত্ব প্রযুক্ত কলাহাসে অন্ধকারের প্রাধান্য হয়, ফলে চন্দ্র চন্দ্রিকার এককালীন বিনাশ হয় না, কেবল অমাবস্যাতে জন সম্মুখে অদৃশ্য হন, তথাপি অম্না নামে এককলা থাকে, তাহার প্রমাণ ক্ষীণত্বে ও চন্দ্রের দ্বিতীয়াদিতে পূর্ণাকাংক্ষায় মণ্ডল রেখাথাকে, তদ্রূপ অন্ধকার ন্যায় কলিযুগে বেদোদিত সত্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হীন হইলেও তদুপাসকদিগকে অধর্ম্ম কুহক হইতে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন ।

অথ যুগমাহাত্ম্য বর্ণনং ।

কোন এক সত্যবাদী বণিক্ এই বর্তমান কলিকালে তীর্থাতিগমনে ব্রতী হইয়া, স্বগৃহে অতি শিশু বালক সহিত ভার্য্যাকে রাখিয়া তাহার কোন এক বিশ্বাসী বন্ধুকে কহিলেন, হে বন্ধো, আমি যাবৎ তীর্থপর্য্যটন করিয়া গৃহাগত

না হই, তুমি তৎকাল কাল আমার গৃহের তত্ত্বাবধারণ করতঃ পুত্র ত্যাগকে রক্ষা করিবে, এতৎ কখনানন্তর, এক লক্ষ মুদ্রা মূল্যের মণি মাগিকাদি তাঁহাকে গোপনে রাখিতে দিলেন, তৎকালে সাক্ষী স্বরূপ কোন ব্যক্তিই ছিলনা কেবল এক সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া কহিলেন, যে আমি প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্বার লইব একথা কদাপি প্রকাশ করিহ না, অনন্তর বণিক তীর্থ যাত্রায় গমন করিলেন, তদ্বক্ষু কালোচিত ধর্মী, মনে২ চিন্তা করিল যে আমার নিকট ধন সংস্থাপন করিল কিন্তু ইহার সাক্ষী, কি, লিপী কিছু রাখিল না, অতএব এতদ্বিন কালে আমি দিতেও পারি নাদিলেও রাজদণ্ডী হইব না, যদিপি একপ ধন প্রাপ্ত হইয়া রক্ষা করিতে না পারি তবে আর ধনী কবে হইব, লোকেও আমাকে অধার্মিক কহিতে পারিবে না, যেহেতু অন্যের জ্ঞাত সার নহে, সুতরাং লৌকিক ধার্মিকতার হানি হইবে না, রাজার নিকট অভিযোগে সেই অধার্মিক রূপে অপরাধী হইবেক, অতএব এমত সুসময়ে ধার্মিক হইলে আর কার্য্য চলে না, এতকাল পর্য্যন্ত ধর্মতো, আমাকে রাজা করিয়াছেন, শুদ্ধ ধর্ম মানা আমারদিগেরই ভ্রান্তি, কেননা আমরা যাহাকে ধর্ম বলিতেছি, সে সত্য ধর্ম নহে, যেহেতু ধর্মেতে সুখ হয়, ইহা সকলেই বলে, কিন্তু এধর্মে দুঃখের অবধি নাই, এক্ষণে কোন রূপে এই ধন বণিককে নাদেওয়াই মুখ্যধর্ম এবং অনায়াসে আমি সুখী হইতে পারি সুতরাং

সুখপ্ৰাপ্তে এমন ধৰ্ম্ম হইতে অন্য ধৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম বলা হুঃখ
মূলক ভ্ৰান্তির কাৰ্য্য। (ইতি নিশ্চিত্য কথঞ্চিৎ কালং
প্ৰতীক্ষত ইতি) এই নিশ্চয় কৰিয়া কিঞ্চিৎকাল অৰ্থাৎ বণিক্
বন্ধুর আগমন কালের প্ৰতীক্ষায় রহিল। অপৰ আগামী
পত্ৰে প্ৰকাশিত হইবেক।



অথ ধৰ্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার কথনং ।

শিষ্টাচার কথনে সত্য অহিংসাদি ধৰ্ম্ম পৰাৱণ হইবে,
হিংসাপদে (প্ৰাণ বিয়োগ ফলকব্যাপাৰো হিংসেতি) প্ৰাণ
বিয়োগ ব্যাপাৰকে হিংসা বলে, অৰ্থাৎ প্ৰাণিঘাতনের নাম
হিংসা, অতএব যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য কৰিতে
পাৰয়ায় না, যেহেতু যজ্ঞার্থে পশু বধ কৰিতে বেদে অনু-
শাসন কৰিয়াছেন, আর অধিক কি কহিব স্বৰ্গ মত পাতালে
অহিংসক প্ৰাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং জগতীতলে অহিং-
সক ৰূপে শিষ্ট অৰ্থাৎ সত্য দুষ্প্ৰাপ্য বিধায়, (মাহিংসী সৰ্ব্ব
ভুতানীতি শ্ৰুতিঃ) প্ৰমাণের বৈফল্য হয়, কেননা সংসার
মধ্যে হিংসাধৰ্ম্মই প্ৰবল হইয়াছে। যথা

কৃষিং সাক্ষিতি সন্যস্তে তত্রহিংসা পৰাশ্ৰুতা । কৰ্ষন্তো লাক্ষ্ণৈল
মৰ্ত্যায়ুস্তি ভূমিগতান্ বহুন্ ॥ জীবানান্যান্ সুবহুশ্চ স্তত্রকিং
প্ৰতি ভাতিতে ॥

বনপৰ্ব্ব ॥

যে কৃষি কৰ্ম্মকে সকলে সাধু কৰ্ম্ম বলিয়া জানেন, যেহেতু কৃষি কৰ্ম্মে কোন হিংসা কৰিতে হয় না, কিন্তু সেই কৃষি কৰ্ম্মে সততই হিংসা কৰিতে হয়, অৰ্থাৎ লাঙ্গলদ্বাৰা ভূমিকৰ্ষণে ভূমিগত বহুতর জীৱেৰ আঘাত হয়, তাহাতে কি, হিংসা প্রতিভা পায় না

যান্যবীজানি যান্যাছ ব্রীহাদীনি দ্বিজোত্তম । সৰ্বাণ্যেতানি জী
বানি তত্র কিং প্রতি ভাতিতে ॥ বনপৰ্ব্বঃ ॥

হে দ্বিজোত্তম, কৌশিক ব্রীহিবংশালী প্রভৃতি কি জীব নহে, তাহাৱদিগেৰ আঘাতে কি, জীব হিংসা প্রতি পাদন হয় না । অন্যদপি

বৃক্ষানথৌষধীশ্চৈব ছিন্দন্তি পুরুষাভিজ । জীৱাহিবহবো ব্রহ্মণ
বৃক্ষেলুচ ফলেণুচ ॥ উদকে বহবশ্চাপি তত্র কিং প্রতি ভাতিতে ।
বনপৰ্ব্বঃ ॥

হে দ্বিজোত্তম, মনুষ্যমাত্ৰেই বৃক্ষৌষধী ছেদন করে তাহাতে কি হিংসা কৰ্ম্ম হয় না, বিশেষতঃ বৃক্ষেতে এবং কলাদিতে জলেতে বিস্তর জীব থাকে তদাঘাতেও কি জীব হিংসা প্রতিভা পায় না ।

সৰ্বং ব্যাপ্তমিদং ব্রহ্মণ্ প্রাণিভিঃ প্রাণ জীবনৈঃ । মৎস্য্যগ্রসন্তে
মৎস্য্যংশ্চ তত্র কিং প্রতি ভাতিতে ॥ বনপৰ্ব্বঃ ॥

প্রাণী ভক্ষণে প্রাণ ধারণ করে এমত জীৱেতেই প্রাণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিত হইয়াছে, এবং মৎস্যাদিৱাও স্বজাতি

হিংসা অর্থাৎ মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহাতে কি জীব হিংসা হয় না।

চংক্রম্যমাণা জীবাস্ত ধরণী সংশ্রিতান্ বহুন্। পদ্মাং যুস্তিনরা
বিপ্র তত্র কিং প্রতি ভাতিতে। বনপর্২৭ ॥

মনুষ্য সকলের গমনা গমনে পাদ প্রক্ষেপে ভূমি সংশ্রিত
বহুতর জীবের হনন হয়, তাহাতেও কি হিংসা প্রতিভা পায় না।

উপরিষ্ঠাঃ শয়ানাশ্চযুস্তি জীবাননেকশঃ। জ্ঞান বিজ্ঞান বস্তুশ্চ
তত্র কিং প্রতি ভাতিতে ॥ বনপর্২৭ ॥

উপরিষ্ঠচর অর্থাৎ কীট পতঙ্গাদি জ্ঞানাজ্ঞান পূর্বক বহু-
বিধ জীবের যাতন হইতেছে, তাহাতে কি হিংসা ধৰ্ম্ম হয় না।

জীবৈর্ব্যাগুনিদং সর্বমাকাশঃ পৃথিবীতথা। অবিজ্ঞানাস্ত হিংসন্তি
তত্র কিং প্রতি ভাতিতে। বনপর্২৭ ॥

জীব কর্তৃক ব্যাপ্ত আকাশ পৃথিবীত্যাदि সমস্ত জগৎ
অজ্ঞাত পূর্বকও বহু জীবের হিংসা হয় তাহাতেও কি হিংসা
ধৰ্ম্ম প্রতিভা পায় না।

অহিংসেতি যদ্বদ্ধংহি পুরুষৈর্ বিস্মিতেঃ পুরা। কোন হিংসতি
জীবান্বে লোকস্মিন্ দ্বিজসত্তম ॥ বনপর্২৭ ॥

পূর্বের বিস্মিত পুরুষের অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা
অহিংসা ধৰ্ম্ম উক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ এতৎ সংসারে এমন
ব্যক্তি স্মৃষ্ট হয় নাই। যে বিনা হিংসাতে সংসার বাত্মা নি-

রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং অহিংসা ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না, তাহাতে শিষ্টাচারের রক্ষা কিরূপে হয়, এই বিবেচনানুসারে ভগবান্ বিধি পূর্ব্বক হিংসাকে অহিংসাপদে উক্ত করিয়াছেন। যথা

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ সূয়মেব সূয়ন্তুবা । অতন্ত্যন্ যাতয়িষ্যামি
তন্মাদ্যজ্ঞে বধোবধঃ ॥ নন্দিকেশ্বরাদিষু ॥

অয়ত্ত্বূর্ব্বাকা কর্ত্তক যজ্ঞার্থে পশু হৃষ্ট হয়, অতএব যজ্ঞে পশু ঘাতনের বিধি, তন্নিমিত্ত যজ্ঞেরথকে অবধ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সুতরাং হিংসা করিয়াও অহিংসা রূপ শিষ্টাচার রক্ষা হইতে পারে। এবং [মাহিংসী সর্ব্বভূতানীতি] শ্রুতিতেও দোষ পড়ে না।

উদং সংচিন্ত্যবহুধা নাস্তিকশ্চিদহিংসকঃ । অহিংসায়ান্ত নিরতা
যতয়ে দ্বিজসন্তম ॥ কূর্ব্বন্ত্যেবহি হিংসাংতু যত্নাদর্থ পরোভবেৎ ।
বনপর্ব্বৎ ॥

হে দ্বিজ সন্তম এতৎ সংসারে কোন ব্যক্তি অহিংসক নাই, এতৎ বহুবিধ বিচার করতঃ অহিংসা ধর্ম্মে নিরত, যতি সকলেরা যত্ন পূর্ব্বক হিংসা ধর্ম্মের বিধি প্রচার করেন। যথা

দেবতা তিথিভূতানাং পিতৃণাং প্রতি পূজনাং । ওষধ্যোবীরুধ
শ্যাপি পশবোমৃগপক্ষিণঃ । অমাদ্যভূতা লোকস্য ইতাপি শ্রুয়তে
শ্রুতিঃ ॥ বনপর্ব্বৎ ॥

দেবতা, অতিথি, ছত্ৰাদি এবং পিতৃলোকের পূজা নিমিত্ত
ওষধী অৰ্থাৎ ধান্য সব গোধূম ব্রীহিকদল্যাदि, বীৰুধ, অৰ্থাৎ
লতাগুল্ম কন্দাদি, আর ॥ মৃগ পশু পক্ষীত্যাदि জীব সকলের
অন্নভূত অৰ্থাৎ. আহাৰের নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা
শ্রুতানুশাসনে শ্রুত হওয়া যায় । তথাহি

আয়ুৰ্জামংস প্রদানেন শিবির্বোশী নারানৃপঃ । সূৰ্গং সুচুৰ্জতং
প্রাপ্তঃ ক্ষমাবান্ বিজসন্তম ॥ বনপৰ্কাবং ॥

হে দ্বিজ সন্তম, উশীনর পুত্র ক্ষমাবান্ শিবিরাজা আয়ু-
গাত্ৰ মাংস প্রদানে † সুচুৰ্জত স্বৰ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সূত-
রাং এস্থলে এহিংসাকে অধৰ্ম্ম বলে না, যেহেতু দান মহিমা
এবং পরোপকাররূপ পরম ধৰ্ম্ম রক্ষা হইয়াছে, অন্যথা
আয়ু শরীরাব্যাহতে হিংসা ধৰ্ম্ম প্রভাবে আত্মাব্যাহতী হয় ।

আয়ু গাত্ৰ মাংস প্রদানে শিবিরাজার এক আখ্যায়িকা
আছে, অৰ্থাৎ অত্যন্ত দানশীল শিবিরাজাকে ছলনা করিতে ধৰ্ম্ম
ও ইন্দ্র শ্যেন কপোতরূপে আগত করেন, অৰ্থাৎ কপোতরূপী
ইন্দ্র, শ্যেনরূপী ধৰ্ম্মের ভয়ে রাজার নিকট শরণাপন্ন হইয়া
কহিলেন হে রাজন শ্যেন আমাকে আহাৰ করণে উদ্যত হই-

॥ এতৎ মৃগ শব্দে পশু বিশেষ নহে, যেহেতু পৌনরুক্তির আশঙ্কা
হয় । সূতরাং মৃগ শব্দে এস্থলে মেধ্য অৰ্থাৎ যজ্ঞীয় পশু ও যজ্ঞীয়
পক্ষীত্যাदि অনাদ্যভূত হইয়াছে ।

† সুচুৰ্জত স্বৰ্গপদে নুজি প্রাপ্ত ।

যাছে, অতএব শ্যোন মুখ হইতে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করহ, দয়াবান্ শিবিরাজা কপোত প্রতি কারুণ্য যুক্ত হইয়া স্বীর উত্তরীয় বস্ত্রে কপোতকে লুকাইত করিয়া রাখিলেন, অনন্তর ক্ষুধাতুর শ্যোন পক্ষীরাজার পুরতঃ আগত হইয়া কহিল হে মহারাজ, মদীর আহারভূত কপোতকে প্রদান করহ নচেৎ তোমার অগ্রে আমি জীবন ত্যাগ করিব, উত্তর সন্ধটাপন্ন হইয়া রাজা শ্যোন পক্ষীকে অন্যান্য মাংস দিয়া বিস্তর বিনয় করিলেন কিন্তু সে কিছুতে সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে রাজার গাত্র মাংস ভক্ষণ করিতে সন্মত হইল, তৎক্ষণাৎ রাজশার্দূল তীক্ষ্ণাসি দ্বারা স্বগাত্র কর্তন করিয়া মাংসে শ্যোনের ক্ষুধা-শান্তি করিলেন, পরে ইন্দ্র ও ধর্ম উভয়ে মায়া ত্যাগ করতঃ বর প্রদান পূর্বক স্বধামে গমন করেন । অপর আগামীতে প্রকাশিত হইবেক ।



অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

এতাত্ত্ব্য নাড়ীভ্যঃ শাখোপ শাখা প্রকারেণ সার্ককোটিবয়
সংখ্যানাং নাড়ীনাং সম্ভবঃ ॥ প্রতিবু ॥

ঈড়া পিঙ্গলা সূক্ষ্মা এই তিন নাড়ীর শাখা উপশাখা প্রকারে সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর উৎপত্তি হয় । সেই সকল নাড়ী অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যতঃ অংশে আছে তাহা পশ্চাৎ ব্যবস্থা করিয়া লেখা যাইবেক ।

কুচিচ্চক্ষু কোষশ্চ হৃদীজীব গৃহং স্থিতং । অশ্মিংশ্চক্রে স্থিতো

জীব পুণ্যাপুণ্য প্রদেশিতঃ ॥ ১৫ ॥

আযুৰ্বেদং ॥

জীবের গৃহস্থিতি কোন স্থানে চক্রাকার, কোন স্থানে
কোষাকার, অর্থাৎ গৃহাকার, এই গৃহরূপ চক্রে পুণ্যাপুণ্য
দেশিত জীবের পুণ্যাপুণ্যের কর্তৃত্ব জানিহ ॥ ১৫ ॥

প্রাণানি সমসারুঢ়ো দেহে ভ্রমতি সর্বদা । তন্তুপঞ্জর মধ্যস্তা

যথা ভ্রমতি ভূতিকা ॥ ১৬ ॥

আযুৰ্বেদং ॥

এই জীব প্রাণবায়ুতে আরোহণ করিয়া, অর্থাৎ প্রাণ,
অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কুর্শ্ব, ক্লবর, দেবদত্ত, ধন-
ঞ্জয় প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া দেহ মধ্যে আপাদ মন্তক পর্য্যন্ত
সর্বদাই ভ্রমণ করিতেছেন, যেমন তন্তু পঞ্জর মধ্যে লুতা
ভ্রমণ করে, অর্থাৎ সূতার পিঞ্জরের মধ্যে মাকড়সার ভ্রমণ ॥ ১৬ ॥

যন্তুমভ্যাসতে নিত্যং তদগতে নাস্তরাগ্ননা । নতস্য জায়তে

মৃত্যু রিতি সৰ্ব্বাগমোদিতং ॥ ১৭ ॥

আযুৰ্বেদং ॥

যে জীব জীবগত মন দ্বারা নিত্য ত্র্যক্কে অভ্যাস করেন,
অর্থাৎ বেদোদিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান পূৰ্ব্বক যোগাত্ম্যাসে নিত্যরত
হয়েন, সেই জীবের আর মৃত্যু হয় না, ইহা সৰ্ব্বাগমে অর্থাৎ
সৰ্ব্ব শাস্ত্রেই কহিয়াছেন । অর্থাৎ প্রাণ সংযম দ্বারা
ইহ জন্মেই মৃত্যুঞ্জয় হয়, যথা (প্রাণায়াম প্রভাবেম ইহ
মৃত্যুঞ্জয়য়োভবেদিত্তি) প্রাণায়াম যোগ প্রভাবে ইহ শরী-
রেই জীব মৃত্যুকে জয় করিতে পারে । অতএব প্রাণ স্থান
নির্ণয় করিয়া কহিয়াছেন ।

মাতিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শংখদ্বয়ং । মুর্দ্ধাংশ কাণ্ড
হৃদয়ং প্রাণসায়তনং দশ ॥ ১৮ ॥

আয়ুর্বেদং ॥

নাভি, ওজ, গুহুদ্বার, শুক্র শোণিত, শংখদ্বয়, মস্তক, ভূজোপরিভাগ, হৃদয় এই দশ প্রাণের স্থান জানিহ। অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহে অপানবায়ু, নাভিদেশে সমান বায়ু, কণ্ঠদেশে উদানবায়ু, সর্ব শরীর ব্যাপী ব্যানবায়ু এই পঞ্চ স্থান এস্থলে শোণিতবাহী ব্যানবায়ু ইত্যর্থ সর্ব ব্যাপী কহা যায়, অংশপদে কণ্ঠপ্রদেশ, ওজ স্থানে নাগবায়ু, শুক্র স্থানে কূর্ম্ববায়ু, শংখদ্বয়ে ক্রুর দেবদত্তবায়ু, মস্তকোপরি ধনঞ্জয়বায়ু। যদিও বিশেষত্ব স্থানের নির্ণয় শাস্ত্রান্তরে করিয়াছেন, বটে, তথাপি এসকল স্থানেও ইঁ হারা অবস্থিতি করিয়া কায়বাহে বিশেষত্ব কার্য সাধন করেন, কেননা শারীরক কার্য সম্পাদক প্রাণ ব্যতীত অন্য নহে।

ত্রিংশদ্ধন্ত প্রমাণাতু বিশ্বোদবীৰ্য্যাধিকা। এক হস্ত প্রমাণস্যাত
কণ্ঠদেশস্য নাড়িকা ॥ ১৯ ॥

ইতিচক্রং ॥

(৩২) দ্বাত্রিংশৎ হস্ত প্রমাণ ■ বিশ্বোদরী নামিকা নাড়ী সকলের উদরে স্থিতা, তাহাকেই অস্ত্র নাড়ী বলে। আর

■ এই বিশ্বোদরী নাড়ী অগ্নি জল বায়ুগ্নিকা অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফাগ্নিকা, তাহাতে সংলগ্ন অগ্ন্যাগ্নিকা পক্বাশয়া নাড়ী, জলাগ্নিকা আমাশয়া নাড়ী, যদিহাৎ অগ্ন্যাগ্নিক দ্রব্য ভোজন হয় তদ্রস প্রাণবায়ু পক্বাশয়ে ক্ষেপ করেন, জলীয় দ্রব্য ভক্ষণে তদ্রস আমাশয়া নাড়ীতে প্রক্ষেপ করেন, ক্রমে অজীর্ণরোগ জন্মে।

১ হস্ত প্রমাণ কণ্ঠদেশের নাড়ী ॥ ১৯ ॥ যদিও নাড়ী নাম সং-
খ্যায় পূর্বে বিশ্বোদরী নাড়ীর এবং কণ্ঠ নাড়ীর উক্তি হয়
নাই, কিন্তু এসকল নাড়ী প্রকৃষ্টরূপে দৃশ্যা, বিশেষতঃ সকল
নাড়ীর নাম এক কালীন নালিথিয়া ক্রমে প্রস্তাব মতে ব্যক্ত
করা যাইবেক, অত্র নাড়ী পদে ধমনী পরিভাষায় যাহাকে
(আতঁড়ি বলে) অতি স্থূল। তাহাতেই অন্নাদিপাকের স্থল
আছে, কণ্ঠ নাড়ীতে উদানবায়ু অবস্থিতি করিয়া অন্নাদিকে
আকর্ষণ করেন, অর্থাৎ রুচ্যাদিকে জন্মান্ ।

দশহস্তাততঃ পশ্চাদামাশয়া প্রকীর্তিতা । পচ্যমানাশযাজ্জেরা

দশহস্তা ততঃ পরং ॥ ২০ ॥

ইতিচক্রং ॥

অনন্তর উদরস্থা বিশ্বোদরীর পশ্চাতে সংলগ্ন ২০ হস্ত প্র-
মাণে ছই নাড়ী আছে, অর্থাৎ ১০ হস্ত আমাশয়া, ১০ হস্ত
পক্ষাশয়া, সমানবায়ু সারল্যে ঐ নাড়ীতে পাক হয়, অপর স-
মানবায়ু বৈগুণ্যে আমাশয়া নাড়ীতে অপাক জন্মে, তাহা-
তেই আমাশয় রোগোৎপত্তি হয়। এই ছই নাড়ীমুখে
অর্থাৎ পক্ষাশয়া ও আমাশয়া নাড়ীমুখে আরও ছই নাড়ী
আছে, তাহারদিগের নাম, একাপ্রসরিণী, অপরাণিঃসারিণী,
অর্থাৎ নিঃসরিণীদ্বারা পুরীঃনির্গত, প্রসবিণীদ্বারা প্রস্তাব নির্গ-
ত হয়, ঐ ছই নাড়ীতে (অপান) বায়ুর সঞ্চারণ, পক্ষাশয় হইতে
নিঃসারিণী নাড়ীদ্বারা শুদ্ধ মল নির্গত হয়, আমাশয়া নাড়ী মু-
খেও ঐ নিঃসারিণী নাড়ী আছে তদ্বারা অপক্ব অর্থাৎ আমাশ্য

মলকে নিঃসারিত করে, এবং আমাশয়া নাড়ীতে নিঃসারিণী নাড়ীর সংযোগে আরও পাঁচ নাড়ীর যোগ আছে, তাহারদিগের নাম, (জলকুমারী, বৈচিত্রা, ডাকুরা, রোহিতা, লালিকা) ইহারদিগেরদ্বারা নানা প্রকার অপাক মল জন্মে, অর্থাৎ জলকুমারীতে শুদ্ধ জলবৎ ভেদ, বৈচিত্রাতে বিচিত্র মল অর্থাৎ কখন তরল, কখন জলবৎ, কখন কটিন, কখন রক্ত সঞ্চার কখন লালযুক্ত, কখন পীতাত, কখন কৃষ্ণাত, কখন শ্বেতবর্ণ, কখন ধূসরবর্ণ, কখন, কুমিকীটাদিযুক্ত, কখন শ্যামবর্ণ, কখন প্লীহবর্ণ কখন জঘ্নফলবর্ণ ইত্যাদি নানা প্রকার মলের নিঃসরণ হয়, (ডাকুরা) নাড়ীরন্ত্রে করকার ন্যায় মল জন্মে, প্রাকৃত ভাষায় গুটলি বলে, (রোহিতা) নাড়ীতে শুদ্ধ শোণিত ভেদ হয়, (লালিকা) নাড়ীতে লাল অর্থাৎ স্লেষাবিকারবৎ মল নির্গত হয় । একপ মল জন্মিবার কারণ ধাতু বৈষম্য, কিন্তু, পথ্যগুণেই ধাতুর বৈষম্য হয়, তাহা পশ্চাৎ লেখা যাইবেক । অপর প্রসরিণী নাড়ীমুখে সরলা, ও কুজিকা এই দুই নাড়ীর যোগ আছে, তাহাতে বায়ু পিত্ত ককের সমতাবস্থা প্রযুক্ত নির্দোষতারূপে সরল প্রস্রাব হয়, ধাতু বৈষম্যে মেহাদি দোষযুক্ত প্রস্রাব কুজিকা নাড়ীদ্বারা নিঃসারিত হয় । ঐ কুজিকা নাড়ীমুখে আর তিন নাড়ীর যোগ আছে, তাহারদিগের নাম, যথা (নলিকা, শলিকা, শিতাইতি) (নলিকাতে) শুদ্ধ রক্তবৎ (শলিকা) শুদ্ধ হরিদ্রাত, (শিতাতে) শুদ্ধ জলবৎ প্রস্রাব হয়, ঐ তিন নাড়ীমুখে আরও বিংশতিপ্রকার নাড়ীর

ষোণ আছে, তাহারদিগের নাম, যথা (মাতঙ্গী মধুমাতঙ্গী
সুখদা, বহু ভাবিণী কুটিল, মধুপিঙ্গাভা হরিতা আল মালি-
নী, রোহিণী দ্রাবিণীচাণ গোকীরা কুর্চিকা চবা। ককরা
শকরা রুদ্রা বিশুদ্ধাতোয় বাহিনী মাংসদ্রবা, ভীমরবা শ্বাস-
দাচৈব বিংশতি) মাতঙ্গী ১ মধুমাতঙ্গী ২ সুখদা ৩ বহু ভা-
বিনী ৪ কুটিল ৫ মধুপিঙ্গাভা ৬ হরিতা ৭ আলমালিনী ৮
রোহিণী ৯ দ্রাবিণী ১০ গোকীরা ১১ কুর্চিকা ১২ চবা ১৩ ক-
করা ১৪ শকরা ১৫ রুদ্রা ১৬ বিশুদ্ধাতোয়রাবাহিনী ১৭ মাংস
দ্রবা ১৮ ভীমরবা ১৯ শ্বাসদা ২০ এই বিংশতি প্রকার নাড়ী
দ্বারা বিংশতি প্রকার মেহযুক্ত প্রস্রাব নির্গত হয়। (মাতঙ্গী
নাড়ী) দ্বারা ছই ধারা প্রস্রাব হয় তাহার নাম হস্তীমেহ।
(মধুমাতঙ্গীতে) ঘোলা অথচ কিঞ্চিৎ পীতাত প্রস্রাব হয়,
(সুখদাতে) প্রস্রাব কালীন অত্যন্ত সুখজনক হয়, [বহুভাবি-
ণীতে] জলবৎ বহু প্রস্রাব হয় একারণ তাহার নাম বহু মুত্র
রোগ, এই চারিরোগ বায়ুবৈগুণ্যে জন্মে ইহা অসাধা [কুটিল।]
নাড়ীতে প্রস্রাবের বক্রধারা হয়, [মধুপিঙ্গাভাতে] পীতাত প্র-
স্রাব কিন্তু মিষ্টরযুক্ত তাহাকেই মধুমেহ বলে, ঐ প্রস্রাবকে
জাল দিলে চিনিবাহির হয় [হরিতা] ইহার এক নাম চিজাভা
এই নাড়ী ষোণে নানা প্রকার প্রস্রাব হয়, অর্থাৎ কখন রক্তাত,
কখন পীতাত, কখন শ্বেত, কখন অগ্নি, কখন অধিক প্রস্রাব
হয়। [আলমালিনী] নাড়ীতে অত্যন্ত উষ্ণ প্রস্রাব, অথচ অ-
তিশয় আলা জন্মে না। [রোহিণী নাড়ীতে] শোণিত অব করে,

তাহার নাম রক্তমেহ । [দ্রাবিণী] নাড়ীতে অত্যন্তবেগে প্র-
 স্রাব পড়ে । এই ছয় পিত্তজন্য মেহ জাপ্য [গোক্ষীর] নাড়ীতে
 ঘোলেরমত প্রস্রাব হয়, [কুর্চ্চিকা] নাড়ীতে ছেনারমত খণ্ড-
 ধাতু সহিত প্রস্রাব পড়ে । [চষা] নাড়ীতে শিশ্নু মধ্যে ক্ষত
 হয়, তজ্জন্য প্রস্রাব কালে মাংস কাটিয়া যায় । [কঙ্করা]
 নাড়ীতে প্রস্তরবৎ মাংস খণ্ড জন্মে । [শক্করা] নাড়ীতে
 ক্রমে ধাতুর গুটিকা হয়, [রুদ্ধা] নাড়ীতে প্রস্রাবের বেগকে
 রোধ করে তাহার নাম মুত্রকিপ্র [বিশুদ্ধতোয় বাহিণী]
 নাড়ীতে নির্মল জলের ন্যায় প্রস্রাব হয় । [মাংসদ্রবা] না-
 ডীতে ক্রমে মাংস গলিয়া জল হইয়া নির্গত হয় । [ভীমরবা]
 নাড়ীদ্বারা শব্দ বিশিষ্ট প্রস্রাব হয়, [শ্বাসদা] নাড়ীতে প্র-
 স্রাব নির্গত হইলে শ্বাসযুক্ত হয় এবং পিপাশাদির বৃদ্ধি
 করে এই বিংশতি প্রকার মেহ এই সকল নাড়ীমুখে নির্গত
 হয়, ইহার বিশেষ কারণ পশ্চাৎ লেখা হইবেক ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বাবদয় মুদ্রিত। ইইয়া পাতুরিয়াঘাটার
 ত্রিযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোল। বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্ৰদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যা হ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্ৰীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষেয় বস্ত্ৰং ।

গোলোকেণং সজ্জল জলদ শ্চামলং স্মেরবস্ত্ৰং ।

পূৰ্ণব্রহ্ম শ্ৰুতিতি রুদিতং নন্দমূৰ্ত্তং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নরনং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৬১ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ ভাদ্র রবিবার

গতবারের শেষঃ ।

অথ যুগমাহাত্ম্য বৰ্ণনং ।

অনন্তর তীৰ্থাভিগামী বণিক গঙ্গাদি পুণ্যানদীতে অবগাহন করতঃ পিতৃতীর্থ গয়াক্ষেত্রে শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিয়া অযোধ্যা মথুরা হরিদ্বার কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারা বতী কোণার্ক গোকৰ্ণ কুন্তী পঞ্চবটী নীলাচল শ্ৰীশৈল প্রভাস পুষ্কর কুরুক্ষেত্র কাশ্মীর কামৰূপাদি নানা তীর্থপর্যটন

করতঃ সার্কদয় বৎসরাতীতে স্ববাসে সমাগত হইলেন। পরে কিয়ৎ দিবস গত হইলে স্বীয় বন্ধুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; হে বন্ধো, তুমি আমার স্থাপিত ধনগুলি আনয়ন করিয়া দাও, এতৎ শ্রবণানন্তর সে ব্যক্তি স্বগৃহে গিয়া নিশ্চিন্তরূপে রহিল ধন প্রদান বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইল, পরে বণিক্‌ ছুই এক দিবস অবসানে পুনর্বার স্বীয়ার্থ যাচিঞা করিল, তাহাতেও ধন দান করিল না এবং বাক্যের উত্তরও দিল না, এইরূপ পুনঃ ২ ধন যাচিঞা করাতে ঐ ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হইয়া বণিক্‌ প্রেরিত লোকের সাক্ষাতে বণিক্‌ বন্ধুকে ভৎসন করিয়া কহিল, যে তীর্থপর্যটন দ্বারা পরধন হরণের বিলক্ষণ কৌশলজ্ঞ হইয়াছেন, ছুই এক বার পরিহাস জ্ঞান করিয়াছিলাম, এক্ষণে যথার্থই উপলব্ধি হইতেছে, কালের গতি এমনিই বটে, যে যাহার উপকার করে তাহার প্রত্যাপকার এইরূপই করিতে হয়, তাহার তীর্থ-যাত্রাকালে আমি তদগৃহের তত্ত্বাবধারণ করিতে স্বীকৃত হই, এবং তাহার অঙ্গবালক ও স্ত্রীকে যত্নপূর্বক রাখিয়াছি, তন্ময় আমার কাছে থাকুক বা নাথাকুক বরং তদ্বারা পত্যের প্রতি-পালন জন্য আমার কিঞ্চিৎ ধনব্যয় হইয়াছে, তাহা আমাকে দিতে হইবে, সে কথাকে দূরে ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি উলুটোচাপদিয়া ধন গ্রহণ করিবার উপায় করিয়াছেন, ধর্মের কর্মই বটে, যাহা হউক তীর্থযাত্রায় গিয়া বন্ধু ভাল

চাতুৰ্য্য শিখিয়াছেন, আমি এমন বংশে জন্মি নাই যে কাহার এক কপদক অপহরণ করি, আর এমন কর্ম্মও করি নাই যে তাঁহাকে ধন দিতে হয়, ধর্ম্ম জানেন আমি তাঁহার ঋণি নহি নির্দোষে যদ্যপি দোষারোপ করেন তাহার বিচার রাজা করিবেন, এতৎ কথনানন্তর উক্ত লোককে বিদায় করিল, ঐ লোক বণিক্ সন্নিধানে তদ্বন্ধুর উক্তি সকল অবিকলরূপে কহাতে বণিক্‌পতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মৌনাবলম্বনে সনাতন সত্যধর্ম্মকে অনুস্মরণ করিতে লাগিলেন, কথঞ্চিৎকাল চিন্তে বিচার করতঃ স্বয়ং বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মৈত্র অস্মৎ স্থাপিত ধন প্রদান বিষয়ের কৌতুক ছাড়িয়া এক্ষণে ভূরিমূল্যের রত্ন প্রদান করহ, বাহা সত্যধর্ম্মে নির্ভর করিয়া তোমার নিকট স্থাপনা করিয়াছি, এতৎ অবশ্যে ঐ ব্যক্তি মহাকপটী, কপটে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, হা, ধর্ম্ম, একি চমৎকারের বিষয় হইল, বন্ধু, তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান ছিল এক্ষণে ধার্ম্মিকতার বিলক্ষণ পরিচয় দিলে, আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, যে জ্ঞাতসার কাহার ধন অপহরণ করিনাই, এতকালের বন্ধুতা এক কালেই বিলুপ্ত করিলে, বণিক্‌ কহিল কি আশ্চর্য্য, হে বন্ধো কোন সাহসে ধর্ম্মাতিক্রম করিয়া কহিতেছ, ধর্ম্মভয় কি একেবারেই গিরাছে, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে প্রতারণা বাক্য কহিতে কি ব্রীড়া উপস্থিত হয় না, অনন্তর তদ্বন্ধু কহিতেছে যে এতৎ শিষ্টাচার-

স্থিত বাক্য দূরে রাখ, এক্ষণে তুমি তীর্থযাত্রায় গমন করিলে পর তোমার স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াইতে আমার যে ধন ব্যয় হইয়াছে তাহা দিয়া কথা কহ, নচেৎ অর্থ জন্য অনর্থোৎপত্তি হইবে । ধন প্রাপণে হতাশা হইয়া বিষন্ন বদনে স্বগৃহে আসিয়া ধন উদ্ধারার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনন্তর রাজপুরতঃ স্বীয় বন্ধুর নামে আবেদন পত্রদ্বারা অভিযোগ করিলেন, তখন রাজ্যেশ্বর আকর্ষণ পত্রদ্বারা ঐ ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়া সভা মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি এই বণিকের ধন নাদাও কেন, তীর্থযাত্রাকালে লক্ষমুদ্রা মূল্যের মণি মাণিক্যাদি যাহা তোমার নিকট সংস্থাপন করিয়াছিল । বণিক্ বন্ধুর উক্তি । হে রাজন ধর্ম্মাবতার যথার্থ ধর্ম্মে বিচার করহ, আমি নির্দোষী এবং উহার বিস্তর উপকার করিয়াছি, নিরর্থক আমাকে অপরাধী করিয়া ছল দ্বারা আমার নিকট ধন গ্রহণের উপায় করিয়াছে, উহার তীর্থযাত্রায় যাইবার কালে আমাকে কহিয়াছিল, যে বন্ধু আমার বিশেষ জন সম্পত্তি নাই, তুমি আমার দারাপত্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে, বন্ধুতাপ্রযুক্ত তৎকালে আমার স্বীকৃত হইয়াই অযোগ্য হইয়াছে, উহাকে একপ প্রবঞ্চক জানিলে কি আমি কদাপি এতৎ তার গ্রহণ করিতাম, অতএব ধর্ম্মাবতার সূক্ষ্ম বিচার করহ, উহার ধন যদিও আমার নিকট সংস্থাপিত থাকে এমতই অনুভব হয়, তবে তাহার

কোন লিপি কি, সাক্ষী অবশ্যই থাকিতে পারে তম্বা আনা-
ইয়া বিচার করুন, এতৎ অবশ্যে রাজা এবং সভ্যেরা তদ্বা-
ক্যের সমাদর করতঃ বণিককে কহিলেন, যে তোমার ধন
যাহা উহার নিকট সংস্থাপন করিয়াছ, তাহার লিপি তো-
মার স্থানে কি আছে, এবং তাহার সাক্ষীই বা কে ।

বণিকের উত্তর ॥ হে মহারাজ, আমার কোন লিপি
কি কোন ব্যক্তি সাক্ষী নাই, কিন্তু আমি লক্ষ্মদ্রা মূলোর
মণি মাণিক্যাদি উহার নিকট রাখিয়াছি, সাক্ষী কি লিপি
না রাখার কারণ কেবল বিশ্বাস, অর্থাৎ বন্ধুতানুরোধে বি-
শ্বাস করিয়া শুদ্ধ সভ্যের প্রতি নির্ভর করতঃ ধর্মকে সাক্ষী
রাখিয়া দিয়াছিলাম, একপ ধর্মাতিক্রম করিবে ইহা পূর্বে
বিজ্ঞাত হইতে পারিলে লিপি সাক্ষ্যাদি রাখিতাম ।

এতৎ অবশ্যে সভ্যদের সহিত বিচার করিয়া রাজা
কহিলেন ইহার লিপি, কি সাক্ষী প্রাপ্ত না হইলে ধন প্রদা-
নের আজ্ঞা করিতে পারি না, তবে যে ধর্মকে সাক্ষী রাখি-
য়াছি বল সেই ধর্ম যদি সাক্ষ্য দেন তবেইত তোমার
ধন প্রাপ্য হয় ।

তখন বণিক কহিতে লাগিলেন । যে মহারাজ, ধর্ম
কোথাও সাক্ষ্যাদিতে যাননা তিনি কালে ফল প্রদান করেন,
অতএব ধর্মে বিশ্বাস করিয়া আমি ধন স্থাপন করিয়াছিলাম
না হয় না পাইব কিন্তু উহারমত মিথ্যা কহিতে পারিব না ।

এতৎ কথনানন্তর ধর্মরিপক্ষার্থ অরণ্য প্রস্থে প্রস্থান করিল,
এইক্ষণে সেই কলি সবল হইয়াছে, এসময়ে যে সত্য ধ-
র্মীরা দুর্বল হইবেন তাহাতে সংশয় কি ।



গতবারের শেষঃ ।

অথ ধর্মরহস্যোতিহাস ।

রাজ্ঞোমহানসে পূর্বং রস্তিদেবস্য বৈবিজ্ঞ । দেসহস্ত্রেতুবধোতে
পশূনাং প্রত্যহন্তথা ॥ বনপর্বঃ ॥

পূর্বের রস্তিদেব নামে এক মহারাজা ছিলেন তাহার মহা-
নসে অর্থাৎ রক্ষনাগারে প্রত্যহ দুই সহস্র পশু হনন হইত ।

অর্থাৎ বিপ্রসেবার্থ মাংসাহরণ করিতেন, তন্নিমিত্ত তাঁ-
হার অহিংসা ধর্মের ব্যাঘাত হয় নাই, এবং তাহাকে অশিষ্ট
বলিয়াও কেহ আখ্যাত করেন নাই, বরং ধার্মিক, সুসভ্য,
দাতা স্বর্গজিত পুরুষ বলিয়াই উক্ত করিয়াছেন । যথা

সমাংসংদদতোহন্নং রস্তিদেবস্যবৈবিজ্ঞ । অতুলাকীর্তিরতবহু পস্য
দ্বিজসত্তম ॥ বনপর্বঃ ॥

সমাংসান্ন প্রদানে তাঁহার অর্থাৎ রস্তিদেব রাজার অতু-
লাকীর্তি হইয়াছিল, এবং পুণ্যশ্লোক বলিয়া সকলেই
সমাদর করিয়াছিলেন । তথাহি

চাতুর্মাস্যে পশবো বধ্যন্ত ইতিনিত্যশঃ । অগ্নয়ো মাংসকামাশ্চ
ইত্যপি শ্রুয়তে শ্রুতিঃ ॥ বনপর্বৎ ॥

চাতুর্মাস্য যজ্ঞে পশু বধ করিবেক, এবং ত্রয়ীময় অগ্নি
নকলেই মাংসকামী হয়েন । ইহা শ্রুতিতে অনুশ্রবণ
হইতেছে । অতএব বৈধহিংসায় অহিংসা ধর্মের হানি
হইতে পারে না । তথাহি

যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মণ্ বধ্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ । সংস্কৃতাঃ কিল
মত্রেঋশ্চ তেপি স্বর্গং বনাপ্লবী ॥ বনপর্বৎ ॥

মহর্ষিগণেরাও যজ্ঞার্থে মন্ত্র সংস্কৃত বহু পশু বধ করিয়া-
ছেন, তদ্বারা তাঁহারা অর্থাৎ তদ্ব্যজ্ঞ কলে ঋষিগণেরা সুতৃ-
ল্লভ স্বর্গাক্রম হইয়াছেন । অতএব যজ্ঞার্থে হিংসা করিয়াও
অহিংসক রূপে মহাত্মা ঋষিগণেরা শিষ্টসম্মত পদ লাভ
করিয়াছেন । তথাহি

যদিতৈশাগ্নবো ব্রহ্মণ্ মাংসকামাঃ পুণ্ড্রবান্ । ভক্ষণৈবাতবান্নাং
সং কস্যচিদ্বিভ্র সত্তম ॥ বনপর্বৎ ॥

পূর্বকালাবধি অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ কালাবধি অগ্নাদি
দেবতারা যদ্যপি মাংসকামী না হইতেন, তবে কদাপি কোন
মনুষ্য সয়ক্কে মাংস ভক্ষ্য হইত না । এতন্নিমিত্ত এমত
বিবেচনা করিহ না যে মাংস ভক্ষণের প্রমাণ প্রাপ্তে সক-

লেই সকল সময়ে সকল মাংসই তক্ষণ করিবেক, তদর্থে উক্ত হইয়াছে । যথা

অত্রাপি বিধিরুক্তশ্চ স্মৃতির্মাংস তক্ষণে । দেবতানাং পিতৃ
গান্ড ভুঙ্ক্তেদত্মাতুষঃসদা ॥ যথা বিধি যথা শাস্ত্রং নসদুয্যতি
তক্ষণাং ॥ বনপর্ব্বং ॥

এই মাংস তক্ষণ বিধি প্রাপ্তে তত্ত্বদর্শী নিখিল বেদবিৎ
ঋষিগণেরা উক্ত করিয়াছেন, যথা বিধি যথা শাস্ত্র পিতৃ
দেবগণকে মাংস দিয়া তক্ষণ করিলে দোষের নিমিত্ত হয়
না । অর্থাৎ অহিংসা ধর্ম্ম রক্ষা হয়, এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহি-
তাতেও কহিয়াছেন । যে দেবতা ব্রাহ্মণ অতিথি এবং
পিতৃলোককে দিয়া মাংস তক্ষণ করিলে দোষী হয় না ।
কিন্তু ইচ্ছানত মাংস ভোজন করিলেই অশিক্ষিতা জন্মে,
তাহার ইহ লোক ও পর লোক বিনষ্ট হয় । যথা

অমাংসাশী ভবত্যেব মিতাপি শ্রায়তে শ্রুতিঃ ॥ বনপর্ব্বং ॥

একপ মাংস ভোজনকবিয়াও অমাংসাশী হয়, ইহা শ্রুতিতে
অনুশ্রবণ হইতেছে । সুতরাং এই সকল ব্যক্তিকেও অহিংসক
রূপে শিষ্ট বলা সঙ্গত, যেহেতু ইঁ হারা শাস্ত্র মর্যাদার বহি-
ভূত নহেন । কিন্তু এতদ্রুতি মধ্য কল্পে, উত্তম কল্পে
যাঁহারা কোন কারণেই মাংস ভোজনে প্রবৃত্ত নহেন তাঁহারা
সর্ব্বোত্তম সভ্য পদাতিবিস্তৃত হয়েন, যথা মনুঃ । (নমাংস

ভক্ষণে দোষো নমদ্যোনচমৈথুনে । প্রবৃন্তি বেরাভূতনাং
নিবৃন্তিস্ত মহাকলাঃ) একপ মাংস ভোজনে, এবং বামদেব্য
শাণ্ডিল্য বিদ্যায় শক্তি সহায় জপকালে মদ্যপানে ॥ মৈথুনে
দোষ নাই কিন্তু নিবৃন্তি হইলে মহাকলের উদয় আছে ।
অর্থাৎ স্নেহাধীন এতৎ কর্ম করণে পর লোক বঞ্চিত হয় ।
এতদ্বিবেচনা পূর্বক চলিলেই মনুষ্যেরা সভ্যপদে আরোহণ
করিতে পারে । ইতি সমাপ্তং ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

পকৃশয়া ততঃ পশ্চাদ্দশহস্তা প্রকীর্তিতা । এক হস্তা গৃহদেশে
শংখাবর্ত্তাত্তু নাড়িকা ॥ ২১ ॥

আয়ুর্কোদং ॥

পকৃশয়া নাড়ী দশ হস্ত প্রমাণ তাহার পশ্চাতে এক
হস্ত প্রমাণ গৃহদেশের নাড়ী শংখাবর্ত্তা অর্থাৎ শংখের
বেড়ের ন্যায় তদ্বারা মল বহিনির্গত হয়, তাহার নাম কুন্দা ।

কণ্ঠদেশে হইতে এক হস্ত পর্য্যন্ত দশ হস্ত প্রমাণ আ-
মাশয়া নাড়ী কুঞ্চিতা হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে
পকৃশয় পর্য্যন্ত পচ্যমানাশয়া নাড়ী এইরূপ ক্রমেতে যোগ
আছে ॥ ২১ ॥

ভুক্ত আমাশয়ে তিষ্ঠেৎ পচ্যমানাশয়ে পড়েৎ । পকুং পক্বাশয়ে
তিষ্ঠেৎ বহি পক্বাশয়োপরি ॥ ২২ ॥ আয়ুর্কদং ॥

ভুক্তান্নাদি আমাশয়ে প্রথমতঃ স্থিতি করে, পরে সমান
বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া পক্বাশয়ে পরিপাক হয় । এবং
পাক হইলেও ঐ পক্বাশয়ে থাকে, আর পক্বাশয়ের উপরি
ভাগে জঠরানলের স্থান ॥ ২২ ॥

অর্থাৎ সমান বায়ুদ্বারা জঠরানলে ভুক্তান্নাদি পরিপাক-
নন্তর দুই ভাগে, অর্থাৎ মল ও রস ভাগে পক্বাশয়ে তাবৎ
স্থিতি করে যাবৎ অপানবায়ু কর্তৃক নিঃসারিণী নাড়ীদ্বারা
মল ভাগের নিঃসারণ ও ব্যানবায়ু কর্তৃক সর্ব শরীরে রস
ভাগের সঞ্চালন না হয় ॥ ২২ ॥ তাহার প্রকার ব্যাখ্যা
করিয়াছেন । যথা

পচ্যমানাশয়ে পকুং মলঃ পক্বাশয়ে ব্রজেৎ । বসোত্তলাদিকানাঞ্চ
নাভিনাভ্যা কলেবরং ॥ ২৩ ॥ সকলং যাতি নবতানীযমানঃ
স্বমাত্রয়া ॥ ২৪ ॥ আয়ুর্কদং ॥

পচ্যমানাশয়ে পক্বানন্তর মল ভাগ পক্বাশয়ে গমন করে,
পরে আহারাদির রস নাভি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ নিঃসারিণী
নাড়ীদ্বারা ব্যানবায়ু কর্তৃক সকল শরীরে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

নাভিস্ত কুর্শ্বকপঃ স্যামহা নাভ্যষ্ট পাদ্ভবেৎ । চতত্রঃ পৃষ্ঠদেশেষু
শ্চতত্রঃ ক্রোড়দেশতঃ ॥ ২৫ ॥ চক্রং ॥

নাতি মণ্ডল কঙ্কপাকার হয়, অষ্টমহানাড়ী তাহার পাদচ-
তুফয়, পৃষ্ঠদেশে চারি নাড়ী আর ক্রোড়দেশে নাড়ীচতুফয়
আছে ।

সারদা লক্ষণা ধূম্রা কেশিনী যক্ষিণী উমা । কুব্জা বক্রা শিতা
ক্ষেমা নলনা কামলাংকুশা ॥ পীবরী পিণ্ডকা পীতা চৈত্ৰাষো
উণ নাডিকাঃ ॥ চক্রং ॥

সারদা, লক্ষণা, ধূম্রা, কেশিনী, যক্ষিণী, উমা, কুব্জা, ব-
ক্রাদি অষ্ট মহানাড়িকা দুইই সংখ্যায় একই চরণ হয় ।
অপর শিতা, ক্ষেমা, নলনা, কামলা এই নাড়ীচতুফয় পৃষ্ঠ-
দেশে, আর অঙ্কুশা, পীবরী, পিণ্ডকা, পীতা এই চারি নাড়ী
ক্রোড়দেশে ব্যাপিতা ঘাইয়াছে ।

দেবে উর্দ্ধমধশ্চাপি নাডিকে অন্তগামিনী । উর্দ্ধগাগলদেশেতু
দ্বিপল্লবা প্রকীর্তিতা ॥ ২৬ ॥ আয়ুর্সেদং ॥

দুইই সংখ্যায় উর্দ্ধ ও অধঃ ও মধ্য গামিনীষ-
ণ্ণাডী হয়, যথা (তুঙ্গাতদ্রা, জয়াদেবী বাসিনী জয়কা-
শিনীতি) তুঙ্গাতদ্রা, উর্দ্ধগামিনী, জয়া ও দেবী, অধো-
ভাগে গমন করিয়াছেন, ও বাসিনী, আর জিতকাশিনী
মধ্য সঞ্চারিণী হয়েন অপর বিশালা নামে একানাড়ী উর্দ্ধ-
গামিনী গলদেশ পর্য্যন্ত দ্বিপল্লবা অর্থাৎ দুই শাখা

বিশিষ্টা হয়েন । যদ্বারা রসনা এবং ■ উপরসনা জন্মি-
য়াছে ॥ ২৬ ॥

তদেকাগলতঃ পঞ্চ পল্লবা নাড়িকাশ্চুতা । চক্ষুষো নাসিকারদ্ধে
জিহ্বাশ্চৈব শ্রবণেধরে ॥ ২৭ ॥ আযুর্বেদং ॥

এ গলদেশ গামিনী নাড়ীদ্বয় তাহার এক২ নাড়ী পাঁচ২
পল্লব হয়, যথা চক্ষুদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, রন্ধ্রে অর্থাৎ গল-
ছিদ্রে, জিহ্বামূলে, ওষ্ঠে, কর্ণদ্বয়ে এবং অধরে । (ধীরা,
নীরা, শীতকরী, হৈমী, ভানুমতী, তথা । কাকিনী, কমলা,
কঙ্কা, কুমুদা কমঠাতিচ) ধীরা, নীরা, চক্ষুদ্বয়ে, শীতকরী,
হৈমী নাসিকাদ্বয়ে, ভানুমতী গলছিদ্রে কাকিনী জিহ্বামূলে,
কমলা ওষ্ঠে, কঙ্কাকুমুদা কর্ণদ্বয়ে, কমঠা অধরে ॥ ২৭ ॥

আকুঞ্চন করীখাতা এবং পৃষ্ঠাৎ প্রসারিণী । তদেকাঙ্কদ্ব দেশা
ভুহস্তগাপঞ্চ পল্লবা ॥ ২৮ ॥

আকুঞ্চনকরী নামে এক নাড়িকা ক্রোড়গতা, অপর পৃষ্ঠ
দেশে প্রসারিণী নামী নাড়ী এই দুই নাড়ী ক্রোড় ও পৃষ্ঠে
হইতে ঋক্ণদেশ দিয়া † দুই হস্তে পঞ্চ শাখা রূপে গমন
করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

■ উপরসনা শব্দে প্রাকৃতভাষায় [আলজিহ্বা] বলে ।

† আকুঞ্চন কবীও প্রসারিণী দুই নাড়ী পঞ্চ২ পল্লববতে হস্তের
দশাঙ্গুলীব্যাপ্ত হইয়াছে ।

অঙ্গুলী ক্রোড়গাঠন করীশ্রুতা। এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগতা
প্রসাবণ করীশ্রুতা ॥ ১৯ ॥

যাহাকে আকুঞ্চন করী বলিয়া খ্যাত করাযায় সেই নাড়ী
অঙ্গুলী সকলের ক্রোড়ে গমন করিয়াছেন, এবং অঙ্গুলী
পৃষ্ঠদেশ দিয়া যিনি গমন করিয়াছেন তাঁহার নাম প্রসারণ-
করী। অর্থাৎ তৎদ্বারা কুঞ্চিত করিয়া মুক্তিবন্ধ প্রভৃতি
করাযায়, অপর প্রসারিণী নাড়ীদ্বারা অঙ্গুলী সকলকে প্রসা-
রিত করিতে পারাযায়, এবং এই দুই নাড়ীদ্বারা দানপ্রতি
গ্রহাদি হয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, ত্রিবিধ প্রকার
দান, আর ত্রিবিধ প্রকার প্রতি গ্রহ, যথা সৎপাত্ৰাদি হইতে
প্রতি গ্রহণের নাম সাত্ত্বিক প্রতি গ্রহ, মধ্য বৃত্ত ব্যক্তি অর্থাৎ
সংশ্রুতাদি হইতে রাজসিক প্রতি গ্রহ, অপর অসংশ্রুতাবধি
আল্লেখ্য প্রতি গ্রহণের নাম তামসিক প্রতি গ্রহ, দান ও
সৎপাত্রে অর্থাৎ শুদ্ধ পর লোকার্থে বেদবিৎ ব্যক্তিকে
যে দান করে লোক জনতারহিত তাহাকেই সাত্ত্বিক দান
বলে, অপর পরিণামে আপনার লাভ বর্ত্তমানে লোক সমাজে
যশঃ হয়, তাহার নাম রাজস দান, তৃতীয়, পাত্ৰাপাত্ৰ বিবে-
চনা শূন্য কিন্তু আপনস্বার্থ ব্যতীত পরোপকার সম্বন্ধ রহিত
তাহার নাম তামস দান, এই দান প্রতি গ্রহ বিষয়ে যক্ষ্মৎ
সময়ে আকুঞ্চনী নাড়ীতে ব্যানবায়ু সাত্ত্বিক রাজস তামস
আহারাতিতে দ্রব্যের রস সঞ্চালন করেন তত্তৎ সময়ে তত্তৎ

গুণ বিশিষ্টা হইয়া ত্রিবিধ প্রকার প্রতিগ্রহে কর কুঞ্চিত হয়, তদ্রূপ দান করার বিষয়ে ও প্রসারিণী নাড়ী হস্তাঙ্গুলীর সংকোচ মুক্ত করিয়াদেন, ইহা স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অজ্ঞের বোধগম্য হইতে পারে না কুঞ্চিৎ ও প্রসারিত শব্দে প্রাকৃত ভাষায় (কোঁকড়ান, ও প্রশংসকরাকে) বলে ॥ ২৯ ॥

অধোগা উরুসন্ধানুনাডিকা পঞ্চ পল্লব। পাদাঙ্গুলগতাসৈব
আকুঞ্চনকরীস্মৃতা ॥ ৩০ ॥ আয়ুর্বেদং ॥

ঐ উপরিউক্ত আকুঞ্চনকরী নাড়ী উরুসন্ধির মধ্যদিয়া হুই ভাগে পঞ্চ শাখাবিত্তা হইয়া অধোভাগে অর্থাৎ পাদত্রেনাড পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, সেই নাড়ীই পাদাঙ্গুলির আকুঞ্চন করী হয়েন ॥ ৩০ ॥

এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগতা প্রসারণকরীস্মৃতা ॥ ৩১ ॥ আয়ুর্বেদং ॥

ঐরূপ উরুসন্ধিদিয়া অধোভাগে অঙ্গুলির পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যে নাড়ী গমন করিয়াছেন, তাহার নাম প্রসারণকরী অর্থাৎ শুদ্ধারা পাদাঙ্গুলীর প্রসারণ হয় ॥ ৩১ ॥

কুর্নসানবমঃ পাদোলিঙ্গ নাড়ীতিকীর্ত্যতে । মুত্র শুক্র বহে
নাডীতস্য পল্লবতঃ পুনঃ ॥ ৩২ ॥ আয়ুর্বেদং ॥

নাভিমণ্ডলকে কুর্নরূপে পূর্ব কথিত হইরাছে, সেই কুর্ন-নাড়ীর নবম পাদলিঙ্গনাড়ী, তাহার পল্লবেতে অর্থাৎ তৎশাখা নাড়ীদ্বয় তাহার সংযোগে মুত্র এবং শুক্রকে বহন করেন ।

শব্দগ্রহা শ্রুতেনাভীকৃপ গ্রহাচলোচনে । গন্ধগ্রহা নাসিকায়ঃ
রসনায়াং রসাবহা ॥ ৩৩ ॥

আয়ুর্বেদঃ ॥

শব্দগ্রহা নামে নাভী শ্রবণদ্বয়ে, রূপগ্রহা নাসী চক্ষুদ্বয়ে,
গন্ধগ্রহা নাসাদ্বয়ে, রসাবহা নাসী রসনাতে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩৩ ॥

এবং ভ্রুকুস্পর্শবহা শব্দকুৎ হৃদয়ান্ মুখে । মনোবুদ্ধাদিকং
সর্গং হৃদয়েষু প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৩৪ ॥

আয়ুর্বেদঃ ॥

এবং ভ্রুচে অর্থাৎ চর্ম্মে স্পর্শবহা নাভী, অপর শব্দকরী
নাভী হৃদয়ে, অর্থাৎ অব্যাকৃতরূপে হৃদয় হইতে উৎপন্ন শ-
ব্দকে মুখে বাহির করেন, যেহেতু মনোবুদ্ধাদি সকলেই
হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় ॥ ৩৪ ॥



বিজ্ঞাপন ।

সর্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল
ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও
সন ১২৫৮ সাল এতৎ পঞ্চ বৎসরের নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের
৫ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিকৃপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ
মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার ত্রীল
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করি-
লেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

সর্বস্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টিকার সহিত তদর্থ গোড়ীয় সাধুভাষায় বর্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাক্ষিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার তবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোনাইটি প্রেষে মুদ্রাক্ষিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুৰ্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কৌষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূৰ্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৬০ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১৮৫৯ সাল ৩১ ভাদ্র মঙ্গলবার

বহু আয়াসে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম যে সকল
উপনিষৎ তাহার প্রকাশ করিতে না পারায় যৎপরোনাস্তি
ছুঃখিত আছি কারণ সেই সকল উপনিষদে পরমেশ্বরোপাস-
নার বিশেষত্ব নিয়ম কহিয়াছেন । যথা কৈবল্য মহ, নারা-
য়ণ, অথর্ষশির, অথর্ষশিখ, ব্রহ্ম, হংস, পরমহংস, কালা-
ধি, ব্রাহ্মণকৌশিতকী, জাবাল, ক্ষুরিক, গৰ্ভ, অমৃতবিন্দু,
অমৃতনাদবিন্দু, শ্বেতাস্থতর, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, গো-

পাল তাপনী, স্কন্দরী তাপনী, গামতাপনী, শতপথ
শ্রুতি, গোপথব্রাহ্মণ, আঙ্গিরসীশ্রুতি, প্রভৃতি উপনিষৎ
সকলকে সাধকেরা পরমধৰ্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং
সেই সকল উপনিষৎ দৃষ্টে ঋষিগণেরা যোগাত্যাস পূর্বক
পরমেশ্বরোপাসনায় পরিস্কৃত হইয়াছেন, এতৎ প্রমাণেই
ঋষিগণেরা পুরাণ সংহিতা ইতিহাস কাব্যাদি প্রকাশ করেন,
অতএব সৰ্ব লোকের গোচরার্থ এবং পুরাণাদির প্রতি
অঙ্কুরদার্যার্থে এই পত্রিকায় ক্রমশঃ উক্ত শ্রুতি সকল প্র-
কটন করিতে বাধিত হইলাম ।



অথ কৈবল্যোপনিষৎ ।

অথাস্থলায়নো ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং পবিসম্নেত্যোবাচ ॥ ১ ॥

আস্থলায়ন নামে ঋষি ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটাসন্ন হইয়া
কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং সদাসম্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূ-
ঢ়াং । যযাচিরাং সঙ্কপাপং ব্যপোহ্য পরাংপবং পুরুষংযাতি
বিদ্বান্ ॥ ২ ॥

হে ভগবন্ হে ব্রহ্মণ্ সৰ্ববিদ্যা শ্রেষ্ঠা = ব্রহ্মবিদ্যা। আ-
মাকে অধ্যয়ন করান । যে ব্রহ্মবিদ্যা সৰ্বদা সাধুদিগের

দ্বাৰা সেবনীয়া, পুনঃ কিস্তূতা, না. (নিগূঢ়া) অৰ্থাৎ অতি-
গোপনীয়া, অথবা, সম্যক্ তত্ত্বের নিশ্চয় কাৰিণী, বিদ্বান
(সাধকেরা) ■ যে ব্ৰহ্মবিদ্যা দ্বাৰা সৰ্ব্ব প্ৰকাৰ পাতকে পৰি-
মুক্ত হইয়া পৰাংপর পৰম পুৰুষকে প্ৰাপ্ত হইয়েন, অৰ্থাৎ
তদ্বিষুৰ পৰমপদে অতি গমন করেন ॥ ২ ॥

তস্মৈ সহোবাচ পিতামহশ্চ ব্ৰহ্মাত্মনি ধ্যানযোগাদবৈহি ॥ ৩ ॥

আশ্বলায়ন ঋষির প্ৰশ্ন অবশে মৰ্বলোক পিতামহ ব্ৰহ্মা
কহিলেন, যে + ব্ৰহ্মা তত্ত্বি ধ্যান যোগে সেই ব্ৰহ্ম বিদ্যাকে
প্ৰাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

নকৰ্ম্মাণা নপ্ৰজ্ঞাধনেন যোগেনৈকেনামৃতত্ব মাগ্ৰঃ । পৰেণ
নাকং নিহিতং গুহ্যাং দিভাজতে যদ্যতনোবিশন্তি ॥ ৪ ॥

বিনা এক যোগাত্ম্যস অন্যান্য কৰ্ম্মানুষ্ঠান কি, প্ৰাজ্ঞা-
পত্য, বা ধন দ্বাৰা অমৃতত্ব প্ৰাপ্ত হইতে পারে না । শুদ্ধ যোগ

* কেবল ব্ৰহ্মবিদ্যা অধ্যয়নেই পাপ নাশ হয় না, তদৰ্থ ধারণা অ-
ৰ্থাৎ বেদোদিত ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বাৰা সৰ্ব পাপের বিনাশ হয়, অত্যন্ত-
বেণ্ড অল্পশাসন আছে, যথা [ধৰ্ম্মেণ পাপানপমুদতীতি] ধৰ্ম্ম দ্বাৰা
পাপানপনোদন হয় ।

+ ব্ৰহ্মা শব্দে গুৰুশাস্ত্ৰ দেবতাতে বিশ্বাস, তত্ত্বিপদে গুৰুশাস্ত্ৰো-
পাসনা, ধ্যানপদে তন্মনস্ক অৰ্থাৎ তদবুচিন্তন, যোগপদে প্ৰাণায়াম
ধাৰণাসনাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করণ ।

প্রভাবেই সর্ব জীবের রূপগুণবৈশিষ্ট্য (পর) পরমাত্মার
সহিত সাধক তদ্ব্যামে বিভাজিত অর্থাৎ বিরাজমান হয়েন,
যতি সকলে অর্থাৎ পরিব্রাজক যত্নশীল পরমহংসেরা যদ্ব্যামে
অধি গমন করেন ॥ ৪ ॥

বেদান্ত বিজ্ঞান স্থানিষ্ঠিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসদ্ব্যঃ ।

তেব্রহ্মলোকেষু পবাস্তকালে পরামৃতাং পরিমুচ্যন্তিসর্ব্বৈঃ ॥ ৫ ॥

বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা আত্মাকেই নিশ্চয় করিয়াছেন যে
সকল যোগীরা, সন্ন্যাস যোগে সেই সকল যতিদিগের অর্থাৎ
যত্নশীল সাধকদিগের, পুনর্জন্মূত, না, (শুদ্ধসদ্ব্য) অর্থাৎ পূর্ব্ব
কল্যাণ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাহারাই অন্ত-
কালে * ব্রহ্মলোকে অমরগ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মবন্ধে
পরিমুক্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

বিবিক্ত দেশেচ স্ত্রুখাসনস্থঃ শুভেঃ সমগ্রীন শিরঃ সকাযো যত্যাশ্র-
মস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিকথ্য তত্ত্বাশ্রয়কং প্রণম্য ॥ ৬ ॥

† বিবিক্ত দেশপদে নির্জর্জন স্থান, তাহাতে ‡ স্ত্রুখাসনে

* ব্রহ্মলোক শব্দে এস্থলে ব্রহ্মার ধাম সত্যাত্মালোক নহে, [ব্রহ্মৈব
লোক ব্রহ্মলোক] ব্রহ্মলোক [বিষ্ণুঃ পরমপদ ।

† বিবিক্ত দেশশব্দে নির্জর্জন অথবা দংশমশক কীকশাদি উদ্বেগকা-
রক জীব বর্জিত স্থান ।

‡ স্ত্রুখাসন অর্থাৎ যে আসনে উপদেশন করিলে কোন উদ্বেগ না
জন্মায়, অথবা স্ত্রুখাসন শব্দে পদ্মানকে বলে ।

আস্থিত, শুচি হইয়, সমগ্রীব, সম মস্তক, সমশরীর যতির
আশ্রমে সংস্থিত হইবে, যত্যাশ্রম পদে সৰ্বসঙ্গ বর্জিত
সমস্ত ■ ইন্দ্রিয় গ্রামকে সংযম করতঃ ভক্তি পূর্বক স্বীয়-
গুরুকে প্রণাম করিয়া যোগ সাধনে নিযুক্ত হইবে ॥ ৬ ॥

হৃৎপুণ্ডরীকং বিবজ্জং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকং ॥
অচিন্ত্য মব্যক্ত মনস্তরূপং শিবং ত্রিশাত্তমদ্বয়ং ব্রহ্মযোনিং ।
তথাহি মধ্যান্ত বিহীনমেকং বিভুং তিদানন্দমকণ মদুতং ॥ ৭ ॥

যোগাত্ম্যাস কালে বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল হৃৎপদ্মকে
চিন্তা করতঃ তন্মধ্যে বিশোক, অর্থাৎ যচ্ছিন্তনে কোন শোক
থাকে না, এবং বিশদ অতি নির্মল সৰ্বসঙ্গলারতন শিব-
ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, শিবঃ কিস্তূত, না অচিন্ত্য, অর্থাৎ চি-
ন্তার অতীত ইত্যর্থ মনের অগোচর, অব্যক্ত অর্থাৎ যৎ-
পরিজ্ঞাতা কেহ নাই, অনন্ত রূপ, যদ্রূপের সীমা নাই, ত্রি-
শাত্ত, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের অগোচর অদ্বয় যাহার দ্বিতীয়
নাই। অর্থাৎ তদ্ভিন্নান্য বস্তুর অভাব, ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ
অতি বিস্তার এবং সকলেব উৎপত্তি স্থান, অপর আদি

■ ইন্দ্রিয় গ্রামনিরোধ এতদর্থ বাকপাণি পাদপাযু উপস্থ আর চক্ষু
শ্রোত্র ঘ্রাণ, স্পর্শ, জিহ্বা ইত্যাদি এতৎ ইন্দ্রিয় দ্বাবকে এক কালিন বি-
নষ্ট না করিয়া তত্তৎ বিষয়ে চিন্তকে আবিষ্ট নাকরাব নাম ইন্দ্রিয়
নিরোধ।

মধ্য, অন্তহীন অর্থাৎ নিত্য, ক্ষয়োদয়াদি বিহীন, তিনিই এক, বিভূ, অর্থাৎ সর্বরূপে উৎপন্ন হয়েন, জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ, আশ্চর্য্য হইতে পরমাশ্চর্য্য তিনি, অরূপ ইত্যার্থে রূপ বর্জিত, অথবা সূক্ষ্মরূপ, বা স্থূলরূপ, অপিবা তদার্থে বহু রূপ হয়েন, অ শব্দে (বিষ্ণু) এবং (অ) শব্দ প্রথম রূপ ইত্যার্থে ব্রহ্মা, স্তূতরাং অরূপ শব্দে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সর্বরূপী শিব ॥ ৭ ॥

উমানহাং পবনেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং
ধ্যানানুনির্গচ্ছতি ভূতগোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসং পরস্তাং ॥ ৮ ॥

উমানামী চিচ্ছক্তি সহিত, পরমেশ্বর প্রভু ত্রিলোচন, নীল-কণ্ঠ, শান্তবিগ্রহ শিবকে ধ্যান করতঃ মুনিঃ (জ্ঞানবান্ সাধকেরা) সমস্ত সাক্ষি স্বরূপ, ভূতগোনি, অর্থাৎ সর্ব জীবের উৎপাদক অজ্ঞানের অতীত তদ্বিষ্ণুর পরম পদে গমন করেন ॥ ৮ ॥

সব্রহ্মা মশিবঃ সেন্দ্রঃ সোক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্ । সএববিষ্ণুঃ
সপ্রাণঃ সকালোগ্নিঃ সচন্দ্রমাঃ ॥ ৯ ॥

তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর তিনিই পরম অর্থাৎ আত্মা, তিনিই স্বয়ং দীপ্ত, তিনিই, বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ অর্থাৎ পবন, তিনিই কাল তিনিই অগ্নি, তিনিই চন্দ্র ॥ ৯ ॥

সএব সৰ্ব্বং যদ্বৃত্তং যদ্ব্যভাব্যং সনাতনং । জ্ঞাত্বাতং মৃত্যুমতোতি
নান্যঃ পন্থাবিসৃক্তয়ে ॥ ১০ ॥

যে সকল হইয়াছেও যে সকল হইবে আর বাহ্য বর্ত্তমান
দেখিতেছ সে সকলিই তিনি, এবস্তৃত্ত জগৎ কারণ শিবকে
জানিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তন্মিহ্ন মুক্তির অন্য পথ
নাই ॥ ১০ ॥

সৰ্ব্বভূতহ্মমায়ানং সৰ্ব্বভূতানি চাশ্বনি । সংপশ্যান্ ব্রহ্মপরমং
যাতি নান্যেন হেতুনা যাতি নান্যেন হেতুনা ॥ ১১ ॥

সৰ্ব্ব ভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতেই সৰ্ব্ব ভূতকে অব-
লোকন করিলেই পরম ব্রহ্মে অধিগমন করিতে পারে । নচেৎ
পর ব্রহ্মে অধিগমনের অন্য উপায় নাই । অধ্যায় সমা-
প্ত্যর্থে দ্বিরুক্তি করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ইতি ঋগ্বেদীয়াকৈবল্যোপনিষদি প্রথমোধ্যায়ঃ ।



অথ নানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্ত্ত
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

গত পত্রে উক্ত হইয়াছে যে ৩২ । ৩৩ । ৩৪ শ্লোক
অত্র পত্রে তাহার অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছি, অর্থাৎ কচ্ছ-
পাকার নাভিমণ্ডল বর্ণনার তাৎপর্য্য এই, যেমন কূৰ্ম্ম
পিণ্ড হইতে হস্ত পদ মুখ প্রভৃতি বাহির হয়, সেইরূপ

মাংসপিণ্ডাকার নাভিমণ্ডল হইতে নারী সকল বাহির হইয়া
 অন্যান্য নাড়ীর সহিত যোগ হইয়াছে, যেহেতু সমানবায়ু ও
 জঠরানলের প্রসিদ্ধ স্থান নাভি, এবং পক্কাশয়, ও আমাশয়
 স্থান, সুতরাং সকল নাড়ীতে নাভিমণ্ডলের যোগ নাথাকিলে
 সর্ব শরীরে রস সঞ্চালন হয় না, তদভাবে শারীরিক কা-
 র্যের অভাব হইয়া যায়, এই হেতু নাভিচক্রে সকলের
 আধার রূপ (মণিপুর) চক্র নামে আখ্যাত করেন ঐ চক্রেব
 সহিত হৃদয় চক্রেব বিস্তব সম্বন্ধ আছে কেননা প্রাণবায়ুর
 স্থান নিমিত্ত আহাৰাদির পরিপাকে প্রাণের তৃপ্তি হয়,
 ঐ প্রাণের তৃপ্তিতেই সমস্ত শরীরের সমুপগ জ্ঞানিহ। অপর
 শক্ৰগ্রহ নামে নাড়ী নাভি হইতে উথিতা ছই শাখা বিশিষ্টা
 সব্যাসব্যে গমন করতঃ ঈড়া পিঙ্গলায় সংযোজিতা হইয়া
 (পুষ্যা ও যশস্বিনী) নামে নাড়ীদ্বয়ের সহিত মিলিয়া দক্ষিণ
 ও বাম কর্ণে গিয়াছেন, তাহারদিগের প্রভাবেই শুভাশুভ
 শক্ৰ পরিগ্রহ হয়, ইহারা আকাশাংশে উৎপন্ন। অন্যৎ
 রূপগ্রহ নাড়ী, ঐরূপ নাভিমণ্ডল হইতে উঠিয়া শাখাদ্বয়
 রূপে ঈড়া পিঙ্গলায় মিলিতা হইয়া (গান্ধারী ও হস্তিজিহা।)
 নামী নাড়ীদ্বয় সংযোগে সব্যাসব্য চক্ষুতে গমন করিয়া-
 ছেন, তদ্বারা সূক্ষ্ম এবং শুভাশুভ তাবৎ রূপের দৃষ্টি হয়,
 এই সকল নাড়ী বহ্যংশভূতা। তদন্যৎ গন্ধগ্রহ নাড়ী
 পার্শ্ববাংশে সমুভূতা কিন্তু নাভি হইতে উথিতা ঈড়া পিঙ্গলার

যোগে সব্যাসব্য নাট্যসকায় গিয়াছেন, তাহাতেই শুভাশুভ
 গন্ধ গ্রহণ হয় । অপরমপি রসাবহা নাড়ী, ঈড়া পিঙ্গলা-
 নুগতা নাভিমণ্ডল হইতে উথিতা হইয়া সরস্বতী নাড়ীর
 যোগে রসনায় গমন করিয়াছেন, তদ্বারা জিহ্বা সর্বদাই রস-
 বিশিষ্টা থাকে এবং শুভাশুভ রসাস্বাদন হয়, যেহেতু ঐ না-
 ডী জলীয়াংশ সমৃদ্ধা । অপর, স্পর্শবাহিনী নামে নাড়ী না-
 ভিহইতে উথিতা ঈড়া পিঙ্গলায় মিলিতা হইয়া শরীর চর্ম্মকে
 বেঁটন করিয়া রহিয়াছেন, ব্যানবায়ুব সঞ্চালনে তদ্বারা স্পর্শ
 গ্রহণ হয়, অন্যৎ সরস্বতী নাড়ীর শাখা (শব্দকরী) নাড়ী
 ছত্ৰাশনাংশ সমৃদ্ধা নাভি হইতে উথিতা ঈড়া পিঙ্গ-
 লাব যোগে হৃদয়ে প্রাণবায়ু কর্তৃক আহুতা হইয়া অব্যা-
 কৃত রূপে শব্দকাবিনী হইয়েন, কিন্তু অলম্বুবা নাড়ীর যোগেই
 মুখরন্ধুদিয়া সেই শব্দ বাহির হয় । একারণ হৃদয়কে
 অনাহত চক্র বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত কবিয়াছেন, বিশেষতঃ
 সকল নাড়ীতেই সময়ে মনোবুদ্ধ্যাদির গতি হয়, তন্মিত্ত
 হৃদিস্থ মনোবুদ্ধির সহিত সকলেরি মিলন আছে, নাভিমূলের
 সহিত সযস্ক এইহেতু যে সমানবায়ুব দ্বারা জঠরানলে
 আহারীয় দ্রবপাক হইয়া ঐ রস সকল শরীরে চালন হয়, স্মৃত-
 রাৎ উক্ত নাড়ীসকলের মধ্যে রস চালনা না হইলে শব্দ
 স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদির পরিগ্রহ কেবল মনোবুদ্ধি দ্বারা
 হইতে পারে না, সকলের সহিত নাভি নাড়ীর যোগাযোগে

শরীরযাত্রা নির্বাহ হইতেছে । অপরা(উন্মীলনী ও নিম্নী-
লনী) নামে দুই নাড়ী ইঁহারা গান্ধারী ও হস্তি জিহ্বার
শাখা রূপিনী চক্ষুতে মিলিতা হইয়াছেন, সেই নাড়ীদ্বয়ে
কূর্মবায়ুর সঞ্চারে নেত্রের উন্মীলন হয়, যৎকালে ব্যানবায়ু
সেই নাড়ীতে রস সঞ্চালন না করেন, তৎকালেই উন্মীলন
ও নির্মিলনের অবরোধ হইয়া যায় । অন্যৎ পূর্বোক্ত
শব্দকরী নাড়ী অলম্বুবার শাখা হয়েন, সেই শব্দকারিণী
নাড়ীর দুই শাখা, যথা বরাবরেদ্বেশাথেতু চিবুকং বিবিচী-
য়তে) ইতি তদ্রং বরা ও অবরা নামে দুই নাড়ী দুই চিবুকে
সংলগ্ন থাকিয়া ওষ্ঠাধরের স্পন্দন করান, অর্থাৎ দুই [চোয়াল]
দিয়া গমন করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে বাক্য কথন এবং দ্রব্যাদি
পান চর্ষণ করিতে শক্তি হয়, অপর সারদা নামেও শব্দকারি
ণীর এক শাখা নাড়ীধারা রসনা পর্য্যন্ত অর্থাৎ (আলজিহ্বা)
পর্য্যন্ত গিয়া স্পর্শরূপে শব্দ নির্গত করান, তাহাতে ব্যানবৈ-
শ্ত্যে (খণরোগ) জন্মে অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় (খোনা) বলে
অপিচ অলম্বুবা নাড়ীতে কুরবায়ুর দ্বারা ক্ষুধা জন্মে ও
বিপাশা নামে তৎশাখা নাড়ীতে তৃষ্ণা জন্মে কিন্তু সমান
বায়ুকে তাহার কারণ মানিয়াছেন, আর উদ্যামিনী নামে
(কণ্ঠ নাড়ীর) এক শাখা রসনামূল পর্য্যন্ত গিয়াছেন, তাহাতে
নাগবায়ুর সহযোগে উদ্যার উঠে, তৎকারণ উদানবায়ুকে
মান্য করা যায়, অন্যদপি ঈড়াংশে কালিন্দী নামে নাড়ী

মাতি হইতে উঠিয়া কণ্ঠ নাড়ীতে মিলিয়াছেন, প্রাণবায়ুর বৈগুণ্যে উদানবায়ু কর্তৃক তনাড়ী দ্বারা (হিক্কা) রোগের উৎপত্তি হয়, (যমস্য ভগিনী হিক্কেতি) বৈদ্যকেরা কহিয়া থাকেন, আর সরস্বতী নাড়ীর অংশে মেধ্যা ও মেধা এবং স্মৃতি নামে তিন নাড়ী হয়, প্রাণবায়ুর সঞ্চারে মেধা নাড়ীতে বুদ্ধি প্রবেশে মেধা জন্মে, স্মৃতিতে স্মৃতি, মেধ্যা নাড়ীতে গতি হইলেই বুদ্ধি স্থূল্য হয় অর্থাৎ কোন বিষয়ই ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না, অপর মেধ্যা নাড়ীতে মনের অভি-নিবেশে নিদ্রার উৎপত্তি হয়, (মেধ্যায়াং জায়তে নিদ্রা ইতি সৰ্ব্বাগমে ব্রবীং) সকল আগমেই কহেন যে মেধ্যা নাড়ীতে মনের স্থিতি জন্য নিদ্রা হয়, ঐ মেধ্যা নাড়ীর এক নাম (পুরীততী) যথা।

পুরীতত্যাং ননঃ স্থিত্যা নিদ্রা সমতিজায়তে ॥ ৩৫ ॥ আয়ুর্কোদং ॥

পুরীততী নামে নাড়ীতে মনের স্থিতি দ্বারা নিদ্রা হয়, ইহা ঋণ্ড নিদ্রা বিষয়ক কিঞ্চিৎ কাল স্থায়ী কিন্তু চরম কালে ঐ মন সহপরিবারে পুরীততী নাড়ীতে এক কালেই বিলীন হইয়া যান, একারণ মরণাবস্থাকে মহানিদ্রা বলিয়া উক্তকরিয়া ছেন, অর্থাৎ কোন সময়েই সে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না ॥ ৩৫ ॥ এতদ্রূপ নাড়ী সমূহে ব্যাপ্ত শরীর, সূতরাং নাড়ী সকল স্বপ্ন স্থানস্থা হইলেই শোভন রূপে শরীর ধারণ হয় বৈগুণ্যেই বিগুণতা

জন্মে, অতঃপর শারীরক দৃশ্য বিষয় লিখিতেছি অনুমানে
গম্য করিতে যাহার বুদ্ধি না হয় তাহাকে শরীর ছেদন করিয়া
স্বল্প ২ পদার্থ দেখাইবেক, অদৃশ্য পদার্থ কেবলানুমান ভিন্ন
বোধ হয় না, এই শরীরে, (কলা) ও (সন্ধি) এবং (মর্ম্ম)
ত্রিবিধ প্রকারে বহুবিধ প্রকার নাড়ী তাহা সকলে জা-
নিতে পারে না অতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থ নিকৃপণ করা চুক্‌হ
ব্যাপার হয় । একারণ সকল চিকিৎসক দ্বারা সম্যক্‌রূপে
চিকিৎসা কর্ম্মও সম্পন্ন হয় না । সুতরাং সর্ব্ব জনের বোধার্থ
আদৌ * (কলা) নিকৃপণ করিয়া লিখিতেছি । যাহা সুশ্র-
তাদিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন ।



অথ কলা স্বরূপ লক্ষণং ।

কলাঃ খলুপি সম্ভবন্তি ধাত্বাশয়ানুব মর্যাদাঃ । কলাল্লোকো
চাত্ত্ব ভবতঃ ॥ ১ ॥

সুশ্রুতং ॥

অনন্তর সুশ্রুতে কলা স্বরূপ কহিতেছেন । ধাতুস্থান
মর্যাদা অর্থাৎ সীমা, তাহাকেই কলা বলেন, তাহার স্বরূপ
লক্ষণ ছুই ল্লোকে ব্যাখ্যা করেন । যথা

যথাহি সারঃ কাষ্ঠেষু ছিদ্যমানেষু দৃশ্যতে । তথা ধাতুর্হিমাংসেষু
ছিদ্যমানেষু দৃশ্যতে ॥ ২ ॥

সুশ্রুতং ॥

* কলা শব্দে নাড়ীর সংজ্ঞা বিশেষঃ কিন্তু সামান্য নাড়ী নহে সপ্ত
ধাতুব আধার ভূতা হয়েন ।

যেমন কাঠের মধ্য সার থাকে কিন্তু ঐ কাঠ হিদ্‌মান না হইলে দৃশ্য হয় নী, তদ্রূপ সকল শরীরস্থ ধাতু সকলের আশ্রয় অর্থাৎ স্থান মাংসেতে আবৃত ঐ মাংস সকলকে ক্ষেদন করিলে দৃষ্ট হয়, এই ধাত্বাশ্রয় সার স্থানকেই কলা বলে ।

অতএব বিচক্ষণেরা বিচার করিবেন, যে অস্মদাদির শাস্ত্রেও শব্দ ক্ষেদন করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, কেবল যে (ইংরাজ ডাক্তরেরাই) ইহার নূতন শিক্ষক হইয়াছেন এমত নহে, তবে বৈদিক বৈদ্য পণ্ডিতেরা দৃশ্য বস্তুকে দৃষ্টি দ্বারা অদৃশ্য বস্তুকে অনুমানে নিকূপণ করিয়াছেন, মনুষ্য চক্ষুতে অদৃশ্য বলিয়া ষট্‌চক্রাদিকে নিখ্যা বলেন নাই, ইংরাজ ডাক্তরেরা চাক্ষুষ ব্যতীত ষট্‌চক্রকে মান্য করেন না, সুতরাং বৈদিক বৈদ্যের সহিত নৈপুণ্যে ইংলণ্ডীয় বৈদ্যেরদিগের এইমাত্র বিশেষ, নচেৎ অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহাদিগের হইতে ইংরাজ অনৈপুণ্য নহেন, এইক্ষণে বৈদ্য জাতীয়ে বা শব্দস্পর্শে বর্ণা করেন একারণ অস্ত্র চিকিৎসার খর্ব্বতা হইয়াছে, যাহা হউক তাহার কিঞ্চিৎ বোধ করণার্থ, কলা, মর্গ, সন্ধি প্রভৃতির অনুবর্ণন করিতেছি । তথাহি ।

সাবৃত্তিস্ত প্রতিদ্বন্দ্ব্যন্ত সন্ততাংষ্ট জরায়ুনা । স্লেষ্মণা বেষ্টিতাং
শ্যাপি কলা ভাণাংস্ততান্ বিদ্বঃ ॥ ৩ ॥ সুশ্রুতং ॥

অথ দ্বিতীয়া রক্তধারিণী কলা ।

মাংসমাত্তান্তরত স্তম্যাংশোণিতং বিশেষতশ্চ শিরামায়ু গতং
যকুৎ প্লীহাশ্চ ভবতি ॥ ৯ ॥

সুশ্রুতং ।

রক্তধরাকলা রক্তকে ধারণ করেন, তাহাতে অর্থাৎ মাংস
মধ্যস্থ সেই কলাতে উন্মিতা নাড়ী সকল সক্ষমবীরে মাংস
মধ্যে এবং বহিঃশর্মে রক্তকে বহন করেন, সেই শিরা নাড়ী
এবং স্নায়ু নাড়ীতে সমানবায়ু বৈগুণ্যে ব্যানবায়ু কর্তৃক
যকুৎ এবং প্লীহ স্থানে রক্তকে সঞ্চালন করেন ॥ ৯ ॥

বৃক্ষাং যথাহ্বক প্রহতাং ক্ষীরবিদঃ ক্ষীরমাস্রবেৎ । মাংসাদেবং
কতাং ক্ষিপ্রং শোণিতং সংগ্রসিচ্যতে ॥ ১০ ॥

সুশ্রুতং ॥

ক্ষীর বিশিষ্ট বৃক্ষহ্বক অর্থাৎ বৃক্ষের চর্ম্ম এবং শাখাদ্যব-
য়ব ছিন্ন হইলে বাদুক ক্ষীর অর্থাৎ নির্যাস, যাহাকে প্রাকৃত
ভাষায় [আটা] বলে সেই আটা নির্গত হয়, তাদুক মনুষ্যাদির
চর্ম্ম মাংসাবয়ব ছেদন করিলে শীঘ্র রক্তধরা হইতে নাড়ী
মুখে রক্তস্রাব হয় ॥ ১০ ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বাবদয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
ত্রীভূত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয় ।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেবে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুনদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাছাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষে বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্নেহবস্ত্রং ।

পূৰ্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্থলুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৬৩ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ আশ্বিন বুধবার

অনেকানেক স্থূল বুদ্ধি জনে ভগবৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতি
একপ কহিয়া থাকে, যে তিনি শুদ্ধ নিগুণোপাসক ছিলেন,
সগুণোপাসনার বিধিকে এক কালিন খণ্ডন করিয়াছেন,
অর্থাৎ নানরূপ বিশিষ্টকে উপাসনা করার ফলদর্শনা, কারণ
দৃষ্টজাত বস্তুমাত্রই মায়ার কার্য্য, অতরাং মায়া সম্বন্ধ র-
হিত পরব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্তব্য, অতএব, রূপগুণ
বিশিষ্ট শিব ব্রহ্মা রাম কৃষ্ণাদিকে পরমেশ্বর বলিয়া নির্দো-

খেয়াই উপাসনা করে, উত্তর, এক্ষণে নিক্সোখেরা সাকার
 প্রতিপাদক শ্রুতিকে খণ্ডন করিয়া বাদ্যক সন্তুগোপাসনায়
 বঞ্চিত হইতেছে, শঙ্করাচার্য্য তাদৃক সাকার প্রতিপাদক
 শ্রুতিকে খণ্ডন করেন নাই, যেহেতু বেদান্তাদি ভাষ্যেই
 তাহার প্রমাণ রহিয়াছে, যথা (না. প্রামাণ্যং সাকার প্রতি
 পাদক শ্রুতীনামিতি) স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য শিষ্য বোধার্থে কহিয়া
 ছিলেন, যে সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি সকল অপ্রামাণ্য নহে,
 অস্মৎকৃত নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতিভাষ্যদৃষ্টে ভ্রান্ত হইয়া সা-
 কার উপাসনার বিধিকে খণ্ডন করিহনা, যেহেতু নিগুণোপাসনা
 করা কৰ্ত্তসাধ্য দেহবান ব্যক্তিদিগের সাধ্য নহে, যথা ভগব-
 দ্বাক্যং (অব্যক্তাহি গতিতুঃখং দেহবন্তিরবাপাতে) অতএব
 সাকারোপাসনাতেই নিগুণোপাসনা সিদ্ধ হয়, নচেৎ নিগুণে
 চিত্ত বৃত্তির অতিনিবেশ হয় না, যথা বেদান্ত ভাষ্যং (নিগুণে
 নিরবগ্রহে সন্তুগ এবাব তিষ্ঠতে, সন্তুগে নিরবগ্রহে সতি
 সাবগ্রহ এবাব তিষ্ঠত ইতি) অর্থাৎ নিগুণের অবগ্রহ হওয়া
 স্নকটিন, এতদ্বিধায় সন্তুগোপাসনাই কৰ্ত্তব্য, সন্তুগাবগ্রহ
 যদিপি না হয় তবে সাবগ্রহ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে
 ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করিবে যাহাতে
 চিত্তবৃত্তির অতিনিবেশ অনায়াশে হইতে পারে, তবে শঙ্ক-
 রাচার্য্য নিগুণ ত্রৈক্যের মুখ্যত্বাঙ্গীকারে বহুবিধ গ্রন্থরচনা
 করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, নাস্তিকদিগের প্রতি বোধার্থে

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যয় করাইয়াছেন, অর্থাৎ বাহ্যিক এককালীন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যয় করে না, তাহাদিগকে নানা রূপ নানা গুণ বিশিষ্ট ঈশ্বরকে মানাইতে কি প্রকারে শক্ত হইলেন, সুতরাং যে স্থলে ঈশ্বরো নাস্তি প্রয়োগ হয় সে স্থলে ঈশ্বরোস্তি প্রত্যয় করণেরই মুখ্য তাৎপর্য্য, অর্থাৎ আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যয় হইলে পর স্বমত রক্ষা হয়, স্বমত রক্ষা হইলে পর সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি প্রামাণ্য করাইতে পারেন, ইত্যভিপ্রায়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ নাস্তিকেরদিগের বিচার কালে নিগূৰ্ণ প্রতিপাদক শ্রুতি সকলকে বলবতী রাখিয়া বিচার করিয়াছিলেন, নচেৎ একগণকার হতবুদ্ধি জনগণেরমত তিনি নিৰ্ব্বোধ ছিলেন না, যে নিরর্থক দলবদ্ধ করণার্থে যথার্থ পরমার্থ পথে কণ্টকারোপণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের সম্যক শ্রুতিভাষ্য না করার কারণ দর্শাইয়া আগামী পত্রে পাঠকদিগের ভ্রমাপনয়ন করা যাইবেক।

গতবারের শেষঃ।

তৈকবল্যোপনিষৎ।

আত্মান মরনিং কৃতা প্রদবঞ্চোত্তরারনিং। জ্ঞান নিৰ্ম্মথনাভ্যাসাং
পাপং দহতি পণ্ডিতঃ ॥ ১ ॥

আত্মাকে ■ অরণি, প্রণবকে + উত্তরারণিকরতঃ † জ্ঞান
নির্মলানাভাস দ্বারা পণ্ডিত অর্থাৎ সার্থক ব্যক্তি সমস্ত প্রকার
পাপকে দক্ষ করেন ॥ ১ ॥

সএবমায়া পরিমোহিতায়া শরীরমাংস্থায় করোতি সর্বং । দ্বিয়োম
পানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ সএব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তমেতি ॥ ২ ॥

॥ সেই পরমাত্মাই ॥ স্বীয়মায়াতে স্বয়ং প্রমোহিত হ-
ইয়া § স্থূলসূক্ষ্ম উভয় শরীর ধারণে সমস্ত কার্য্য করেন ।
এবং স্ত্রী, অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগদ্বারা জাগ্রদবস্থায় পরি-
তৃপ্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

■ অগ্নিস্থালী অর্থাৎ যজ্ঞীয় বহিপাত্র ।

† অগ্নি ।

‡ যোগাত্ম্যাস দ্বারা পাপদাহ করবেন ।

॥ ক্ষয়োদয় রহিত অচিণ্ড্যব্যক্ত নির্মিকার নিত্যসত্যমুক্ত স্বভাব যে
পরমাত্মা ।

॥ স্বীয়মায়া অর্থাৎ আত্মমায়ায়মোহিতবৎ অর্থাৎ বিজ্ঞান শক্তি বলে
সমস্ত কার্য্য করেন, ফলিতার্থ তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন অথচ
লিপ্তবৎ সমস্ত ভোগে ভোক্তা রূপে পরিতৃপ্ত হইতেছেন ।

§ স্থূলসূক্ষ্ম শরীর, অর্থাৎ চতুষ্টয়বৃত্তিতে জাগ্রৎ স্থূল শরীর
সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর, এতৎ শরীরদ্বয় মায়া কর্তৃক পরমা-
ত্মাতে কল্পিত হইয়াছে, বস্তুতঃ এই শরীরদ্বয় মিথ্যা, শুদ্ধ মায়াব কার্য্য
কার্য্যাত্ম্যে জীবোপাধির বিলোপ হইয়া পরমাত্মাই সত্য থাকেন ।

অগ্নেজীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত বিশ্বলোকে । সুস্থ-
প্তিকালে সকলে বিলীন । তমোতিভূতঃ সুধরূপমেতি ॥ ৩ ॥

স্বমায়াকল্পিত এতদ্বিশ্বলোকে ঐ জীব স্বপ্নাবস্থায় অর্থাৎ
লিঙ্গ শরীরদ্বারা ভোগায়তন স্থূল শরীরের সহিত সুখ দুঃখ
ভোক্তা হয়েন । সুস্থপ্তিকালে অর্থাৎ ভোগায়তন স্থূল
শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকলের বিলোপে তমোতিভূত হয়, শুদ্ধ
সুখ রূপ হয়, অর্থাৎ নিদ্রাতিভূত হয়, কিন্তু স্থূল শরীরাপায়ে
সূক্ষ্ম শরীরের নাশ না হইয়া সুখ দুঃখাদিজনক রূত কর্ম
সকল জীবোপাধি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরে বীজাকুরবৎ বিলীন
থাকে ॥ ৩ ॥

পুনশ্চ জন্মান্তর কর্মযোগাৎ সএবজীবঃ অপিতি প্রবুদ্ধঃ । পুর-
ত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চজীব স্ততস্ত জাতং সকলং বিচিত্রং ॥ ৪ ॥

পুনর্বার স্বকর্মযোগে জন্মান্তর প্রাপ্ত জীবের পূর্ববৃত্ত
সকল অনুভূত হয়, যেমন সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত
কালের কর্ম সকল অনুভব হয়, সেইরূপ * পুরত্রয় ক্রীড়িত
ঐ জীবের পুনর্জন্মে সকল কর্মের কল বিচিত্র রূপে উদয়
হয় ॥ ৪ ॥

* পূর্বত্রয় পদে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ইহাতে ক্রীড়িত হয়েন, অথবা
দেবতিথ্যাক্ নরাদিতে । এতলে এতদর্থ নহে, পূর্বত্রয় শব্দে অবস্থা
বেদান্তাদিতে যাহাকে ব্রহ্মপুচ্ছ বলেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ, সুপ্ত, সুস্থপ্তি,
তুরীয, তুবীয়ে আত্মা, সুস্থপ্তিতে জীব, অগ্নে মনঃ জাগ্রদহঙ্কার, এত-

আধার মানন্দ মখণ্ড বোধঃ যস্মিন্ লয়ঃ ০ যাতি পুরজয়ঃ ॥ ৪ ॥

সকলের আধার স্বরূপ অথও আনন্দ স্বরূপ নিত্যবোধ
অর্থাৎ অথও জ্ঞান স্বরূপ সেই পরমাত্মা যাহাকে তুরীয়াবস্থা
বলে, চতুর্থ পুর অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ যাহাতে উক্ত পুরজয়
অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুস্থপ্তি অবস্থাত্রয় লয়পায় ॥ ৫ ॥

এতস্মাক্ষাযতে প্রাণোমনঃ সর্কেন্দ্রিয়ানিচ ধংবাসুর্জ্যোতিরাপঃ
পৃথিবী বিশ্বসাধারিণী ॥ ৬ ॥

এই তুরীয়াবস্থা অর্থাৎ পরমধাম স্বরূপ আত্মাহুতে
প্রাণমনঃ সর্কেন্দ্রিয়াদি এবং আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী
জন্মিয়াছে, যে পৃথিবী সকল বিশ্বের সন্ধারিণী হয়েন ॥ ৬ ॥

যৎপরং ব্রহ্ম সর্কাত্মা বিশ্বসাযতনং মহৎ । সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং
নিত্যং ত্বংমবচ ত্বংমবতৎ ॥ ৭ ॥

যাহাকে পরব্রহ্ম সর্কাত্মা বিশ্বের মহদাত্ম্য এবং সূক্ষ্ম
হইতেও সূক্ষ্মতর বলা যায় ■ তিনিই সোপাধিক জীব সেই
জীবই নিরূপাধিক হইলে আত্মা হয়েন ॥ ৭ ॥

দবস্থার মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুস্থপ্তিকে পুরজয় বলিয়া উক্ত কবিতা-
ছেন, ঐ অবস্থাত্রয়ে জীব, মন, অহঙ্কারের সহিত পূর্নজনিত স্বকর্ম
ফলে ক্রীড়িত হয়েন ।

■ ইত্যর্থ তত্ত্বমসি অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ যে জীব সেই
আত্মা যে আত্মা সেই জীব, অপার্থ্য এতদ্বিশ্বও বিশ্বস্থ বস্তু সকলেই

জাগ্রৎ স্বপ্ন স্মৃশ্চাদি প্রপঞ্চঃ যৎপ্রকাশতে তদ্ব্রক্ষাহমিতি
জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে লব্ধবন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্মৃশ্চাদি প্রপঞ্চ অর্থাৎ অবস্থা৩য় তুরী-
য়াখ্যধাম স্বরূপ যে পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইতেছে, আমি
সেই পরব্রহ্ম ইহা = অভ্যাস যোগে জানিলেই সমস্ত প্রকার
† মায়া বন্ধনে পরিমুক্ত হয় ॥ ৮ ॥

তিনি আছেন এবং তাঁহাতেই সকল অবস্থিতি কবে ওত প্রৌত বসন-
তন্তুব ন্যায় অর্থাৎ টানা পড়িযানের ন্যায়, বস্ততঃ বহিরন্তহঃ এক
আত্মাই তদ্রূপ সর্বকাবণ হয়েন।

● অভ্যাস পদে সমস্ত ব্রততপস্যাদির সমাপ্তে মোক্ষার্থ কুর্শ্বামুষ্ঠান
প্রাণায়াদি যোগাভ্যাসে নির্মল জ্ঞান জন্মে তদ্বারা মায়াবন্ধ ছেদন হয়।

† মায়া বন্ধন পদে, যুগলজ্জা মানাপমান প্রভৃতি অষ্টপাশ। এবং
তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মোহ, মহামোহ, মহাতমঃ ইত্যাদি সকল মায়া
বন্ধন হয়। তামিস্র পদে আমি, তুমি, অন্ধতামিস্র পদে, আমার,
তোমার, মোহপদে আমার কন্যা আমার ধন আমার পুত্র ইহার বি-
যোগে কি হইবে। মহামোহ পদে নিতান্ত মৃত্যুর অপস্মৃতি।
অর্থাৎ অন্যে মরিতেছে আমি এক্ষণ মরিব না। মহাতম পদে আত্মা-
তিমান অর্থাৎ ঈশ্বর তত্ত্বের ভুল আত্ম কর্তৃত্বে নির্ভর। ইত্যাকার
প্রবৃত্তিকেই মায়া বন্ধন বলা যায়।

১৬৮

নিত্যধর্মাস্থরক্ষিকা।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার।

অথ তৃতীয় মেদধারিণী কলা।

মেদোহি সর্বভূতানাং সুদগ্ধং মেবাস্থিষুচ মহৎস্বমজ্জা ভবতি
॥ ১১ ॥

মেদধারিণী কলা অর্থাৎ মেদভাণ্ড তাহাকেই তৃতীয়া কলা
বলে, সেই কলা সর্ব জীবের উদর মধ্যে অবস্থিত হয়,
তাহাতে মেদের পরিপাক হইয়া মহৎ অস্থি মধ্যে মজ্জা
জন্মে, সেই মজ্জা মানুষকে তেজস্বান্ করে ॥ ১১ ॥

স্থূলাস্থি বিশেষণ মজ্জাকৃত্যন্তরেস্থিভঃ । অথৈতরেষু সর্কেষু
রক্তাক্তং মেদউচ্যতে ॥ ১২ ॥

স্থূলাস্থি মধ্যে অর্থাৎ যাহাকে পূর্ব শ্লোকে মহদস্থি বলিয়া
খ্যাত করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই মজ্জার অবস্থান তদিতর*
দ্বন্দ্ব অস্থি সকলেতে ■ রক্তাক্ত মজ্জা থাকে ॥ ১২ ॥

অথ চতুর্থী শ্লেষ্মধারিণী কলা।

চতুর্থী শ্লেষ্মধরা সর্ব সন্ধিষু প্রাণভূতাং ভবতি । স্নেহাভ্যাক্তে
যথাভ্রক্ষেচক্রং সাধুপ্রবর্ততে । সন্ধয়ঃ সাধুবর্তন্তে সংশ্লিষ্টা
শ্লেষ্মাণাতথা ॥ ১৩ ॥

* রক্তাক্ত মজ্জা পদে অপকু মজ্জা, তাহাতে ক্রমে অস্থিকে স্নেহ
যুক্ত রাখিয়া দৃঢ় করে।

চতুর্থী কলা, যাহাকে শ্লেষাধারিণী বলিয়া উক্ত করেন, সেই কলা প্রাণিমাত্রের সন্ধি স্থানে স্থিত। যাদৃক্ শ্লেষান্ত অর্থাৎ রথ শব্দাদি অথবা অন্যান্য যন্ত্রাদির * অক্ষচক্রাদি সন্ধিতে তৈলাক্ত করিলে সুন্দর রূপে প্রচলিত হয়, তাদৃক্ প্রাণিদিগের সন্ধি সকল শ্লেষান্ত থাকায়, হস্তপাদাদ্যবয়ব সকল সুন্দর রূপে প্রবর্ত্ত হয় ॥ ১৩ ॥

ঐ শ্লেষাধরা কলাতে বহু সংখ্যায় নাড়ী সংযুক্ত হইয়াছে, তত্ত্ব নাড়ী রন্ধ্রে ক্রমে ভুক্তান্নাদির রস ব্যান বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া সকল অবয়ব সন্ধিকে সরল করে, তদ্বারা জীবের দৈহিক কার্যের সুন্দর রূপে নির্বাহ হয়, যদিহা কোন কাবণে ব্যানবায়ু রসজনিত শ্লেষাভাগকে কোন সন্ধিতে সঞ্চালন না করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তদঙ্গের পতন হয়, স্বপ্ন সঞ্চারে † বাতাদি বোগ জন্মে, অপর ঐ শ্লেষাধারিণী কলামুখে কতক গুলি নাড়ীযোগ হইয়া প্রাণাদি দশবায়ুর বৈগুণ্যে বায়ুগণ কর্তৃক স্বস্থস্থানে শ্লেষাকে আনয়ন করে, তদ্বারা শ্লেষাঘটিত নানা পীড়ার উৎপত্তি হয়, প্রাণ-

* অক্ষপদে, যুগবন্ধ, অর্থাৎ দ্বিত্বিকাঠের সংমেলন স্থান তাহাকে সন্ধি বলে ।

† জনিত বাতাদি বোগ পদে, বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতির সংশোধনার্থ বিরেচনাদি, কিম্বা রক্ত মোক্ষণাদি কণের আবশ্যক, যাহাতে সন্ধিস্থিত শ্লেষধরা কলাব সহিত ক্ষয় বাহিনী নাড়ী সকলের সংযোগ ঘর পরিষ্কার হয়, যাহাতে বিস্কণ রূপে বায়ু সঞ্চরিত হইতে পারে ।

স্থানে সমাগত শ্লেষ্মায় কফোর্ধ্বগাদি জন্মে, উদান বায়ু স্থানে সমাগত শ্লেষ্মায় কাশ, শ্বাস, ঈবাদ্ধি, অর্থাৎ কাশী, কফ, বমনাদি, উর্দ্ধ গামী হইলে উর্দ্ধগাদি পীড়া জন্মে, তদন্যৎ পৃষাণশ্বিনী গাক্ষারী হস্তি জিহ্বাদি নাড়ীর সহযোগে শ্লেষ্মা ঘটিত কর্ণনেত্রের রোগোৎপত্তি হয় । অপর, অলভ্রুবা সংযোগে কাশ স্বরভঙ্গাদি জন্মে, শংখিনীযোগে শিরোবেদনা শিরঃশূল, শিরঃক্ষতাদি রোগ জন্মে ॥ এতদ্রূপ সর্ব্বক্ষেই বায়ু তৈত্ত্বগো নানা পীড়া হয় ।

অথ পঞ্চমী পুরীষধরা নাম ।

পায়ুভঃকোষ্ঠে মলমতি বিভজতে পক্ষাশয়স্তাভবতি ॥ ১৪ ॥

আয়ুর্বেদং ॥

পঞ্চমী কলা পুরীষধরা । গৃহ দ্বারের কুটির মধ্যে মল ভাগকে ভজনা করেন, ঐ কলা অর্থাৎ মল ভাগ পক্ষাশয়ে সংস্থিত হয় ॥ ১৪ ॥

যকুৎ সমস্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ তথান্নানি সমাপ্তিতা । উণ্ডুকস্তং বিভজন্ত

মলং মলধরাকলা ॥ ১৫ ॥

আয়ুর্বেদং ॥

* যকুতের সকল দিগে + অল্প সকলকে আশ্রয় করিয়া

* ধীহসান্নিধ্য যকুৎ পিঙ্গল বর্ণ প্রাকৃত ভাষায় [মেটে বলে]

+ অল্প পদে উদরস্থিতা শূল নাড়ী, প্রাকৃত ভাষায় [আঁড়ি বলে]

উণ্ডুকস্থ অর্থাৎ হৃৎপদ্মের অধ অবধি মূলাধার পর্য্যন্ত সকল স্থানেই ঐ মলধরা কলা মলকে ধারণা করেন ॥ ১৫ ॥

অথ ষষ্ঠী পিত্তধরা কলা ।

যাচতুর্বিধ মমপান মুপভুক্ত মাশাশয়াং প্রচ্যুতং পক্ষাশয়োপস্থিতং ধারয়তি অশিতং খাদিতং পীতং লীচং কোষ্ঠগতং মুণাং তজ্জী-
র্যতি যথা কালং শোণিতং পিত্ততেজসা ॥ ১৬ ॥

ষষ্ঠী কলার নাম পিত্তধরা । প্রাণিদিগের চতুর্বিধ আ-
হার অর্থাৎ চক্ষাচোষ্য লেহ্যপেয় উপভুক্ত আমাশয় হইতে
চ্যুত হইয়া অর্থাৎ আহার মাত্র আমাশয়া নাড়ীতে প্রস্থিত
হয়, তাহা হইতে প্রচ্যুতঃ হইয়া পক্ষাশয়ে উপস্থিত হ-
ইলে এবং কোষ্ঠগত অন্নপানাদিকে পক্ষাশয়োপস্থিত
বহিঃপ্রবাহ্য পাক করতঃ ধারণ করেন, অপর পাকানন্তর যথা
কালে পিত্ত তাণ্ডের তেজ দ্বারা খাদিত রসকে শোণিত করেন,
তাহার নাম পিত্তধারিণী ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ পক্ষাশয়ো পরি অগ্নি [অগ্নি স্থানে পিত্তং] ইহা
গর্ভোপনিষদে উক্ত করিয়াছেন, ঐ অগ্নিতে পিত্তের তেজে
রস ভাগ রক্ত হয়, সমান বায়ু দ্বারা রক্তাধারে সংস্থিত
হইলে ব্যানবায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপাদ মস্তক
পর্য্যন্ত অস্থি মাংস চর্ম্মাদি রক্তাঘ্রিত হয়, ইহা সাম্যগুণের
লক্ষণ কথিত হইল কিন্তু বৈষম্যো দক্ষ পিত্ত হইয়া রক্তপি-

জ্বাদি রোগ জন্মে, অর্থাৎ রক্ত দ্বারা শরীরের পুষ্টি, কি, তেজোবলের বৃদ্ধি না করিয়া শরীর ক্ষয়কারক হয়, যথা রক্ত বমন, নাসিকা, কর্ণ, শিশু, শুষ্ক রোমকূপাদি দ্বারা রক্তস্রাব হয়, এতদ্রোগাদির উৎপত্তি বিষয়ক সকল লিখিতে পারিলাম না । যদি বল ভুক্তামাদির রসস্থেত বর্ণ, তাহাতে রক্তোৎপত্তি কি প্রকারে হয়, উত্তর, নাভি কুণ্ডে সংলগ্ন গান্ধকী নাড়ী তাহাতে সমানবায়ুর সঞ্চারে ভুক্তামাদির রস পিত্ত তেজে অগ্নির উপর পাক হইলে ১২ দ্বাদশ প্রহরের পর রক্তাভ হয়, যেমন বাহিরে রস ভাগ পারদ গন্ধকের সহযোগে তীব্রাগ্নিতে দগ্ধ হইলে ১২ দ্বাদশ প্রহরের পর হিঙ্গুল জন্মে, অর্থাৎ পারদেব শুভ্রতা গিয়া রক্ততা জন্মে, তাদৃক্ রস পাকে জীব শরীরে শোণিতোৎপত্তি হয় ।

অথ সপ্তমী শুদ্ধক্রারিণী কলা ।

হাসর্গ প্রাণিগাং সর্গ শরীব ব্যাপিনী ॥ ১৮ ॥ আয়ুর্ক্বেদং ॥

সপ্তমী কলার নাম শুক্রধরা ॥ সকল প্রাণির নিখিল কলেবর ব্যাপিনী হইলেন ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ চরম ধাতু শুক্র, শুক্রবলেই সকল শরীর স্ব-শেচলে, শুক্রক্বেই ক্ষয় পায়, অতএব শুক্র সঞ্চারণা করাই জীবের কর্তব্য, শুক্রই ব্রহ্ম স্বরূপ (তদেব শুক্রং তদ্বৃক্ষ ইতি কঠোপনিষৎ) কঠোপনিষদে শুক্রকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন,

যেমন জীব পরমাত্মার হৃদয় মস্তকে অবস্থান, তদ্রূপ শুক্রও দুইভাগে হৃদয় এবং মস্তকে অবস্থিতি করেন। শুক্রাপচয়ে নানা রোগোৎপত্তি হয়। শুক্রাপচয়ে ক্ষীণ রোগ, ক্ষয় কাশ মুচ্ছা মির্গী, শিরঃকম্প ও ঘূৰ্ণন, চক্ষু রোগ, বুদ্ধির-জড়তা, পিনাশ, বৈবৰ্ণ, প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা সম্যক্ বিস্তার করিয়া লেখা হয়না, কারণ সমস্ত আয়ু-ক্ৰেদে বাহ্যার শীমা হয়না, ক্ষুদ্র পত্রিকান্তরে তাহার কিরূপে পরিশেষ করা যাইতে পারে।

অথ সন্ধি বন্ধ কথনং ।

সন্ধি শব্দ উভয়ান্বিত সংযোগ স্থান, অর্থাৎ আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অস্থি ঐস্থিকে সন্ধিবনে, সেই সন্ধি স্থানকে যেখন করিয়াছেন যে সকল নাড়ী, সেই সকল নাড়ীকে রঞ্জুবৎ সন্ধি বন্ধন কারিণী শিরা বলিয়া উক্ত করা যায়, ঐ সন্ধি সকল দ্বিবিধ প্রকারে বিভক্ত। যথা

তেদ্বিবিধা শ্চেষ্ঠাবতঃ স্তিবাশ্চ ॥ ১ ॥

চক্ৰং ॥

সেই সন্ধি সকল দ্বিবিধ প্রকাৰ হয়, কতক চেষ্টা বিশিষ্ট অর্থাৎ সচল, কতক নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ সঞ্চারিত ॥ ১ ॥

শাখা সুহৃদোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তো তবন্তিতি । শেযান্ত সঙ্কযঃ
সর্গে স্তিবাভ্যন্তে কদাক্ততাঃ ॥ ২ ॥

সুহৃৎতং ॥

শাখাতে অর্থাৎ হস্ত পাদাদিতে এবং • হনুদ্বয়ে,
† আর কটিতে সন্ধি সকল চেষ্টা বিশিষ্ট, অবশিষ্ট সন্ধি
সকল স্থির ভাবে আছে, ইহা ‡ সন্ধিস্ত পণ্ডিতেরা অর্থাৎ
মহর্ষিগণেরা কহিয়াছেন ॥ ২ ॥

নিশ্চেষ্ট পদে, সন্ধি সকল শুদ্ধ জড়বৎ থাকে এমত নহে,
ঐ সকল সন্ধি দ্বারা শরীরকে স্থির রাখিয়াছেন, চেষ্টাবস্ত
সন্ধি দ্বারা শারীরক কর্ম সকল সম্পন্ন হইয়াছে, যদ্রূপ রথশ-
কটাদিতে যুগবন্ধনাদি দ্বারা কতক সন্ধি নিশ্চেষ্ট রূপে রখা-
দিকে স্থির রাখিয়াছে, অপর সচল সন্ধি চক্র কুবরাদি দ্বারা
রখাদির গতি দৃষ্টি হয়, সেইরূপে সন্ধি দ্বারা শরীর যাত্রা
নিরূপিত হইতেছে।

কথিতা দেহিনাং দেহে সন্ধয়ো বৈশতদশ। শাখাসুতেষ্যষ্টিশ্চ
কোষ্ঠেষ্চৈব নোনষটিকা ॥ ৩ ॥

সুশ্রুতঃ ॥

দেহিদিগের শরীরে (২১০) দুই শত দশ প্রধান সন্ধি কথিত
হইয়াছে। তন্মধ্যে হস্তপাদে (৬৮) অষ্টবটি কোষ্ঠ স্থানে
অর্থাৎ কট্যাদিতে অথবা বিবরস্থ (৫৯) উনষট্টি ॥ ৩ ॥

* উভয় গাল।

+ কটিদেশ শব্দে, মধ্যদেশ অর্থাৎ নাভিসামিধ্য প্রাকৃত ভাষায়
[কোনন] বলে।

‡ সন্ধিস্ত, শব্দ সম্যক শরীর তত্ত্বজ্ঞাতা, অর্থাৎ ষট্চক্র সংস্থা
যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন।

গ্রীবায়া উর্দ্ধদেশেতু অশীতিস্তে প্রকীর্তিতাঃ । প্রথমং পরি-
গণ্যন্তেতেষু শাখাগতাইহ ॥ ৪ ॥

সুশ্রুতং ॥

গ্রীবার উর্দ্ধ অর্থাৎ গলদেশের উর্দ্ধে (৮০) অশীতি সন্ধি
কথিত হইয়াছে, ইহা প্রাধান্যত ক্ষুদ্রাংশবোলে সন্ধি সকল
বিস্তর ভাগে কথিত হয় ! সম্যক্ এতৎপত্রে লেখা যাইতে
পারে না । আদৌ হস্তপাদগত সন্ধি বিষয়ক গণনা করি-
য়াছেন ॥ ৪ ॥

একৈকস্যাং পাদান্জল্যা জ্বয়জ্বয়ঃ দ্বাবজুষ্ঠেতে চতুর্দশঃ ॥ ৫ ॥

সুশ্রুতং ॥

চরণের এক এক অঙ্গুলীতে তিন তিন সন্ধি, কেবল অঙ্গু-
ষ্ঠদ্বয়ে দুই দুই সন্ধি একত্রিত ১৪ চতুর্দশ সন্ধি হয় ॥ ৫ ॥

গুল্ফজাহ্নু বংক্ষণেনৈকৈকং । এবং সম্পদশৈকস্মিন্ সন্ধিখিনী
ভবন্তি । এতেনেতব সন্ধিরাহ চ ব্যাখ্যাতৌ এবমম্ভযক্তিঃ শা-
খাসু ॥ ৬ ॥

সুশ্রুতং ॥

গুল্ফে অর্থাৎ গোড়ারিতে (১) সন্ধি । জানুতে অর্থাৎ
আঁটুতে (১) সন্ধি । বংক্ষণে অর্থাৎ উরুর উর্দ্ধে (কোম-
রের) নীচে (১) সন্ধি এই সমুদশ সন্ধি প্রত্যেক পাদে
উভয় পাদে (৩৪) চৌত্রিশ সন্ধি এই প্রকার বাহুদ্বয়ে
(৩৪) চৌত্রিশ সন্ধি, একত্রিত (৬৮) অষ্টষষ্টি সন্ধি সম্পূর্ণ
হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অথ কোষ্ঠগত সন্ধি কথন ।

এযঃ কটিকপালেষু চতুর্বিংশতিঃ পৃষ্ঠরংশে তাবন্তএব। পার্শ্বয়ো
রষ্ঠাবুরসিএবমেকোন ষষ্টি কোষ্ঠে ॥ ৭ ॥ সুত্রতঃ ॥

অনন্তর কোষ্ঠগত অর্থাৎ বিবরগত সন্ধির গণনা পূর্বক
কথিত হইতেছে। কটিদেশে (১) সন্ধি। হনুদ্বয় অর্থাৎ
গালদ্বয় পর্য্যন্ত কপালেতে (২) সন্ধি। পৃষ্ঠরংশে অর্থাৎ
মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে (২৪) চতুর্বিংশতি সন্ধি। পার্শ্ব
দ্বয়ে অর্থাৎ পঞ্জরদ্বয়ে (২৪) চতুর্বিংশতি সন্ধি। বক্ষস্থলে
অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় কলিজা বলে, তাহাতে (৮) সন্ধি
একত্রিত গণনায় (৫২) উনষষ্টি সন্ধি কোষ্ঠস্থান গত হয় ॥ ৭ ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন !

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাতুর্দিয়াঘাটার
ত্রিযুত বারু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্ৰদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাঙ্কাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কৌবেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্ৰামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূৰ্ণব্রহ্ম শ্ৰুতিতি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৬৪ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩১ আশ্বিন শুক্রবার

গতবারের শেষঃ ।

কৈবল্যোপনিষৎ ।

ত্রিষুধামসু ষড়্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ ষড়্ভ-
বেৎ । তেভ্যোবিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রো-
হং সদাশিবঃ ॥ ১ ॥

ধামত্রেয়ে ভোগ্য বাহা, এবং যে ব্যক্তি ভোক্তা, আর যে সকল ভোগ হয়, সে সকল হইতে বিলক্ষণ পরমাত্মা, জ্ঞান স্বরূপ, এবং সকলের † সাক্ষি স্বরূপ ‡ সেই অপরমাত্মা শিব আমি ॥ ১ ॥

* ধামত্রেয় পদে, অবস্থাত্রয়, অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুশুপ্তি, এত দ্ব্যমত্রেয়ে ভোক্তা, ভোগ্য ভোগাদি সমস্ত হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ চৈতন্যসম্বন্ধে সকলে অবলম্বন করিয়াছেন, নচেৎ জড় পদার্থে বোধিকা শক্তির অভাব। দৃষ্টান্ত। পঞ্চাভৌতিক শরীরের যে কোন স্থানে আঘাত হউক, কিন্তু চৈতন্য সম্বন্ধে অভাবে বেদনাদিব অনুভব হয়না। অতএব জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আত্মাই সকলের বিলক্ষণ হইয়াছেন ॥

† সাক্ষিভে প্রমাণ, শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদিষদ্ব্যং পদার্থ হয়, তাহাব সকলের নিয়ন্তা পরমাত্মা অর্থাৎ আত্মার সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়াদি সকলে স্বস্ববিষয়ে নিযুক্ত হয়, যদি বল, যে সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত পবনাত্মা তিনি ইন্দ্রিয়াদিব নিয়ন্তা হইলে অবশ্যই তাঁহার গুণবৎ ক্রিয়া কবা সম্পন্ন হয়। উত্তর, তিনি নিগুণ সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত অথচ সকলের নিয়ন্তা, সে কেমন, যদ্রূপ সূর্য্যাদেব সর্ব লোকের এক সাক্ষী লোক হুঃখে লিপ্ত নাহইয়া জীব সকলকে স্বস্ব-কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, অর্থাৎ সূর্য্য কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে বলেন না, কিন্তু সূর্য্যোদয় দৃষ্টে জীব সকলে আপনঃ কর্ম্ম করে, তদ্রূপ, আত্মার সম্বন্ধে অবলোকন করতঃ ইন্দ্রিয়াদিরা, স্বস্ব-ব্যাপারে নিযুক্ত হয়।

‡ অহং ব্রহ্মইত্যাকার জ্ঞানের অভ্যাসে সমস্ত মায়ার নিরাস করতঃ ভক্তমস্যার্থের বিস্তার করিয়া সংসার বন্ধে পরিমুক্ত হইবে।

ময্যেব সকলং জাতং ময়িসর্বং প্রতিষ্ঠিতং।

ময়িসর্বং লয়ং য়াতি তদ্বুদ্ধাদয় মম্ম্যহং ॥ ২ ॥

আমাহঁতে, এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, কার্য্যাত্ম্যে আমাতেই সকল লয় হইতেছে, সেই অদ্বয় ব্রহ্মই আমি ॥ ২ ॥

এই অদ্বিতীয় জ্ঞানের উদয় যাবৎ না হইবে তাবৎ জীবের শিবত্ব নাই, যদবধি শিবত্ব না হইবে তদবধি জীবত্বের খণ্ডন নাই, নিরন্তর ষাভায়াত করতঃ ঘোরান্ধকার সংসার কুপে ভ্রাম্যমান হইবেক, যথা তন্ত্রং [পাশমুক্তো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ইতি] পাশপদে ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মাৎস্যর্য্য দত্ত, দ্বেষ, পৈশুন্য ইত্যাদি সকলের নিরাস হইলে সর্ব জীবে সমতা জ্ঞান জন্মে, তজ্জ্ঞান বলে অদ্বয় ব্রহ্ম ভাস্বরতা হয় ।

অণোরণীয়ানহমেব তদ্ব্যমহানহং বিশ্বমহং

বিচিত্রং । পুরাতনোহং পুরুষোহমীশো

হিরণ্যয়োহং শিবকপমস্মি ॥ ৩ ॥

■ অণু হইতেও অণীয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম আমি ॥ তদ্ব্যমহান হইতেও মহান অর্থাৎ স্থূল হইতে

■ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম যেহেতু সকল বস্তুতেই আত্মার প্রবেশ আছে, স্থূল হইতে স্থূল, যেহেতু বিরাট রূপে সমস্ত বিশ্বই তাঁহাতে

স্বল্পতম, যেহেতু এই বিচিত্র প্রকাণ্ড বিশ্ব আমি, আত্মা রূপ
পুরাতন পুরুষ আমি অর্থাৎ আদিপুরুষ + জন্ম মৃত্যু রহিত
: আমিই হিরণ্য শিব রূপ পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥

সংলগ্ন যথা শ্রুতান্তরে। (সর্বং খলিদং ব্রহ্মেতি) এই সমস্ত বিশ্বই
ব্রহ্ম, (তজ্জলানীতি) তাঁহাতে উৎপত্তি তাঁহাতে লয় হইতেছে।

+ আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই কেবল মাযোপাধিক জীবের আবর্ত্তাব
তিবোতাব মাত্র। যথা গীতায় কছেন, যে আত্মাকে অগ্নিতে দাহ
করাযাবনা, জলে দ্রব হয়না, অস্ত্রেচ্ছদন কবিতো পাবনা, বায়ুতে
শুষ্ক নহেন, স্তুতবাং তাঁহাব জন্ম মৃত্যু নাই, তিনিই সকলের আদি।

‡ হিবণ্য শব্দে সূর্য্যাস্তর্য্যামী তেজ তাঁহাকেই নারায়ণ বলেন এবং
শিব রূপেও খ্যাত করেন, আর ব্রহ্ম রূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
যথা [সূর্য্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তি নারায়ণ ইতি] [হিবণ্য বর্ণ পুরুষ পিঙ্গাক্ষ
শ্মশ্রুলোচন ইতি] অপিচ [হিবণ্য শ্মশ্রু আগ্রণখ ইত্যাদি] নারা-
য়ণ শব্দে আত্মা, শিব শব্দে মঙ্গল, ব্রহ্ম শব্দে বিবটি, স্তুতরাং এক
ব্রহ্মই সমস্ত বিশ্বরূপ, এবং বিশ্বাস্তর্য্যামী আত্মারূপ, মঙ্গলার্থে
জ্ঞান স্বরূপ হইল। একারণ সূর্য্য মণ্ডলস্থ তেজকে সাবিত্রী কহা যায়
কিন্তু বেদে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া গান কবেন, ইত্যর্থ [গায়ত্রী]
শব্দে উক্ত করাযায়, যেহেতু প্রাতিগর্ধ্যাহ সাযং কালে ব্রহ্ম বিশ্ব শিবরূপে
খ্যান করিয়াছেন, অর্থাৎ গায়ত্রীই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, একারণ সূর্য্যাস্তর্য্যামী
তেজকে হিবণ্য পাত্র ব্রহ্ম বলিয়াছেন, অতএব আমি সেই হিবণ্য
পুরুষ অর্থাৎ তেজঃ স্বরূপ আত্মতাব নাই ব্রহ্মভগ্নযতার কারণ।

অপানিপাদোহ মচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচকু
রশ্ণোম্যকৰ্ণঃ । অহং বিজানামি বিবিক্ত
ৰূপো নচাস্তিবেত্তামমচিৎ সদাহং ॥ ৪ ॥

অপানিপাদ অৰ্থাৎ কৰচৰণাদি বিহীন এবং অচিন্ত্য শক্তি
যে আত্মা সেই আত্মা আমি, আমি চকুকৰ্ণহীন অথচ সকল
দৰ্শন এবং সকল শব্দ শ্রবণ কৰি, আমি সকলকেই জানি
কিন্তু আমাকে কেহ জানেনা, যেহেতু জ্ঞান স্বৰূপ বিবিক্ত
ৰূপ অৰ্থাৎ অতন্ত্য গূঢ়ৰূপ আমার ॥ ৪ ॥

বেদৈরনেকৈ রহমেববেদ্যো বেদান্তকু-
দেদবিদেবচাহং । ন পুণ্যপাপে মমনাস্তি-
নাশো ন জন্ম দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধিনাস্তি ॥ ৫ ॥

■ বেদান্তকুৎ বেদবিৎ কৰ্ত্তৃক নিশ্চয় হইতেছে, যে সৰ্ব্ব
বেদ দ্বারা আমিই এক বেদ্য, পাপ পুণ্য আমি লিপ্ত নহি।
আমার জন্ম নাশ নাই, এবং দেহ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি
সৰ্ব্বোপকরণে বৰ্জিত আমি ॥ ৫ ॥

■ বেদান্তকুৎ বেদবিৎ পণ্ডিত দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে, যে সৰ্ব্ব
বেদৈক বেদ্য পৰমাত্মা তিনি প্রাকৃত শরীরবান নহেন, যদ্রূপ অম্ম-
দাদি শরীর, একাঙ্গল তাঁহাকে দেহ হীন কহিয়াছেন। তাঁহার
পাপপুণ্য নাই ইত্যৰ্থে উক্ত হইয়াছে, যে তিনি সকল কৰ্ম্ম করেন
কিন্তু কিছুতে লিপ্ত হইবেন না, যদ্রূপ সূৰ্য্য, যথা কঠাক্ৰান্তিঃ [সূৰ্য্যো যথা

ন ভূমিরাপো নচবহ্নি নাস্তি নচান্তিমো
মেন্তিনচাবরঞ্চ । এবং বিদিত্বা পরমাত্ম
কপং গুহ্যশয়ং নিষ্কল মদ্বিতীয়ং ॥ ৬ ॥

ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ ইত্যাদিভূত সম্বন্ধ তাহাতে
নাই, তিনি সর্ব গুহ্যশয় অর্থাৎ স্বাবরা স্বাবর কীট পতঙ্গাদি
সকলেরই অন্তরাত্মা অথগু অদ্বিতীয় হয়েন সেই পরমাত্ম কপ
■ আমি ইহা বিদিত হইলে মোক্ষ হইতে পারে ॥ ৬ ॥

ইত্যর্থ প্রাকৃত শরীর বান ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার পাঞ্চ-
ভৌতিক দেহ নহে, তিনি ভূতে২ বিরাজিত হইয়াছেন, অর্থাৎ

সর্ব লৌকিক চক্ষুর্নলিপ্যতে লোক দৃষ্টেন বাহঃ । একস্তথা সর্ব
ভূতান্তবায়্মা নলিপ্যতে লোক দৃষ্টেন বাহঃ] যেমন সূর্য্যদেব কব
বিস্তার অমেধ্যাদি সর্ব বস্তুকে স্পর্শ করিয়া ও লোকবৎ অপবিত্র হয়েন
না, তদ্রূপ সর্ব জীবব অন্তবায়্মা জগদীশ্বর লোকবৎ কর্ম করিয়া ও
তাহাতে লিপ্ত নহেন । একারণ স্পর্শ রূপে বোধ হইতেছে, যে
ঈশ্বর রূপ প্রাকৃত নহে, সূতরাং তাঁহাকে অরূপ বলিয়া সর্ব বেদে
উক্ত করেন, তন্নিমিত্ত যে তাঁহার এক কালিন কপ নাই এমত
অতিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, তাহা ৬ ষষ্ঠ শ্রুতিতে ব্যক্ত করিয়াছেন ।
তবে অপানিপাদাদি শ্রুতানুশাসনে প্রাকৃত পানিপাদ রহিত এইগাত্র
স্তুত্যর্থ প্রয়োগ করা হইয়াছে ।

■ যদি বল, অহংব্রহ্ম বলিয়া স্পর্ধা পূর্বক সাধনায় সাধক কিরূপে
প্রবর্ত্ত হইতে পারে, উত্তর ইহা সত্য, ব্রহ্ম বলিলেই ব্রহ্ম হয় না, জীব

তিনি পৃথিবীর গন্ধ, জলের শৈত্য, অগ্নির উষ্ণতা, বায়ুর স্পর্শ আকাশের শব্দ হয়েন। সুতরাং তাঁহাকে ভৌতিক শরীরী বলা যায় না। অর্থাৎ ভগবৎ শরীরের তুল্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারেনা, তদ্বৈতুক সর্ববেদে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলেন, বাক্যে বলা যায় না, মনে মনন করা যায় না একারণ অচিন্ত্য শক্তিক ঈশ্বর রূপকে [অবাঙ মনসোগোচর ইত্যাদি] শ্রুতি অনুশাসন করেন। অতএব প্রাকৃত লোকে রন্যায় প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা প্রাকৃত যুক্তিতে প্রাকৃতবৎ যুক্ত করা ঈশ্বরকে সঙ্গত হয় না, যখন [আসীনোদূরং ব্রজতি শরানে। যাতি সর্বত ইত্যাদি] কঠশ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি শয়ন করিয়া দূরে গমন করেন, উপবিষ্ট হইয়াও সর্বত্র ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত রূপী বলা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না, মহিমা বর্ণন করিতে হইলেই নিরাকার তানে প্রতিভাপায় তন্নিমিত্ত রূপ নামাদি খণ্ডন করিবার তাৎপর্য্য নহে। তাহা হইলে তাঁহার শয়নোপবেশন বর্ণন করিতে শ্রুতি বলবতী হইতেন না।

ব্রহ্মের অভেদাঙ্গীকারে এতদ্বাক্য প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ যে জীব সেই আত্মা, যাবৎ মায়াবিকার বহিত না হয় তাবৎ জীবের ব্রহ্মত্ব নাই, যেমন ধাতুমাত্রই স্বর্ণ বলিয়াই তাম্র শীষক, লৌহকাংস পিত্তলাদিকে স্বর্ণ বলা যায় না, যাবৎ মলকষায়িতায়া নিরাস না হয় তাবৎ তাম্রাদি ধাতু নানা সংজ্ঞায় বিভক্ত থাকে, অর্থাৎ তাম্রের শ্যামতা

১৮৪ নিত্যধর্মাস্বরূপক।

সমস্তসাক্ষিঃ সদসদ্বিহীনঃ প্রযাতিশুদ্ধঃ
পরমাত্মরূপঃ ॥ ৭ ॥

সমস্ত সাক্ষি স্বরূপ, সদসৎ বিহীন নির্মল পরমাত্ম রূপ
ভাবনাতে, সেই অচিন্ত্যাব্যয় পরম ধামে গমন করে ॥ ৭ ॥

যঃ শতরুদ্রীয় মধীতে সোহগ্নিপুতোভবতি
॥ ৮ ॥

দূব হইলেই স্বর্ণ হয়, তদ্রূপ মায়াবিকাবে নানাধ্মে বিভক্ত জীব,
যথা [মায়াবিকার বাহিত্যে জীব ব্রহ্মৈব কেবলঃ] অর্থাৎ মায়াবি-
কারে রহিত হইলে জীবই ব্রহ্ম হয়েন, মায়া বহিত জীবাবস্থাকে লক্ষ
করিয়া অহং ব্রহ্মেতি বাক্য প্রয়োক্তব্য হইয়াছে, নচেৎ সর্ল্লাবস্থ-
গত ব্যক্তি আমি ব্রহ্ম বলিতে শক্তি হয় না, যথা যোগ বাশিষ্ঠে [অজ্ঞঃ
সার্ক প্রবুদ্ধশ্চ অহং ব্রহ্মেতি যোবদেৎ মহানরক জ্বালেন সতেন
বিনিযোজিতঃ] অজ্ঞ অথবা অর্ধ প্রবুদ্ধ ব্যক্তি যদি অহংব্রহ্ম বলে
কিছু শিষ্যদিগকে উপদেশ কবে, তবে মহানরক জ্বালে তাহাব সহিত
আবদ্ধ হয়। অতএব ব্রহ্মাদয় জ্ঞান স্মৃতি না হইলে হইতে পারে না
বিশেষতঃ স্বরূপ ভাবনা মাত্রই কবিবে কিন্তু ব্যবহারে কি বিচারে
আমি ব্রহ্ম ইত্যাকারে বক্তৃতা কবিবেক না, অর্থাৎ সাধনকালে আপ-
নাকে তন্ময়তা জ্ঞানে ভাবনা কবিবেক তাহাব প্রমাণ সামান্যতঃ বাহ্য
পূজা কালে [দেবং ভূত্বা যজ্ঞেন্দেবমিতি] আপনাকে দেবরূপ জানিয়া
দেবতার পূজা কবিবেক। অর্থাৎ [যাদৃশী ভাবনায়স্য সিদ্ধির্ভবতি
তাদৃশী।

যে সাধক নিত্য শতরুদ্রীয় অধ্যয়ন করেন তিনি অগ্নিপুত্রে
হয়েন, অর্থাৎ যোগাগ্নি জ্বালায় সমস্ত পাতক দক্ষ করিয়া
পবিত্রয়েন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মহত্যাং পুতৌভবতি ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মহত্যা দি জনিত মহাপাতকে পবিত্র হয়েন, অর্থাৎ শত
রুদ্রীয়াপেক্ষা পবিত্র কারক প্রায়শ্চিত্ত আর নাই ॥ ৯ ॥

তস্মাদবিমুক্ত কাশীতৌভবতি ॥ ১০ ॥

একারণে অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী অর্থাৎ সদাশিবপুরী বারা-
ণসী ক্ষেত্রাশ্রিত হয়, কেননা বিশ্বেশ্বর প্রসাদে কাশীস্থ
ব্যক্তির বিগতা মুক্তি হয় না, অর্থাৎ কাশী বাসির মুক্তি
না হইয়া যায় না ॥ ১০ ॥

অন্ত্যশ্রমী সর্বদা সৰুদ্রাজপেৎ ॥ ১১ ॥

অন্ত্যশ্রমী পদে পারমহংস্যাশ্রমী যতি অর্থাৎ যত্নশীল
সাধকেরা সর্বদা অথবা একবারও শত রুদ্রীয় জপ করি-
বেন ॥ ১১ ॥

অনেন জ্ঞানমাপ্নোতি সংসারার্ণবনাশনং।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈবং কৈবল্য ফলমশ্নুতে
কৈবল ফল মশ্নুতে ॥ ১২ ॥

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে শত রুদ্রীয় জপ ফলে সংসার সমুদ্র
নাশন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যদ্বারা পরমব্রহ্ম পদকে

অধিকার করিতে পারে । একারণ কাশীতে রুদ্রীয় জপ
মাহাত্ম্য বিদিত হইলেই কৈবল্য ফল অর্থাৎ মুক্তি ফল
সংপ্রাপ্ত হয় । অধ্যায় সমাপ্তার্থে আদর পূর্ব্বক দ্বিরুক্তি
করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

এই শ্রুত্যানুশাসনে ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিগণেরা প্রাণান্তেও বিশ্বে-
শ্বর নগরীকে পরিত্যাগ করেন না, এবং বেদ বেদান্ত অধ্যা-
য়ন করতঃ বেদ বেদ্য বিশ্বেশ্বরের অনুশীলনে বিরত নহেন,
অহরহ তন্ময়ত্বপুণ্ডহারী হইয়া শত রুদ্রীয় পাঠ করিয়া থা-
কেন, যাঁহারা এতৎ প্রমাণ সকলের প্রতি নিরন্তর অস্তয়া
করেন, তাঁহারা যামী যন্ত্রণার অনুভাবক হইয়া মোক্ষ স্রুথের
ভোক্তা হইতে পারিবেন না ।

ইতি ঋদেদীয়া কৈবল্যোপনিষৎ সমাপ্তা ।



অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

পূর্ব্ব পত্রে ধাত্বাত্মক শরীর সন্ধি কথিত হইয়াছে, অত্র
পত্রে যেক্রপ প্রকারে সন্ধি সকল সংস্থিত আছে তাহার অব-
য়ব বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন । যথা

অথ গলদেশোর্দ্ধগ সন্ধিঃ ।

অক্টৌর্গ্রীবায়ঃ এয়ংকণ্ঠে নাড়ীষু হৃদয়

কোম ফুক্ষু ন নিবন্ধা স্বর্ষাদশ দ্বাত্রিংশৎ
দন্তমূলেষেকঃ কণ্ঠমণৌ নাসায়াশ্চৈকো
দ্বৌবহ্ন্যমণ্ডল গণ্ডকর্ণ, শংখেষু দ্বৌহনুসন্ধৌ
দ্বাবুপরিষ্ঠাৎ ক্রবোঃ শঙ্খয়োশ্চোপরিষ্ঠাৎ
পঞ্চশীর্ষ কপালেষেকো মুর্দ্ধগীতি ॥ ৮ ॥

অতঃপর গ্রীবার উর্দ্ধগত সন্ধি কথিত হইয়াছে। গ্রী-
বাতে (৮) অষ্ট সন্ধি। কণ্ঠদেশে (৩) সন্ধি। হৃদয় ক্লোম
অর্থাৎ পিপাসা স্থান, যেখানে ফুক্ষুস নিবন্ধনাড়ী অর্থাৎ বায়ু
যন্ত্রে (১৮) অষ্টাদশ সন্ধি। দন্তমূলে (৩২) দ্বাত্রিংশৎ সন্ধি।
কণ্ঠমণি, অর্থাৎ গলার ঘণ্টিকা প্রাকৃত ভাষায় ঘড়ঘড়িয়া
বলে তাহাতে (১) সন্ধি নাসিকাতে (১) সন্ধি চক্ষুরপথে
(২) সন্ধিঃ। চক্ষুমণ্ডলে (২) সন্ধি। গণ্ডদেশে (২) সন্ধি।
কর্ণেতে (২) সন্ধি। শংখদেশে অর্থাৎ গ্রীবার উর্দ্ধে (২)
সন্ধি। হনুসন্ধিতে অর্থাৎ গালের সন্ধিতে (২) সন্ধি ভ্রুর
উপর (২) সন্ধি। স্বন্ধদেশে (৫) সন্ধি। মস্তক কপালে
অর্থাৎ মাতার খুন্টিতে (১) সন্ধি ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ মস্তক কপালে এক সন্ধির (১৮) অষ্টাবিংশতি
শাখা সন্ধি তাহাতে সমস্তমস্তকের বন্ধন হইয়াছে। অতঃপর
সন্ধি সকলের অবয়ব কহিতেছেন। যথা

অথাক্ষ সন্ধিঃ কথনং ।

এতেসন্ধয়োহক্ষবিধাভবন্তিতে যথা । কো-
রোদুখল সামুদ্রাঙ্গু তরা স্তূণ সেবনী । কা-
কতুণ্ডং মণ্ডলঞ্চ শংখাবর্তাক্ষ সন্ধয়ঃ ॥২॥

চক্রং ॥

পূর্ব্বোক্ত (২১০) দ্বইশত দশ অপর শাখা সন্ধি সকলের
অষ্ট প্রকার অবয়ব, যথা, কোর, অর্থাৎ পুষ্পকলিকার
ন্যায় । ১ ॥ উদু খলাকার ॥২॥ সামুদ্রা, অর্থাৎ সম্পূট কো-
টার ন্যায় ॥ ৩ ॥ প্রতর, অর্থাৎ বিস্তার মেলক কাষ্ঠের
যোড়ের ন্যায় ॥ ৪ ॥ তূণসেবনী, অর্থাৎ বাণের তূণা ছা-
দিত চর্ম্মের সেলাই যাদৃশ, তাদৃশ চর্ম্মেব সেলাই ॥ ৫ ॥
কাকতুণ্ড, অর্থাৎ কাক মুখের ন্যায় তির্য্যগাকার, যাহাকে
পৈঁচাকোণা বলে ॥ ৬ ॥ মণ্ডল, অর্থাৎ গোলাকৃতি ॥ ৭ ॥
শংখা বর্ত্ত, শাঁখের বেড়ের ন্যায় ॥ ৮ ॥ যথা নামে খ্যাত
এই সকল সন্ধি, ইহাতে আঘাত হইলে অত্যন্ত ক্লেশ
দায়ক হয় ॥ ৯ ॥

অথ কোরক সন্ধিঃ ।

এষামঙ্গুলি মণিবন্ধ গুল্ফ জানুকূপরেষু
কোরাসন্ধয়ঃ ॥ ১০ ॥

চক্রং ॥

এই সকল প্রখ্যাত সন্ধির মধ্যে অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, অর্থাৎ হস্ত পাদের কবজা, গুল্ফ অর্থাৎ গোড়ারি, জানু অর্থাৎ হাঁটু, কুর্পব, অর্থাৎ কনুই, প্রভৃতি দেশে কোরক সন্ধি, পুষ্পক লি কার ন্যায় হয় ॥ ১০ ॥

অথ উদুখল সন্ধিঃ ।

কক্ষবংক্ষণদন্তেষু উদুখলাঃসন্ধয়ঃ ॥১১॥ চক্রং ॥

কক্ষ দেশে, অর্থাৎ কঁাকতলি, এবং বংক্ষণ অর্থাৎ কটি নিম্নদেশ, দন্ত ইত্যাদি স্থানে উদুখল সন্ধিঃ অর্থাৎ গর্ত্তেতে কাষ্ঠ কীল পোথের ন্যায় ॥ ১১ ॥

অথ সামুদ্রা সন্ধিঃ ।

অসংপীঠ গুদভগনিতস্বেষু সামুদ্রাঃসন্ধয়ঃ

॥ ১২ ॥

চক্রং ॥

অংস পীঠ, অর্থাৎ বাহুর উর্দ্ধ গ্রীবা মধ্য স্কন্ধ বন্ধন পর্য্যন্ত এবং গুহ্য দেশে, ও যোনি, আর নিতম্ব, অর্থাৎ ঘাহাকে পাছাবলে, এই সকলের স্থানে সম্পূট সন্ধি, অর্থাৎ কৌটার ন্যায় ॥ ১২ ॥

অথ প্রতর সন্ধিঃ ।

গ্রীবা পৃষ্ঠরংশয়োঃ প্রতরাঃসন্ধয়ঃ ॥১৩॥

চক্রং ।

১২০

নিত্যধর্মাস্তুরঞ্জিকা।

গ্রীবা অর্থাৎ গলদেশ, এবং পৃষ্ঠরংশ অর্থাৎ মেরু
দণ্ডের পার্শ্ববয়ে প্রতর, সন্ধি, অর্থাৎ কাষ্ঠ বোড়ের ন্যায়
বিস্তারিত হয় ॥ ১৩ ॥

অথ তূণসেবনী সন্ধিঃ ।

শিরঃ কটিকপালেযু তূণসেবিন্যঃ সন্ধয়ঃ
॥ ১৪ ॥ চক্রং ॥

মস্তক, কটিদেশ, এবং কপাল, অপর শাখা সন্ধি শিশু
মুদ্রাদিতে তূণ সেবনী সন্ধিঃ অর্থাৎ ■ চর্মেতে সেলাই
করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

অথ কাকতুণ্ড সন্ধিঃ ।

হৃদয়োরভয়তঃ কাকতুণ্ডাখ্যাঃ সন্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥
চক্রং ॥

হনু উভয়ের অর্থাৎ গালদ্বয়ে কাকতুণ্ড নামে সন্ধিঃ
যেমন কাকের চঞ্চু পেঁচাকোণা সেই রূপ হয় ॥ ১৫ ॥

* এই সকল স্থানে সেলাই কিংবা তূণসেবনীর ন্যায়, অর্থাৎ দুইটা-
দুইটি বস্তুসম্মিলনে সেলাই আছে, এই সকল সন্ধি ছিন্ন হইলে বহু রক্ত
প্রাণ হয়, অতএব সূক্ষ্মাঙ্গ চর্মেতে সেলাই করিলে তাহার প্রতীকার
হইয়া পুনঃ স্বাভাবিক হয়, নচেৎ ব্যঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ।

অথ মণ্ডল সন্ধিঃ ।

কণ্ঠ হৃদয় ক্রোম নাড়ীষু মণ্ডলাখ্যাঃ সন্ধয়ঃ
॥ ১৬ ॥ চক্রং ॥

কণ্ঠে এবং হৃদয়ে ক্রোম অর্থাৎ পিপাসা স্থানে মণ্ড-
লাখ্য সন্ধিঃ । অর্থাৎ গোলাকৃতি হয় ॥ ১৬ ॥

অথ শংখাবর্ত সন্ধিঃ ।

শ্রোত্রশৃঙ্গাটকে শংখাবর্তা সন্ধয়ঃ ॥ ১৭ ॥
চক্রং ॥

কর্ণশৃঙ্গাটকেতে অর্থাৎ কর্ণছিদ্রাবধিবহিঃ পর্য্যন্ত শংখ্যা-
বর্ত সন্ধি, অর্থাৎ শাঁখের বেড়ের ন্যায় রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥

অস্মাতু সংস্কয়োহেতেকেবলাঃ সমুদাহিতাঃ ।
পেশান্নায়ু শিরাগান্ত সন্ধিসংখ্যানবিদ্যতে
॥ ১৮ ॥

ইহা হইতে এই সকল সন্ধি কেবল কথিত মাত্র, কিন্তু
মাংসপেশী অর্থাৎ স্কূলাধমনী, ওন্মায়ু এবং শিরা সকলের
সন্ধি সংখ্যা নাই । অর্থাৎ অনেক সহস্র হয় ॥ ১৮ ॥

অতএব সন্ধি বন্ধন রজ্জু ন্যায় শিরাদির ব্যাখ্যা করিয়া-
কহিয়াছেন, অর্থাৎ ধমনী স্কূলা নাড়ী সন্ধি সংযোগে রহি-

রাছে, স্নায়ু সকল তেজোময়ী রসায়নিকা সকল সন্ধিকে
রস দ্বারা তৈলাক্ত যন্ত্রবৎ রাখিয়াছেন । কেবল শিরা
সকল টানাবাঁধার ন্যায় সন্ধি বন্ধন করিয়াছেন ।

অথ সন্ধি বন্ধন কারিণী শিরাঃ ।

সন্ধি বন্ধন কারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ ।

নাভ্যাং সর্ষানিদ্ধাস্তা আতন্বন্তি সমন্ততঃ

॥ ১ ॥

সুশ্রুতং ॥

সন্ধি বন্ধন কারিণী, এবং দোষ ধাতু বাহিনী শিরা স-
কল, নাভি দেশে নিবদ্ধ থাকিয়া সকল দিগে বিস্তার হইয়া
গিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বাবদ্য নদিতা হইয়া পাতুবিয়াঘাটার

শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কাবফবমার বাটী হইতে বণ্টন হয় ।

কলিকাতা—শাখারিটোলা বঙ্গদেশীয় মোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ফুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্ৰদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্ৰীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষেয় বস্ত্ৰং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্নেহবস্ত্ৰং ।

পূৰ্ণব্ৰহ্ম শ্ৰুতিতি রুদিতং নন্দস্নুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৬৫ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৯৭৪ । সন ১৯৫৯ সাল ১৫ কার্তিক শনিবার

ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে শুদ্ধ অন্ত্যশ্রমী অর্থাৎ পরমহংসদি-
গেরই অধিকার, তদর্থ্যে ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকাতে (শাক,
উর্জলাভ, শাকপুণি) প্রভৃতি নিরুক্তকার ঋষিদিগের সম্মত
বিদ্যারণ্য স্বামী ব্যাখ্যা করিরাছেন, বথা (ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানং
পরমহংসমৌবধর্মঃ) ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান পরমহংসেরধর্ম, অত-
এব সংসারাসক্ত ব্যক্তির তজ্ঞানানুষ্ঠান করণের সাধ্য
নাই, মোহাকুট চিত্ত প্রযুক্ত যদি কদাচিত্ সংসারি জন
তদনুষ্ঠানে প্ররুত হয়, তবে তাহার ব্রহ্মধর্ম উভয়ানুষ্ঠানের

ব্যাঘাত জন্মে, কেবল ব্যাঘাত ও নহে, বরং নিত্যনৈমিত্তিক
 কর্মের অকরণ জন্য ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় এবং ঘোরতর নরক জন্মে,
 যথা যোগবাশিষ্ঠে । (সংসার বিষয়ামন্ত্ৰেণ ব্রহ্মজ্ঞোন্মীতি
 বাদিনঃ । কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টস্তংতাজেদন্ত্যজং যথা) সং-
 সার বিষয়ে অর্থাৎ সংসারোচিত নানা কর্ম্মে আসক্ত অথচ
 দৈব পৈতৃাদি শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, এবং আমার কর্ম্মে
 প্রয়োজন নাই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী এতরূপ বক্তৃতা করে,
 এবং তৎকৃত বক্তার কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়, সুতরাং তাহার-
 দিগকে জ্ঞানবানেরা অন্ত্যজের ন্যায় অর্থাৎ হাড়ীপ চণ্ডাল
 মেন্ধবৎ ত্যাগ করেন, অতএব সংসারে থাকিয়া ব্রহ্ম জ্ঞান-
 অনুষ্ঠান করণ হইতে পারেনা, একারণ জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির। এক
 বৈরাগ্যশ্রয় করতঃ ভবসুখে বিরক্ত হইবা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ
 করিয়া ব্রহ্মানুশীলন করিবেন, যদি বল গৃহস্থ ব্যক্তির উপায়
 কি, উত্তর, গৃহমেধিদিগের অকপটে গৃহস্থধর্ম্ম রক্ষা করণে
 পবিমুক্তি হয়, অকপট শব্দে বিত্ত শাঠ্যাদি রহিত আশ্রমোক্ত
 ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে মুক্ত হইতে পারে, তদর্থ্যে যাজ্ঞবল্ক্য কহি-
 য়াছেন, যথা (ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠোহতিথীপ্রিয়ঃ) আ-
 রুৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে) ন্যায়াগত ধনপদে
 সাশ্রমোক্ত বিধি পূর্ব্বক ধনোপার্জন অর্থাৎ পরানিষ্ট করতঃ
 অন্যায় রূপে স্তোরভূতিতে ধনোপার্জন করিবেক না, এবং তত্ত্ব-
 নিষ্ঠ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন তদর্থ্যে শ্রুতি পুরাণেতিহাসা-
 দির শ্রবণাধ্যয়ন করতঃ তৎপ্রতি পাদ্য দেবতাদিগের অর্চন

বন্দনাদি আর অতিথী প্রিয় হইবেক, ইত্যর্থ যথাবিধিত
বলিবশ্যাদি দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবেক এবং আত্ম
অর্থাৎ নিত্য আত্ম উর্পণ তদভাবে শ্রদ্ধা পূর্বক অর্থাৎ পর-
লোক বিশ্বাসে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণে পর্বোক্ত নৈমিত্তিক
আত্ম করিবেক, এবং সত্যবাদী হইবেক, ইত্যর্থ যথামাধ্য-
মিথ্যা বাক্যের উপরতি করিবেক, তৎপদে সত্য, শৌচ, দয়া,
দান, অস্ত্রের, অহিংসাদি ধর্মপরায়ণ হইবেক, এবং গৃহস্থ
ও পরিমুক্ত হয়, অর্থাৎ গৃহস্থ ধর্মে থাকিয়া তদুচিত কর্ম-
নুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তিচ্ছা অসতী, তাহাতে
সেই সকল ব্যক্তিকে বর্ণাশ্রম রূপ ঈশ্বর সেতুভেত্তা অশুর-
বৎ পরিগ্রহ করিতে হয়, বাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছায় বহিষ্কৃত
ত্যাগের ইচ্ছা করেন, তাঁহার দিগের উচিত হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞে-
দীয়া ব্রহ্মোপনিষৎ ধর্ম অর্থাৎ পরিব্রাজক ধর্ম. বাহাকে দণ্ড
গ্রহণ বলে, তদ্বর্ণানুষ্ঠানে সমস্ত কর্মকে আশ্রয় করতঃ এক
ব্রহ্মেতেই অর্পণ করেন।

অথ ব্রহ্মজ্ঞেদীয় ব্রহ্মোপনিষৎ।

ওঁ শমোমিত্রঃ শংবরুণঃ শমোভবত্বর্ষ্যনঃ।

শমইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শমোবিষ্ণু রুরুক্রমঃ

॥ ১ ॥

উপনিষদাবস্তে বিষ্ণু বিনাশন হেতু মঙ্গল সূচক বহিরধ্যায়
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। অর্থাৎ

শরীরাত্মান্তরস্থ প্রাণের এবং বহিঃস্থদিবসের অধিষ্ঠাতা মিত্র নামে দেব, যিনি সূর্য্যের বিভূতি রূপ হয়েন, সেই মিত্র আমারদিগের সর্ব্বারিষ্ট বিনাশিক রূপে সুখকারী অর্থাৎ মঙ্গল প্রদ হউন। এবং বিণুমুত্রোৎ সর্গরূৎ অপান-বায়ুর অধিষ্ঠাতাবরূণ, অপর সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তি অর্য্যমা যিনি চক্ষু, এবং আদিত্য মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা, আর বলের ■ বাহুর অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র, বুদ্ধি ও বাক্যের অধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি। এবং সর্ব্ববেদ বেদান্তাগম পুরাণাদিতে যাঁহাকে উরুক্রম বলেন, অর্থাৎ ব্যাহুতি মন্ত্রাঙ্ক ত্রিপদধারী ভূভু-বঃস্বঃ ব্যাপক বিষ্ণু, যিনি প্রণব মন্ত্রের বাচ্য, অতএব সেই ■ বিষ্ণু প্রণবের এবং জীবনাত্তেরি পাদের অধিষ্ঠাতা হ-য়েন। অতএব এই সকল ব্রহ্মরূপ দেবতারা আমারদিগের জ্ঞান বিঘাতক উপসর্গ শান্তিকারী হউন।

* যদিও ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা দি ত্রিদেবায়ক প্রণব, তথাপি বিষ্ণুই তাঁহার প্রতীপাদ্য বেদে অঙ্গীকার কবিয়াছেন। অর্থাৎ নীলাচলস্থ ক্রীষ্ণীজগন্নাথদেব বিশেষ মূর্ত্তিমান নহেন, বিশ্বকর্ষ কর্তৃক প্রণব-কাবে নির্মিত হইয়াছেন, এতন্নিমিত্ত দাকব্রহ্ম বলিবা মনস্ত বৈদিক জাতীয়েবা একত্র মিলিত হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম বিচার না করিয়া তৎপ্র-সাদাস ভোজন ক'বন, তাহাতে কেহই বিঘ্ন জন্মাইতে পারেন না, ফলিতার্থ সর্ব মন্ত্রোপাসকেরাই ্রজগন্নাথদেবকে ইস্ট বলিয়া ভক্তি করেন, কিন্তু প্রণবোপাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু বেদে উক্ত কবিয়াছেন, একাবণ বিষ্ণু ধ্যান তঁত ব পূজা, ও বিষ্ণু পর্ক হাঁহার উৎসাহ এ ২ বিষ্ণু ক্ষত্র বলিয়া তৎসম্বন্ধ প্রব্রাত হইয়াছে।

ওঁ নমোব্রহ্মণে নমস্তেবাকো হ্রমেব প্রত্য-
ক্ষং ব্রহ্মসি । হ্রমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মবদি-
ষ্যামি । ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি

॥ ২ ॥

বায়ুব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার করি, যেহেতু শুভাশুভ সমস্ত
কর্ম ফল বায়ুর অধীন, একারণ প্রাণরূপ পরোক্ষ, অপরো-
ক্ষরূপে ব্রহ্ম বায়ুকে কহিয়াছেন, অতএব হে বায়ো তো-
মাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করি । তুমি চক্ষুবাতির
অগোচর হইয়াও ব্যবধান রহিত বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচরী
ভূত হইয়াছ, এহেতু তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলা যায় ।
ঋতবলি, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বৈধা বৈধক্রিয়া যথা কর্তব্য বুদ্ধি
দ্বারা যাহা নিশ্চনীভূত হয় তাহাও তোমার অধীন, একারণ
তোমাকে ঋত বলি, বাক্যেতে এবং কায়াতে কি মনেতে
সত্য বাক্যাদি সম্পন্ন হয়, তাহাও তোমার অধীন, এতজন্য
তোমাকে * সত্য বলি ॥ ২ ॥

ওঁ তন্মামবতু তদ্বক্তার নবতুমামবতুবক্তা-
রং । ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিরো ॥ ৩ ॥

* মিথ্যা বাক্যের উপবত্তির নাম সত্য বাক্য ইহা বাচিক । অনিত্য
কর্মের উপবত্তির নাম সত্য কর্ম, ইহা কায়িক । অনিত্য সঙ্কল্প অর্থাৎ
অমং কণ্ঠেষ্ঠার উপবত্তির নাম সত্য চেতা ইহা মানসিক ।

সর্বাঙ্গকবায়ু ব্রহ্মস্বরূপ উপনিষদারম্ভে তাহার স্তুতি বন্দনার হেতু এই বে পুরোক্ষ ব্রহ্মবায়ু, জ্ঞানার্থী অশ্বদাদিকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন যাহাতে আমারদিগের জ্ঞানের স্থলন না হয় । এবং তদন্তা অর্থাৎ গুরুকে জ্ঞানোপদেশ করিবার সামর্থ্য প্রদান করুন আমাকে ও বক্তাকে রক্ষা করুন । এই দ্বিকৃতি আদরার্থ, তবে শাস্তি শব্দের ত্রিকৃটারণের কারণ বিদ্যা প্রাপ্তিব আধ্যাত্মিক, আধিতৌতিক, আধিদৈবিক বিবিধ উপসর্গ প্রশমনার্থ বারতর্য শাস্তি প্রয়োগ করিয়াছেন । এবং পরমার্থ প্রাপ্ত্যর্থ পরমাত্মবাচক তন্মাম স্মরণে হরিঃ শব্দ উচ্চাবিত হইয়াছে, হরি নামই ব্রহ্ম ■ হরি স্মরণ করিতে সর্বশাস্ত্রেই অনুশাসন কবিয়াছেন, যে প্রণব সেই হরি, অতএব পরব্রহ্ম হরি, হরিতে বৈমুখ ব্যক্তিই নাস্তিক, তাহার কোটিকম্পেও যুক্তি নাই ।

এই সকল শ্রুতিতে দেবমূর্ত্তি সকলকে ব্রহ্মরূপে ব্যাখ্যা করেন । এবং বরুণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, পবন, দ্বাদশাত্মা সূর্য্য এবং সর্বাত্ম্যামী বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ শরীরী মানিয়াছেন, বিশেষতঃ সবল্যাদিকারী পরমহংসেরদিগের বন্দনীয়, তাহাতে সংসার কূটে আপতিত মূঢ় জনেরা কিরূপে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী বঙ্গিয়া ঈশ্বরের নাম রূপ খণ্ডনেশ্রুতিকে তিরস্কার কবিতে শ-

■ স্থা [বেদে বানামণেচৈব পুরাণে ভাগবতে, তথা । আদ্যন্তে চ মধ্যোচ হবিঃ সঙ্গদগীমত] বেদ, বানামণ, পুরাণ, ভাগবতাদিতে আদি অন্ত মধ্যোচ সঙ্গদগীমত করিবেন ।

জ্ঞ হয়। অতএব, হে নব্য সত্যোরা, নিরর্থক অশাস্ত্রীয় কুযুক্তি দ্বারা পরমাত্মোপাসনায় বঞ্চিত হইওনা, সর্বত্র ব্রহ্মমানে উদয় করিবার চেষ্টাকর, কুব্যবহারে বিরত হও, এক ব্রহ্ম রূপে উপাস্য হয়েন। ব্যক্তাব্যক্ত্য (মূর্ত্তামূর্ত্ত দ্বিবিধ হয়েন,) যথা শ্রুত্যান্তরে (পরোক্ষা পরোক্ষেন ব্রহ্ম সদিত্যচক্ষত ইতি) পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ রূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান বেদে কহেন। অর্থাৎ সর্বক্রিয়ানিরন্ত্রে পরোক্ষ এবং প্রাণাদি রূপে অপরোক্ষ ব্রহ্মবাসু। অতএব অজ্ঞানি ব্যক্তিবা বায়ু অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্ম, বিষ্ণু শিবাদিকে ভিন্ন রূপে দেখে এবং ভেদ জ্ঞানে বর্ণন করে। তাহারদিগের সংসার বন্ধের ছেদন হয় না, যথা (যইহ নানেব পশ্যতীতি শ্রুতিঃ) যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন নানা রূপ দেখে তাহার জ্ঞান জন্মে না, অতএব সর্বত্র যে ব্রহ্ম স্মৃতি তাহাই জ্ঞানের লক্ষণ।

‘অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানিভবন্তি।
নাভিহৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধাচ ॥ ৪ ॥

জগত্কারণ-স্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা তাঁহার চারি স্থান হয়, যথা ■ নাভি, হৃদয় কণ্ঠদেশ এবং মূর্দ্ধাচ ॥ ৪ ॥

■ যখন নাভ্যাঙ্গি স্থান চতুর্দিককে ব্রহ্ম স্থান বলিয়া বেদে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন শাবীরক তত্ত্বব্যাখ্যান করা সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অন্তর্-
যাগ বিষয়ে ধৃত করাযায় অর্থাৎ যাহারা সম্যাস ধর্মে অবস্থিতি করিয়া

অর্থাৎ সর্বগত আত্মা হইলেও তিনি বিশেষত্ব স্থানে উপাস্য
 হয়েন । যেহেতু বেদে তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এই
 হেতু বাদ্যরায়ণ অর্থাৎ বেদবাস গোস্থামী বেদান্ত দর্শনে
 মীমাংসা করেন, যথা স্থানাদি ব্যপদেশার্চ) যদিও পরমাত্মা
 সর্বগত তথাপি তাঁহার বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে, বেদোক্ত
 তত্ত্বৎ স্থানস্থ ত্রৈলোক্যের উপাসনার পরমমোক্ষ হয় । যথা শাক-
 রিভাষ্য (যথা শালগ্রামে হরিঃ) যেমন সর্বত্র অর্থাৎ আপা-
 বাণাদিতে ব্যাপ্তময় বিষ্ণু কিন্তু শালগ্রামে তাঁহার নিত্যস্থিতি
 হয়, সেইরূপ সর্ব শরীর ব্যাপ্তময় আত্মার নাভি হৃদয় কণ্ঠ
 মস্তক বিশেষ স্থান আছে, অতএব যদ্বৎ স্থানে বহুদবস্থা
 য় পরমাত্মার স্থিতি হয়, তত্ত্বৎ স্থানে ওতদবস্থা বিশিষ্ট
 পরমাত্মাকে আবাহন করতঃ উপাসনা না করিলে নিষ্ফল
 হইতে পারে না ।

এককালীন সংসারোচিত তাবৎ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি কবিয়াছেন, সেই
 সকল ত্রিফল যতিগণেরা অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা অতঃস্থ পরমেশ্বরকে
 উক্ত স্থান চতুর্ভুজে উপাসনা করেন, তিনিই সংসার বিষয়ে আসক্ত
 ব্যক্তিরা তহুঁচিৎ সকল কর্ম্ম করিয়া যে কেবল ঈশ্বরের বাহ্য রূপের
 খণ্ডন করিবেন এসং তাৎপর্য্য বেদের নহে । অর্থাৎ সংসার ত্যাগের
 অধ্যাত্মচিন্তা, তদিতর সংসারবস্থ ব্যক্তির নিত্যনৈমিত্তিক বাহ্য কর্ম্মা-
 নুষ্ঠান দ্বারা নাম রূপ বিশিষ্ট পরমাত্মার আরাধনার প্রশংসা কর্তব্যও,
 বল পূর্ব্বক না করায় পরমার্থ পথে বঞ্চিত হইতে হয় ।

তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্মবিভাতি । জাগরিতে
ব্রহ্মা স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তে রুদ্র স্তরীয়মক্ষরং
স আদিত্যো বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স্বয়মমনক্ষম-
শ্রোত্র মপানিপাদং জ্যোতির্বিদিতং ॥ ৫ ॥

উক্ত নাত্যাদি স্থান চতুর্করে চতুর্কর রূপে ব্রহ্মের অবস্থান
অর্থাৎ নাত্যাখ্য জাগরিতে ব্রহ্মা, হৃদয়াখ্য স্বপ্নে বিষ্ণু,
কণ্ঠাখ্য সুষুপ্তি ^{বিদ্য}ানে ^{বিদ্য} * মূর্দ্ধনি তরীয়াখ্যে আদিত্য, সেই
আদিত্যাখ্য জ্যোতি ^{বিদ্য} যিনি সর্বোন্দ্রিয় বর্জিত, সর্বরূপী
হয়েন অর্থাৎ তিনিই আদিত্য, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ঈশ্বর,
তিনি অপানিপাদ অশ্রোত্র অমনক্ষ, সর্বোপকরণ রহিত,
অর্থাৎ তেজোময়, অক্ষরব্রহ্ম, তৎসত্ত্বাকে অবলম্বন করিয়া
সকলের অবস্থিতি হয় ॥ ৫ ॥

যত্র লোকা, ন লোকা । দেবা, ন দেবা ।
বেদা, ন বেদা । যজ্ঞা, ন যজ্ঞা । মাতা, ন
মাতা । পিতা, ন পিতা । স্রুষা, ন স্রুষা ।

■ আদিত্য পদ কেবল সূর্য্যাকে কহেন নাই, আদিত্যাখ্য উপলক্ষণ
মাত্র অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ, যথা চরাচর বস্তুমানেরই অন্তর্ভাবী হয়েন ।
সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্তী তেজকে ব্রহ্ম বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন ।
অতএব তিনি সর্বরূপী হয়েন, তাহাকে নারায়ণ বলিয়া শ্রুতিশ্রুতি
পুরাণেতিহাসাদিতে ব্যাখ্যা করেন । সেই নারায়ণই অজর অক্ষর
নির্দিকল্প পরব্রহ্ম তিনিই সর্বত্র বিরাজমান আছেন ।

চাণ্ডালো, ন চাণ্ডালঃ । পৌকশো, ন পৌ-
কশঃ । শ্রমণা, ন শ্রমণঃ । তাপসো, ন
তাপসঃ ॥ ৫ ॥

সেই তৃতীয়ধাম ব্রহ্মপদ, যেখানে ■ লোক লোক নয়
দেব দেব নয়, বেদ বেদ নয়, যজ্ঞ যজ্ঞ নয়, † মাতা মাতা নয়,
পিতা পিতা নয়, স্নুযা স্নুযা নয়, চাণ্ডাল চাণ্ডাল নয় পৌকশ
পৌকশ নয়, আশ্রমী আশ্রমী নয়, মৈপস তঃ স নহে ॥ ৫ ॥

† আর

* লোক পদে, স্বর্গমর্ত্যপাতাল অর্থ। তর্কাক্ষমুখ্যাদি। দেব * দে
ইন্দ্রাদি দেবতা এবং গন্ধর্ব্ব পিশাচ যক্ষরক্ষভূত প্রেত দৈত্যদানব
প্রভৃতি। বেদ শব্দে সাম যজু ঋক অথর্ব্ব শিক্ষাকল্প, নিরুক্ত, চন্দঃ
জ্যোতিষ, ব্যাকরণাদি এবং যজুর্বেদ আয়ুর্বেদ গন্ধর্ব্ববেদ, জ্যোতির্বেদ,
কাব্য ইতিহাস পুরাণ সংহিতা সাহিত্যাদি। যজ্ঞ শব্দে চাতুর্হোত্র
দর্শপর্ণ্যাস, চাতুর্মাস্য অগ্নিহোত্র অশ্বমেধাদি, আদিপদে শ্রুতিস্মৃ
তুক্তদৈবটপজ কর্ম্মাদি, তপস্যাপদে কলাকাঠাদি রূপে শব্দীব শোষণ।

† মাতা পিতা পদে উৎপত্তি কর্তা, অর্থাৎ ইঁহারদিগকে ও শুদ্ধ
উৎপত্তি কর্তা ও কৃত্রী বলা হয় না, যেহেতু চৈতন্য সত্ত্বাব অভাবে
ইঁহারদিগের উৎপাদনীয় ক্ষমতা নাই। স্তববাং ব্রহ্ম সংপ্রাপ্তে আব
পৃথক্ মাতা পিতা থাকেনা, স্নুযাপদে বধু কন্যা ভগিন্যাди ইঁহার দিগের
সহিত সম্বন্ধ সেই পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম প্রাপ্তি না হয়, অর্থাৎ তাঁহাকে
প্রাপ্ত হইলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, অতএব এতৎ সম্বন্ধের বিরহ
হইয়া যায়, চণ্ডাল পুঁকশাদি জাতি বিচার সেখানে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম
তত্ত্বয়তা হইলে পর আব পৃথক্ জাতি থাকে না, চণ্ডাল পদে অন্ত্যজ
অর্থাৎ হত্ভীপ কীরাতাদি পৌকশ শব্দ শ্লেচ্ছ যবনাদি পর হয়।

অর্থাৎ ব্রহ্মপদে লোক ব্যবহার কৰ্ম্মাদির সম্বন্ধ নাই, জাতি ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ড অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি সকলের বহির্ভূত হান, অথচ সকলের অশ্রয় সৰ্ব্ব যোনি অর্থাৎ সকলের উৎপত্তি স্থান, তজ্জাম প্রাপ্ত্যর্থই লোককে বেদক্রিয়া দেবার্জনা জাতি সম্পর্ক বর্ণাশ্রম বিচার তপস্যাদি করিতে হয়, সুতরাং এসকল বিষয় তাঁহার অতীত এমত নহে, অর্থাৎ তৎপ্রাপ্ত্যর্থ সৰ্ব্বানুষ্ঠানের প্রয়োজন, অথও জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্ম তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে এতবিচার থাকে না, একারণ স্তূত্যর্থ তজ্জামের এতৎ সমস্ত বিদ্যার রহিত বসিয়া উক্ত করিয়াছেন, ফলিতার্থ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পর এসকল কৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

এই সকল শ্রুতির ভাষ্যশঙ্করাচার্য্য করেন নাই, একারণ শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয় না, যেহেতু শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত সূত্রভাষ্যে দেবাধিকার বিষয়ে বাসুদেব প্রভুন্ন সঙ্গর্ষণ অনি রুদ্ধাদি চতুর্ব্যুৎকে পরমেশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা (শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ প্রসিদ্ধাঃ পরমেশ্বরো বাসুদেবঃ। অতন্তুপাসনা নোনিবারয়াম) শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর বাসুদেব অতএব তাঁহার উপাসনা আমরা নিবারণ করি না। এবং সাকার নিরাকার উভয় শ্রুতিকেই বেদবিৎ পণ্ডিতেরা বল ব্রহ্মপে গ্রহণ করেন, ইহা বিবেচনা কবিলেই বুদ্ধিতে উদয় হয় যে শঙ্করাচার্য্য কোন শ্রুতিকেই হেয়ত্বে পরিগ্রহ করেন নাই, তবে ভাষ্য করাও না করার কারণ স্বতন্ত্র, শঙ্করাচা-

যেঁর ভাষা নাই বলিয়াই যে অন্যান্য শাস্ত্রকে অপ্রমাণ্য করা উচিত হয় না, যেহেতু আচার্য্য স্বামী (৩২) দ্বাত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত এই ধরণী মণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া পরলোক গামী হয়েন, তন্মধ্যে (২২) দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে * সম্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ ইতিহাস পুরাণ এবং গীতাদি নানাশাস্ত্রাধ্যয়নে গৈপুণ্য হইয়াছিলেন, একারণ লোকে তাঁহাকে শঙ্করাবতার কহিত । অনন্তর অধীত শাস্ত্র সকলের অর্থ স্মকটিন জানিয়া ভাষ্য করণের সংকল্প করেন, পবে কিয়দংশের ভাষ্য করণ কালেই নাস্তিক মতের আত্মান্তিক প্রাবল্য হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার (২৮) অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স হয়, উক্ত নাস্তিক মতের নিবারণার্থে ব্যগ্র হইয়া সংকল্পিত শাস্ত্র সকলের ভাষ্য করণের সাবকাশ হইল না, বিশেষতঃ নিরাকার ঐশ্বর্য্য ভাষ্য করিয়াই তন্মতে নাস্তিকদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নাস্তিকদিগকে সাকার প্রতিপাদক ঐশ্বর্য্য নিরস্ত করা যায় না, যেহেতু ঐশ্বর্য্য রূপের প্রতি কেবল বিশ্বাস করিতে হয়, নচেৎ যুক্তিতে খণ্ডন অবশ্যই করা যায়, এতন্নিমিত্ত নিরাকার বাদী রূপে বিচার করিয়া ঐশ্বর্য্যোত্তি প্রত্যয় করাইয়াছিলেন; তথাপি স্বকৃত ভাষ্যে

* সম্যাস ধর্ম গ্রহণ পদে দণ্ড গ্রহণ । অর্থাৎ ব্রহ্মোপনিষৎ দৃষ্টে পরিব্রাজক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

ঐজিতক্রমে সাকার শ্রুতিকে বলবন্তী রাখিয়াছিলেন, তাহা নির্যোধদিগের বুদ্ধিতে ধারণা হইতে পারে না । কনিষ্ঠার্থ এই সকল কারণে তাঁহার সঙ্কল্প তজ্জ হয়, তন্নিমিত্ত সকল শ্রুতিব ভাষ্য করিতে পারেন নাই অর্থাৎ 'সাকার শ্রুতি উল্লংঘন করতঃ নিরাকার শ্রুতি অবলম্বনে নিরীশ্বর বাণ্দিদিগের বিচারেজিত হইয়াছিলেন, (তৎকালাবধি কতক গুলিন নির্যোধ ব্যক্তির) শঙ্করাচার্য্যের বাক্ চাতুর্ঘ্যের মর্ম্ম বুদ্ধিতে না পারিয়া নিরাকার বাদকেই অষ্টদ্বত বোধে সাকার শ্রুতি খণ্ডন করিয়া যথেষ্টাচারে প্রবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, ইহা সুর্থও বুদ্ধিতে পারে যে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য না থাকিলেই যদি শ্রুতি অপ্রামাণ্য হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের পিতা পিতামহাদিরা শঙ্কর ভাষ্য রহিত শ্রুতি সকলের প্রামাণ্য কি অপ্রামাণ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাব অনুধাবনা করা উচিত হয়, অপিচ । শাক্তরী ভাষ্যই যদি বেদ মূলকের কারণ হয়, তবে বেদব্যাস কৃত বেদান্ত পুরাণাদিকে মান্য না করিয়া কেবল আচার্য্য ভাষ্যকেই বেদ বলা উচিত হয়, অর্থাৎ মহোপনিষদে নারায়ণ মহাজ্ঞ এবং নারায়ণ মন্ত্র উপাসনার বিধি দিয়াছেন, তাহাতে শাক্তরী ভাষ্য নাই, কিন্তু বেদব্যাস গোস্বামী মহাভারতের দ্রোণপর্বে ভুরিষ্রবা বধ কালে মহোপনিষদের প্রমাণ তুলিয়াছেন । যথা

যিয়াসু বন্ধলোকায় প্রাণান্ প্রাণেষথাজু-

হোৎ। সূর্য্যোচক্ষুঃ সমাদায় প্রসন্ন মনিলে
মনঃ। ধ্যানমহোপনিষদং যোগযুক্তো
ভবনুনিঃ। • মহাতারতং দ্রোণপর্বং ॥

যৎকালে সোমদত্ত রাজার পুত্র ভুরিশ্রবার সখড়্গ
দক্ষিণ হস্ত অর্জুন ছেদন করেন, তৎকালে প্রাণাশা পরি-
ত্যাগ করিয়া যজ্ঞশীল, ভুরিশ্রবা, যোগ বলে দেহত্যাগেচ্ছু
হইয়া • ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনার † প্রাণেতে প্রাণকে
আহুতি দেন। এবং সূর্য্যো চক্ষু দিয়া অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলাব
লোকন করতঃ প্রাণায়ামে প্রসন্ন মন হইয়া যোগ যুক্ত
মৌনবলহনে ‡ মহোপনিষদকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

* ব্রহ্মলোক পদে সত্যাকা লোক, অর্থাৎ ব্রহ্মতময়তা।

† প্রাণেতে প্রাণাহুতি অর্থাৎ পূর্বক কুন্তকরেচকাদিদ্বাৰা
প্রাণসংবন।

‡ মহোপনিষৎ, শব্দ অথও জ্ঞান স্বরূপ নারায়ণকে ধ্যান করিয়া-
ছিলেন, নারায়ণ প্রতিপাদক সংহিতাকৃত মহোপনিষৎ বলা যায়,
যদি মূল নারায়ণকেই যে ধ্যান করিয়াছিলেন তাহাব প্রমাণ, কি,।
উক্ত, বশন (সূর্য্যো চক্ষুঃ সমাদায়) এই শব্দ শ্লোক মধ্যে উক্ত
হইয়াছে তখন নারায়ণ ধ্যানই সুসিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ [সূর্য্যমণ্ডল
বর্দ্ধগৌ নারায়ণ ইতি] সমাবেদীয নারায়ণেব ধ্যান প্রাপ্ত হওয়া যাই-
তেছে, বিশেষতঃ মহোপনিষৎ সংহিতার প্রতিপাদ্য নারায়ণ যেহেতু
নারায়ণেব অষ্টাকর নব্র উক্ত উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যন্ত্র
এভাবে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব ভুরিশ্রবা সেই নারায়ণ

তথাপি বিচার প্রসঙ্গে সাকার শ্রুতি ঋগুনে শঙ্করাচার্য্য আপনাকে অপরাধী জানিয়া যেরূপ ঈশ্বর সন্নিধানে পরিহার মানিয়াদিলেন তাহা অগ্রহায়ণ মাসীয় পত্রে প্রকাশ করা যাইবেক।



অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ড বস্তু সকলের
সম্বন্ধ বিচার।

শরীরং সকলঐতৎ শিরে নিষ্পোষ্যতে-
সদা। প্রণালীতি রিবারামঃ কুল্যাতিঃ
ক্ষেত্রধান্যবৎ ॥ ২ ॥ সুশ্রুতং।

সকল শরীর শিরাতে সর্বদা পোষ্যৎ পরেই। অর্থাৎ শিরাই শরীর পোষিকা হয়। যেমন প্রণালী দ্বারা আরাম অর্থাৎ জলসিঞ্চনের (নালা) দিয়া জল গামিয়া পুষ্পোদ্ভাদ্যনকে পোষণ করেন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্রানদী দ্বারা জলসিঞ্চনে ক্ষেত্রে ধান্য সকলের পুষ্টি করে, তদ্রূপ ॥ ২ ॥

যদি বল এক বার প্রণালী অর্থাৎ নালা, অনাৎকুল্যা অর্থাৎ কৃত্রিম ক্ষুদ্রা নদী বলার তাৎপর্য্য কি, উত্তর, স্থূল সূক্ষ্ম শিরা ভেদে কহিয়াছেন।

মন্ত্রই মুমূর্ষুকালে জপ করিয়াছিলেন, এবং অন্ত্যাত্মনী অর্থাৎ যতি পরমহংসেরা ও তৎকালাবধি একাল পর্য্যন্ত অহরহ নারায়ণ নাম স্মরণোচ্চারণে নিযুক্ত আছেন, নচেৎ একজন জগৎ কর্ত্তা আছেন, বলিয়া নিশ্চিন্ত্য হইবেন না।

প্রসারণাকুক্ষনাদি ক্রিয়াতিঃ সততং তনৌ ।
 শিরাত্রবোপ কুর্ষন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতা-
 নিতু ॥ ৩ ॥ স্মৃশতং ।

প্রসারণ অর্থাৎ বিস্তারাগতি এবং আকুক্ষন অর্থাৎ সং-
 কোচিত কর্ম দ্বারা শিরা সকল শরীরে নিরন্তর উপকার
 করেন । সেই শিরা শরীরে (৭০০) সপ্তশত সংখ্যায় আ-
 ছেন, তাহা পূর্বে উক্ত করা গিয়াছে । ৩ ।

যথাদ্রুমদলে সাক্ষাৎ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ
 শিরাঃ । তথৈবদেহিনাং দেহে বর্তন্তে
 সকলাঃ । ৪ ॥ ৪ ॥

যেমন বৃক্ষপক্ষে শিরা সকল বিস্তৃত দৃষ্ট হইতেছে, সেই
 রূপ দেহি অর্থাৎ দেহবান ব্যক্তিদিগের দেহ মধ্যে সকল
 শিরা স্থিতি করে । ৪ ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটের

খ্রীষুত বাবু শিবচরণ কারকবমার বাটী হইতে বণ্টন হয় ।

কলিকাতা—পাঁথারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাক্রিত হইল ।

নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্নব্বিতিয়ঃষকপঃ।

সদ্বিচার জুবাণ নৃণাণ জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষেয় বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজল অলম্ শ্রামলং মেরবস্ত্রং ।

পূর্ণব্রজ শ্রুতিভি রুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৬৬ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৭৭৪ । সন ১২৫২ সাল ৩০ কার্তিক রবিবার

“পূর্বে এই নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার সাহায্যার্থে কি ভাগ্যবস্ত, কি মধ্যম গৃহস্থ সর্ব সাধারণের নিকট আমরা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন মহানুভাব কর্তৃক এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম না, যে তৎকর্তৃক এতৎ পত্রিকা অবাদে নিয়মিত রূপে প্রচলিত হয়, তবে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া অনেকেই কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকেন এতাবমাত্র, কিন্তু বিশেষ কটাক্ষপাৎ পূর্বক অনুরাগী নহেন, কি খেদের বিষয়, ধর্মপ্র-

জাবের প্রবাহ কি এপর্যন্ত এককালেই অবরোধ হইয়াছে, বৈদিক জাতি অর্থাৎ হিন্দু অভিমানী ভাগ্যবস্তুর মধ্যে কি বিশিষ্টরূপ যুগধর্মের উদয় হইল, যেহেতু স্বজাতীয় ধর্ম প্রতিকেহই ভ্রূক্ষপ করেন না, নিবিড়াক্ষকারে নিরন্তর ধর্মপথ সমারূত হইতেছে হা জগদীশ্বর, এই ভারতভূমে প্রগাঢ় ধনী ও মহান ভূম্যধিকারী সকল বাস করেন, যাঁহারা আমরা হিন্দু বলিয়া সতত অভিমান করিয়া থাকেন, জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা স্বজাতীয় ধর্মের অনবলোকনে কিরূপে হিন্দু হইতে সাহাস করেন। মনোমধ্যে ঘৃণাও উপস্থিত হয় না, যেহেতু অস্বাভাব্যী স্বেচ্ছাদিরা তাঁহারদিগকে ঘৃণা করিয়া আত্ম প্রভুত্ব প্রকাশ করে, এই অবনীমণ্ডলস্থ এতদ্দেশে মনুষ্যচয় মধ্যে এতদূরন্তকালে স্বজাতীয় ধর্মরক্ষার্থ কেবল এক মহাপুরুষকেই প্রস্তুত দেখিতেছি, ধন্য, মান্য, বদান্য, পুণ্য, নৈপুণ্য, বিচক্ষাশ্রয়, পৈশুন্য শূন্য, ধার্মিকবরকারণ্য বিস্তারক প্রণত নিস্তারক ব্রহ্মণ্যশীল স্বধর্মে ক্রীড়মান্ মহাপ্রধান বিপ্রবংশ প্রস্তুত মহাকুলাবতংশ, সপ্তক্ষীরানিবাসী গুণরাশী অবিদ্যাসী আশী বিশিষ্ট শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু দেবনাথ রায়চৌধুরীমহাশয় বৈদিক জাতীয় ধর্মরক্ষার্থ তৎপর তিনিই এতদ্ব্যর্থ পত্রিকার উন্নতি করণার্থ সমুদ্যম পূর্বক সম্পূর্ণ উদ্যোগ করিতেছেন, বিশেষতঃ গত বৈশাখ মাসাবধি স্থায়ীমনোযোগে বিশেষ সাহায্য করিতে প্রবর্ত হইয়াছেন, এক্ষণে অন্যানুশীলনের বিরহতা

প্রযুক্ত তৎসাহায্যানুরূপ কল্প বৃক্ষাবলম্বিনী কল্পলতিকার
 কারা নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা কলপুস্পবতী হইবেন এমত প্র-
 তাশা হইয়াছে, যেহেতু উক্ত মহানুভাবের মনোযোগ স্বরূপ
 আলবালে কারুণ্যামৃত বিঞ্চন হইতেছে, উক্তা কল্পলতিকা
 রূপা পত্রিকার ধৰ্ম্ম স্বরূপ কুসুম কলিকা যখন প্রক্ষোভিত
 হইবে তখন তৎসৌবতে এতদেশকে পরমামোদিত করি-
 বেক, ফলোদ্যমে বাধাতিরিক্ত ফল প্রদানও করিবেন, এবং
 ছায়াবলম্বনে সংসরোত্তপ্ত ব্যক্তিবা পরম সুশীতল হইবেন,
 অতএব ধন্যতম ধার্ম্মিক বর রাঘচৌধুরী মহাশয়কে জগদী-
 শ্বর, বিশেষ সৌরব যুক্ত করিয়া তচ্ছিত্তকে নিয়ত নিত্য সত্য-
 মুক্ত স্বভাব সনাতন ধৰ্ম্মে নিযুক্ত করুন ।

গতবারের শেষঃ ব্রহ্মোপনিষৎ ।

একমেবতৎপরং বৃক্ষবিভাতি নির্বাণং নত-
 ত্ৰদেবাক্ষয়ঃ পিতর ঈশতে প্রতিবুদ্ধঃ সর্ব-
 বিদ্যেতি ॥ ৭ ॥

* সেই তুরীয়াখ্য পরমাত্মা নির্বাণ পদ পরব্রহ্ম তিনিই
 এক সর্বত্র দেদীপ্যমান সেখানে দেবতা ঋষি পিতৃ প্রজ্ঞে-

■ অর্থাৎ তুরীয়াবস্থ সেই পরমাত্মাকে জ্ঞানার নামই ব্রহ্মজ্ঞান,
 তন্নিমিত্তই ধৰ্ম্ম জিজ্ঞাসানন্তর [অর্থাতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসেতি] বেদান্ত সূত্রি-

শাদি কেহই প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়েন না, নিত্য সত্যমুক্ত স্বভাব
অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাই সর্ব বস্তুকে স্বপদে আনয়ন
করেন ॥ ৭ ॥

যেমন সমান্য নদনদী প্রভৃতি জলাশয় সকল সমুদ্রান্তরে
স্বপ্রভাবে বলবক্রপে প্রচলিত হয় কিন্তু সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ
করিলে আর কিছুমাত্র প্রভাব থাকে না, কেবল প্রবাহ বিচ্ছে
দও নহে সেই সকল জলাশয়কে জলাশয় বলিয়াও পরিচিত
হওয়া যায় না, তক্রপ তুরীয়াবস্থা প্রাপ্তে ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক্
পদার্থ থাকে না ॥ ৭ ॥

:

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্বা হৃদিপ্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা
হৃদিপ্রাণশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎসূত্রধ্বতদ্বিদুঃ

॥ ৮ ॥

ত করিয়াছেন, যেহেতু ধর্ম জিজ্ঞাসা পদে ধর্মজ্ঞান, তাহাতে তৎপ্রতি
পাদক শাস্ত্রাক্ষরের আবৃত্তিকে ধর্মজ্ঞান বলেনা, অক্ষরাবৃত্তি করিয়া
যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড ব্রত নিয়ম দৈব, পৈত্রকর্ম, এবং সদাচারাদি করিতে
হয়, যখন কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া সংসারোচিত ক্রিয়াতে বিরজি
জন্মে, তৎকালে সংসার বিহিত সকল কর্মকে বিসর্জন করতঃ কেবল
ব্রহ্মাদি শুভকর্মমুষ্ঠানকে আয়ত্ত করিয়া পরিব্রাজক ধর্ম গ্রহণ করি-
বেক, অর্থাৎ দণ্ড গ্রহণে ব্রহ্মধর্মের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেক, তথাপি
কর্মামুষ্ঠান ত্যাগনা করিয়া, বহিঃকর্মে বিরক্ত হইয়া অধ্যায় যোগী
হইবেক।

হৃদিস্থিত দেবতা সকল, ■ হৃদিস্থিত প্রাণাদি, এবৎ † হৃদিস্থ জ্যোতি অর্থাৎ চিদাত্মস ইহাকেই ‡ ত্রিবৃৎসূত্র বলিয়া জ্ঞানিরা জানিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানবান্ সাধকেরা বহিঃকর্ম পরিত্যাগেচ্ছু ব্যক্তির ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করাই কর্তব্য, তাহাতে সমস্ত বাহ্য বিষয়ের পরিবর্তন করিয়া পরিণামে সেই সকল বাহ্য-কর্মকে স্বহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতঃ ব্রহ্মানুশীলন করিবেন অর্থাৎ কর্মত্যাগ না করিয়া অন্তর্যাগে কর্ম সম্পন্ন করিবেন, তত্রাদৌ ব্রহ্মধর্ম গ্রহণে কেবল ব্রাহ্মণেরি অধিকার অন্যের তদ্ব্যক্তি অধিকারের অনুশাসন নাই, বহিঃকার্পাসসূত্র ধারণ, সেই সূত্রের অনুরূপ হৃদয়ে জ্ঞান সূত্রধারণ করিবেন । অর্থাৎ বহির্দেবতা চিন্তা রহিত করিয়া হৃদিস্থ অর্থাৎ আ-ত্মস্থ সমস্ত দেবতার চিন্তা করিবেক, যেহেতু শরীরেই সমস্ত

■ হৃদিস্থ প্রাণাদি, অর্থাৎ প্রাণ অপান সমান উদান, ব্যান, নাগ-কূর্ম, কুকর, দেবদত্ত, খনঞ্জয় প্রভৃতি যদিও নানাস্থানে স্থিত করেন তথাপি তাঁহারদিগের হৃদয়ই মূলস্থান, যেহেতু সমস্ত বায়ুই প্রাণের বশ ।

† হৃদিস্থ জ্যোতি ইত্যর্থ জীবায়া, যেহেতু চৈতন্য স্বরূপ আত্মাই জীবরূপে ভাসিত ।

‡ ত্রিবৃৎসূত্র পদে প্রাকৃত ভাষায়, [ত্রিদিগী] বলে । অর্থাৎ যজ্ঞ-সূত্র বহিব্রাহ্মণ লক্ষণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অখ্যাত ত্রিবৃৎসূত্র ধারণ করিবেক ।

দেবতার অধিষ্ঠান হয়। অর্থাৎ শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল দেবাংশ ভূত আত্মাকে অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে প্রাণের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।

হৃদিচৈতন্যে তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

উক্ত ত্রিব্রহ্ম হৃদিস্থ এক চৈতন্যে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তিনিই সকলের গ্রন্থি স্বরূপ হয়েন, তাঁহাকে অবলম্বন করতঃ সমস্ত বিষয়ের সংস্থিতি হয় ॥ ৯ ॥

ইত্যর্থঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বহিঃসূত্র ত্যাগ করিয়া অন্তঃস্থ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন তাহার মন্ত্র উদাহৃত হইয়া-
ছেন ।

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যং
সদুক্তং পুরস্তাং আয়ষ্যামগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ-
শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমন্ততেজঃ ॥ ১০ ॥

■ প্রজাপতি অর্থাৎ জগৎবিধাতা কর্তৃক উক্ত যে যজ্ঞসূত্র, পরম পবিত্র সর্ব ভুবনের শ্রেষ্ঠ, পরমায়ুষ্য সর্বোত্তম শুভ্র

■ প্রজাপতি শব্দে ব্রহ্মা অর্থাৎ পরব্রহ্ম ব্রহ্মরূপে প্রজোৎপত্তি করেন । আদৌ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যশূদ্রাদি চারি জাতি সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ জাতিকে ব্রহ্মাশ্রমশীলনের ভাবদেয়, চিহ্নার্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সূত্র প্রদান করেন । যথা [ব্রহ্মণোঃ পাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুনীকৃতং শিবেন পিহিতং গ্রন্থং সাবিজ্যাচাভি যদ্রিতং । ব্রহ্মা

সেই যজ্ঞোপবীত পরিমোচন করতঃ এই চৈতন্যব্রহ্ম
ত্রিরুৎ সূত্র ধারণ করিলাম, অতএব হে পরমাত্মন বহির্ঘণ্ডে,
পবীতের যে বল যে ক্ষেত্রঃ সেই বল সেই তেজঃ এই ত্রিরুৎ
সূত্রে অধিষ্ঠিত হউক ॥ ১০ ॥

অতএব এতচ্ছ্রুত্যা ব্রাহ্মণাদির বহিঃসূত্র ধারণাও বিকল
নহে, যেহেতু বহিরনুসারে অন্তঃসূত্র ধারণের বিধি সূতরাং
দণ্ডগ্রহণে বহিঃসূত্রন্যাস করিলে বহিঃসূত্র ন্যাস করিতে হয়,
একারণ সংসারস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া ব্রাহ্মণকেই নিশ্চয় করি-
য়াছেন, সংসার ত্যাগী দণ্ডীরাও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের বাহ্য-
কর্ম ব্রাহ্মণবৎ করিতে হয় না, কিন্তু সদাচার ভিন্ন অসদা-
চারী হইলেও ব্রহ্ম ধর্ম রক্ষা পায় না।

সশিখং বপনং ব্রহ্মা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্র মিতিধারয়েৎ ॥ ১১ ॥

বিস্মু শিবশ্চৈব বাসুকিঃ পবনানলঃ শুক্রঃ সূর্য্যঃ স্রবাচার্য্য স্তম্বনানাং
নব দেবতাঃ। প্রথমতঃ ব্রহ্মা সূত্রোৎ পাদন করেন, বিস্মুকৃত ত্রিগুণ
অর্থাৎ ত্রিদণ্ডী, মহাদেব গ্রন্থি বন্ধন এবং গায়ত্রী অভিমন্ত্রিত করেন।
নবসূত্রে নবদেবতার অধিষ্ঠান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি, পবন, অগ্নি,
শুক্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি এই নবদেবতা হয়েন। অতএব বহিঃসূত্রকে
অন্তঃসূত্রের অর্থাৎ শরীরের মধ্যে এই সকল দেবতাব বাস, ইহাদিগকে
একাগ্রমনে অনুধ্যান করতঃ অন্তঃসূত্রে অধিষ্ঠিত করিয়া বহিঃসূত্রকে
ত্যাগ করিবেন। ইহার মান দণ্ডগ্রহণ।

শ্রী ১। গুন করতঃ জানেছু সাধক বহিস্থত্র ত্যাগ করি-
 ১। অর্থাৎ সমস্ত নশ্বর কর্ম হইতে চিত্তকে উঠাইয়া
 এক অক্ষর পরব্রহ্ম যিনি তাঁহাকে * সূত্ররূপে জানিয়া
 তৎসূত্রধারী হইবেন ॥ ১১ ॥

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহঃ সূত্রং নাম পরং
 পদং। তৎসূত্রং বিদিতং তেন সবিশ্রো-
 বেদ পারগঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তর ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছেন, সূচনাৎসূত্র
 অর্থাৎ পরমপদের অভিসূচক ইত্যর্থঃ সূত্র, অতএব বিশ্র-
 ক্তক্কে সূত্রদৃষ্টে ব্রাহ্মণ বলিয়া উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ ইহার
 ব্রহ্মানুশীলন আছে, ইত্যর্থঃ সূত্রকে ব্রহ্মসূচক বলিয়া
 জ্ঞানীরা কহেন এই † যজ্ঞসূত্রের মর্মবিদিত ব্রাহ্মণকেই
 বেদ পারগ বলা যায়, অর্থাৎ সূত্রধারণেই ব্রাহ্মণ বিদিতার্থে
 বেদপারগ হইবেন।

* সূত্রপদে তন্তু এবং সর্গ কারণ, অতএব ব্রহ্মই সর্গ কারণ এনিমিত্ত
 তাঁহাকে সূত্র বলিয়া খৃত করিয়াছেন।

† যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া তৎকারণ জ্ঞানিবে, তাহা জানিলেই মোক্ষ-
 পদ প্রাপ্তি হয় নচেৎ বিশ্রুদ্ধে সূত্র ধারণমাত্র, যথা [উৎপত্তিং যজ্ঞ
 সূত্রস্য যে ন জ্ঞানন্তি ব্রাহ্মণাঃ, তেযাং সর্বাণি কর্ম্মাণি ভবন্তি ভস্মসাৎ
 কিলঃ] যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি যে সকল ব্রাহ্মণেরা জানেন না তাঁহাদি-
 গের সকল কর্ম্মই ভস্মসাৎ অর্থাৎ বিফল হয়। ইত্যর্থঃ এই উপলব্ধি

যেনসর্ষমিদং প্রোতং সূত্রেমগিগণাইব ।
তৎসূত্রং ধারয়েদ্যোগী যোগবিত্ত্বদর্শি-
বান্ ॥ ১৩ ॥

সামান্য মগিগণ সূত্রে গ্রথিত ন্যায় ■ যে সূত্রে এই সমস্ত বিশ্ব গ্রথিত হইয়াছে, যোগবিৎ তত্ত্বদর্শী যোগীরা সেই সূত্রকেই ধারণ করেন ॥ ১৩ ॥

বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুক্তমমা-
স্থিতঃ । বৃক্ষভাব মিদং সূত্রং ধারয়েদ্যঃ
সচেতমঃ ॥ ১৪ ॥

বিদ্বান্ পদে সাধক উত্তম যোগাস্থিত হইয়া এবং বহিঃ-
সূত্র ত্যাগ করিয়া ব্রক্ষ স্বরূপ এই অধ্যায়সূত্র যিনি ধারণ
করেন, তিনিই সচেতন অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্ম
রূপ হয়েন ॥ ১৪ ॥

কবাইয়াছেন, যে যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি জানিতে হইলেই, পরব্রহ্মের
অনুশীলন করা হয়, তাহা হইলেই সমস্ত কর্ম সকল, যথা [তপাংসি
সর্লানিচ যদন্তীতি] সকল তপস্যাই তৎপ্রাপ্তার্থে, একারণ দণ্ডগ্রহণে
বহিঃকর্ম ভাগে কেবল এক ব্রক্ষকে চিন্তা করিতে হয়, অতএব অন্তঃ
সূত্রধারণেবই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন ।

* অর্থাৎ সূত্রমালা গ্রন্থবৎ পরমাত্মাতে জগৎ গ্রথিত, একারণ
তাহাকে সূত্র বলিয়া যোগীরা যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করেন ।

২১৮ নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ।

ধারণাতস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টোনাশুচিভ-
বেৎ । সূত্র মন্তুর্গতং যেযাং জড়া যজ্ঞো-
পবীতিনাং । তেবৈ সূত্র বিদোলোকা
স্তেচ যজ্ঞোপবীতিনঃ ইতি ॥ ১৫ ॥

‘অন্তঃসূত্র ধারণে তৎসূত্র * উচ্ছিক্ত হয় না, এবং যজ্ঞো-
পবীতধারি ব্যক্তি অশুচি হয় না অর্থাৎ নিত্য শুচি হয় ।
চৈতন্য স্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারীই যজ্ঞোপবীতি । তদিতর
কার্পাসসূত্রধারী জড়া যজ্ঞোপবীতি ॥ ১৫ ॥

ইতি ব্রহ্মোপনিষদি প্রথমোধ্যায়ঃ ।

অথ স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষার প্রতিফল ।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে শকাব্দা ১৭৭২ শ-
কের মাঘ মাসীয়ানিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায় শ্রীরামপুর
নিবাসী মিশনারি রাজ সম্পাদকের (সত্যপ্রদীপ পত্রের)
উক্তি প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা এবং স্বাধীনতা প্রদান
বিষয়ে যে প্রত্যাশা করা গিয়াছিল, তাহার ফল প্রদর্শনার্থ
অত্রপত্রে কিঞ্চিৎ লিখনের আশ্যক হইল । এক্ষণে মিশ-
নারি কর্তৃক সত্য প্রদীপের বর্ত্তী স্নেহাভাবে নির্বাণ পদে

* উৎশিক্ত পদে ত্যাগ করা যায় না, অন্যৎ বহিঃসূত্রচ্ছিন্নমাতম হয় এবং
ত্যাগ করিতে পারে, অপিচ বিবিধ সদাচার না করিলে তৎসূত্রের প্র-
ভাব থাকে না অতএব বহিঃসূত্রে জড়সূত্র বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ।

আরোহণ করিয়াছেন। বর্তমান কালে (বেথুন) সাহেব
 স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষার বিষমোন্মাদ করেন, তাহাতে এতন্নগরস্থ
 এবং নগরান্তরস্থ অনেকাধিক তদ্র সন্তানেরাও বহু উৎসাহ
 যুক্ত হইয়া তাঁহাকে সাহস প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা
 পূৰ্ব্বমহর্বিগণের বাক্য বিশ্বাস না করিয়া বালিশতা প্রযুক্ত
 আপন২ বুদ্ধিযুক্তিকেই বলবতী জ্ঞান করেন, কিন্তু ইহা
 উপলব্ধি হয় না, যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কদর্যা, তাহাতে বিদ্যা
 চাতুর্য্য প্রকাশ হইলে স্বাধীনা হইবে, তাহা হইলে পুরুষ
 মাত্রকে তুণ তুল্য জ্ঞানে অনিষ্ট কর্ম করণের অপেক্ষা রাখি-
 বেক না, দেখুন, ষাঁহার এতন্নগরে মহামান্য খন্যবংশ প্রসূত
 খনাঢ্যতম তাঁহাদিগের গৃহে বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যা দ্বারা
 কি না ভূষটনা ঘটিতেছে, অতি আক্ষেপে কহিতেছি, কিন্তু
 কহিতেও নয়ন সলিলে স্নাবিত হই, তথাপি না কহিলেও
 উত্তম২ ঘরে এই প্রকার অনেক কুকর্ম উপস্থিত হয়, বর্ত-
 মান কালে স্বর্গগত ৩৮বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর মহাশয়ের
 (দৌহিত্রী) অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষায়
 পারদর্শিনী হইয়াছিলেন, সেই অবলা অভাগ্যা ভাগ্যবানের
 কুলকজ্জলা, বিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুর সাহেবের জ্ঞান
 প্রদানে অন্ধকূপ হইতে মহাআলোকে গিয়াছেন, ভাগ্যবানেরা
 বিবেচনা করুন ঐ অবলাকে যদি বিদ্যাদিয়া তাঁহারা প্রবলা
 না করিতেন তবে তিনি কদাপি শিকদারিপদে আসক্তা হইয়া
 পত্র লিখিয়া মাতুল সাহেবের নিকট আশ্রয় বহির্নিষ্কৃমণের

সংবাদ করিতে শক্তা হইতেন না, ইংলণ্ডীয়দিগের ইস্ট
সিদ্ধি বটে, কিন্তু মান্য বাবুদিগের কি সর্বনাশের বিষয় হই-
য়াছে । অতএব, স্ত্রীলোকের বিদ্যা প্রদান বিষয়ে দোষ
দেখিয়া শুনিয়া অতঃপর নিরস্ত হওয়াই কল্যাণ, নচেৎ
কর্ত রজ্জ উপস্থিত হইবে তাহার সীমানাই, উজ্জল ধর্ম প্রদী
পের প্রভাবে প্রায় সকল বড় ঘরেই দিবারাত্রি আলো
জ্বলিবেক, সেই জ্বালায় কত জ্বালা ভোগ করিবেন, তাহা
লেখনে লেখনীশক্তা হইতে পারিবেন না । এই সকল অস-
দৃশ কর্ম কেবল নব্য বাবুদিগের সভ্যগুণেই উৎপন্ন হই-
তেছে, পূর্বে এতাদৃক কুলকলঙ্কেব ঘটনা হইত না, ইংল-
ণ্ডীয়দিগের সহিত আলাপ রাখিবার নিমিত্ত প্রেমোন্মাদ
জন্মিয়াছে, তাহাতেই হতবুদ্ধি হইয়া আপন বদনে মসীচু-
ণের লেপ দিতেছেন ।

কি পুত্র, কি কন্যা, ইহাদিগকে বালক কালে স্বজাতীয়
বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে পরাংমুখ করিয়া শুদ্ধ ইংলণ্ডীয় ভাষায়
পারদর্শী করণার্থ ইংরাজী পাঠশালায় নিযুক্ত করণ
স্বতরাং তাহারা আত্ম ধর্মানুষ্ঠানের বিধির অভাবে বিজা-
তীয় ধর্মে প্রবর্ত হয়, নচেৎ বাবু জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুর কি, স্বধর্ম
ত্যাগ করিতে পারিতেন, বিশেষতঃ এতদেশের ধনবানদিগের
সন্তানগণকে, খ্রীষ্টিয়ান করার মূল কল্পিত ব্রহ্মধর্ম, যেহেতু
সর্ব জাতীয়ান ভোজনে তৎকর্মে নিষেধ নাই, ফলিতার্থ আহার
ব্যবহারের অব্যবধান হইলে ইংরাজ ও মুসলমান, এবং

হিন্দুর আর বিশেষ কি থাকে, অতএব সম্ভ্রান্তদিগের উচিত
যে আদৌভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানের পথে কণ্টক দেন এবং বেদোদিত
কর্ম্মকাণ্ডের বিধিকে প্রাবল্য করতঃ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য
কর্ম্মের প্রবাহ বৃদ্ধি করেন, নতুবা বৃথা আক্ষেপের কল কি,
যদ্যপি কম্পিত ইংলীশ স্ত্রীবিদ্যালয়ে বালিকাগণকে বিদ্যা-
শিক্ষার্থ প্রদান করেন । তবে উত্তর২ সকল ভাগ্যবস্তুর
ঘরেই এই সর্কনাশের ঘটনা দিনে২ ঘটিবে, তখন নিরস্তর
স্বকর্ম্ম ফলের অনুভব করিয়া পরিতাপিত হইতে থাকিবেন ।



অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ড বস্তু সকলের
সম্বন্ধ বিচার ।

নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভি-
রূপাশ্চিত্তাঃ শিরোভিরাবতা নাভিস্চক্র না-
ভিরিবাকরৈঃ ॥ ৫ ॥ সুশ্রুতং ।

নাভিস্থিত প্রাণি সকলের প্রাণ, প্রাণ হইতে নাভি আশ্রিতঃ
শিরা দ্বারা আবৃত নাভি, অর্থাৎ • আকরেতে আচ্ছাদিত
চক্র নাভির ন্যায়, শিরা দ্বারা আচ্ছাদিত নাভিমণ্ডল হয় ॥ ৫ ॥

• যেমন রথশকটাদির চরণ অথবা কুম্ভকাবাদির চক্র, তাহার নাভি
অর্থাৎ মধ্যদেশে তাহাতেই সমস্ত কীলক সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ তাবৎ শিরা
জীবের নাভিমণ্ডলে আবদ্ধ, প্রাণ সকল স্থানে স্থিত হইয়াও নাভিকে
আশ্রয় করিয়াছেন, নাভিও প্রাণের সঞ্চারে স্বস্বাবস্থায় থাকে ।

২২২ নিত্যধর্মাস্তুরঞ্জিকা ।

তায়থাতাসাঙ্খলুমূলাঃ শিরাস্চত্বারিংশৎ

॥ ৬ ॥

সুশ্রুতং ।

সেই সকল শিরা অর্থাৎ সপ্তশত শিরার মূল শিরা
[৪০] চত্বারিংশৎ হয় ॥ ৬ ॥

তাসাং দশবাতবহাঃ দশপিত্তবহাঃ দশশ্লে-
ষ্মবহাঃ দশরক্তবহাঃ ॥ ৭ ॥ সুশ্রুতং ।

সেই চত্বারিংশৎ মূলশিরার মধ্যে [১০] শিরা বায়ুকে
বহন করে [১০] দশ শিরা পিত্ত বহন [১০] দশ শিরা শ্লেষ্মাকে
বহন [১০] দশ শিরা রক্ত বহন করেন ॥ ৭ ॥

তাসাং খলুবাতবহানাং বাতস্থান গতানাং
পঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি ॥ ৮ ॥ সুশ্রুতং ।

সেই সকল নাড়ীর মধ্যে বায়ুস্থান গত দশ শিরা সহিত
[১৭৫] এক শত পঞ্চ সপ্ততি শিরা হয় ॥ ৮ ॥

তাবত্যএব পিত্তবহাঃ পিত্তস্থানগতাঃ শ্লেষ্ম-
বহাঃ শ্লেষ্মস্থানগতাঃ রক্তবহাঃ রক্তস্থান
অর্থাৎ যকৃৎপীহ গতাবৎ শিরাঃ সপ্ত
শতানিভবন্তি ॥ ৯ ॥ সুশ্রুতং ।

পিত্তস্থানে, শ্লেষ্মস্থানে, রক্তস্থানে, এবং বায়ুস্থানগতা
[১৭৫] শিরা সংখ্যায় বিস্তৃত হইয়াছে, একত্রিত গণিয়া
[৭০০] সপ্তশত শিরা হইয়াছে ॥ ৯ ॥

তত্রবাতবহা একস্মিন্ সকথিনি পঞ্চবিংশতিঃ । এতেনেতর সক্তি বাহচ ব্যাখ্যা-
তো ॥ ১০ ॥ সুশ্রুতং ।

বায়ুবহা (২৫) পঞ্চবিংশতি শিরা এক পাদে সক্তি বন্ধন
করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ বায়ুর নিঃসরণ হয়, এই রূপ অপর
পদে এবং বাহুদ্বয়ে একত্রিত (১০০) শিরা বিভক্ত হয় ॥ ১০ ॥

বিশেষতঃ কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশতাসাং শ্রো-
ণ্যাং গুদমেচুশ্রিতা অর্ধৌ ॥ ১১ ॥ সুশ্রুতং

বিশেষতঃ কটিবিবরে (৩৪) চতুস্ত্রিংশত শিরা তন্মধ্যে
শ্রোণিতে, অর্থাৎ ঘোনিবিবরে ও গুদে, এবং মেচু অর্থাৎ
লিঙ্গে বায়ু বহা অষ্ট শিরা বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

দ্বৈপাশ্বর্যোঃ ষট্ পৃষ্ঠে তাবত্যেবচো-
দরে দশবক্ষসি ॥ ১২ ॥ সুশ্রুতং ।

পাশ্বদ্বয়ে দুই দুই শিরা, ছয় শিরা পৃষ্ঠে, ছয় শিরা
উদরে, দশ শিরা বক্ষস্থলে বিভক্ত হয় ॥ ১২ ॥

একচত্বারিংশত জরুণ উর্দ্ধে তাসাং চতু-
র্দশ গ্রীবায়াং । চতস্রঃ কণ্ঠয়োঃ নবজি-
হ্বায়াং ষট্‌নাসিকায়াং অর্ধৌ নেত্রয়োঃ
॥ ১৩ ॥ সুশ্রুতং ।

একচল্লিশ শিরাকণ্ঠার উর্দ্ধে, তন্মধ্যে গলদেশে চতুর্দশ।
চতুঃশিরা কর্ণদ্বয়ে। নবশিরা জিহ্বায় নাসিকাদ্বয়ে ছয়
শিরা। চক্ষুদ্বয়ে অষ্ট শিরা বায়ুকে বহন করেন ॥ ১৩ ॥

এবং বাতবহানাং স. পঞ্চ সপ্ততিশতং
ভবন্তি এষবিভাগঃ। পিত্তবহানামপি।
বিশেষন্ত পিত্তবহা নেত্রযোর্দশ কর্ণয়ো-
র্দ্বয়োঃ ॥ ১৪ ॥ সুশ্রুতং।

এই প্রকার বায়ুবহা শিরা (১৭৫) পঞ্চ সপ্ততিশত হয়,
এই বিভাগ পিত্তবহার শিরায় ও জানিবেন। বিশেষতঃ
পিত্তবহা শিরা মধ্যে চক্ষুদ্বয়ে দশ শিরা, কর্ণদ্বয়ে ছয় শিরা
হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
শ্রীযুত বারু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় দোমাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুনদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাছাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দস্থলুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিত্তয় ত্বং মনোমে ।

১৬৭ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪ । সন ১১৫৯ সাল ১৫ অগ্রহায়ণ সোমবার

গোবিন্দ পূজাপাদ শিষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বমত
স্থাপনের নিমিত্ত নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতিব অবলম্বনে
দিগ্বিজয় করিয়া রুতকার্য্য ইহয়াছিলেন, কিন্তু বিচারোপ-
লক্ষে বহুতর দেবনিন্দা ও শাস্ত্র নিন্দা করাতে অনেকা-
নেক লোকের চিত্তে বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মিল, আচার্য্য
স্বামী তদৃষ্টে আপনাকে ধিক্কার দিয়া মনে২ বিচার করি-
লেন, যে আমি কি, কুরুক্ষ্ম করিলাম, এককালে পৃথিবীর
ধৰ্ম্ম উচ্ছেদ জন্য সোপান স্বৰূপ প্রতিষ্ঠিত হইলাম ।

অনন্তর তদৌষ ফালনার্থ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপনার্থ, এবং সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি না কোপিতা হয়েন, এতদর্থে বেদান্ত চর্চার নিমিত্ত স্থানে মঠ সংস্থাপন করতঃ শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন, যে সাকার শ্রুতিকে অপ্রামাণ্য করিহ না, মূর্ত্তামূর্ত্ত উভয়ান্নক ব্রহ্ম, ঐক্যবাদীকেই অদ্বৈতবাদী বলে, অতএব দেব দেবীর প্রতি দ্বেষ রহিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অর্চনা করহ । এবং যথেষ্টাচারে বিরত হও এই রূপ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া স্বয়ং স্বকৃত তুষ্কৃতি ফালনার্থ দক্ষিণে শৃঙ্গগিরির নিকট তুষ্কভদ্রা নদীতীরে এক মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর প্রতিমা স্থাপনা করতঃ তন্মিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন । যথা শঙ্কর বিলাসধৃতং ।

সাকার শ্রুতিমূল্লংঘ্য নিরাকার প্রবাদতঃ ।
 যদযংমেকৃতং দেবি তদযং ক্ষন্তুমহঁসি ॥
 ত্বমেব জগতাংধাত্রী সারদেংক্ষর কপিণি ।
 তব প্রসাদাদ্বেবেশি মুকোবাচালতাং ব্র-
 জেৎ ॥ বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থন্ত্ব
 বিপর্যায়ং । দেবানাং জপ যজ্ঞাদি খণ্ডিতং
 দেবতাক্ষনং । স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং মে-
 ভূরিদুষ্কৃতং । তৎক্ষমস্ব মহামায়ে পর-

মাত্মা স্বৰূপিণি ॥ কৃত্যৰ পৰিহাৰায় ত-
বাৰ্চা স্থাপিতাময়া। অত্ৰতিষ্ঠ মহেশানি
যাবদাহূত সংপ্লবং। শঙ্কৰবিলাসং।

হে দেবি, হে সারদে, সাকার শ্ৰুতিকে তিরস্কাৰ কৰতঃ
নিরাকার শ্ৰুতিকে প্ৰতিপন্ন কৰাতে যে পাতক কৰিয়াছি,
তাহা আমাকে ক্ষমা কৰহ। হে জগন্মাতঃ সারদে তো-
মার প্ৰসাদে মুক ব্যক্তিও বাক্ পটু হয়। বিৰুদ্ধ ধৰ্ম্মাৱদি-
গের বিচাৰে বেদাৰ্থকে বিপৰীত কৰিয়াছি, এবং দেবতা-
দিগের জপযজ্ঞ অৰ্চনাদি খণ্ডন কৰিয়াছি, আর মত সংস্থা-
পন জনা অনেক ভুল্ কৰিয়াছি, হে মহামায়ে হে পৰ-
মাত্মা কপিণি সারদে, আমার সেই সকল অপৰাধ ক্ষমা
কৰহ। অতএব কৃত পাতকের পৰিহাৰার্থ আমি তোমার
প্ৰতিমা স্থাপনা কৰিলাম, এই প্ৰতিমায় তুমি এক কল্প
পৰ্য্যন্ত অবস্থিতি কৰহ।

এ আশ্ৰমে সঙ্কৰাচাৰ্য্য কিয়ংকাল বাস কৰতঃ স্বশিষ্য
ভাবতী সংপ্ৰদায় স্থাপন কৰিয়া বিশ্বেশ্বরের প্ৰসন্নার্থ শ্ৰীশ্ৰী
বাবানশী ক্ষেত্ৰে গমন কৰতঃ বিশ্বেশ্বরের ও অন্তৰ্গুণ
গঙ্গার অনন্তকম্পা উপলব্ধি কৰিয়া গঙ্গা, শিব, অন্নদা
এবং ত্ৰিপুরা মাহাত্ম্য আনন্দ লহৰী প্ৰভৃতি বিবিধ গ্ৰন্থ
প্ৰকাশ কৰিয়াছিলেন।

অথ শঙ্করাচার্য্য কৃতং অপরাধ ভঞ্জন

শিবঃস্তোত্রং ।

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধর মুকুটং পঞ্চব
ক্ত্রং ত্রিনেত্রং । শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং
পরশুমপিবরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং ॥ নাগং
পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুক সহিতং চাক্ষুশং বাম-
ভাগে । নানালঙ্কার দীপ্তং স্ফটিক মণি-
নিভং পার্শ্বতীশং ভজামি ।

পার্ব্বতীনাথ মহাদেবকে ভজনা করি, কিন্তু কিম্বৃত শিবা-
না, শান্ত, অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, ইত্যর্থ অনুগ্রহদর্শন, পদ্মা-
সনস্থ, অর্থাৎ মুদ্রা বিশেষঃ কিম্বা কমলাসন, তৎপদে শবাস-
নও সিদ্ধ হয় যেহেতু তিনি শ্মশান বাসী, অর্দ্ধচন্দ্র ললাট
ভূষণ, পঞ্চানন, ত্রিলোচন, দশভুজ, শূল, বজ্র, খড়্গ পরশু
বর, দক্ষিণ হস্তে বহন করেন, অপর বাম হস্তে নাগ, পাশ,
ঘণ্টা, ডমরু, অক্ষুশ ধারণ করিয়াছেন নানা অলঙ্কারে দীপ্ত
কলেবর, স্ফটিক মণির ন্যায় উজ্জ্বল রূপ ।

নশক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদ গহনং প্রত্য-
বায়াকুলাখ্যং । শ্রোতবর্ত্তী কথং মে দ্বি-
জকুল বিহিতে ব্রহ্মমার্গেচ সারে ॥ নমো-
ধর্ম্মো বিচারঃ শ্রবণ মননয়োঃ কোনিদিধা-

সিতবাঃ। ক্ষম্তব্যো মেপরাধঃ শিব শিব
শিব তোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো।

পদে২ ছুর্গম যে স্মার্তকর্ম্ম অর্থাৎ স্মৃত্যুদিত কর্ম্ম করণে
শক্ত হইলাম না, অর্থাৎ তাহাতে ■ কর্ম্মাকরণ জন্য সমুহ
প্রত্যবাসে আকুল হইয়াছি, ইত্যার্থে স্মৃত্যুক্ত দ্বিজকুল বিহিত
এক সার যে ব্রহ্মমার্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলোচিত স্মার্তকর্ম্ম
বিধান করি, ন.ই, তাহাতে † ঐতি বার্তার সহিত আমার
সম্বন্ধ কি এবং ধর্ম্ম বিচার নষ্ট হইয়াছে, ‡ শ্রবণ মনন দ্বারা
নিদিধ্যাসিতব্য, কে, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিশ্চয় করি নাই, এক্ষণে
শরণাগত যে আমি আমার এই সকল অপরাধ হে শিব
হে শস্তো কৃপা করিয়া ক্ষমা করিহ।

স্নাত্বা প্রতুষকালে স্নপন বিধিবিধৌ না-
হুতং গাজতোয়ং। পূজার্থং বা কদাচিৎ

* স্মৃত্যুদিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় না,
যথা ঐতি [ধর্মেণ পাপান পমুদতীতি] ধর্ম্ম দ্বারা পাপানোদন হয়,
নিষ্পাপ হইলেই চিত্তের শুদ্ধি জন্মে, চিত্ত শুদ্ধে ঐতিঃ অর্থাৎ বেদান্ত
ধর্মে অধিকারী হয়।

† ঐতিঃ পদে বেদান্ত (বেদান্তস্যাছপনিষ দিতি মেদিনী) বেদান্ত
পদে উপনিষৎকে অভিধানে ব্যাখ্যা করেন।

‡ [আত্মাবাসে শোভব্য, মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য ইতি] ঐতি বাক্যে
আত্মা ক নিশ্চয় কবিয়াছি, কিন্তু সেই আত্মা, কে, তাহার নিশ্চয় করি
নাই, এত জন্য আমি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি।

২৩০ নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ।

বহুতর গহনাং খণ্ডবিল্লৈকপত্রং । নানীতা
পদ্মমালা । সরসি বিকসিতা গন্ধপুষ্পে তদ-
র্থং । ক্ষন্তু বেগমেপরাধঃ শিব শিব শিব
ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ।

আমি কদাচিৎ বিধি পূৰ্ব্বক প্রাতঃস্নান করি নাই,
এবং কদাপি পূজার্থ গঙ্গাজল, ও বন হইতে খণ্ড বিল্লপত্রও
আহরণ করি নাই, অপর সরোবর হইতে প্রকুল্ল পদ্মমালা
এবং গন্ধপুষ্প আনীত হই নাই, অতএব হে শস্তো হে
মহাদেব হে শিব আমার এই অপরাধ ক্ষমা করহ ।

তথাপি কাল রাজেন নিঃক্ষিপ্তঃ শঙ্করাজ্ঞেয়া ।
হিমাদ্রিশিখরাগ্রেচ পপাতচ মমারচ ॥ শঙ্ক-
রবিলাসং ।

অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র করাতেও শিবাজ্ঞা মতে কালতৈরব
কর্তৃক নিঃক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয় শৃঙ্গে পতিত মাত্রেই পঞ্চস্থ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই শঙ্করাচার্য্যের জন্ম বৃত্তান্ত
সর্ব জনে খ্যাত আছে ।

গতবারের শেষঃ।

অথ ব্রহ্মোপনিষৎ।

জ্ঞানশিখনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞো পবী-
তিনঃ। জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং
জ্ঞানমুচ্যতে। ১৬। ১।

কেশধারীর নাম শিখী, যজ্ঞোপবীত ধারির নাম যজ্ঞোপ-
বীতী, অতএব বহিঃশিখা, বহিঃযজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করতঃ
জ্ঞাননিষ্ঠ যতি, অর্থাৎ পরম হংসেরা। ■ জ্ঞানময়ী শিখা এবং
জ্ঞানময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে
জ্ঞানই পরমোপাস্য এবং জ্ঞানানুশীলনই পবিত্রের কা-
রণ হয়।

অগ্নেৰিবশিখা নান্যায়স্য জ্ঞানময়ীশিখা।
সশিখীভ্যুচ্যতে বিদ্বান্নিতরে কেশধারণঃ

১১৭। ২।

■ জ্ঞান শব্দে সামান্য ঘটপটাদি বিষয়ক নহে, পৰমার্থ জ্ঞানকেই
জ্ঞান বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলেন, যথা তৈত্তিরীয়া
শ্রুতি (সত্যং জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্মেতি) সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত
ব্রহ্ম, অতএব পৰমাত্ম তত্ত্বনিষ্ঠ সাধকের অর্থাৎ যতিদিগের জ্ঞানানুষ্ঠা-
নই পবিত্র কারণ। অতএব তত্ত্বজ্ঞানেতব যে জ্ঞান, তাহাকে বিজ্ঞান
বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন। যথা কোষে [বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ]

অগ্নিশিখার ন্যায় শিখা, বাহার জ্ঞানময়ী শিখা, অন্য শিখা, তাহার তুল্যা নহে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানময়ী শিখা ধারণ করেন সেই শিখী, তদিতর শিখা কে শধারণমাত্র।

কর্ম্মাণ্যধিকৃত। যেতু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তেভির্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াক্ষং তদ্ধি বৈ-
স্মৃতং। ১৮। ৩।

বৈদিক * কর্ম্মাদিকে বাহে অধিকৃত করিয়াছেন যে সকল ব্রাহ্মণেরা, তাঁহারদিগের সম্বন্ধে এই ক্রিয়াক্ষ বহির্ঘট্ত সূত্রও বহিঃশিখা সন্ধার্য্য হইয়াছে।

শিখা জ্ঞানময়ী যস্যোপবীতশ্চৈব তন্ময়ং।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্যেতি ব্রহ্মবিদোবিদুঃ
। ১৯। ৪।

যে সকল যতিরী + জ্ঞানময়ী শিখা এবং জ্ঞানময় উপবীত অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তাঁহারদিগের সমস্ত প্রকার ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান করণ সিদ্ধ হয়, ইহা ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ বেদবিৎ জ্ঞানিরা জানিয়াছেন।

* অর্থাৎ বহিঃকর্ম্মকারক ক্রিয়াবান্ সংসারি ব্রাহ্মণের সূত্র শিখা ধারণের অবশ্য কর্তব্যতা, অকরণে প্রত্যাবাধী হয়েন।

+ বহিঃকর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞান শিখা জ্ঞান সূত্র ধারণ করতঃ যতিবা অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা তাবৎ কর্ম্মকে মানসে সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ তাঁহা-

ইদং যজ্ঞোপবীতন্ত পরমং যৎপরায়ণং ।
সবিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতীস্যাৎ সমজ্ঞস্তং য-
জ্ঞিনং বিদুঃ । ২০। ৫।

এই পরম পবিত্র জ্ঞান সূত্র পরায়ণ যেব্যক্তি হয় ।
সেই বিদ্বান্ সেই যজ্ঞোপবীত ধারী সেই সৰ্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত
বলিয়া জানিহ । ইত্যর্থে সেই বিদ্বান্, অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন
সেই যজ্ঞ দীক্ষিত অর্থাৎ যজনশীল যেহেতু * পূৰ্ব্ব যজ্ঞাদি
ক্রিয়া সুসম্পন্ন না হইলে দণ্ড গ্রহণের প্রযুক্তি জন্মে না ।



অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের
সম্বন্ধ বিচার ।

এবং রক্তবহা অকৌ নেত্রয়োঃ শ্লেষ্মবহাস্ত
ষোড়শ গ্রীবায়াং কৰ্ণয়োর্দে এবং শিরা-
ণাং সপ্তশতানি বাখ্যাতানি ॥১৫॥ সূশ্রুতং ।

রুদিগের ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া অকৰণীয়া নহে, সূত্রবাং ব্রহ্মনিষ্ঠ যতি-
দিগের উচিত হয় না যে সংসারি ব্যক্তির আচরিত ধর্ম্মের দ্বেষ করেন
যেহেতু সংসারিও অসংসারী উভয় পক্ষেই দ্বিবিধ উপাসনার পথ
বেদে উক্ত করিয়াছেন ।

* এই জন্য বেদান্তে এবং বেদান্তসারে উক্ত করিয়াছেন, যথা
[সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন প্রমাতা] অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে
জ্ঞানেচ্ছা জন্মে, যথা [ইহজন্মে জন্মান্তরেরা] ইহজন্মে কি জন্মান্তরে

এবম্প্রকার রক্তবহা শিরা (১৭৫) পঞ্চ সপ্ততিশত, তন্মধ্যে
নেত্রদ্বয়ে অষ্ট-শিরা শ্লেষ্মাবহা শিরাও পঞ্চ সপ্ততিশত তাহার
মধ্যে গ্রীবাতে ষোড়শ শিরা কর্ণদ্বয়ে দুই শিরা, এই প্রকারে
সপ্তশত শিরা প্রখ্যাত হইয়াছে । অর্থাৎ চতুর্বিভাগে
(১৭৫) শিরা চতুর্গুণ করাতে (৭০০) সপ্তশত সংখ্যায় ॥ ১৫ ॥

ক্রিয়ানামপ্রতীযাতমমোহং বুদ্ধি কৰ্ম্মণাং ।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃশিরাঃ পব-
নশ্চরন্ ॥ ১৬ ॥

সুশ্রুতং ।

যৎকালে বায়ু গমনাগমন করিতে থাকেন তৎকালে ক্রি-
য়া সকল অর্থাৎ প্রসারণ আকৃষ্টনাদির সম্যক্ রীতিমত হয়
এবং বুদ্ধির স্ববিষয়ে জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না । আর সৎ-
কর্ম্মের প্রতিঘাত কাবক বুদ্ধীদ্রিয়ের এবং মনের অমোহ
হয় অর্থাৎ জড়তা জন্মে না । জড়তাপদে ঐ বায়ু অজ্ঞানতা
দোষকে উৎপাদন করেন না । এবং অন্যান্য বিবিধ প্র-
কার গুণের উদয় কে করেন । অর্থাৎ ভুক্তান্নাদির রসকে
সর্ব্ব শরীরে যথা স্থানে প্রাপ্ত করান্ যাহাতে শরীরের পুষ্টি
হয় ॥ ১৬ ॥

যদাতু কুপিতোবায়ুঃ স্বাঃশিরাঃ প্রতিপ-
দ্যতে । তদাস্য বিবিধারোগা জায়ন্তে
বাতসন্তবাঃ ॥ ১৭ ॥

সুশ্রুতং ।

যাহায সমস্ত কৰ্ম্ম পরিসমাপ্তি হয় । তাহারই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি
ইচ্ছা জন্মে ।

যে কালে স্বভাব ভ্রষ্টবায়ু অর্থাৎ কোপিতবায়ু স্বকীয় শিরাভিগামী হয়েন, তৎকালে * ঐ বায়ুর বিবিধ পীড়া জন্মে অর্থাৎ বায়ু সম্ভব পীড়া হয় ॥ ১৭ ॥

ভ্রাজিফুতা মম্বরুচি মগ্নিদীপ্তি মরোগতাং ।
করোত্যন্যান্ গুণাংশচাপি পিত্তমাত্ম শিরা-
শ্চরন্ ॥ ১৮ ॥ সুশ্রুতং ।

যৎকালে পিত্ত পিত্তবহা নাড়ীতে বায়ু সহকরে সাম্য-
ভাবে প্রচলিত হয়েন । তৎকালে শরীরের দীপ্তিতা ও
অন্নাদির রুচিতা এবং জঠরানলের দীপন ও অরোগভাবদ্ব
শরীরকে কবেন । অর্থাৎ পৈত্তিক রোগের অনুৎপত্তি হয় ।
এবং অন্যান্য গুণ সকল অর্থাৎমেধা বুদ্ধি দর্শন শক্তির বৃদ্ধি
করেন, অপর বলেরও বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

যদাতু কুপিতং পিত্তং সেবতে স্বাবহাঃ
শিরাঃ । তদাস্য বিবিধারোগা জায়ন্তে
পিত্তসম্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥ সুশ্রুতং ।

* বাতসম্ভব. বাগ পদে বায়ু পীড়া অর্থাৎ [অশীতিবাতজান্ রোগা-
নিতি] ৮০ অশীতি প্রকার শুদ্ধ বায়ু জন্য পীড়া তাহাতে আকৃষ্ট
প্রসারণের বিপরীত হয়, বুদ্ধির বিষয়ে গতি বোধ হয় শরীরের
দৈবর্ঘ হয় । অজ্ঞানতা জন্মে, সংক্রিয়াত বুদ্ধির অনভিনিবেশ হয় ।
গর্ভদা চিত্তকে মালিন্য কবে, ভুজ্জাদিকে পরিপাক করেন না, স্মৃত-
রাং অজীর্ণাদি দ্বারা বিবিধ রোগোৎপত্তি হয় ।

যে কালে কুপিতপিত্ত অর্থাৎ স্বস্থানে (স্বনাড়ী) মধ্যে স্বভাবের বৈপরীত্যে ভ্রাম্যমাণ হয়েন, তৎকালে ঐ কুপিত পিত্ত হইতে পিত্ত জনিত বিবিধ প্রকার * রোগোৎপত্তি হয় ॥ ১৯ ॥

স্নেহমজ্জেষু সন্ধীনাং স্থৈর্যাং বলমরোগতাং।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃশি-
রাশ্চরন্ ॥ ২০ ॥

• সুশ্রুতং ।

যে সময়ে (বলাসঃ) অর্থাৎ স্নেহা স্বস্থানে (স্বশিরাতে) বিচরন্ করেন, তৎকালে অঙ্গেতে স্নেহযুক্ত, ও সন্ধি সকলের স্থিরতা, ও বল, আর অরোগতাবহ, এবং † স্নৈষ্টিক রোগের অনুৎপত্তি, অন্য গুণপদে, শরীরস্থ বলের এবং শরীরের পুষ্টি করেন ॥ ২০ ॥

যদাতু কুপিতং স্নেহা স্বাঃশিরাঃ প্রতিপ-

* পিত্তজনিত বোগ, বৈবর্ণ, জ্বর, মোহ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বালা, প্রেমহ্রতাদি এবং বক্ত বাগ্যাদি [৪০] চত্বাবিংশৎ প্রকার শুদ্ধ পিত্তজা-পীড়া। যথা [চত্বাবিংশত পৈত্তিকান্]

† স্নৈষ্টিক পীড়াপদে, স্নেহযুক্তজনিত পীড়া যথা, উর্ধ্বগ, শ্বাস কাস স্নেহাউর্ধ্বগ বেদনা, সন্ধি সকলের শৈথিল্য, দেহের ক্ষীণতা, বলের হানি, অবসন্নতা, ভ্রম, বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা মুর্ছা, অগ্নিমান্দ্য আমাশয়াদি বিংশতি প্রকার শুদ্ধ কফ জ্বোগ হয়।

দাতে । তদাস্য বিবিধারোগা জায়ন্তে
শ্লেষ্মাসম্ভবাঃ ॥ ২১ ॥ সুশ্রুতং ।

যৎকালে কুপিতকফ^১, অর্থাৎ স্বভাব ভ্রষ্ট স্বীয়াশিরাগামী
হয়েন ! তৎকালে কফজনিত বিবিধ প্রকার রোগ জন্মে,
অর্থাৎ বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মজ রোগের উৎপত্তি হয় ॥ ২১ ॥

ধাতুনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞান মসংশয়ং ।
স্বশিরা মুপচরদ্রব্রতং কুর্য্যাচ্চান্যান গুণা-
নপি ॥ ২২ ॥ সুশ্রুতং ।

যে কালে রক্ত স্বকীর শিরাতে গমন করেন, তৎকালে
ধাতুর পরিপূর্ণতা এবং বর্ণ ও স্পর্শ জ্ঞান আরও গুণ সকল
অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদি করেন ॥ ২২ ॥

যদাতু কুপিতং রক্তং সেবতেস্ববহাঃ শিরাঃ ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্ত সম্ভবাঃ
॥ ২৩ ॥ সুশ্রুতং ।

যখন কুপিত রক্ত অর্থাৎ কুপথ্যাশনে উক্ত রক্ত আত্মবহা
শিরাতে সেবা করেন অর্থাৎ স্বশিরাতে সঞ্চারিত হয়েন,
তখন রক্ত সম্বন্ধি নানা প্রকার ■ রোগের উৎপত্তি হয় ॥ ২৩ ॥

■ বক্তের দোষে পীড়া যথা, রক্ত বামা, রক্তভেদ, রক্তপ্রাব,
কতাদি, কুণ্ঠী পর্য্যন্ত পীড়া জন্মে ।

তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনাশিরাঃ ।
 পিত্তদুষ্টাশ্চ নীলাশ্চ শিতা গোৰ্য্যঃ স্থিরাঃ
 কফাৎ ॥ ২৪ ॥ অসৃগ্হাস্ত'তারক্তাঃ সূ্যশ্চ
 নাত্যুষ্ণশীতলাঃ ॥ ২৫ ॥ সুশ্রুতং ।

বায়ুবহাশিরা অরুণবর্ণা এবং বায়ু কর্তৃক পরিপূর্ণা হয়েন ।
 পিত্ত দুষ্টাশিরা নীলবর্ণ পিত্তেতেই পরিপূর্ণা কফ দুষ্টাশিরা
 শ্বেতবর্ণ গুরুভাবাপন্ন। আর স্থিরভাব কফেতে পরিপূর্ণা হ-
 য়েন । রক্তবহা শিরা রক্তবর্ণ অত্যুষ্ণ ও অতি শীতল
 নহেন স্বাভাবিক অবস্থাতেই রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণা হয়েন
 ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

ইত্যর্থ শিরা সকল সপ্তশত সংখ্যায় সন্ধিস্থানকে বন্ধন
 করিয়াছেন । বায়ু পিত্ত কফ রক্তবহা ৪০ নাড়ী সর্ব
 শরীরের সঞ্চালন এবং পিত্ত শ্লেষ্মারক্তাদিকে সর্ব শরীরে
 নীত হয়েন । অনন্তর সূক্ষ্ম শিরা স্নায়ুর ব্যাখ্যা করিয়া
 কহিতেছি ।

তত্রস্নায়োঃ স্বরূপমাহ ॥ ২৬ ॥ সুশ্রুতং ।

অনন্তর স্নায়ুর স্বরূপ কহি ॥ ২৬ ॥

মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরা স্নায়ুত্ব মাণ্ডুয়াৎ ।
 শিরাণাং হিমৃদুঃ পাকঃ স্নায়ুনাস্তততঃখরঃ
 ॥ ২৭ ॥ সুশ্রুতং ।

■ মেদের স্নেহ গ্রহণ করিয়া শিরা স্নায়ু প্রাপ্ত হয় ।
শিরাদিগের পাক মূত্র স্নায়ুর খরপাক ॥ ২৭ ॥

স্নায়বো বন্ধনানিস্থ্য দেহমাংসাস্তি মেদ-
সাং । সন্ধীনাংপি যঃ স্নায়ুঃ শিরা দ্য সুদৃঢ়ঃ
স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥ সুশ্রুতঃ ।

দেহ মাংস অস্তি, মেদ ইত্যাদির বন্ধনকারিণী স্নায়ু, অর্থাৎ
তেজোভাগের অভাবে সমস্ত দেহোপকরণই শৈথিল্য হয়,
যদি বল শিরা স্নায়ু বিশেষ কি, অর্থাৎ সন্ধি সকলের সুদৃ-
ঢ়ত্ব যে শিরা দ্বারা হয়, তাহাকেই স্নায়ু বলিয়া জানিহ ॥ ২৮ ॥
অতএব স্নায়ু নামী শিরা অতি সূক্ষ্ম চর্ম্ম বস্ত্রাকার নহে
মৃত ধারার ন্যায় দেহের উষ্ণতাতে গলিত হয় । সুতরাং
দেহের উপপ্লবের পূর্বে অরাদির উষ্ণতাতে গলিত হয়,
একারণ অর কালে অঙ্গগ্রহ হইয়া থাকে, দ্রব্যৌষধি দ্বারা
সাম্য হইলেই জীবন রক্ষাপায়, যদিষেদাদি রূপে গলিত
হইয়া শ্রব হয়, তবেই শরীরের উপপ্লব হইয়া যায় ।
এই স্নায়ু সকল জীতি শরীরের লক্ষণ কার্য্য দৃষ্টে অনুভব
করে, নচেৎ মৃত দেহ জ্বেদন করিলে লক্ষিত হয় না ॥ ২৮ ॥

■ মেদধাতুর স্নেহ, অর্থাৎ সারাংশতেজোভাগ স্নায়ু অর্থাৎ তেজঃ
স্বরূপ সূক্ষ্ম নাড়ী দ্বারা বসাদিকে বহন করে । সুতরাং সন্ধি বন্ধন রজ্জু
স্বরূপ [৭০০] শিরা মূত্রপাক অর্থাৎ জলীয় ভাগের গ্রহণ করে, তেজো
ভাগের গ্রাহক স্নায়ু ইত্যর্থ তাহাকে খরপাক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ।

২৪০ নিত্যধর্ম্মানুসঙ্গিক।

নৌর্যথা ফলফাস্তীগা বন্ধনৈবহুভিযুতা ।
নিযুক্তাগাধ সলিলে ভবেদ্ডার সহাত্তশং
৥ ২২ ৥ সুশ্রুতং ।

এই স্নায়ু সকল শরীর দৃঢ়ত্বের কিকপ কারণ, তাহার দৃঢ়াস্ত দিতেছেন, যাদৃশ নৌকা ফলক ব্যাপ্তা অর্থাৎ কাঠের তক্তা বহু বন্ধন যুক্তা অগাধসলিলে নিযুক্তা হইয়া অতিশয় সুদৃঢ় রূপে ভারসহা হয় । তাদৃশ স্নায়ু দ্বারা দৃঢ় হইয়া সর্বভার সহনে শরীর নিযুক্ত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুবিশাঘাটার ত্রীযুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বন্টন হয় ।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুনদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুষণং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কৌষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং মজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম প্রতিভি রুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৬৮ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪ । সন ১২৫৯ সাল ২৯ অগ্রহায়ণ সোমবার

গতবারের শেষঃ ।

অথ ব্রহ্মোপনিষৎ ।

একোদেবঃ সৰ্বভূতেষু গূঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্ব-
ভূতান্তরাত্মা । কৰ্ম্মাধ্যক্ষ্যঃ সৰ্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীচেতা কেবলোনির্গুণশ্চ ॥ ৬ ॥

সেই এক * দেব সৰ্বজীবে গুপ্তভাবে আছেন, সৰ্বব্যাপী
এবং জীৱেৰ অন্তৰাত্মা হইলেন, ও সৰ্বজীবে অধিবাস করেন,
তিনি + কৰ্মাধ্যক্ষ, অৰ্থাৎ শাৰীৰক সমস্ত কৰ্মেৰ নিয়ন্তা, অথচ
তিনি ‡ নিগুণ কেবল ॥ সাক্ষী স্বৰূপ আছেন ॥ ৬ ॥

একোবশী সৰ্বভূতান্তৰাত্মা একং ৰূপং বহু-
ধাৰঃ কৰোতি ॥ ৭ ॥ স্বাত্মানমৱগিৎ ক্লৃষা
প্রণবোক্ষোত্তৱাৱগিৎ । ধ্যাননিৰ্মথনাত্যা-
স্যাদেবং পশ্যেম্নিগূঢ়বৎ ॥ ৮ ॥

সৰ্বভূতেৰ অন্তৰাত্মা যিনি, তিনি এক, তাঁহাৰ বশে সমস্ত
বিশ্ব স্থিৰভাবে ৰহিয়াছে, যেহেতু পৰমাত্মা এক ৰূপকে
বহুধা করেন, অৰ্থাৎ ॥ এক ৰূপকে বহু অংশে বিভক্ত করেন

* দেব শব্দে স্বপ্রকাশঃ অৰ্থাৎ যিনি সৰ্ব প্রকাশক হইলেন, যথা
[দিব্যাতীতি দেবঃ] তথাচ [তদ্ভাসাতাৰ্য্যতে জগৎ] তাঁহাৰ দীপ্তিতেই
জগৎ দেদীপ্যমান ।

+ কৰ্মাধ্যক্ষ পদে জীব স্বৰূপে চেষ্টাবিশিষ্ট হইলেন, তিনি ভূতাদি-
বাসঃ ইত্যৰ্থে ক্ষেত্ৰজ্ঞঃ তৎপদে জীবঃ ।

‡ নিগুণ শব্দে এক কালিন গুণ ৰহিত এমত তাৎপৰ্য্য নহে, গুণা-
দিতে নিৰ্ণিপু, অৰ্থাৎ তাহাকে কোন গুণেই স্পৰ্শ কৰিতে পাবে না ।

॥ সাক্ষী স্বৰূপ, ইত্যৰ্থে সকলেৰ দ্ৰষ্টা, অৰ্থাৎ তিনি সকলকে
দেখেন, এবং তৎসদ্বাক্যে অবলম্বন কৰিয়া জীৱেৰ অবস্থান ।

॥ এক ৰূপকে বহু অংশে বিভক্ত করেন, ইত্যৰ্থে তাঁহাকে আকাৰ
ৰহিত বলা যায় না, যথা শ্ৰীভাসুৱে [সএকধাদ্বিধাত্ৰিধা সগুপ্তেত্যাদি]

অথচ অথঙ ॥ ৭ ॥ স্বীয়ান্নাকে বহিস্থালী প্রণবকে অগ্নি
করিয়া ধ্যান নির্মথন অর্থাৎ * অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস দ্বারা
সর্ক্সান্তরাভ্যা নিগূঢ় অর্থঃ গোপন হইতেও গোপনতম সেই
দেবকে দর্শন করিবেক ॥ ৮ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ শ্রোতঃ
স্বরণীষু চাগ্নিঃ । এবমান্নাত্মনি জায়তে সৌ
সত্যেনৈনং তপসা যো নু পশ্যতি ॥ ৯ ॥

ষড়্গপ + তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, জলেতে শৈত্য, † অর-

তিনি একধা দ্বিধা ত্রিধা সপ্তধা হইয়াছেন. ইহা নিবাকাবে বর্ত্তে না, যথা
[নান্ন বিভাগোনাকারে প্রতিপদ্যতে] আন্ন বিভাগ নিবাকাবে প্রতিপন্ন
হয় না, স্তুরাং বহু রূপত্বাং তাঁহাকে সাকার মান্য করিয়াছেন।

* অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস অর্থাৎ শম, দম, আসন, প্রতাহাব, প্রাণায়াম
ধ্যান, ধারণা সনাত্ধি, ইত্যর্থ গোপন তম যে পবমান্না সর্ক্সভূতে বাস
কবেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎকার কবণার্থ কর্ম্ম কবিলে ভূতাতিরিক্ত রূপে
দর্শন কবিতে পারে, তদর্থ যোগাভ্যাসকেই কর্ম্ম বলিয়াছেন।

+ তিলেতে তৈল আছে, কিন্তু তৎপ্রাপ্যার্থে কর্ম্ম অর্থাৎ যন্ত্রাদি
দ্বাৰা বাহ্যোপকরণ সহায়ে শ্রম কবিলে পর তৈল বাহির হয় এবং
মম্বুনাডি ক্রিয়াভাবে দধিস্থ ঘৃত দুগ্ধাপ্য ইত্যাদি।

† অরণীপদে বহিস্থালী, এখানে, কাঠাদিকে কহিয়াছেন, অর্থাৎ
কাঠস্থ অগ্নি গূঢ়ভাবে আছেন। কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা শ্রম না করিলে
অগ্নি প্রকাশ হয় না।

গীতে অগ্নি, এই রূপ * আত্মাতে আত্মা সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা
+ তপস্যায় রত যে সাধক সেই সাধকই তাঁহাকে অনুদর্শন
করেন ॥ ৯ ॥

উর্গনাভির্যথাতত্ত্বং সৃজতে সংহরত্যপি ।
জাগ্রৎ স্বপ্নেতথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে
পুনঃ ॥ ১০ ॥

যদ্রূপ উর্গনাভি অর্থাৎ মাকড়সা জালের সৃষ্টি করে
এবং গ্রাসও করে, অর্থাৎ স্বসৃষ্ট জালে মাকড়সা অনায়াশে
গতায়াত করে, এবং সময়ে২ গ্রাসও করিয়া থাকে, তদ্রূপ
স্বয়ং সর্জন করিয়া জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থাতে জীব পুনঃ২ গত-
য়াত করেন, জীব পদে আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং দেহাদি
সর্জন করিয়া অধিবাস করেন, এবং ইচ্ছাবশে এই দ্বয়
অবস্থাকে একালিন গ্রাসও করেন ॥ ১০ ॥

নেত্রস্থং জাগরিতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং

* আত্মাতে হ্যাঁহা ইত্যর্থ সর্বভূতের অন্তরাহা সর্ব জীবে অধিবাস
কবেন, কিন্তু যোগতপস্যাাদি দ্বারা তদুপাসনায় শ্রম না করিলে তিনি
সাধকের বুদ্ধিতে প্রকাশমান হয়েন না।

+ তপস্যাপদে কলাকাষ্ঠী রূপে নিয়ম পরিগ্রহ তদর্থ্যে যাগযজ্ঞ নিত্য-
নৈমিত্তিক সন্ধ্যাযজ্ঞনা দেবারাধনা শৌচাচারাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে
আত্মস্থ আত্মাকে অনুদর্শন করিতে পরাযায়।

সমাবিশেৎ । সুসুপ্তং হৃদয়স্থং তুরীয়ং
মূৰ্দ্ধনিস্থিতং ॥ ১১ ॥

চক্ষুদ্বয়ে = জাগৰিতাবস্থা, অৰ্থাৎ স্থূল দৃষ্ট জাত বিষয়
কৰ্ণে + স্বপ্নাবস্থা অৰ্থাৎ সংকল্পিত বিষয় যাহাকে অনু-
মানে জানিতে হয়, হৃদয়ে † সুসুপ্তাবস্থা, অৰ্থাৎ সুখা-
নুভব স্থান, মস্তকে ॥ তুরীয়াবস্থা, অৰ্থাৎ শুদ্ধ আনন্দ
ধাম ॥ ১১ ॥

যতোবাচো নিবৰ্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ ।
অনান্দ মেতজ্জীবস্য যজজ্জাত্বা মুচ্যতে-
বুধঃ ॥ ১২ ॥

* জাগৰিতাবস্থাকেই অহংকাৰ বলে অৰ্থাৎ আত্মাভিমান স্তবৎ
আত্মাভিমানকে চাক্ষুষ বিষয় বলিয়া ধৃত কৰিয়াছেন, যেহেতু দৃষ্টী-
শ্রিয়ের অভাবে অতিমানের উৎপত্তি হয় না।

† স্বপ্নাবস্থাকেই মন বলে; অৰ্থাৎ সংকল্পাত্মক মন, যেহেতু
যে যাহা কৰুক তাহার কৰণ স্বৰূপ মন অৰ্থাৎ মনের বেগ ভিন্ন সিদ্ধ
হয় না।

‡ সুসুপ্তাবস্থাকেই জীব বলে, তাহার কাৰণ শরীৰে জীবসত্ত্বেই
সুখানুভব হয়, স্তবরাং তৃপ্তি কাৰণ প্রাণবায়ুৰ সহিত হৃদয়ে জীবের
অধিষ্ঠান।

॥ তুরীয়াস্থাকেই পরমাত্মা বলা যায়, যেহেতু অখণ্ড আনন্দ স্বৰূপ
পরমাত্মাই সকলের কাৰণ হইয়াছেন।

■ মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছেন যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া তিনিই আত্মা, সৰ্ব্বজীবের আনন্দ স্বরূপ, যাঁহাকে জানিলে সাধক সমস্ত প্রকার মায়া বন্ধনে পরিমুক্ত হইয়েন ॥ ১২ ॥

সৰ্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরেসপিরিবা পিতং ।
আত্মবিদ্যাতপো মূলং তদ্বক্ষোপনিষৎ পদং
তদ্বক্ষোপনিষৎ পদং ॥ ১৩ ॥

সেই আত্মা সৰ্বব্যাপী † দুষ্কার্পিত ঘূতের ন্যায়, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার মূল ‡ আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং তপস্যা, সেই ব্রহ্মই জ্ঞান স্বরূপ মোক্ষপদ সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুক্তি করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ইতি ব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্তঃ ।

■ মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছে ইত্যর্থ তাঁহাকে অনুমান করা যায় না, এবং বাক্যে বলা যায় না, তিনি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ সৰ্ব্বদেহ অতীত কেবল আনন্দ স্বরূপ উপলব্ধিগাত্র ।

† দুষ্কার্পিত ঘূত অর্থাৎ যদ্রূপ দুষ্ক মধ্যে ঘূত থাকে, কিন্তু তাৎকালিক প্রত্যক্ষ নাই, তদ্রূপ সৰ্ব্ব জীবে আত্মার অধিষ্ঠান কিন্তু কাহার দৃশ্য হয়েন না ।

‡ আত্মতত্ত্বজ্ঞান তপস্যাপদে, যোগাভ্যাস এবং নিয়ম গ্রহণে অর্থাৎ নিতানৈশিত্তিক কৰ্ম্ম দ্বারা পবিত্রম করিলে তিনি সাধকেব লভ্য হয়েন যেমন ঘূত প্রাপণ জন্য বাহ্যে তদ্রূপযোগী কৰ্ম্ম করিতে হয়, অর্থাৎ

এতৎ শ্রুতানুশাসনে এক ব্রহ্ম আছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত্য হইলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তদুপযোগী কৰ্ম্ম করণের আবশ্যক। এই অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তনোপায় দণ্ডগ্রহণ তদন্যৎ বহির্দেবার্চনাকেও তৎকারণ মানিয়াছেন অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া স্বাপ্রমোক্ত কৰ্ম্ম কথিতে চিত্ত শুদ্ধি হয় চিত্ত শুদ্ধি হইলে সংসার কৰ্ম্মে বিরক্ত হইয়া বহিঃকৰ্ম্মকে অন্তরস্থ করতঃ পরিত্রাজক ধৰ্ম্মের প্রতি মনোভিনিবেশ হয়, স্মরণ্যং সংসার বিরক্ত ব্যক্তির ঈশ্বররাধনাই এক মুখ্যকৰ্ম্ম রূপে পরিগ্রহ। নচেৎ সংসারে থাকিয়া তদুচিত যাগযজ্ঞ পিতৃদেব কার্য্যের বিলোপে এক ঈশ্বর আছেন বলিয়া পামরদিগের ন্যায় শিশ্নোদর পরায়ণ ব্যক্তিকে নাস্তিক অতীত সাধক বলেনা, তাহাতে কেবল নরক ভোগেরি সোপান বদ্ধ হয়।

এই ব্রহ্মোপনিষদ্বুক্ত দণ্ডগ্রহণ বিধি, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যত যত লোকে দণ্ডগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এতৎ উপনিষদ্বাক্যকেই ধৰ্ম্ম বলিয়া মানিয়াছিলেন কিন্তু এই উপনিষদের ভাষা শঙ্করাচার্য্য করেন নাই, অতএব স্থূল বুদ্ধিদিগের মতে কি ইহাকে অগ্রাহ্য করাযাইবেক, তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যকেই আদৌ অগ্রাহ্য করিতে হয়, যেহেতু তিনি

ভাণ্ড্য ছন্দকে রজ্জুদহনদণ্ড দ্বারা বহু পবিত্রমে ঘর্ষণ করিলে হৃত প্রাপ্ত হওয়াযায়। সেই রূপ আত্মার প্রাপ্ত্যর্থ কৰ্ম্ম অর্থাৎ দণ্ডগ্রহণ করতঃ যোগাভ্যাসাদি করণের আবশ্যক হয়।

অসং শাস্ত্রাবলম্বনে দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার দণ্ডগ্রহণ বিকল হইয়াছে, ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে এতৎ শ্রুতি ভিন্ন যেহেতু শ্রুতিতে শঙ্করাচার্যের ভাষ্য আছে তাহাতে যদিও দণ্ডগ্রহণের বিধি দর্শাইতে পারেন তবে শাক্তি ভাষ্য হীন বলিয়া এ সকল শ্রুতিকে অগ্রাহ্য করা উচিত হয়, নচেৎ অসম্বাদিদিগের অসম্মতের পুঙ্খার্থে সংকে অসং বলা কর্তব্য, না, অসংকে সং বলাই উচিত হয়, ইহা আমরা আশ্রিত কণ্ঠে কহিতে পারি, যে এসকল শ্রুতি বেদের শিরোভাগ ইহাতেই যথার্থ ভগবদ্রূপাসনার বিধি দর্শিত হইয়াছেন, নতুবা এক জন জগৎ কারণ আছেন, এই বাক্যকে তাঁহার বীজমন্ত্র রূপে বেদে অঙ্গীকার করেন নাই যাহারা কৰ্ম ভ্রষ্ট, জ্ঞান ভ্রষ্ট, যোগ ভ্রষ্ট, নষ্টশীল জাতি ভ্রষ্ট, তাহারদিগেরই কষ্টের নিমিত্ত এতৎ যথেষ্টাচারের বিধি উক্ত হইয়াছে, তন্মতে সম্মত অসম্মতেরাই নির্দিষ্ট হয়, যাহারা লোকলজ্জা ধর্মভয়কে এককালে বিসর্জন করিয়াছে ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

পূর্ব শ্লোকে শাখা অর্থাৎ হস্তপাদাদিগত স্নায়ুর সংখ্যা বর্ণন পূর্বক অন্যৎকোষ্ঠাদিগত স্নায়ু ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

এবমেব শরীরেন্মিন্ তাবন্তসন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ ।

স্নায়ুভিবহ্তি বদ্ধাস্তেনভার সহানরাঃ॥৩০॥

এই প্রকারে এতৎ শরীরের তাবৎ সন্ধি বহু স্নায়ুতে বদ্ধ হইয়া মনুষ্য শরীর ভারসহইয়াছে, ইহার একের অভাবে একই অঙ্গের পতন হয়, সমস্ত ক্ষয়ে ক্ষয়পায় ॥ ৩০ ॥

শতানি নবজায়ন্তে শরীরে স্নায়বোনৃণাং ।

তাসাং বিবরণং ক্রমঃ শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ

॥ ৩১ ॥

সুশ্রুতং ।

সুশ্রুতকার ধনুস্তুরি শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, হে শিষ্যেরা শ্রবণ করহ । এই মনুষ্য শরীরে (৯০০) নবশত স্নায়ু জন্মিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ বলি যত্ন পূর্ব্বক তোমরা অবধারণ করহ ॥ ৩১ ॥

শাখাসু ষট্শতানিস্ম্যাঃ কোষ্ঠেত্রিশং শত

দ্বয়ং । গ্রীবায়া উর্দ্ধদেশেতু স্নায়ুনাং সপ্ত-

তিঃ স্মৃতা ॥ ৩২ ॥

সুশ্রুতং ।

হস্তপাদাদিতে (৬০০) শত স্নায়ু । কোষ্ঠে অর্থাৎ বিবরে এবং শরীরাবয়বে (২৩০) দুই শত ত্রিশ স্নায়ু । গ্রীবার উর্দ্ধদেশে (৭০) সপ্ততি স্নায়ু, একত্রিত (৯০০) শত পূরণ হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

অথ শাখাগত স্নায়ু কথন ।

তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ একৈকস্যাং পাদাঙ্গ-
ল্যাং ষট্চত্বারিংশং তাবত্য এবতল কূর্চেষু
তাবত্যএব জংঘয়োঃ দশ জানুনী চত্বারিংশ
দুরৌ দশবংক্ণে এবং সার্কিশতমেকস্মিন
সক্খিনি ভবন্তি এতেনৈবেতর সক্খি বাহুচ
ব্যখ্যাতৌ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ সূত্রতঃ ।

তাহাতে শাখাগত স্নায়ু কহি । এক২ পাদেদর অঙ্গুলিতে
ষট্ ষট্, অর্থাৎ সমস্ত পাদাঙ্গুলীতে ছয় ছয় স্নায়ু একত্রিত
(৩০) ত্রিংশৎ পাদতলেও কূর্চে অর্থাৎ কবজাতে ত্রিংশৎ
জংঘাদ্বয়ে ত্রিংশৎ । জানুতে দশ, এবং উরুদেশে (৪০)
চত্বারিংশৎ স্নায়ু । বংক্ণে (১০) এই প্রকারে এক
চরণে (১৫০) এক শত পঞ্চাশ এই রূপ অপর চরণে
এবং বাহুদ্বয়, গণিত (৬০০) শত পূণিত হইল ॥ ৩৩ ॥

॥ ৩৪ ॥

অথ কোষ্ঠগত স্নায়ুঃ ।

অথকোষ্ঠগতাঃ প্রাহ । ষষ্ঠিকোট্যাং তাবৎ
পার্শ্বয়োঃ অশীতিঃ পৃষ্ঠে ত্রিংশদুরসি
॥ ৩৫ ॥ সূত্রতঃ ।

কোষ্ঠ অর্থাৎ দেহাবগব এবং বিবরগত স্নায়ু কহি কটি-
দেশে (৬০) ষষ্টি, (৬০।৬০) পার্শ্বদ্বয়ে । পৃষ্ঠদেশে (৮০)
অশীতি বক্ষস্থলে (১০) ত্রিংশৎ ॥ ৩৫ ॥

অথ গ্রীবোর্দ্ধগত স্নায়ুঃ ।

ষট্‌ত্রিংশৎ গ্রীবায়াং চতুস্ত্রিংশৎ মূর্দ্ধনি :
এবং স্নায়ুনাং নবশতানি ভবন্তি ॥ ৩৬ ॥
সুশ্রুতঃ ।

গ্রীবাতে (৩৬) ষট্‌ত্রিংশৎ । মস্তকে (৩৪) চতুস্ত্রিংশৎ ।
একত্রিত সর্ষশরীরে স্নায়ু নবশত হয় এতদ্ভিন্ন তৎশাখা
বহু সংখ্যায় আছে ॥ ৩৬ ॥

অথ ধমনী ব্যাখ্যা ।

অনন্তর ধমনী অর্থাৎ স্থূলা নাড়ীর ব্যাখ্যা করিয়া কহি-
তেছেন । যথা

ধমনী নাভিতে। জাতাশ্চতুর্বিংশতি সং-
খ্যয়া । দশোর্দ্ধগাদশাধোগাঃ শেষাতি-
র্যক্ কর। স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥

ধমনী স্থূলানাড়ী নাভিমণ্ডলে উৎপত্তা এবং নাভিতেই
স্থিতি, তাহার সংখ্যা (২৪) চতুর্বিংশতি । তন্মধ্যে উদ্ধু-
গামিনী (১০) দশ । অধোগামিনী (১০) দশ । ত্রিযক্-
গামিনী অর্থাৎ পার্শ্বগামিনী (৪) চতুর্ধমনী ॥ ৩৭ ॥

অথ উর্দ্ধগামিনী ব্যাখ্যা ।

অত্রোর্দ্ধগাঃ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রস্থা-
সোচ্ছ্বাস জৃম্বিত ক্ষুৎহসিত কথিত রুদিত
গীতাদি বিশেষানভিবহন্তাঃ শরীরং ধার-
য়ন্তি ॥ ৩৮ ॥

এই উর্দ্ধগামিনী দশ ধমনী শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ
প্রস্থাসোচ্ছ্বাস অর্থাৎ প্রস্থাস অন্তঃ প্রবিষ্ট বায়ু উচ্ছ্বাস উর্দ্ধ-
গত বায়ু, জৃম্বিত, অর্থাৎ হাই, ক্ষুধা, হাস্য, বাক্য কথন, রোদন
গীতাদি বিশেষ শব্দ বহন করেন। এবং সমস্ত শরীরকে
ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

তান্ত্র হৃদয়ং গতাস্থিধা জায়ন্তে । তাস্মিৎ-
শং তাসাং মধ্যে দ্বৈদে বাত পিত্ত কফ
শোণিত রসান্ বহত স্তাদশঃ ॥ ৩৯ ॥

উর্দ্ধগা দশধমনী হৃদয়গতা হইয়া ত্রিবিধ প্রকারে দশ
গুণে ত্রিংশৎ হইয়াছেন, তাহারদিগের মধ্যে দশ ধমনী
সংখ্যা বাতবহা (২) দ্বয়। পিত্তবহা (২) দ্বয়। কফবহা (২)
দ্বয়। রক্তবহা (২) দ্বয়। রসবহা (২) দ্বয়। এই দশ
নাড়িকা ॥ ৩৯ ॥

অফাতিঃ শব্দ রূপ রস গন্ধান গৃহ্ণাতি
পুরুষঃ ॥ ৪০ ॥

ঐ উর্দ্ধুগাত্রিংশৎ নাড়ীর মধ্যে অবশিষ্ট (২০) নাড়ী, তন্মধ্যে অষ্ট নাড়ী দ্বারা জীবের শব্দ, রূপ, রস, গন্ধাদির গ্রহণ হয় ॥ ৪০ ॥

দ্বাভ্যাং ভাষতে দ্বাভ্যাং বোষ কেরোতি
দ্বাভ্যাং স্বপিতি । দ্বাভ্যাং জাগর্তি দ্বেচা-
শ্রবাহিন্যৌ দ্বেস্তন্যং স্ত্রিয়াবহতঃ । এতা-
স্ত্রিংশৎ । এতাভি রুদর পার্শ্ব পৃষ্ঠোরঃ
স্কন্ধ গ্রীবাশিরো বাহবো ধার্বন্তে চাল্য-
ন্তেচ ॥ ৪১ ॥

দুই ধমনী দ্বারা বাক্য কথন, দ্বয় ধমনী দ্বারা বিশেষ শব্দ কবে, দ্বয়ধমনী দ্বারা নিদ্রাযায়, দ্বয়ধমনী দ্বারা জাগ্রত হয় । দ্বয়ধমনী দ্বারা চক্ষুদ্বয়ে অশ্রুপাত হয় । * দ্বয়ধমনী দ্বারা স্ত্রীলোকের স্তন্যবহন করে । এই ত্রিংশৎ ধমনী উর্দ্ধুগাত্রিংশৎ ধমনীর সহচারিণী হয়েন, অর্থাৎ প্রধান দশ নাড়ী শাখা বিংশতি নাড়ী, ইহারদিগের দ্বারা উদর পার্শ্ব পৃষ্ঠ বক্ষঃ স্থল স্কন্ধ গ্রীবা মস্তক বাহু পার্শ্ব হয়েন, এবং কালে২ চাল্যমান হয়েন, অর্থাৎ এই সকল অঙ্গকে নাড়ীই ধারণ করেন ॥ ৪১ ॥

* পুরুষের স্তনে বিনাছাথে রসরক্তাদিকে বহন করেন ।

অথ অধোগাদশ নাড়ী ব্যাখ্যা

অধোগমাস্তু বাতমূত্র পুরীষ শুক্রার্ভবাদী-
ন্যাধো বহন্তি । তাস্তুপিত্তাশয় গতাস্ত্রিধা
জায়ন্তে ॥ ৪২ ॥

অধোগামিনী দশ নাড়ী বায়ু মূত্র বিষ্ঠা শুক্র আর্ভব
অর্থাৎ স্ত্রীলোকের রজকে অধোবহন করেন । অর্থাৎ ছুই
ছুই সংখ্যায় দশ পুরণ হয় । সেই দশ ধমনী অধোভাগে
পিত্তাশয় স্থানে গতা হইয়া পূর্কোক্ত ২০ বিংশতি শাখার
সহিত ত্রিবিধ প্রকারে ত্রিংশৎ হইয়াছেন ॥ ৪২ ॥

তাস্ত্রিংশৎ তাসাং মধ্যে দ্বৈদে বাতপিত্ত
কফশোণিত রসান বহত স্তাদশ ॥ ৪৩ ॥

ত্রিংশৎ ধমনীর মধ্যে দশ ধমনী ছুই২ সংখ্যায় বায়ু
পিত্ত কফ রক্ত রসকে বহন করেন ॥ ৪৩ ॥

দে অন্নবহে অন্নান্ধিতে দ্বৈতোয়বহে । দ্বৈ-
বস্তিৎ গতে মূত্রবহে । দ্বৈশুক্ৰম্য প্রাদুভা-
বায় । দ্বৈবিসর্গায় । তেএব নারীণামাৰ্ভবং
প্রাদুভাবায় । দ্বৈবিসূতশ্চ দ্বৈ স্থলান্ন
প্রতিবন্ধে পুরীষং প্রসৃজতঃ ॥ ৪৫ ॥

দ্বয়ধমনী অন্নবহা । ২ । অন্নান্ধিত ধমনীদ্বয় জলবহা
। ২ । বস্তিগতাদ্বয়, মূত্রবহাদ্বয় । ২ । শুক্রোৎপত্তি কারিণীদ্বয়

- । ২ । শুক্রের যোগ নিমিত্ত অর্থাৎ শুক্রত্যাগ কারিণীদ্বয়
। ২ । * স্ত্রীলোকের বজ্র প্রাচুর্যবার্থদ্বয় । ২ । ত্যাগার্থদ্বয়
। ২ । স্থূল অস্ত্রে প্রতিবন্ধদ্বয় ধমনী বিষ্ঠাত্যাগ করেন ॥ ৪৫ ॥

অষ্টাবন্যা তির্যক্গতা ধমনীনাং স্বেদমপ-
য়ন্তি এতাশ্চত্রিশং ॥ ৪৬ ॥

অন্য অষ্ট ধমনী পার্শ্বগত ধমনীর সম্বন্ধে ঘর্ম্ম অর্পণ
করেন। এই অধোগতা ত্রিশং ধমনী ব্যাখ্যা করিয়া-
ছেন ॥ ৪৬ ॥

এতাভিরধোনাভেঃ পক্ষাশয় কটি মুত্রপূ-
রীষ বস্তিগুদ মেট্রসকথিনী ধার্য্যন্তে চাল্য-
ন্তেচ ॥ ৪৭ ॥

সুশ্রুত ।

নাভির অধঃ পক্ষাশয় কটিমুত্র পূরীষ বস্তি অর্থাৎ মুত্রা-
কর, গুহ, লিঙ্গ, পাদ এই সকল ধার্য্য এবং চাল্য
হয় ॥ ৪৭ ॥

■ একত্রিত [১৬] ষোড়শ ধমনী হয় তাহা ত্রিশং না হইয়া গণনায়
চতুস্ত্রিশং হয়, তাহার সমন্বয় করাযাইতেছে যে নাভী চতুর্ক পুংস্বের
শুক্র প্রাচুর্যবও ত্যাগ করান, সেই নাভী চতুর্ক স্ত্রীলোকের বজ্র উৎ-
পত্তিও ত্যাগ করান, একারণ পৃথক করাতে ষোড়শ নচেৎ [১২] দ্বাদশ
সংখ্যাই বটে যদি বল স্ত্রীলোকের শুক্র প্রাচুর্যবও ত্যাগ আছে, তাহা
কোন নাভী দ্বারা হয়, উত্তর ঐ আর্ন্তব নাভী অর্থাৎ রজোবহা নাভী
দ্বারাই হয় ।

এতৎ নাড়ী স্থূল। ইহারদিগকে ধমনী বলে, ইহা স্থিন্ন হইলে বাঁচে না, আহারাদি করিলে প্রথমত এই নাড়ীতেই পড়ে, পশ্চাৎ শিরাস্রায়ু দ্বারা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, অতএব ইহারা প্রধান রূপে গণ্য, যেমন ঘে কোন স্থান হইতে ধনোপার্জন করুক কিন্তু তাণ্ডাবে সমর্পিত হয় পশ্চাৎ বিশেষতঃ কার্য্যে তদ্বনের সঞ্চালন করে। সেই রূপ এই নাড়ী দ্বারা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গোড়ীয় সাধুভাষায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাক্রিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানু-রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাক্রিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জ্ঞানং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পদম পুষ্কৰং পাত কোষেয বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মরবস্ত্রং ।
পূৰ্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দস্নাতং পরেশং ।
বাধাকাস্তং কমল নবনং চিন্ময় ত্বং মনোমে ।

১৬৯ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৭৭৪ । সন ১৮৫৯ সাল ১৫ পৌষ মঙ্গলবার

অথ অজুর্বেদীয়া জাবালোপনিষৎ ।

বৃহস্পতি রুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনুকুরুক্ষে-
ত্রং দেবানাং দেবযজনং । সৰ্বেষাং ভূ-
তানাং ব্রহ্মসদনমবিমুক্তং বৈকুরুক্ষেত্রং
দেবানাং দেব যজনং সৰ্বেষাংভূতানাং
ব্রহ্মসদনং ॥ ১ ॥

বৃহস্পতি ষাণ্ডাবন্ধ্যকে কহিতেছেন, যেকপ ■ দেবযজন
কুরুক্ষেত্র † ও প্রয়াগ, সেই রূপ সর্বজীবের ব্রহ্মসদন ‡ অ-
বিমুক্তক্ষেত্র অর্থাৎ কাশী ।

তস্মাদ্যত্রকচ নগচ্ছতি তদেব মন্যে তেতী-
দং বৈকুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং
সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং ॥ ২ ॥

এ কারণ এতৎস্থানত্রয়কে অতিক্রম করতঃ অন্য কোন
স্থানে গমন করা যুক্ত নহে, বরমপি এতৎত্রয় মধ্যে সাফাৎ

■ দেবতাদিগের যাগস্থানকে দেবযজন বলে, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র
দেবযজন, এবং প্রয়াগও দেবযজন, সেই রূপ বারানসী কেও দেব-
যজন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্র পদে কুরুবাজার যাগস্থান,
অপিবা যুদ্ধ স্বরূপ যজ্ঞক্ষেত্র, যেখানে সংগ্রাম যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয়েরা
উত্তমা গতি লাভ করিয়াছেন, অপবার্থে শিবক্ষেত্র, অর্থাৎ কু শব্দে
পৃথিবী, উ, শব্দে শিব, কুরুক্ষেত্র কৈবল্যাদ, স্মৃতবাং ব্রহ্ম সদন বলিয়া
খ্যাত কবেন, অর্থাৎ যেখানে মৃত্যু মাত্রেই পব ব্রহ্ম পদ লাভ হয় ।

† প্রয়াগ পদেও দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান, অর্থাৎ যত্র প্রাণ ত্যাগে
মহদ্ধামে গমন হয়, একারণ তাহাকেও ব্রহ্ম সদন বলিয়া উক্ত
করিয়াছেন ।

‡ অবিমুক্ত, শব্দে, যে স্থলে মুক্তির অন্যথা নাই, স্মৃতবাং কাশীই
অবিমুক্ত নামে প্রতিষ্ঠিত । এবং ব্রহ্ম সদন শব্দে ব্রহ্মধাম, যেমন
সমস্ত জীবের শিরো ভাগকে ব্রহ্ম সদন অর্থাৎ পবমাজ্জাব স্থান
বলিয়াছেন, ব্রহ্মা ও মধ্যে এতৎস্থান ত্রয়কে শিরো ভাগ বলিয়া ব্রহ্ম
সদন শব্দে উক্ত করিয়াছেন ।

ব্রহ্মসদন ■ অবিমুক্ত ক্ষেত্ৰকেই সামান্যতম করা কৰ্তব্য, অ-
ৰ্থাৎ দেবযজ্ঞন বলিয়া প্রয়াগ কুরুক্ষেত্ৰের সমাদর শুদ্ধ +
ব্রহ্মসদন বলিয়া বরানসীক্ষেত্ৰ মুমুকুদিগের সমাদরণীয়
হইয়াছেন, অতএব কাশীবাস ভিন্ন কোন স্থানেই বাসের
গৌরব নাই ॥ ২ ॥

অত্রহি জন্তোঃ প্রাণেষু ক্রমমাণেষু রুদ্র
স্তারকং বুদ্ধ ব্যাচৰ্ষে যেনাসাবমৃতী ভূষা
মোক্ষী ভবতি ॥ ৩ ॥

এই অবিমুক্তক্ষেত্ৰ কাশীতে জীবমাত্ৰের ! প্রাণ সক-

* অবিমুক্তক্ষেত্ৰ সাক্ষাৎ মৃত্তিক্ষেত্ৰ, যতি পবনহংসবা প্রাণান্তেও
কাশী পবিত্যাগ করিতে ইচ্ছাকবেন না। অর্থাৎ শশক ময়কাদি
জন্তুমাংসেই যেখানে মরিলে ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়।

† ব্রহ্ম সদন, অর্থাৎ জীবমাত্ৰের মস্তক যেকপ যোগ সাধক পরম-
হংসবা সমস্ত বহিঃপাৰে পবাংমুখ হইয়া শিবো বসিত অধোমুখ
মহাসদন কমল কর্ণিকান্ত গতি পরমায়াতে সংলগ্ন হইয়া পবন পদকে
লাভ করেন, তদ্রূপ জীবমাত্ৰেই সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধেও বিশ্বেশ্বর নগরী
অবিমুক্তক্ষেত্ৰ কাশীতে বাস কবতঃ এতৎক্ষণ বিধ্বংসীনস্বব মলভাণ্ড
ভৌতিক শবীৰোপন্যাসে অনায়াসেই পবন পদে অধি গমন করে।
সুতরাং কাশী পবিত্যাগ করিয়া কোন স্থানেই গমন করিবেন না।

† প্রাণ সকলের উৎক্ৰমণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম কালে প্রাণ, অপান, সমান,
উদান, ব্যান, নাগ, বর্ণা কুব দেবদত্ত ধনঞ্জয়াদির উৎক্ৰমণ হয় এতৎ

লের উৎক্রমণকালে মহাদেব ■ তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন
যদ্বারা জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষাধিকারী হয় ॥ ৩ ॥

তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেতা বিমুক্তং নবি-
মুঞ্চেদেব মেবেতৎ ॥ ৪ ॥

এই কারণ, অবিমুক্তক্ষেত্র যে কাশী, তাহাকে পরি-
ত্যাগ করিবেক না, এতদবিমুক্তক্ষেত্রই মোক্ষক্ষেত্র ইহা
প্রথমতঃ বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৫ ॥

এই যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, বাবানসী কৃষ্ণক্ষেত্র, প্রয়াগ মা-
হাত্ম্য বৃহস্পতি কর্তৃক উক্ত হয়, এবং † যাজ্ঞবল্ক্যও তদুপ-
দেশ উপদিষ্ট হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম সমাপন করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম
গ্রহণে কাশী বাস কবিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

সমস্ত শবীর অবশ্য হইয়া যায় সেই সময় কবণাঙ্গ চিত্তে চন্দ্রচূড়
জীবের উদ্ধারার্থে উপদেশ কবেন, অদ্যাপিও কাশীমৃত ব্যক্তির দক্ষিণ
কর্ণ উচ্চ হইয়া থাকে ।

* তারকব্রহ্ম পদে, (প্রণব) অর্থাৎ তাব শব্দ প্রণব স্বার্থেক, [তাব-
রতীতিতাব] । ইত্যর্থে প্রণবাব লম্বন করাকে মোক্ষোপদেশ বলিয়া-
ছেন, অর্থাৎ যদবলম্বনে জীব পাবিন্ত্র হয় ।

† যাজ্ঞবল্ক্যের, ভার্যাদ্বয়, কার্ত্ত্যায়নীও মৈত্রেয়ী ঐ নৈত্রেয়ী
জ্ঞানবতী ছিলেন, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপদিষ্টা হইয়া ব্রহ্মোপা-
সনায নিযুক্তা হইলেন, কিংবা বেদে অনিধিকার প্রযুক্ত শুদ্ধ মনন দ্বারা

অথ হৈনমত্রিঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং যত্রষো-
নন্তো ব্যক্ত আত্মাতং কথমহং বিজানীয়া
মিতি ॥ ৬ ॥

অনন্তব অত্রি নামা কোন শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা
করেন, হে ব্রহ্মণ্ যিনি ■ অনন্ত, অব্যক্ত, আত্মা, তাঁহাকে
আমি কিরূপে জানিতে পাবি, তাহা আজ্ঞা করুন ॥ ৬ ॥

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । সোবিমুক্ত উপা-
স্যঃ ॥ ৭ ॥

অত্রি কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন সেই
আত্মা অর্থাৎ পরম পদ । অবিমুক্ত উপাস্য হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

যত্রষোহনন্তোহব্যক্ত আত্মা সোহবিমুক্তে
প্রতিষ্ঠত ইতি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ চিন্তনে মানস যোগ সাধনার্থ অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস করিয়া-
ছিলেন, এবং সৰ্ব বৈদ বেদ্য এক বিশেষ্বর ভজনে বতাইয়েন।

* অনন্ত পদে গাঁতাব অন্ত বহিত অর্থাৎ সীমা নাই। অব্যক্ত পদে
অস্কৃট, অর্থাৎ গোপন হইতে গোপন তম গাঁহাকে কোন মতে লক্ষকবা
যায় না, বাক্য মন দ্বাৰা অগ্রাহ্য। আত্মা পদে সৰ্ব জীৱেব অন্তৰ্যামী
অর্থাৎ বুদ্ধি দাক্ষী রূপে সকলের নিয়ন্তা।

† অবিমুক্ত উপাস্য পদে বিশেষ্বর, অর্থাৎ অবিমুক্ত উপাস্য
হইয়াছেন, ব্রহ্মধান ইত্যর্থ তদুপাসনাকেও অবিমুক্ত উপাস্য বলা-
যায়।

■ যাঁহাকে অনন্ত, অব্যক্ত, আত্মা বলিয়া যোগীরা নিরন্তর উপাসনা করেন, সেই আত্মা অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সৰ্ব্বগুহাশয় সৰ্ব্বান্তর্যামী আত্মা বারানসীতে অধিষ্ঠান করেন ॥ ৮ ॥

সোবিমুক্ত কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ৯ ॥

অনন্তর অত্রিজিজ্ঞাসাকরেন যে অবিমুক্তক্ষেত্রে একে ঐক্যম বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে এই পৃথিবীর কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

বরণায়াং নাস্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ১০ ॥

* অর্থাৎ নির্মিকাব নিবঞ্জন সৰ্বব্যাপী, অতীন্দ্রিয় পবিত্রক্ষেব স্বরূপ লক্ষণ, অর্থাৎ অব্যক্ত রূপের উপাসনা কৰ্ত্তাতিশয়, একাবণ তৎস্বরূপ তাৎপৰ্য্যচিন্তাভিনিবেশ হয় না, সুতরাং সৰ্ব্বানুকম্পী ভগবান সাধকদিগের উপাসনা সিদ্ধার্থে 'অবিমুক্তক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর রূপে অধিষ্ঠান কবিয়াছেন, অব্যক্ত রূপের উপাসনা কৰ্ত্তসাধ্য কিন্তু এতদুপাসনা সুখসাধ্য অতএব পবন পদ প্রাপ্তার্থে স্বীয় স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা বেদান্তে [স্থানাং ব্যাপদেশাচ্চ] যদিও আত্মা সৰ্ব্বেশ্বর সৰ্বব্যাপী বটে তথাপি তিনি বিশেষত্ব স্থানে উপাস্য হইবেন, যথা কাপিলয়ে [সদাসদস্য গতো-প্যাত্মা নচ সৰ্বত্র ভাসতে গবাং সৰ্বাঙ্গজং ক্ষীৰং স্রবৎস্তনমুখাদ্ যথা] সৰ্ব্বেশ্বর আত্মা হইলেও তিনি সৰ্ব্বত্র ভাসমান নহেন অর্থাৎ সাধকের যল প্রদ নহেন যেমন গোসকলের সৰ্বাঙ্গ বসে উৎপন্ন দুগ্ধ কিন্তু বিশেষ স্থানকে লক্ষ্য কবিয়া স্তন নুখেই প্রসূত হয়, সেই রূপ আত্মা বিশেষ স্থানে উপাস্য হইবেন।

অত্রিঃ জিজ্ঞাসমানন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, যে অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মহাত্মা সৰ্ববেদে উক্ত হইয়াছে, সেই অবিমুক্ত এই পৃথিবীতে • বরণা ও নাসী মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১০ ॥

কাবৈবরণা কাচ নাসীতি ॥ ১১

অনন্তর অত্রিপ্রশ্ন করেন কাহাকে বরণা এবং কাহাকে নাসীই বা বলা যায় তাঁহারদিগের কীদৃশী মহিমা, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহ ॥ ১১ ॥

সৰ্বানিন্দ্রিয় কৃতান্ দোষান্ বারয়তি তেন-
বরণাভবতি। সৰ্বানিন্দ্রিয় কৃতান্ পাপান্
নাশয়তি তেননাসী ভবতীতি ॥ ১২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর কবেন যে যিনি + সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত দোষ সমূহকে বাবণ করেন তাঁহার নাম বরণা। আর যিনি

* বরণাও নাসী পদে নদী বিশেষ, তদ্বৎ বরণাও নাসী তাহার অর্থ করিয়াছেন, [বাবয়তীতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত বরণা] [নাশয়তীতি নাসী] এক সময়ে বারানসীক্ষেত্র, অর্থাৎ এতন্নদীদ্বয়ের নধ্য বর্ত্তিনী কাশী অঙ্কচন্দ্রাকারে গঙ্গা প্রদক্ষিণ করিয়াছেন।

+ যে বরণাতে অবগাহন মাত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয়মলের অপহরণ হয়, জন্ম ইন্দ্রিয় সংযম করিলে যে ফল লাভ হয়, বরণাব বারিম্পর্শ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সেই ফলকে লাভ করিতে পারে।

■ সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ সমূহকে নাশ করেন তাঁহার নাম
নাসী ॥ ১২ ॥

হায়, কি, কালমাহাত্ম্য, মারামোহাক্রুর জন সকলের
চিহ্ন দিনঃ ঘোরাক্রকারে নিবিষ্ট হইতেছে শতঃ শাস্ত্র
সত্ত্বেও আপনঃ কুযুক্তি দ্বারা ধর্ম্মবিলোপে সঙ্কুচিত নহে ।
তাহার হেতু (যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য কেরোতি

* যে নাসীতে অবগাহন মাত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ
নাশ হয়, অর্থাৎ মনোবুদ্ধি হস্ত পাদ উপস্থ চক্ষুঃশ্রোত্র নাসিকাদি
দ্বারা জন্ম জন্মান্তরীয় পাতকের বিনাশ হয় । তৎসন্ধি অর্থাৎ গম্যস্থ-
মিলনকেই সন্ধ্যা বলে সেই সন্ধ্যাব নাম ব্রহ্মসন্ধ্যা, স্বভাব ব্রাহ্মণেব
দ্বিসন্ধ্যাকালে আপোমার্জ্জন মন্ত্রার্থে এবং আচমন মন্ত্রার্থের সহিত
ঐক্য করিলেই অসিবরণাব মহিমামুভব করিতে পারিবেন, অর্থাৎ
অধ্যাত্মায়াগে যোগীবা স্বশরীরে এই সকল তীর্থের কল্পনাতেই পাপ
নাশ করেন, এখানে প্রত্যক্ষভূতা সেই অসিবরণাতে অবগাহন কবি
লেই হয় বিশেষ দত্ত উচ্চারণ করিতে হয় না, স্মৃতরাং চাণ্ডাল,
পুরুষ, শ্লেচ্ছ যবন স্ত্রী শূদ্রাদি যাহাবদিগের বেদ মন্ত্রে অধিকার নাই
তাঁহাদিগের কাশীবাসেই বেদাধ্যয়ন বেদানুষ্ঠান তদর্থ্য ধাবণাব ফল
লাভ হয়, অতএব সর্বজাতীয়েষি মোক্ষ স্থান কাশী এই কাশীতে মোক্ষ
পদপ্রাপ্তিতে স্ত্রী পুরুষ কোন জাতিব বিচার নাই, কোন বর্ণের বিচার
নাই, পণ্ডিত মুখের বিচার নাই, ধর্ম্মী কি অধর্ম্মীর কোন বিচার নাই,
যে কেহ যে কোন রূপে দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়,
একাবণ উক্ত করিয়াছেন, যে [যেষাং কুপিগতি নাস্তি তেষাং বারান-
নসী গতিঃ] যে সকল অধর্ম্মের কোন স্থানে গতি নাই সেই সকল
ব্যক্তির বারানসীই এক গতি হইবে ।

কিং। লোচনাভ্যাং বিহীনানাং দৰ্পণে কিং প্রয়োজনং) যাহার
 স্বয়ং প্রজ্ঞা অর্থাৎ শোভনা বুদ্ধি না থাকে তাহার শাস্ত্রে
 কি করিতে পারে, যদ্রূপ চক্ষুহীন ব্যক্তির দৰ্পণ স্বচ্ছতায়
 কি প্রয়োজন। এবং লোক চক্ষু বলিয়া সূর্য্যের নাম যে-
 হেতু তিনি উদয় হইয়া সমুদয় বিশ্বকে প্রকাশ করেন, কিন্তু
 গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ ব্যক্তির সম্মুখে জগৎ প্রকাশক
 সূর্য্যের গৌরব কি। অতএব শাস্ত্র হইতে মুঢ় ব্যক্তির কি
 উপকাৰ, বুদ্ধি সম্ভে শাস্ত্রার্থের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ পায়, এক্ষণে
 ধৰ্ম্মার্থের কারণ উদ্দেশ্য না হইয়া যথেষ্টাচার ব্যবহাৰাদির
 ধৰ্ম্মতা প্রতিপন্ন হইতেছে চিরপ্রণয় ধৰ্ম্ম মোক্ষ সংসর্গ জন্য
 ধৰ্ম্ম সঙ্করতা প্রাপ্তে অনেকেই বাচালতা দ্বারা ধৰ্ম্ম নিৰ্ম্মূল
 নার্ণে বহু বক্তৃতা কবে, এক কালেই পূৰ্ব্বতন শাস্ত্রবক্তা
 ধনাত্মক মহৰ্ষিগণকে নিৰ্ব্বোধ পদে নিবিষ্ট করিয়াছেন, করুন
 কিন্তু সুবোধেরা আপনং শোভন বুদ্ধিতে যদ্যপি বিশিষ্ট রূপ
 আলোচনা কবেন, তবে কদাপি শিষ্টগণকে অশিষ্ট বলিয়া
 আপনাদিগের বিশিষ্টতার স্থির রাখিতে পারেন না, কিন্তু
 নোচ্য স্বভাব প্রযুক্ত বলপূৰ্ব্বক নিন্দা করায় পারদর্শী হইতে
 পারেন, তাহার নিয়ন্তা নাই, যেহেতু বৈদিক জাতীয় রাজার
 অভাব হইয়াছে, বৰ্ত্তমান কালে বিশিষ্ট পাঠশালায় বিদ্যা-
 ধায়ন করিয়া যাঁহারং পাণ্ডিত্য হইতেছে, পরিণামে বৈদিক
 ধৰ্ম্মের দোষ দর্শন করানই তাঁংবিদগের বিশেষ বিদ্যা বৈদ-
 ক্ষের কারণ হইয়াছে, নচেৎ বৰ্ত্তমান সভ্যসম্বিধানে প্রশংসা

বাদ ও তৎচিহ্ন সূচক পত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন না, অপর
 সূত্ররারাধ্য বে ত্রক্ষজ্ঞান তাহাকে এমত ঘৃণিত করিয়াছে
 যে ত্রক্ষ জ্ঞানের নাম শুনিলেই বিচক্ষণেরা ত্র্যক্টাচারী বলিয়া
 তিরস্কার করেন, যেহেতু আপাতর সাধারণের সহিত পান
 ভোজনের সহযোগে যোগ করিয়া যোগাভ্যাস রূপ শম
 স্থানে অশম, দম স্থানে অদম, ইত্যাদির বিপর্যয় করিয়াছে,
 অর্থাৎ দেবমিথ্যা, শাস্ত্রমিথ্যা, ব্রাহ্মণমিথ্যা ক্রিয়াকাণ্ডমিথ্যা
 আহারবিহারের বাধা নাই, ঈশ্বর সৃষ্ট ইন্দ্রিয়েব কার্য্য ইন্দ্রি-
 যেরা করে, ঐহিক সুখই পরম মঙ্গল, পরকালের কথা গণ্য
 মাত্র ইত্যাকার বক্তৃতায় যে ব্যক্তি পারদর্শী হয় একালে
 সেই জ্ঞানী, সেই পণ্ডিত সেই বিচক্ষণ সেই নম্রশীল, ত-
 দন্যৎ নির্বোধ, তদর্থে পাঠকবর্গের প্রতিনোদার্থ এতৎপত্রে
 বহু আয়াসে শ্রুত্যাতির অর্থ প্রকটন করিতেছি হে বিচক্ষ-
 ণেরা স্বীয়স্বীয় বিচক্ষণতাতে অসম্মতাবলয়িদিগের অভিপ্রা-
 যকে দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া যথা শাস্ত্র পিতৃ পৈতামহা-
 দির আচরিত ধর্ম পথে আকৃষ্ট হইয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি
 কর্মপরতায় কালযাপনা করহ তৎপ্রভাবেই ভাবাভাব পরি-
 মুক্ত পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন অত্র সন্দেহো নাস্তি।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের
সম্বন্ধ বিচার ।

তির্য্যগ্গতানান্ত্ৰ চতসৃণা মেকৈকাসাং শত-
ধাসহস্ধা চোত্তরোত্তরং বিভজন্তে । তান্ত্ৰ
সংখ্যেয়া স্তাতিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং
নিবন্ধমানঞ্চ ॥ ৪৮ ॥ সুশ্রুতং ।

তির্য্যগ্গত চারি ধমনীদিগের এক২ নাড়ীর শত২ সহস্র
প্রকার শাখানাড়ী উত্তরোত্তর সর্বশরীরে ভজনা করে
অর্থাৎ বিভক্ত হইয়া শরীর সন্ধারণা করিতেছে, সেই
সকল অংসখোয়ানাড়ী দ্বারা সমস্ত শরীর গবাক্ষিত অর্থাৎ
ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়াছে, এবং তদ্বারা শরীরের বন্ধন ও হই
য়াছে ॥ ৪ ॥

আসাং মুখানি লোম লগ্নানি যৈর্মুখৈঃ
ষেদাঃ সুবন্তি রসঞ্চাতি সন্তপয়ন্তি অন্তর্ব-
হিচ্চ ॥ ৪৯ ॥

এই সকল লোমলগ্ন নাড়ীমুখে ঘর্ম্মস্রাব হয় । এবং

* গবাক্ষিত শব্দে গবাক্ষাকার অর্থাৎ ভ্রমিকব যুক্ত যাহাকে, [জা-
নালা] বলে, তদ্রূপ বহির্বাযু প্রবেশ দ্বার, অর্থাৎ সেই সকল নাড়ী
মুখেই লোম জন্মিয়াছে ।

অন্তর্দ্বি রস সঞ্চালনে সমস্ত শরীরের সন্তর্পণ করেন ।
অপিচ লোমাদিকেও সংতুষ্ট রাখেন ॥ ৪৯ ॥

তৈরেবাভ্যঙ্গ পরিষেকাব গাহনা লেপ বী-
র্যাণি ত্বচিপকান্যন্তঃ প্রবেশয়ন্তি তৈরেব
স্পর্শ শুভাস্তভং বা গৃহ্ণাতি ॥ ৫১ ॥

এই সকল ধননী মুখ দ্বাৰা চর্মেতে যে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ
তৈলাদি মৃক্ষণ, পরিষেক অর্থাৎ জলাদিতে অবগাহন,
এবং প্রলেপাদির বীর্য্য সকল পবিপাকে অন্তঃ শরীর-
মধ্যে প্রবেশ করান, এবং জীবমাত্রেই এই সকল নাড়ী
মুখে ভাল মন্দ উভয় স্পর্শগুণকেই গ্রহণ করেন ॥ ৫১ ॥

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিশেষুচ ।
ধমনীনাং তথা খানি রসোম্মৈরভিতশ্চয়েৎ
॥ ৫২ ॥

যেমন স্বভাবেতে পদ্মমৃণালেতে ছিদ্র আছে, সেই রূপ
নাড়ী সকলের ছিদ্র, তদ্বারা সকল স্থানে শরীরের রসচা-
লনা হয় ॥ ৫২ ॥

পঞ্চাভিতূতা স্বথ পঞ্চকৃত্য পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চ-
সুভাবয়ন্তি । পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়িত্বা
পঞ্চম্ব মায়াস্তি বিনাশকালে ॥ ৫৩ ॥

এতৎ শ্লোকার্থে ধমনী অর্থাৎ স্থূল নাড়ী সকল কি প্রকারে পঞ্চাতিভূতা হয়, অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া সকল দিকে বিস্তারিতা হইয়াছে, এবং ■ উভয়ান্নক মন হইয়াছে, আর পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে জীবাত্মাকে পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ কণ্ঠদ্বক্ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা প্রভৃতিতে পঞ্চেন্দ্রিয়ান্নক জীবাত্মাকে ক্রমেতে পঞ্চবার প্রাপ্ত করান অথবা এক কালেই পঞ্চেন্দ্রিয় বৃত্তিতে প্রাপ্ত করান্ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্পানি, পাদ, বায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ তদুপলক্ষে শব্দাদি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় বিষয়েও পাদাদি পঞ্চ মন বিষয়ে প্রাপ্ত করিয়া শরীর যাত্রাকে নির্বাহ করিতেছেন, অতঃ বিনাশ কালে † পঞ্চত্ব অর্থাৎ আকাশাদি ভাবত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

■ উভয়ান্নক মন ইত্যার্থে সংকল্প ও বিকল্পান্নক কিন্তু এখানে তাহা নহে, শুদ্ধ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এতদুভয়ান্নক মনকে কহিয়াছেন । অর্থাৎ শিবা সকল শৈথিল্য হইলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, যেহেতু, বায়ুভূত মন আণ বায়ব সহিত জীবাত্মাকে লইয়া বহির্ভূত করেন ।

† পঞ্চত্ব শব্দে পঞ্চভূতে বিলোম সংযোজন, অর্থাৎ আকাশ ভাবত্ব, জলে পৃথিবী, অগ্নিতে, জল, বায়ুতে অগ্নি, আকাশে বায়ু, মহত্ত্বে আকাশ, অর্থাৎ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাব তাহাতে লয়, অথবা পঞ্চ মহাভূতে ঋণভূতেব মেলন, যথা পৃথিবীতে পৃথিবী, জলে জল, অগ্নিতে অগ্নি, বায়ুতে বায়ু, আকাশে আকাশ, এই পঞ্চ প্রাপ্ত-কেই যুত্ব বলিয়া খ্যাত করে ।

অথ কণ্ডরা ব্যাখ্যা ।

মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরা স্তাস্তুষো-
ডশ । প্রসারণা কুঞ্চনয়ো, দৃষ্টং তাসাং
প্রয়োজনং ॥ ৫৪ ॥ সুশ্রুতং ।

অনন্তর কণ্ডরাখ্যা নাড়ী বিশেষের ব্যাখ্যা করিতেছি * ম-
হৎস্নায়ু অর্থাৎ বিশেষ স্নায়ুশিরার মধ্যে যাহা প্রধান তাহা-
কেই কণ্ডরা বলে + তাহার সংখ্যা (১৬) শোড়শ । তাহারদি-
গের কার্য্য দৃষ্টে অস্তিত্ব প্রত্যয় নচেৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষা নহেন,
অর্থাৎ শরীরের † আকুঞ্চন প্রসারণ তাহার দৃষ্ট প্রয়ো-
জন ॥ ৫৪ ॥

চতস্রু হস্তয়োস্তাসাং তাবত্যঃ পাদয়োঃ

■ মহৎস্নায়ু শব্দে, অতি প্রধান স্নায়ু শিরা, অর্থাৎ স্নেহধারার
ন্যায় প্রবাহ ।

† তাহার সংখ্যা শোড়শ, অর্থাৎ ঈডাপিজ্জনা, স্নায়ুমা, গান্ধাবী,
হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুযা, কুহু, শঙ্খিনী, টিট্রিণী, বট্রিণী,
চন্দ্রা, সরস্বতী, মেধা, পয়স্বিনী, এই শোড়শ নাড়ীর অংশভূতা ইহার-
দিগের শাখা উপশাখা রূপে (৭২০০০) দ্বিসপ্ততি সহস্র স্নায়ুব সংখ্যা
করিয়াছেন ।

‡ আকুঞ্চন ও প্রসারণ পদে এতৎ শরীরের শঙ্কোচ অর্থাৎ খাট
করণ, এবং বিস্তার করণ । উক্ত স্নায়ু দ্বারাই হইয়া থাকে ।

স্মৃতাঃ । গ্রীবায়া মপিতাবত্য স্তাবত্যঃ
পৃষ্ঠসংগতাঃ ॥ ৫৫ ॥ সুশ্রুতং ।

কণ্ডুরানাড়ী (৪) চতুর্কয় হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে (৪) চতুর্কয়
গ্রীবায়া (৪) চতুর্কয় পৃষ্ঠে (৪) চতুর্কয় এই ষোড়শ সংখ্যা
হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

তত্র হস্তপাদ গতানাং নখাঃ প্ররোহাঃ ।
গ্রীবা নিবন্ধনীনাগধোভাগ গতানাং প্র-
রোহাঃ ॥ মেট্রপৃষ্ঠ নিবন্ধানাং প্ররোহা
নিত্য মুর্দ্ধ বক্ষঃ বক্ষণ পীড়া ॥ ৫৬ ॥

হস্তপাদগতা কণ্ডুরা প্ররোহ নখ অর্থাৎ হস্তপাদদ্বয়গতা
(৮) অষ্ট কণ্ডুর বিংশতি শাখাতেই নখের আরোহণ * ই-
হার মূল গান্ধাবী ও হস্তি জহ্মা নাড়ী যাহারদিগের যোগে
চক্ষু নিবন্ধ । গ্রীবাতে (৪) কণ্ডুরা নিবন্ধ ইইয়া অধোগত লিঙ্গ

* হস্ত ও পাদগতা কণ্ডুরা অর্থাৎ কায়ানাড়ী চক্ষু নিবন্ধ ইইয়া নখের
উৎপাদন করেন । এবাবন নখে আঘাত হইলে চক্ষু পীড়া জন্মে ।

† গ্রীবা নিবন্ধ কুহ নাড়ী হইতে চাবি কণ্ডুরায় লিঙ্গ আবদ্ধ একারণ
গ্রীবার সঙ্গে লিঙ্গের সম্বন্ধ অর্থাৎ গ্রীবাংশে তদ্বৎসল হয়, এবং
গ্রীবা ও লিঙ্গের পীড়া উভয় স্থানে আঘাত হইলে জন্মে । এবং মুর্দ্ধ
পীড়া অর্থাৎ জলীয় পীড়া গ্রীবা হইতেই উৎপন্ন হয় । এবং উপদং-
শাদি জন্মে । যাহাকে প্রাকৃত ভাষায় উপস্থ রোগ বলে ।

প্ররোহ অর্থাৎ ইহার মূল (কুহ) নাড়ী যাহাতে লিঙ্গের আ-
রোহণ এবং মুক্ত অর্থাৎ অণু কোষ নিবদ্ধ ■ পৃষ্ঠেতে নিবদ্ধ
(৪) কণ্ডুরা যাহাতে নিত্য উপর ও কক্ষ এবং বংক্ষণ
প্ররোহ অর্থাৎ পুষা যশস্বিনী তাহার মূল, যাহাতে আ-
বদ্ধ হইয়া উক্ত স্থান কর্ণমূলক হয়েন, অতএব এই ইহার
পীড়া ॥ ৫৬ ॥

■ পৃষ্ঠ নিবদ্ধ কণ্ডুরা [৪] চতুর্ভুজ কক্ষদ্বয়ে ও কূর্টকীদ্বয়ে আবদ্ধ
ইহারদিগের পুষা যশস্বিনীর সহিত যোগ। একারণ উক্ত স্থান
চতুর্ভুজে আঘাত হইলে কর্ণ দোগ, এবং বংক্ষণ বোগাদি জন্মে।
অর্থাৎ প্রকৃত ভাষায় [বাণী বলে]

শ্রীমদকুমার কবিরত্ন !

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতি নামে বারদ্বয় মুদ্রিত। উইয়া পাত্তবিষাঘাটাব
ত্রীষুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বটন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যানিত্যাঙ্কাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

ক্রীড়ামাখ্যং শবম পুরুষং পাত কোষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৭০ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৮৭৪ । সন ১৮৫৯ সাল ৩০ পে,ষ বুধবার

গতবারের শেষঃ ।

অথ জাবালোপনিষৎ ।

কতমং বাস্য স্থানং ভবতীতি ॥ ১১ ॥

বহিঃস্থ অবিমুক্ত ক্ষেত্র বর্ণন করতঃ অধ্যাত্ম যোগীদিগের
উপাসনার্থে মনুষ্য শরীরে সেই অবিমুক্তক্ষেত্র বর্ণন করিয়া-
ছেন তদর্থ প্রশ্ন । যথা (কতমমিতি)

অত্রি জিজ্ঞাসা কবেন, যে এতৎ মনুষ্য শরীরেব কোন স্থানে উক্ত অবিমুক্তক্ষেত্র, যাহার উপাসনাষ যোগীরা পরি-
দ্রুত হযেন ॥ ১১ ॥

ব্রবোঃ প্রাণস্য যঃসন্ধিঃ সএষদ্যৌলোকস্য
পরস্য সন্ধিৰ্ভবতীতি ॥ ১২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য অত্রিকে কহিতেছেন, যে জুর এবং প্রাণেব যে
সন্ধি, তাহাকেই পরলোকাখ্য * স্বর্গের সন্ধি বলিয়া যো-
গীরা উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ এই সন্ধি স্থানই স্বর্গেব
নিমিত্ত হয় ॥ ১২ ॥

এতদৈসন্ধিঃ সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ উপাসত ইতি
নোহবিমুক্ত উপাস্য ইতি ॥ ১৩ ॥

এই অবিমুক্তক্ষেত্র স্বর্গসন্ধি অতএব ব্রহ্মবিৎ মৃমুক্ষু বা
ক্ৰিবা অবিমুক্তক্ষেত্রে সন্ধ্যা বলিয়া নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা
কবেন, সেই অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী জীবমাত্রেব প্রাণাগতি

* স্বর্গ শব্দে সুখস্থান, কিন্তু ইন্দ্রাদি লোকেব স্থানকে স্বর্গ বলে
এখানে পরমান্নাব প্রাপ্ত্যর্থ সন্ধিস্থানকে স্বর্গ বলিয়াছেন, যেহেতু
সুখেব নাম স্বর্গ, দুঃখেব নাম নরক ইন্দ্রাদি লোকে সম্যক সুখাভাব
অর্থঃ পতনা শঙ্কা আছে একাবণ জ্ঞানীবা তাহাকে স্বর্গ বলিয়া আদব
করেন না, অর্থাৎ সুখাকব সর্ব শঙ্কা বহিত ব্রহ্ম পদকেই স্বর্গ বলিয়া
তদুপাসনায় নিযুক্ত হযেন ।

স্থান নাসার উপরি ভ্রুসন্ধির মধ্যে অধিষ্ঠিতা যোগসাধকেরা
বহিঃস্থ কাশীক্ষেত্রকে স্বশরীরে ভ্রুর মধ্যে অবলোকন করতঃ
উপাসনা করেন, অতএব ■ অবিমুক্তই উপান্য ॥ ১৩ ॥

সোবিমুক্ত জ্ঞানমাচক্ষে যোবৈতদেত দেবং
বেদ ॥ ১৪ ॥

সেই অবিমুক্তকেই জ্ঞানীরা । জ্ঞান স্বরূপ বর্ণন করেন
যাঁহারা অবিমুক্তক্ষেত্র তত্ত্বকে জানেন অর্থাৎ বহি বারান-
সী ও জ্ঞান বারানসীর প্রভাবজ্ঞ ব্যক্তিরূপা কাশীকেই ব্রহ্ম-
ধাম স্বরূপ জানেন ॥ ১৪ ॥

* অবিমুক্তক্ষেত্রকে যখন স্বশরীরে সংস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ
স্বদেহ কাশীকে চিন্তা করিতে অমুশাসন করিয়াছেন, তখন বহিঃস্থ বা
রানসীক্ষেত্রবই প্রাধান্য হইল, যথা বেদান্তঃ (ব্রহ্মণো দৃষ্টিকংকর্ষাৎ)
অর্থাৎ উৎকর্ষে ই দৃষ্টান্ত বর্ত্তে [যথা স্মৃতিঃ] গঙ্গাস্তঃ সঙ্গঃ পয় ইতি
উদাহরানে সকল জলই গঙ্গাজল তুল্য হয় ইত্যর্থঃ গঙ্গাজলেবই প্রা-
ধান্য, ফলিতার্থ জ্ঞান জন্মিল স্বশরীরে কাশী চিন্তা করিতে শক্তি হই-
বেক, বহিঃস্থ কাশীব জ্ঞান সাপেক্ষা করে না, অজ্ঞানতঃ বাসেও
মুক্তি পদ প্রাপ্তি হয়।

† জ্ঞান শব্দে ব্রহ্ম, এখানে বিশেষ্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ সত্য স্বরূপ,
অনন্ত ব্রহ্ম, তদধিষ্ঠান নিমিত্ত বারানসীকেও জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ
ধাম বলা যায়, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহাতে কোন মতে আনন্দের
অভাব নাই, তিনিই ব্রহ্ম, কিন্তু কাশীর নাম আনন্দ বানন স্তুরাৎ
কাশীই ব্রহ্ম পদ অব্যাহত চিন্তক গোণাবা গেখানে সেখানে যোগ
বন্ধন, পরিণামে কাশী প্রাপ্তে পদিস্কৃত হইবেন ।

অথহৈনং ব্রহ্মচারিণ উচুঃ। কিংজপোন্মান-
মৃতত্বং ক্রহীতি ॥ ১৫ ॥

অনন্তর অত্রি প্রমুখ * ব্রহ্মচারীগণেরা যাজ্ঞবল্কাকে জি-
জ্ঞাসা করেন, হে ব্রহ্মণ্ কোন মন্ত্র জপ করিলে অমৃতত্ব
প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ ॥ ১৫ ॥

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ শতরুদ্রীয়েণেতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মচারিদিগেব প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, যে শত-
রুদ্রীয় জপেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ১৬ ॥

এতানিহবা অমৃত নামধেয়ান্যেতৈর্হবা অ-
মৃতো ভবতীতি ॥ ১৭ ॥

* ব্রহ্মচারী পদে ব্রহ্মচর্য্যবান্ অর্থাৎ দণ্ডী, এতলে সামান্য ব্রহ্ম-
চর্য্যকে বলেন নাই, অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি বৈবাহারী, স্বদাবাতে ঋতুকা-
লাভি গাণী হইলে ব্রহ্মচারী বলে, ফলিতার্থ ইহা সঙ্গর্হীব লক্ষণ,
যথার্থ ব্রহ্মচারী যতিদিগকে কহিয়াছেন, যথা, কঠশাখাঘাৎ [ব্রহ্ম-
চারী ইন্দ্রিয় সংযোগং নকুর্দীত কেনচিৎ] ব্রহ্মচাবী জন কাহা-
বও সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ করিবেন না অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের
বশ না হইয়া আহার বিহার পরিচ্ছদ যানবাহনাদির সহিত নিঃ-
সম্বন্ধ হইবেক, কেবল প্রাণ ধাবণার্থ যথা কালে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

এই সকল * কৃষ্ণগীতাধ্যায়ী সাধকেরাই † অমৃত নাম ধারণ করেন এবং এই শতকৃত্তীয় জপ দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৭ ॥

অথ হৃজনকোহ বৈদেহো যাজ্ঞবাল্ক্য মুপস-
মেত্যোবাচ । ভগবন্ সন্যাস মনুক্রহীতি ।

॥ ১৮ ॥

* শত কৃত্তীয়কেই কৃষ্ণগীতা ব.ল, কৃত্তীয় জপই ব্রহ্মচর্যের কারণ বিনা কৃত্ত জপে মোক্ষ হইতে পারে না ।

† অমৃত নাম ধারণ করেন, ইত্যর্থ সাংসারিক দেবত্ব হয়, যেহেতু, দেবতাদিগের নাম অমব কিন্তু বিশিষ্ট্যমব দেবতাবাও নহেন, যেহেতু ঈশ্বরিগের আয়ুৰ সীমা হয় স্তববাং এতলে অমৃত শব্দে আত্মাকে বহিষাছেন, কাৰণ, আত্মার সহিত মরণ ধৰ্ম্মেব সম্বন্ধ নাই, যথা গীতা, [নৈনং ছিন্তন্তি শত্ৰুণি ইত্যাদি] আত্মাকে অস্ত্র ছেদন, অগ্নিতে দাহন, জলে দ্রব, বায়ুতে শোষণ করা যায় না, এবং শ্রেভ্যস্তবেপি, [ন জায়তে নশ্চিন্যতে ইত্যাদি] আত্মা জন্মেন না এবং মরেনও না, অতএব অমব শব্দ আত্মাকে কহিয়াছেন, একারণ দণ্ডীদিগকে আত্মার ন্যায় ব্যাখ্যা কবেন, যেহেতু দণ্ড গ্রহণানন্তর পরিণামে জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া যায়, যথা [দণ্ড গ্রহণ মাত্রণ নরোনাৰাষণা ভবেদিতি] দণ্ড গ্রহণ মাত্রেই জীব নাৰামণ হইবেন, অর্থাৎ সাংসারিক ব্রহ্ম সুকপ হইবেন । নারায়ণই আত্মা, দণ্ডীরাও [প্রণব পূৰ্ব্বক নারায়ণায় নমঃ] এই অক্টা-ক্ষব মন্ত্রকেই অহবহ জপ কবেন, নারায়ণ মন্ত্রই কৃত্ত জাপ্য, কাশী মাহাত্ম্যে ইহাবেই তাবকব্রহ্ম বলেন. কেন না নারায়ণ প্রণববাচ্য । স্তববাং প্রণবের নাম তাবক, অপিচ, ব্রহ্মচর্য্য বান ব্যক্তিকে অমর

অনন্তর মিথিলাধিপতি বিদেহ জনকের পুত্র বৈদেহ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সম্যাস ধৰ্ম্ম আজ্ঞা করেন ॥ ১৮ ॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

অথ রক্ষুনির্ণয় ।

নেত্রশ্রবণ নাসানাং দেহেরন্ধ্রে প্রকী-
র্তিতে । মুখমেহন পায়ূনামৈকৈকং রক্ষু-
মুচ্যতে ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর দেহের ছিদ্র নির্য করিতেছেন । চক্ষুকর্ণ নাসাদিব
দুই২ ছিদ্র, মুখ* লিঙ্গ গুহাদি এক২ ছিদ্র বিশিষ্ট হয় ॥ ৫৭ ॥

বলে, এতমিনিত্ত বিপ্র বালকেব উপ নয়ন হইলে ব্রহ্মচর্য্য করিতে
হয়, সেই হেতু ব্রাহ্মণের নাম দেব ।

* লিঙ্গ ছিদ্র এক ইহা পুরুষ বিষয়ে পূত করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের
তদনাং আর ছিদ্রদ্বয় তত্ত্বান্তবে উক্ত করিয়াছেন । কথা [বসান্তর্ব
বিসগায় রক্ষুণয় নিতীকিত] রস বস্ত্র নির্গত কাবণ স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত
ছিদ্রদ্বয় ।

দশমং মস্তকে প্রোক্তং রক্ষানীতি নৃণাং
বিদুঃ। স্ত্রীণামন্যানিচ ত্রীণি স্তনয়োর্গ-
ভবহানি ॥৫৮॥ সুশ্রুতং।

মস্তকে এক ছিদ্র অদৃশ্য তাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে, এই
দশরন্ধ্র মনুষ্য সকলেরই জানিহ, কিন্তু ■ স্ত্রীলোকের
অন্য তিন ছিদ্র স্তনদ্বয়ে দুই, গর্ভ পথে এক ॥ ৫৮ ॥

অথ স্রোতাংসি কথনং।

মনঃ প্রাণামপানীয় দোষ ধাতু পথাতবঃ।
ধাতুনাঞ্চ মলামূত্রং মলমিত্যাদয় স্তনৌ
॥৫৯॥ সঞ্চরন্তিহি য়ে মার্গে স্তানি স্রোতাং
সি সংজ্ঞপ্তঃ। বহনি তানি সংখ্যায়ৈশক্য-
তে নৈব ভাষিতুং ॥ ৬০ ॥ সুশ্রুতং ॥

অনন্তর স্রোতঃ স্বরূপ নাড়ী কথিতা হইতেছে। মন,
প্রাণ, অন্ন, জল, দোষধাতু, উপধাতু অর্থাৎ ধাতুর মলা,
মল এবং মূত্র শবীরের যে পথ দ্বারা গমন করে, সেই পথ

■ পূর্বে শ্লোকাভাষে তদ্বোক্ত প্রমাণে যোনি বিববে তিন ছিদ্র
বস রক্ত মূত্র স্রাবার্থ বর্ণিত হয়, এতৎ শ্লোক স্তন আৰ্গ গর্ভ দাব দিয়া
তিন পূরণ করিয়াছেন ফলিতার্থ চবকে স্তনদ্বয় স্বতন্ত্র বলিয়াও যোনি
বিববের তিন ছিদ্র মান্য করিয়াছেন। যথা [মূত্রাস্রবস নির্গমা ইতি]
মূত্র রক্ত বস নির্গম দাবজয়।

কেই স্রোত কহে, আর সেই স্রোত স্বরূপ নাড়ী বহু সং-
খ্যায় বিভক্ত তাহার বর্ণন করিতে শক্ত হয় নাই ॥ ৬০ ॥

অথ জালানি কথনং ।

নিরন্তরং রক্তনিকর কলিতানি সমূহিতা-
নিচ জালানীং জালানিতু শিরান্নায়ু মাং-
সাস্থা মুদুবন্তিহি ॥ ৬১ ॥

অনন্তর জাল সকল বর্ণন করিতেছেন । অর্থাৎ জালের
ন্যায় বহুছিদ্র বিশিষ্ট দেহ । সর্বদা ছিদ্র সমূহ প্রাপ্ত
নাড়ী সকল শরীরে জালের ন্যায় ব্যাপ্ত, তাবৎ শিবা ন্নায়ু
মাংস অস্থিতে উদ্ভব জানিহ । অর্থাৎ অস্থিকে অ-
করিয়া বহিঃভাঙ্গরে বিস্তার হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

তানি চত্বারি সর্বাণ্যেবতু ষোড়শ তানি মণি
বন্ধ গুল্ক সংশ্রিতানি পরস্পর নিবন্ধানি
পরস্পর সমাপ্তিষ্ঠানি পরস্পর গবাক্ষিতানি
চেতি যৈর্গবাক্ষিত মিদং শরীরং অয়মর্থঃ
॥ ৬২ ॥

সেই জাল স্বরূপ নাড়ী * চতুঃ প্রকারে ষোড়শ + মণি

* চতুঃ প্রকারার্থে কুড্র অতি কুড্র, সূল অতি সূল চাবিঃ নাড়ীতে
সংযুক্ত অর্থাৎ শাখোপ শাখায় সংশ্রিত ষোড়শ নাড়ী প্রধান ।

+ যজ্ঞপ এক সন্ধিতে রক্ত সংযোগ কবতঃ ধীরেরা মৎস্য গ্রহণার্থ

বন্ধ, গুল্ফ স্থানে আশ্রিত পরস্পর নিবন্ধ হইয়া এবং পর-
স্পর সংযুক্ত ও পরস্পর গবাক্ষিত অর্থাৎ ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়া
সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়াছে তদ্বারা সর্ব শরীর গবাক্ষিত
অর্থাৎ ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ; গবাক্ষ প্রাপ্ত জা-
লের ন্যায় ॥ ৬২ ॥

একস্মিন্ মণিবন্ধে এবং জালং শিরায়
অপরস্পায়ৌ তৃতীয়ং মাংসস্য চতুর্থ মস্তুঃ
এবং চত্বারি জালানি ॥ ৬৩ ॥ এতেনেতর
মণিবন্ধৌ গুল্ফৌ ব্যাখ্যাতৌ । গবাক্ষিতং
বিরচিত নিরন্তর জালাকার রন্ধুনিকর
পরিকলিত মিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ সূক্ষ্মতং ।

জালের বচনা করে, অর্থাৎ [জাল বনে] তদ্রূপ মণিবন্ধ গুল্ফ স্থানে
নিবন্ধ নাড়ী দ্বারা শরীরে নাড়ী জাল ব্যাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জালে
যেমন মধ্যে গ্রন্থি ও মধ্যে ছিদ্র, সেইরূপ নাড়ী সকল মধ্যে গ্রন্থি
পড়িয়া মধ্যে ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়াছে, একারণ তাহাকে বৈদ্যেরা
জাল কহিয়া থাকেন ।

‡ গবাক্ষিত জালের ন্যায় অর্থাৎ শরীরস্থ দ্বাব সকলেও ঐ নাড়ী
জাল আবরণ করিবার ব্যথিয়াছে, আবরণ দ্বাব স্থানে লোমাদির উৎ-
পত্তি হয়, যেমন জালন ছিদ্রে আঁশ লাগিয়া বাহিরে ও অভ্যন্তরের
জলতণ প্রদৃষ্টিকে আঁটব করে ।

* এক২ মণিবক্ষে অঙ্গুল্যাঙ্গি সঙ্ঘিতে এক২ জাল, দ্বিতীয় জাল সঙ্ঘি বন্ধন রজ্জুবৎ শিরাতে, ও স্নায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্মা নাড়ীতে, তৃতীয় জাল মাংসে, চতুর্থ অস্থিতে, এই প্রকার চারি জাল, ইহা দ্বারা অপর মণিবন্ধ এবং গুহ্যক দ্বয় ব্যাখ্যাত হইল, গব্যাক্রিত, বিশেষ রচিত নিয়ত আগের আকার ছিদ্র সমূহে কল্পিত ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

অথ কূর্চ কথনং ।

কূর্চাঃ সূর্যস্তুয়ো দৌতু তাবন্তৌ পাদয়ো
রপি । গ্রীবায়ামেক একস্ত মেটে সর্বেপি
ষট্ স্মৃতা ॥ ৬৫ ॥ কূর্চা অপি শিরাস্নায়ু
সাংসাস্তি প্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৬ ॥ সুশ্রুতং

অনন্তর, কূর্চ ব্যাখ্যা করিতেছেন, † হস্তদ্বয়ে দুই কূর্চ, ‡ পাদদ্বয়ে দুই কূর্চ, ॥ গ্রীবাতে এক কূর্চ,

* মণিবক্ষে, সূক্ষ্মজাল অতিসূক্ষ্ম স্নায়ুতে, স্নুলমাংসে, অতিস্নুল অস্থিতে চতুর্থ প্রকার ।

† হস্তদ্বয়ের কূর্চের নাম কহুই ।

‡ পাদদ্বয়ের কূর্চের নাম হাঁটু ।

॥ গ্রীবার কূর্চ স্বল্প দেশ ।

* মেট্রে ছয় কুচ্চ। এবং শিরা, স্নায়ু, মাংস অস্থিতে বহু সংখ্যক কুচ্চ হয় ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

অথ রজ্জুবৎ নাড়ী কথনং।

পৃষ্ঠবৎ শস্যোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জুবৎ।
চতস্রোমাংস পেশীনাং বন্ধনং তৎপ্রয়ো-
জনং ॥ ৬৭ ॥ সুশ্রুতং।

অনন্তর রজ্জু স্বরূপ নাড়ী কথন, পৃষ্ঠবংশের উভয় পাশে মহতী মাংস রজ্জু অর্থাৎ বড় মাংসের দড়ি লয় মানা মাংস পেশীর চারি রজ্জু ভাহার প্রয়োজন, যাদৃশ বংশের স্ত-
স্ত্রেতে রজ্জু দ্বারা তৃণ নির্মিত ভিত্তি বন্ধন থাকে সেই রূপ
পৃষ্ঠবংশ স্ত্রেতে মাংস রজ্জু দ্বারা সপ্ত খাতু নির্মিত দেহ
বন্ধন হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

অথ সেবনী কথনং।

সেবন্যঃ সপ্ততামাং তুভবেৎ পুষ্পাঞ্চ ম-
স্তকে। একাশেকসি জিহ্বয়া মেকা
বিধোন্নতাঃ কচিৎ ॥ ৬৮ ॥ সুশ্রুতং।

অনন্তর, সেবনী নাড়ী সকল কথিত হইতেছে। অর্থাৎ
সেগাই করা ব নাম সেবনী। সেই সেবনী নাড়ী সপ্ত প্রকার

* মেট্রে অর্থাৎ লিঙ্গদেশ ছয় কুচ্চ, ভাতাতে উকান নিপত্তন,
মাংস, স্নায়ু, বন্ধন, সেবনাদি অর্থাৎ সেগাই হইয়াছে।

তাহার মধ্যে পাঁচ সেলাই মস্তকে । নিজে এক, জিহ্বাতে
এক । এই সপ্ত সেলাই তাহাতে কদাচ বিধা অর্থাৎ
■ ভেদ করিবেক না ॥ ৬৮ ॥

অথ সংঘাত কথম্ ।

চতুর্দশস্থানং সংঘাতান্তেষাং এয়েগুন্ফ
জানুবংক্ষেষু । এতেনেতর সন্ধি বাহচ
ব্যাত্যাতৌ । ত্রিক্ শিরসোরেকঃ । অত্রি
তু ত্রিক্ পদেন বাহু গ্রীবাঙ্গি সংঘাত
উচ্যতে ॥ সুশ্রুতং ।

অনন্তর, + সংঘাত করিতেছি. অঙ্গিব সংঘাত (১৬) চতু-
র্দশ, তন্মধ্যে গুন্ফ, জানু, বংক্ষেণে সংঘাত (৩) ত্রয় ।
ইতর সন্ধিতে ও ত্রয় এবং বাহুদ্বয়ে মণিবন্ধে কূপরে
ও কক্ষদেশে । ত্রিক স্থানে (১) এক মস্তকে (২) এক
ত্রিক শব্দে পৃষ্ঠবংশের অধঃ ও বাহুনুল এবং গ্রীবা ।

* অর্থাৎ সেলাই স্থানে আঘাত করিলে প্রায় সাংঘাতিক হয়,
দৈবাৎ বহু আঘাত বক্ষা হইতে পারে । এবং তৎস্থানে জাত বেদ না
গুরুতর হয়, কদাপি বক্তিস্থ সেবনার আঘাতে রক্ষাপায় কিং অশুভ
ভৎসন্ধিতে আঘাত হইলে রক্ষা হইতে পারে না ।

+ সংঘাত শব্দে বেলন, অর্থাৎ অঙ্গিব উপরে অপব অঙ্গিব আরো-
হণকে সংঘাত বলে ।

১ ত্রিক্ স্থান শব্দে, পৃষ্ঠেব অধঃ বাহুনুল ও গ্রীবা, অর্থাৎ প্রাকৃত
‘দামাণ, পাছা, ওনা + আন দানব’ বলে ।

অথ সীমন্ত কথন ।

চতুর্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ ।
সংঘাতাঃ সীদিতাযৈস্তু সীমন্তান্তে প্রকী-
ৰ্ত্তিতাঃ ॥ আয়ুর্বেদং ।

মুনি শ্রেষ্ঠেরা এতৎশরীরে (১৪) চতুর্দশ সীমন্ত উক্ত
কবিবাছেন, অর্থাৎ সীমন্ত ব্যাখ্যা চতুর্দশ কথিত আছে ।
সীমন্ত শব্দে, অঙ্কি সংঘাত অর্থাৎ বহু অঙ্কি মিলিত
সীবিত হয়, সাবিত শব্দে সেলাই হয়, তাহাকেই সীমন্ত
বলে ।

অথ দ্বক বর্ণন ।

ক্ষীরস্য পচ্যমানস্য যথা সন্তানি কোভবেৎ
শুক্রস্য পচ্যমানস্য রজসশ্চ তথ্যদ্বচঃ ॥
আয়ুর্বেদং ।

অনন্তর দ্বক্ অর্থাৎ চর্মেণ বর্ণন কবিয়াছেন, যদ্রূপ আব-
হিত ছন্দেব উপরে সন্তানিক অর্থাৎ সব হয়, তদ্রূপ আব-
হিত শোণিত শুক্রে শরীরে চর্মেণ উৎপত্তি হয় ।

পূর্বাভাসিনীতাসাং শিরাস্থানাচ সামতা ।
আয়ুর্বেদং ।

সেই চর্মে প্রথমা * অবতাসিনী যে সেই শিবা স্থান
নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অথ তাসিনী কথন।

ব্রাজকেন পিত্তেনাব ভাসনাং পরিণাহেন
বিস্তারিতস্য ব্রীহে বিংশতি ভাগে যুটাদশ
ভাগাঃ প্রমাণং তস্যাঃ ব্রীহি রত্নয়বঃ।
সাসিধু পদ্মকণ্টকয়ো রবিস্থানং ॥

অবতাসিনী নাম। ব্রাজক অর্থাৎ পিত্ত কর্তৃক বর্ণ
প্রকাশ করেন। পরিণাহে অর্থাৎ প্রসারেতে বিস্তারিত
যবের বিংশতি ভাগের অষ্টাদশ ভাগ প্রমাণ হয়। † সিধু
শব্দে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ বোগ বিশেষ আর পদ্ম কণ্টক তাহার এই
পরিমাণে চর্মেতে অধিষ্ঠান হয়, ফলিতার্থ এই দুই রোগের
চর্মেতেই উৎপত্তি।

* অবতাসিনী শব্দ ব্রাজক্ অর্থাৎ বর্ণ প্রকাশক, ইহা উত্তর হোমক
ব্যক্ত হইবে।

† ব্রাজক শব্দে পিত্ত, অর্থাৎ, (ব্রাজ্জী-প্তা) অগ্নাংশ ভূত পিত্ত,
হেজের গুণই কপ, স্তব্ধা পিত্তই বর্ণ প্রকাশক সামান্যত, ধাতুবনতা
নিবাবক, বর্ণ প্রকাশক অগ্নিকে প্রত্যক্ষই দেখা যায়, স্বর্ণ বোপাদি
ধাতুর বর্ণ উজ্জল অগ্নি দ্বাবাই হয়।

‡ সিধু, শব্দ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, সক্ষু, ব্রণ, ও পদ্মগাঁটা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়া লোহিতা জ্বেয়া তিলকালক জন্ম-
ভূঃ । সাযব ষোড়শ প্রমাণা তিলকালক
ন্যচ্ছ ব্যঙ্গানা মধিষ্ঠানং ॥ আয়ুৰ্বেদং ।

দ্বিতীয়া * লোহিতা নামে পীড়া ও তিলকালক, অর্থাৎ
শরীরের তিল, + কালক, ন্যচ্ছ অর্থাৎ ছলি, ব্যঙ্গ, এই কয়েক
ক্ষুদ্র রোগ চর্ম্মেতে জন্মে, যবের ষোড়শা শ প্রমাণ স্থানে
অধিষ্ঠান ।

তৃতীয়া তুবতবেৎ শ্বেতা স্থানং চর্ম্মদল-
স্যসা । সাযব দ্বাদশ ভাগ প্রমাণা চর্ম্মদলা
জগল্লিকা মসকা নাম ধিষ্ঠানং ॥ আয়ুৰ্বেদং ।

তৃতীয়া স্বক † শ্বেত নাম ও ॥ চর্ম্মদল নাম কুষ্ঠের স্থান ।
তাচার প্রমাণ যবের দ্বাদশ ভাগ, চর্ম্মদল, ও ॥ অজগল্লিকা
ও § মসকা দি ক্ষুদ্র রোগের স্থান ।

* লোহিতা শব্দে, রক্ত জড়ল, কদাপি কোনর শবীরে জন্মে ।

† কালক শব্দে, কৃষ্ণ জড়ল ।

‡ শ্বেত শব্দে সাদা জড়ল ।

॥ চর্ম্মদল শব্দে গজচর্ম্ম নামা বোগ বিশেষ ।

৷ অজ গল্লিকা শব্দে গাত্রে জাগলেব গলার স্থলেৰ ন্যায় থলিয়া
পাড, কেহৰ অক্ল অর্থাৎ আণু বলে ।

§ মসক শব্দে, আঁচিল ।

তাম্রা চতুর্থী বিজ্ঞেয়া কিলাশ শিত্র ভূমিকা।
যবাক্ত ভাগা প্রমাণা ॥ আয়ুর্বেদং।

তাম্রা নামে চর্ম্মের চতুর্থ স্থান, তাহার পরিমাণ যবের
অষ্ট ভাগ। তাহাতেই * কিলাশ এবং শিত্র রোগের উৎ-
পত্তি হয়।

* কিলাশ শব্দে, ক্ষতাদি রোগ।

বিজ্ঞাপন।

সর্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত
পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত
তদর্থ গোড়ীয় সাধুভাষায় বর্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ
মুদ্রাক্ষিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক
মূল্য প্রতি মাসে চাৰি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধায়া
করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাত্তবিয়া ঘা-
টার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারকরমার ভবনে নিত্যধৰ্ম্মানু-
রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই
প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান
করিতে ইহবে কালবিলয়ে স্বীকারকরা যাইবেক না।

এই পত্রিকা প্রতি মাস বাবদ্য মুদ্রিত। হইয়া পাত্তবিয়াঘাটার
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারকরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাখারিটোলা বঙ্গদেশীয় মোমাইটি প্রেয়ে মুদ্রাক্ষিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিধুর্নদ্বিতীয়ঃস্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাণ নৃণাণ জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যানিত্যাঙ্গাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং গবন পুরুষং পাত কোষেধ বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্নেহবস্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি কদিতং নন্দস্বনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তন ভ্রং মনোমে ।

১৭১ নং খ্যা শকাব্দঃ ১৯৭৩ । শন ১৩৫৯ মাল ১৫ মাঘ বৃহস্পতিবাব

এই অচিন্ত্য বিশ্বস্রষ্টা পৰমেশ্বৰ, যিনি গুহ্য হইতেও
গুহ্যতম, তাঁহাকে বিশ্বিত হইয়া আমরা কি অপক্লট কৰ্ম
না করিতেছি, এতৎ বিশ্বরাজ্যে অনন্ত জীব সৰ্জন করতঃ
মনুষ্য জাতিকে ভাঙ্গাতৃণ্য চৈতন্যধিক্য প্রদানে সকলের
নিয়ন্ত্ৰে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতেও কি তাঁহার নিকট
বৃত্তান্ত স্বীকার কৰা আমাদেরিগের কৰ্ত্তব্য হয় না ।

অনাৎ মাতৃ গৰ্ভস্থ বালকের রক্ষা কর্ত্তা, এবং ভূমিষ্ঠ হইলে বালকের আহারার্থ জননীৰ পয়োথব যুগলকে যিনি অমৃতের আধার করিয়াছেন, অপিচ অকৃতপ্রজ্ঞ শিশুর উচ্চ-হইতে পতন, এবং বিষধর দংশন হইতে পদে২ রক্ষা করেন তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া কি আমাদের সামান্য দ্রবাক্সতা যে জগদীশ্বর, ত্রহীযবশালী প্রভৃতি ওযধী সকল আমাব-দিগের আহারার্থ সৃষ্টি কবিয়াছেন, যাহাতে আমবা অনা-য়ামে ভুবন্ত ক্ষুধানলশান্তি কবিয়া প্রাণবারণ কবিতেছি, সেই পরমেশ্বরের দৃষ্টাণে কিঞ্চিৎ উপায়ন আহবণ করা কি আমারদিগেব দ্বাবা সম্পন্ন হব না, না তৎকবণে আমাবদি-গের কিছু মনুষ্যাত্মের হানি হয়, অপিচ ঈশ্ববোদ্দেশে এবা প্রদানে জ্ঞানিহেবই বা ব্যাঘাত কি, অর্থাৎ কিছুমাত্র অপ-চয় হয় না, কিন্তু কালসহকাৰে আমরা এমত ভ্রান্তি জালে আচ্ছন্ন হইয়াছি, যে ঈশ্ববোদ্দেশে কর্ম্মে২ প্রতি নিবন্তর দ্বেষ করতঃ এক কালেই নিস্পুরোজনীয রূপে গ্রহণ কবি-য়াছি। যে পবমেশ্বব (অপাণি পানোজবন গৃহীতা ইত্যাদি) ক্রতি প্রমাণে পাণিপাদ চক্ষুশ্রোত্রাদি অবয়ব বর্জিত হইয়াও (সহস্র শীৰ্ষাপুকমঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র পাদিত্যাদি) ক্রতি সম-হয়ে সহস্র মন্থক সহস্র বাহু, সহস্র চবদাদি বিশিষ্ট হইয়া আপনার অস্তিত্ব প্রত্যয় কবাইয়াছেন, তাঁহাকে ক্রতিঃ প্র-সিদ্ধিঃ সরূপ বলায় কি আমারদিগেব বিরূপ উপাসনা হয়, না জ্ঞানিহেবই ব্যাঘাত কমে এবং (অরূপ মস্পর্শ মগন্ধ

বক্ষয়ৎ ইত্যাদি) কৃতিঃ প্রমাণে সৰ্ব্ব পদার্থাতিরিক্ত হইয়াও যিনি (সৰ্ব্বরূপঃ সৰ্ব্বরসঃ সৰ্ব্বাঙ্কোজরামর ইত্যাদি) কৃত্য-
নুশাসনে সৰ্ব্ব পদার্থ স্বরূপ হইলেন, তাঁহাকে একপে মান্য
করাতেই কি, অজ্ঞানীত্ব হয়, নাতদিতর চিন্তাতেই সভ্য হওয়া
যায়, ইহাই আমাদিগের পদমাত্রান্তি।

অপাব করুণাসাগর স্বীয়কারণা বিস্তারে আমাদিগের
সম্মুখে কিং উপায় না করিয়াছেন, অর্থাৎ ছত্তরনন্দনদীপতির
বাবিরাশি সমুদ্রার্থে পোতসজ্জন পোত শব্দে নৌকা) অঙ্ক-
কারাগমে দৃষ্টার্থে দীপ, নিষ্কাত সময়ে বায়ুসেবনার্থে ব্যঞ্জন
(ব্যঞ্জন পদে পাথ.) বৌদ্ধভূমি নিবারণার্থে আতপত্র অর্থাৎ
(ছত্র) উৎপল ভূমিব তাপ এবং কৃষ্ণ কণ্টক ইত্যেতে পাদর-
ক্ষার্থে পাতক, দেহবিনাশক উষ্ণিত, বোগ শাস্ত্যার্থে নানাবিধ
ঔষধীশীত নিবারণার্থে শাল পটুদনাত তুলিকাদি, গমনাশক্ত
ব্যক্তির গমনার্থে বথশকট শিবিলাদি, তাপোপশমনার্থে
জল, দৃষ্টার্থে চক্ষু, শ্রবণার্থে কণ, ঘ্রাণার্থে নাসিকা, রস গ্রহ-
ণার্থে রসজ্ঞা, জিহ্বা, চক্ষুণার্থে দন্ত, গ্রহণার্থে হস্ত, গমনার্থে
চরণ, কামেন্দ্ৰি়ের ভুক্তার্থে কামিনী, অগ্নদমনার্থে প্রত্যোদ
অর্থাৎ চাবুক, ইন্দ্রার্থে অন্ধুশ, কাল পরিমাপার্থে চন্দ্রসূচ্য
অথবা শস্যোৎপত্তার্থেই বা ইউক অর্থাৎ দিবাভাগে প্রথম-
তব রবিকর খবিতা ধবিদ্বীকে স্থপাতিভক্ত কবণার্থে বামি-
নীতে কুমুদিনী পতির উদয় হইয়া থাকে, অপবমপি অশ্বদা-
দিব আহাৰ্যার্থে অন্ন, অন্নার্থে রুচি, রুচ্যার্থে বস্ত্র বস্ত্রার্থে

দিশ, বেদ, ঘৃত, ঘৃতার্থে গাবিও বুধ হৃষ্টি করেন, অপার মহিম
 পরমেশ্বরের অতুল্যা করুণা অর্থাৎ গাবি ও বুধকে আমার-
 দিগের হিতার্থে পিতামাতার ন্যায় সহায় করিয়া দিয়াছেন ।
 লৌকিকে দৃষ্টান্ত, পিতা যেমন নানা পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপা-
 র্জন করতঃ সন্তানাদির প্রতিপালন করেন, বুধ জাতিবাও তজ্জ-
 প যথোচিত পরিশ্রমে হলাকষণ করতঃ শস্যোৎপত্তি করিয়া
 অশ্বাদাদিব গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, তদন্যৎ গাবিগণে-
 রাও মাতৃবৎ তৃষ্ণপান করাইয়া প্রস্তুত বাসকবৎ পবিপালন
 করিতেছেন, কালবশতঃ আমরা এমনি নির্ঘৃণ নির্ভাজ্ঞ অকু-
 তজ্ঞ নির্দয় হইরাছি যে একালেই কার্কশ্য স্বভাবে অজ
 মেঘাদিবৎ তাহারদিগের বধামোদিত হই, ক্ষণকালের
 মধ্যে চিত্তে তাহারদিগের উপকারিত্ব গুণের অঙ্গীকার করি
 না, ইহাতেও যে আমরা জনসমাজে সভ্য ও জ্ঞানী কৃতজ্ঞ
 ধার্মিক রূপে প্রতিপন্ন, কিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইতে উৎসাহ
 করি সে কেবল কাল মহাত্ম্যমাত্র, অপর ভাগ আগামী প্র-
 কাশ করা যাইবেক ।

গতবারের শেষঃ ।

জাবালোপনিষৎ ।

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো বৃক্ষচর্য্যং সমাপ্য
 গৃহীতবেৎ । গৃহাদনীভূত্বাপ্রবুজেৎ ॥১৯॥

বৈদেহ রাজা জনক কর্তৃক পুটে হইয়া যাজ্ঞকল্য সন্ন্যাস
ধর্ম কহিতেছেন, যে * ব্রহ্মচর্য্য পবিসমাপ্তে † গৃহী হইবেক
গৃহী হইয়া দাব গ্রহণ করতঃ প্রজোৎপত্ত্যাदि গৃহস্থোচিত
কর্ম্মের সমাপন করতঃ ‡ বান প্রস্থ হইবেক । বানস্থ ধর্ম্মের
পবিসমাপ্তে ॥ প্রব্রাজ র্থাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক ॥ ১৯ ॥

* ব্রহ্মচর্য্য পদে শুকদেব বাস করতঃ বেদাধ্যয়ন করণ, অর্থাৎ
উপনয়নানন্তর আচার্য্য আশ্রমে বাস, সংযতক্রিয় হইয়া একান্ত
শুকসেবায় বৃত্ত হইবেক, এবং সমস্ত দিবা ভিক্ষা করিয়া যথা কালে
শুককে নিবেদন করিয়া, আচার্য্যর আজ্ঞানুসারে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট
ভোজন করিবেক, অপিচ স্নানভিগানেব শান্তি ও বাগদেব কাম
ক্রোধাদি বর্জিত হইলে শুকদেবায় বেদার্থ ধাবণার ক্ষমতা জন্মে ।
ইহার নাম ব্রহ্মচর্য্য ।

† গৃহী পদে শুকদেবে বাস করতঃ আচার্য্য প্রসাদে বেদার্থ গ্রহণ-
নন্তর তদাজ্ঞামতে দাব গ্রহণ করতঃ গৃহী হইবেক অর্থাৎ চতুঃ-
শাল বিশিষ্ট গৃহাদি করিয়া সন্তানোৎপাদনে পিতৃকণ্ঠের পরিশোধন
এবং তদুচিত বলি দৈব্যাदि নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেক, আদি
পদে ব্রত নিয়ম উপবাস যাগযজ্ঞ দৈন্যপিত্রাদি কর্ম্ম পবায়ণ হই-
বেক, অনন্তর উত্তবর্জিত বয়সঃ প্রাপ্তে গৃহকল্যাণাদিব সহিত ভাৰ্য্যাকে
পুত্রে সমর্পণ করতঃ অবণি অর্থাৎ অগ্নিস্থালী সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম
গ্রহণে কালগাপনা করিবেক ।

‡ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পদে, একান্ত নিষ্কর্মন বিপিন বাসে ত্রিসবন অর্থাৎ
ত্রিকাল স্নানী হইবেক এবং কালেঃ যজ্ঞ এবং দৈবপিত্র কর্ম্ম করতঃ
যথা কালে গ্রামে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া বনে আত্মা করিবেক অথবা
কল মূল কন্দ শীর্ণ পত্রাদি আহাবে কালগাপনা করিবেক ।

॥ পবিব্রাজক পদে, ব্রহ্মোপনিষদ্রুক্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম অর্থাৎ দণ্ডগ্রহণ

যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রবুজেদগৃহাঙ্ঘ্রা-
বনাদ্বেতি ॥ ২০ ॥

যদি ব্রহ্মচর্য্যাদি ইহতে ইত্যন্তঃ অর্থাৎ গৃহী কি বনাশ্রমী
প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদি না করিয়াও যদি সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম গ্রহণ
করে, তাহাতে অপচয় নাই ॥ ২০ ॥

অর্থাৎ পূৰ্ব্ব শ্রুতিতে যে ব্রহ্মচর্য্যানন্তর গৃহী তদনন্তা
বনাশ্রমী, পরিণামে পরিব্রাজক হইবেক অন্তঃশাসন করিয়া-
ছেন, সে কেবল ক্রম লক্ষণমাত্র, ফলিতার্থ সন্ন্যাসধৰ্ম্ম গ্রহ-
ণের বাদ কোন নিয়মের দ্বারা হয় না, তদর্থো উক্তাশ্রুতি
আজ্ঞা করিয়াছেন ।

অথপুনরব্রতীবান্নাতকো বান্নাতকো বোঃ-
সন্ন্যাসি রন্যাসিকোবা । যদহরেব বিরজেত্ত
দহরেব প্রবুজেৎ ॥ ২১ ॥

এই ■ পবিত্রাজক ধৰ্ম্ম গ্রহণে ব্রতী কি অব্রতী তাহা
কোন বিচার কবে না । স্নাতক কি অন্নাতক ভবিষ্যৎকালেও
আবশ্যক থাকে না । সাধিক কি নিরসিক তাহাও বিচারের

যেহেতু বনাশ্রমানন্তর বহিবগ্নিকে বিসর্জন করিয়া স্বহৃদে আপন
করতঃ কেবল স্বাধ্যায় দ্বারা পবিত্রকোষ চিন্তা করিবেক ।

■ পরিব্রাজকধৰ্ম্ম পদে সন্ন্যাসধৰ্ম্ম অর্থাৎ এতকর্ম্ম গ্রহণে এত
বিবেচনা করিবেক না যে আমিব্রতী কি অব্রতী অর্থাৎ আমান কোন
ব্রত সমাপ্ত হয় নাই ব্রত পদে শিরোদ্বাদি অর্থাৎ মস্তকে অগ্নি

প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ কালের নিয়ম নাই এবং সম্পন্না সম্প-
ন্নেব বিচার নাই। যে দিবস যে সময়ে বৈরাগ্যের উদয় হই-
বেক সেই দিবস সেই সময়েই সংসার পরিত্যাগ করিয়া
সম্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক ॥ ২১ ॥

তদৈকে প্রাজাপত্য দেবেচ্চিৎ কুর্ষন্তি তদু-
তথান কুর্ষাদাগ্নেয়ানে কুৰ্যাৎ ॥ ২২ ॥

এক সম্যাসধর্ম্ম রূপে সবকর্ম্ম সমাপন হই অর্থাৎ প্রাজা-
পত্য, উটাপুষ্টি সকল কর্ম্মই উহাদিগের করা হয়, যাঁহারা
পবিত্রাজক যম্ম গ্রহণ কবেন। এবং অগ্নিহোত্রী ব্যক্তি
অগ্নিকে আযুত করিয়া এই মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন করি-
বেন ॥ ২২ ॥

অগ্নির্হিপ্রাণঃ প্রাণমেবৈতয়া কুরোতি ত্রৈ-
ধাতবীয়ামেব কুর্ষাদেভ্যৈব ত্রয়োধাতবো

কবিয়া মণ্ডুক দীপ্তি অপায়ন ইত্যর্থঃ সমস্ত নিয়ম আমা কর্ত্তক
বক্ষা হইলে পব পবিত্রাজক হইব এবং স্নাতক বা অস্নাতক অর্থাৎ
স্নাতক শব্দে বেদবিবি পাদদেশী অর্থাৎ আমি সন্ধ্যাবেদার্থেব পাব-
দর্শন করিয়া সম্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব অপিচ সাত্বিক বা নিরগ্নিক পদে
অগ্নিহোত্রী অর্থাৎ আমি অগ্নিহোত্র বর্ণের পরিসমাপন করি নাই
অঃ এব সত্যনি কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া অনন্তব সম্যাসী হইব, এতদ্বিচারব
অপেক্ষা না করিয়া যে দিবস সংসার বিরক্তি জন্মিলে সেই দিবসেই
পবিত্রাজক যম্ম গ্রহণ করিবক

যদুত সত্বং রজস্তম ইত্যয়ং । তেষোনি
ঋত্বিজো যতোজাতো অবোচথা স্তং জ্ঞান-
মগ্ন আরোহাথানো বর্দ্ধয়। রয়িমিতি ॥২৩॥

অগ্নিইপ্রাণ প্রাণই অগ্নি অতএব 'তোমাকে ■ প্রাণে
অধিষ্ঠিত করিলাম যেহেতু তুমি । ত্রৈধাতবীয এই শরীরের
নিয়ন্তা, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম ইহাকেই ধাতু বলি, ইহারদি-
গের অধিষ্ঠান নিমিত্ত শরীরের নাম ত্রিধাতু হে অগ্নি, তুমি
সর্কষোনি, তুমি । ঋত্বিক অর্থাৎ যজ্ঞেব হোতা, যেহেতু
তোমা হইতে সকল জন্মিয়াছেন, তোমাকে সর্কষোনি ব-
লিয়া ॥ পুরাতন ঋষিরা জানিয়াছেন তুমি সমস্ত প্রকাব

■ প্রাণে অগ্নিকে অধিষ্ঠিত কবিলাম ইত্যথে তাৎপৰ্য্য সোণী কক্ষ
এক প্রাণাবলম্বনে অর্থাৎ পুরক কুন্তক বেটকাদি প্রাণায়াম দ্বারা
সম্পন্ন হয় ।

† ত্রৈধাতবীয পদে পিতৃ শ্লেষ্ম বায়ুময় শরীর কিন্তু এক বায়ু-কই
অবলম্বন করতঃ ধাতুরয়ের অবস্থিতি, সেই বায়ু প্রাণকোপ অশুশ্চব
অতরাং তাহাতে সকল সম্পন্ন হয় । যথা সত্ত্বরজস্তমগুণ এক সত্ত্বকে
সমাশ্রয় করিলে সমাক্স সূক্ষ্ম হয় অতএব সত্ত্বাত্মক বায়ু, সেই বায়ুই
তুমি, তোমাকে অন্তঃস্থ কবিলাম ।

‡ ঋত্বিক পদে পুৰোহিত অর্থাৎ যজ্ঞেব হোতা, হোতা শব্দ যজ্ঞে
দেবগণেব আসীন কর্তা । যথা ঋগ্বেদঃ [অগ্নিমিলে পুৰোহিতমিতি]

॥ পুরাতন ঋষি পদে ভৃগু অজিনবীড় প্রভৃতি যথা ঋগ্বেদের অগ্নি
সত্ত্ব [অগ্নি পূর্ণোক্ত ঋষিভবীড়া ইত্যাদি,]

ধনেব অধিষ্ঠাতা ভোমাকে রুদয়ে করিলাম, আমার সম্বন্ধে

■ রয়ি অর্থাৎ অধ্যাত্ম ধনের বৃদ্ধি করহ ॥ ২৩ ॥

ইত্যেনেন মন্ত্ৰেণাজিষ্মেদেববা অগ্নৈর্যোন্যিঃ

প্রাণঃ প্রাণং গচ্ছস্বাহেত্যেবমে বৈতদাহ

॥ ২৪ ॥

এতৎ মন্ত্ৰ দ্বাবা অগ্নির আঘ্রাণ লইয়া কহিবেক যে

অগ্নিযোনি প্রাণ হে অগ্নি তুমি প্রাণেতে গমন করহ ॥২৪॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের

সংস্কৃত বিচার।

পঞ্চমী বেদনী নাম ত্রীহি পঞ্চ ভাগ

প্রমাণা ভগন্দর বিক্রমি শোফাধিষ্ঠানা।

আয়ুর্বেদং।

■ রয়ি শব্দে ধন এত্বে অগ্ন্যাত্ম তত্ত্বরূপ পবন ধনেব কর্ত্তা।
ঋগুদং [হোতাবৎ বহুবাহনমিতি] হে অগ্নি তুমি বজ্ররূপ ধনেব
প্রদান কর্ত্তা।

† অগ্নিযোনি প্রাণ, পদে প্রাণ যে বায়ু তাহাতে অগ্নিব উৎপত্তি
যথা [আকাশঃ জায়তে বায়ু বানো অগ্নিঃ প্রজায়তে] আকাশ হইতে
বায়ু উৎপত্তি, বায়ু হইতে অগ্নি, ইহা জানিয়া সংহার যুদ্ধ দ্বারা
সহিস্র অগ্নিকে লইয়া চুদিস্ব প্রাণে সংস্থাপন কবিবেক।

বেদনী নামা পঞ্চমীত্বক্ যবের পঞ্চম ভাগ প্রমাণ, ভগ-
ন্দর ■ বিক্রমি + শোক ইত্যাদি রোগ সেই চর্ম্ম হইতে উৎ-
পন্ন হয় ।

যষ্ঠী রোহিণী নাম ব্রীহি প্রমাণা গ্রন্থ্য পচ্য-
বুদ ল্লীপদগল গণ্ডাধিষ্ঠানং । আয়ুর্বেদং ।

রোহিণী নাম যষ্ঠীত্বক্ এক যব প্রমাণ, সেই চর্ম্ম হইতে
‡ গ্রন্থীবোগ ॥ অপচী ¶ ল্লীপদ গলগণ্ড গণ্ডমালা প্রভৃতি
বোগের উৎপত্তি হয় ।

স্বলাত্বক সপ্তমী খ্যাতা বিক্রম্যশঃ স্থিতি-
শচসা । সপ্তমীমাংসধরা নাম ব্রীহিদ্বয়
প্রমাণা ॥ আয়ুর্বেদং ।

■ বিক্রমি রোগ পদে, অর্শঃ । অন্তবলি বিশিষ্ট ।

† শোক বোগ শব্দে শোথ । অর্থাৎ হস্ত পদাদি স্ফীত হয় ।

‡ গ্রন্থী রোগ পদে, গ্রন্থীবাত ।

॥ অপচী শব্দে অপাক কিন্তু এখানে চোহাস ধরা বোগকে
কহিয়াছেন ।

¶ ল্লীপদ বোগ শব্দে, গোদ, এবং জলীয় মুকপীড়া, অর্থাৎ
বাতশিবা ।

§ গণ্ডমালা রোগ পদে কণ্ঠ দেশে বেদন করিয়া ক্ষত হয় ।

সপ্তমী মাংসধারিণী নামে স্থূলত্বক্ * বিক্রমি ও † অর্শ
রোগের স্থান, তাহার প্রমাণ যবদ্বয় ।

ষড়্‌য়ব প্রমাণান্ত অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্যং উক্তং ।
উদরেষ্বঙ্গুষ্ঠোদর প্রমাণ মবগাঢ়ং বিধে-
দিতি ॥ সুশ্রুতং ।

‡ ছয় যবপ্রমাণে অঙ্গুষ্ঠোদরের ন্যাবসপ্তমীত্বক্ অতএব
॥ উদর মধ্যে ক্ষত হইলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেব পরিমাণে অস্ত্র
দ্বাৰা ভেদ করিবেক, যেহেতু তৎস্থান অঙ্গুষ্ঠোদর তুল্য উক্ত
হইয়াছে ।

এতৎ প্রমাণং মাংসল স্থানেষু বোদ্ধব্যং ।
সুশ্রুতং ।

যেক্ষপ উদরের প্রমাণ এই রূপ মাংসল স্থান মাত্রেই
জানিবে । এই বিবেচনায় চিকিৎসাকরা কর্তব্য ।

■ এই বিক্রমি বোগ ও এক জাতি অর্শ, ইহাতে অন্তঃ ক্ষত
হইয়া পূৰ্ণনিৰ্গত হয় ।

† এই অর্শ বোগ, বহির্বলি বিশিষ্ট সন্ধানভুক্ত শ্রাবী হয় ।

‡ অঙ্গুষ্ঠোদর ছা যব প্রমাণ, তাহা গোণিণী তন্ত্রে ক্রোশ পরি-
মাণার্থ লিখিয়াছেন, যথা [ষড়্‌য়বে বঙ্গুলো প্রোক্ত] ছয় যবে এক
অঙ্গুলী, অতএব ষড় যব প্রমাণ অঙ্গুষ্ঠোদর কথিত হইয়াছে ।

॥ উদর মধ্যে ক্ষত হইলে যদি অস্ত্র দ্বাৰা ভেদ অর্থাৎ ক্ষেদন করিবার
প্রয়োজন হয়, তবে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণে আঘাত করিবেক ।

৩০০ নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।

নতুললাট সৃষ্ণাঙ্গুলাদিষু । সুশ্রুতং ।

ললাট এবং অঙ্গুলাদি সৃষ্ণ স্থানে একপ বিবেচনা
নাই যেহেতু তত্ত্ব স্থানে উদরাদিবাং প্রভূত মাংস রহিত
এই হেতু এই সকল স্থানের চিকিৎসার অবস্থা ভেদ হয় ।

অথ লোমানি লোমকূপাশ্চ । অস্ত্রোমলানি
লোমানি অসংখ্যানি ভবন্তিহি । সন্তিযাব-
ন্তি লোমানি তাবত্যো লোমকূপকাঃ ॥
আয়ুর্বেদং ।

লোম এবং লোমকূপ অসংখ্য, যেহেতু লোম অস্থির
মল হয় । সুতরাং লোমের সহিত অস্থির সংযোগ আছে ।
অর্থাৎ যাবৎ লোম তাবৎ লোমকূপ এবং প্রতিকূপে দুই তিন
লোম থাকিবারও সম্ভব আছে ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিবৃতিঃ স্বভাবাদেব জায়তে ।
সন্নিবেশশ্চগাত্রাণাং নাত্রাস্তে কারণান্তরং
নিবৃতিঃ সিদ্ধঃ স্বভাবাংঙ্গশ্চরাংসন্নিবেশো
রচনাদিবিশেষঃ ॥ আয়ুর্বেদং ।

■ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্বাহ স্বভাব হইতে হয় কেন না গা-
ত্রের সংস্থিতি বিষয়ের কারণান্তর নাই । সুতরাং নির্বাহ

* অর্থাৎ শোণিত পুরুষাত দেহ মাতাপিতার গুণাবলম্বনে স্বভাব-
বশে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ করচবগাদি বিশিষ্ট হয়, অতএব স্বভাবকেই

সিদ্ধ স্বভাবকেই বলিতে হয় কিন্তু ঈশ্বর হইতে নিবিক্ত
স্বভাব তৎপ্রভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির রচনাদি বিশেষ হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিবৃত্তৌ যে ভবন্ত্য গুণা-
গুণাঃ। তেতেগৰ্ভস্য বিজ্ঞেয়া ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম
নিৰ্নিত্তজাঃ॥ আয়ুৰ্বেদং।

অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ * অবয়ব ও প্রত্যবয়ব এই
প্রকারে নিম্পন্ন হয়, অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন বিষয়ে যে২
গুণ ও অগুণ হয়, সেই২ গুণ দোষ। গৰ্ভেরই জানিহ,

বলান মানা যায় উভাব অন্য কাৰণ মান্য বরা নিবৰ্থক। এতদৰ্থে
অনেকানেক জাতীয় বৈদ্যোবা শবীর ছেদী হইয়া নাস্তিক হয়,
ঈশ্ববেব কৰ্ত্তৃ মান্য ক'ব না, অপুনা ইংলণ্ডীয় ডাক্তবেৰাই তাহাৰ
প্ৰমাণ। কিন্তু বৈদিক জাতীয় চিকিৎসকবা শরীরের উৎপত্তি স্বভাবে
হয় মান্য কৰিয়াও স্বভাবেব কাৰণ অর্থাৎ নিমিত্ত ঈশ্বৰকে মানিয়া-
ছেন। অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বচনা ঈশ্বর হইতে হয়,
তাহাব প্ৰমাণ। জন্তুমাংসবি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ভিন্ন হয়, যদি
শুদ্ধ স্বভাবেই উৎপন্ন হইত তবে সকলে সমান গঠনে প্ৰকাশ পাইত,
ততরাং ঈশ্বৰকেই সৰ্ব কাৰণ মান্য ক'ব উচিত।

* অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পদে অবয়ব প্রত্যবয়ব, যথা প্ৰধানাঙ্গ
মস্তক তাহাব প্ৰত্যঙ্গ নাসা চক্ষু কণাদি, ও হস্তপাদ অঙ্গ অঙ্গুলাদি
প্ৰত্যঙ্গ।

† গৰ্ভ দোষ পদে গৰ্ভ সংস্থান বিষয়ক অর্থাৎ সন্তানর থাকিবার
দোষে বৃৎসিত সূক্ষ্মব হয়।

যন্ততঃ ধর্মাদর্ম্য কলেই উৎকর্ষাপকর্ষ হয় স্ততরাং তাহাকে
■ ধর্মাদর্ম্য নিমত্তজ বলিয়াছেন।

দন্তানানং পতনং জন্ম পুনঃপাতেহু সন্তবঃ।
তলেধনুদুবোলোম্মা মেতৎসর্বং স্বভাবতঃ
আয়ুর্বেদং।

দন্ত সকলের পতন হইয়া জন্মে, এবং। পুনঃ পতন

■ ধর্মাদর্ম্য নিমত্তজ পদে শুদ্ধ গত্ত্ব দোষ নহে, ইহাব মূল কাবণ
ধর্ম ও অধর্ম্য অর্থাৎ পূর্ব জন্মে যেমন কর্মাববে তদনুসারে বাহ্য
এবং শোভনাজ জন্মে, নচেৎ গত্ত্ব কেহ বা ভাল বেহ বা কুৎসিত
রূপে বাস কেন ক ব. ইহাব আবও প্রমাণ কর্ম্য বিপাকাদি শাস্ত্রে
পাওয়া যায়, যথা [স্বর্গহাবীতুকুনখী সুরাপঃ শ্যাব দন্তক] তথাচ
[দুশ্চর্ম্মী গুরু তল্লগা] অন্য দপি [পিতৃতা চেতনাধীনো মাতৃহঙ্ক
প্রজায়তে] এবমপি, [শাকহা নীলজোচন] ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব
জন্মে স্বর্গ চুবি করিলে বুনখি হয়, সুরাপান ফলে শ্যাব দর্ম্ম অর্থাৎ
সন্মুখে দুই দন্তের মধো কৃষ্ণবর্ণ এক ক্ষুদ্র দন্ত জন্মে, গুরুজন্য
গমনে [দুশ্চর্ম্মাহয়] গুরুজন্য শব্দে শুদ্ধ গুরুপত্নী নহে মাতা বিমাতা
পিতৃবাত্নী পিতৃঃস্বশা মাতৃস্বশা মাতুলানী ভাতৃপত্নী ভগিনী অন্য
বধু প্রভৃতি, দুশ্চর্ম্মা বোগ যাহাকে অষ্টাবিতমেট্র বলে, অর্থাৎউপ-
স্তের ত্বক মোচন হয়, পিতৃ হত্যা কাবী অট্টেচন্য অর্থাৎ জড়তা, মাতৃ
হত্যা ফলে অন্ধ হয়, এবং শাক চুবি করিলে চক্ষুর কোলে কালিমা
পড়ে, অতএব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে স্বভাব সিদ্ধ বলায় দোষ দর্শে এতন্নিমিত্ত
কর্ম্মজ বলিয়া ধৃত করিয়াছেন।

† দন্ত পতনে পুনর্দন্ত হয় কিন্তু পুনঃ পতনে আব জন্মে না,

হইলে আর জন্মে না । অপর * হস্তপাদতলে 'লোমের
অনুৎপত্তি এই সকল স্বভাব সিদ্ধঃ ইহার অন্য কারণ
নাই ।

অথ শবীরস্থ রসাদি সপ্ত ধাতুর পরিমাণ ।

রসাস্‌ত্ৰ্যুংসমেদোস্থি মজ্জাশুক্রাণিধাতবঃ ।
রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্নেদস্ততো-
স্থিচ । ততোমজ্জাততঃশুক্র মিত্যুক্তাঃ ।
সপ্তধাতবঃ ॥ ১ ॥ চক্রং ।

রসরক্তমাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এই সপ্ত ধাতু ।
ইহাব ক্রমশঃ ধাতু পরিপাকে উত্তরোত্তর ধাতুর উৎপত্তি
হয় । অর্থাৎ † আহাবানন্তর দ্রব্য পরিপাকে রস জন্মে

তবেকদাচিৎ কাহা ও পুনঃ পতন সে পুনরুৎপত্তি দেখা যায়, তাহার
কাবণ জন্মাবধি অনন্তদাদন্তর দ্রব্য মূল দিবা উৎপত্তি হয় ইতাই
জানিবেন বস্তুতঃ মেদান্তর নতন উৎপত্তি হয় ।

* হস্তপাদতলে োম না থাকার কাবণ এপ্রকার যুক্তি দ্বাৰা
লক্ষ কবা যায়, অর্থাৎ হস্ত ও পাদতলে লোম থাকিলে জীবের অত্যন্ত
ক্লেশদায়ক হয় একাবণ ক্ষণদীর্ঘব তঃস্থানে লোমোৎপত্তি কবেন নাই,
এতৎ ভিন্ন অন্য কোন কাবণ লক্ষ হয় না, সুতরাং স্বভাব জাত
বলিয়া ধৃত করিয়াছেন ।

† ক্রমশঃ এতলক্ষণ ধাতুৎপত্তি হয়, কিন্তু বিশেষ দ্রব্য আহায়ে,
একং ধাতু একবারই জন্মায়, যথা (বেতাস্থিঃ শাল্মলীতি) বেত-

৩০৪ নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

রস পরিপাকে রক্ত হয়, তৎপরিপাকে মাংস, মাংস পরিপাকে মেদ মেদের পরিপাকে অস্থি, অস্থির পাকে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র জন্মে, এই সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি চরকাদি বৈদ্যকে নির্ণয় করিয়াছেন।

সমুদ্র বলিয়া শালুলীকে ধরিয়াছেন, অর্থাৎ শালুলী তক্ষণে সদ্য শুক্র জন্মে, তথাহি (বক্তৃতা দাড়িমীভিচ) দাড়িমী তক্ষণে সদ্য বক্তোৎপত্তি হয়। অনাদপি (দুক্ষেন জায়তে মেদ ইতি) দুক্ষপানে মেদ জন্মে, পুনরপি [মাংসে মাংসোভিজায়তে] মাংস তক্ষণে মাংস জন্মে। ইত্যাদি বহু প্রমাণে দেখা যায় কিন্তু কেবল অন্নাদি আহার ক্রমোৎপত্তি জানিবে।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারম্বার মুদ্রিত হইয়া পাণ্ডুদিয়াঘাটাবলীযুত বাবু শিবচরণ কারকরমাব বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাখাবিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেস মুদ্রাঙ্কিত হইল

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যানিত্যাঙ্গাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষেয বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং শ্বেববস্ত্রং ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দস্বনুং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় হৃৎ মনোমৈ ।

১৭২ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সম ১২৫৯ সাল ২৯ মাঘ বৃহস্পতিবার

পরম কারুণিক জগৎপিতা বিবিধ প্রকারে আমার-
দিগকে সুখভাজন করিয়াছেন, দেখ পুষ্পেঃ মক্ষিকাগণে
মকরন্দ চুষ্মন করতঃ একত্ৰীভূত কবে, তাহাতে এতৎ পরি-
মাণে মধু জন্মে, যে গুডেব অপেক্ষা সুলভ, এমত দেশ
নাইযে তথায় চুষ্পাপ্য আছে ।

এবং কোশকাব কীটের মুখ লালে উৎপন্ন কোশ অর্থাৎ
(রেশম) তাহার এতাদৃক্ সুলভতা যে সর্বদেশে জাত

বাস্তুরাই স্বচ্ছন্দরূপে গ্রহণ করিতে পারে এই পটুসূত্র জনিত পবিত্র বস্ত্র পরিধানের অস্বদাদিকে অতি সূক্ষ্মরূপে দেখা যায়, বিশেষতঃ কার্পাস সূত্র জনিত বস্ত্রাপেক্ষা বহুকাল স্থায়ী হয়, অতএব এমত করুণাময় এতৎ স্রষ্টা জগদীশ্বরের অনুধ্যান কর। কি আমারদিগের সুখ নিমিত্তক হয় না, কেবল সুখলাভ হেতুক যথেষ্টাচার করাই কি কর্তব্য হয় ।

অপিচ এতৎ বৈষয়িক স্মৃতি নানোপকরণ সৃষ্টি করিয়াও করুণানিধান সংসার বন্ধ মোচনের বিশেষ উপায় করতঃ অস্বদাদিকে তৎপদবী প্রদর্শন করাইয়াছেন ।

অর্থাৎ (অবাঞ্ছনমনসোগোচর) পরমেশ্বর, স্মৃতিবাস্তব বাক্য মনের অগোচর হইয়াও আমাদিগের উপাসনা সিদ্ধার্থে বাস্তবরূপে বাক্য মনের গোচরীভূত হইয়াছেন, যে হেতু তাঁহাকে (সর্বকাম পূর) বলিয়া বেদে উক্ত করেন । অর্থাৎ যিনি সকলের সকল কামনা পূরণ করেন, অপিবা (একোবহুনাং যোবিদধাতি কামান্) যিনি এক কিন্তু বহু লোকের কামনানু রূপ অভিলাষ পূর্ণ করেন, যথা (সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোকপ কল্পনা) সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত, যিনি স্বীয় রূপের কল্পনা করেন, এতৎ কল্পনা শব্দের অঙ্গীকৃত্য নাই, নিত্য বিগ্রহবান, যদি কল্পিত শব্দে বাচারম্ভন বলা যায়, তবে (সূর্য্যচন্দ্রমসৌধাতা যথা পূর্ক মকল্পয়দিতি) শ্রুতি প্রমাণের ব্যাঘাত জন্মে, কেননা সূর্য্য

চন্দ্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তদ্বৎ জগদীশ্বর আপনার মানা
রূপ সর্জন করিয়া সাধকানুরোধে কদাচিৎ নবীন নীলনীরদ
ন্যাকারীকৃত ইন্দীবর মরকত কোটিকন্দর্পদর্প খক্ষীরূত শ্যাম-
সুন্দর দ্বিভুজমুকুলীধর বনমালী, গলধৃত কৌস্তুভমণিসার
হারকেয়ুবান্ধব বলয়াদি নানা ভরণোজ্জ্বলাঙ্গ, শ্রুতিমূলে
মকরারূতি কুণ্ডলান্দোলায়মান, বক্ষস্থলস্থিত শ্রীবৎস ভৃগু
পদ চিহ্নিত নটবর যবাপুষ্প শ্বেণী চরণ তলরাজিত স্বপ্নবজ্রা-
কুশ চিহ্নিত ভক্তজন শমন ভবন গমন নিবারণ সচ্চিদানন্দ
রূপ ।

কদাচিৎ রজতাচল সম্নিত জটাজুটধারী খণ্ডপরশু পশুপতি
কুতর্কচন্দ্র ভাল, নয়ন এযরাজিত, পঙ্কধর শার্দূল চর্ম্মায়র
ফণিমণিভূষিত কর ধৃতা ভয় বর, জগত ভয় হর নীলগ্রীব
পাক্ষতীপতি পঞ্চানন পরম কৈবল্যদোকপ ।

এবং গৌবীগণেশদিনেশাদি বিবিধ রূপের পরিগ্রহণে
অস্মদাদির পরিমোচনোপায় করিয়াছেন । যেহেতু অব্যক্ত
রূপের উপাসনায় চিত্তাভিনিবেশ হয় না, শুদ্ধ কক্কাতিশয়
মাত্র এতন্নিমিত্ত মনোহর কমনীয় রূপে অস্মদাদির উপাস্য
হইয়াছেন । যথা গীত (অব্যক্তাহিগতিচূর্ণং দেহবদ্বির-
বাপ্যতে) দেহবান্ মাত্রেয়ি অব্যক্তাগতি ছঃখের কারণ হয়,
অর্গাৎ নিরর্থ ক্লেশোধিক মাত্র, যথা (নাম্নং যথা স্থূল তুষাব
ঘাতিনামিতি) শুদ্ধতুষে আঘাত করিলে যেমন তণ্ডূল লান
হয় না তদ্রূপ অব্যক্ত রূপের চিন্তাগ নিষ্ফল হয় । অতএব

জগৎ পিতা আত্ম অব্যক্তরূপের প্রাপ্তার্থে ব্যক্তরূপী হইয়া উপাসনা করিতে অনুশাসনকরিয়াছেন, কালবশতঃ আমার-দিগের চিত্ত একপ মায়ামলে মলীনীকৃত হইয়াছে, যে তদ্রূপের উপাসনা করা দূরে থাকুক নিরন্তর তদ্রূপে হেতু-বাদ যোজনায় দোষদর্শাইয়া আমোদিত হইতেছি । যাহা কষ্টসাধ্য কোন মতে লক্ষ করা যায় না তাহাই উপাস্য বলিয়া লোক সমাজে তত্ত্বজ্ঞানাভিमानে দন্ত করিতেছি ।

অতএব প্রার্থনা এই যে হে ভগবন্ হে রূপানিধান যাদৃক্ রূপাবিকাশে স্বীয় রূপের প্রকাশ করিয়াছেন, তাদৃক রূপ-বলোকনে কলিকৃত মলার্জ্জন করতঃ অস্মদাদির চিত্তকে ভবদীয় কমনীয় রূপের অনুশীলনে অভিনিবিষ্ট করহ ।

যদ্রূপ তিস্তান্ন মধুর কষায়ক রুক্ষ লবণাদি রস গ্রহণে এবং বিবিধবাঞ্ছিতাশে রসনাকে সুষ্ট কবিয়াছ, তদ্রূপ ভগ-বৎ প্রসাদ ভোজনে এবং ভগবৎ গুণানুকীর্ণনে অধুনা রসনাকে নিযুক্ত কব ।

অপিচ । যাদৃশ সংসার কৌশলাদির দর্শন নিমিত্ত অস্ম-দাদির চক্ষু আর অপূর্ব শব্দ অর্থাৎ সঙ্গীতাদি শ্রবণে শ্রবণ এবং বিবিধ সুগন্ধ গ্রহণে নাসিকাও বিবিধ বিষয় গ্রহণ ও নানামত সংসার কর্ম্ম কবণে হস্ত, পর্য্যটনার্থে চরণ গমনার্থে মন সর্বাভাব নিঃশ্চয়ার্থে বুদ্ধি প্রদান কবতঃ সর্ব স্মৃথৈক ভাজন করিয়াছ, তাদৃশ চক্ষুদ্বয়কে শুদীয় মোহন রূপ

দৰ্শনার্থে ও তদ্গুণানুকীৰ্ত্তন অবশ্যে অবশ্যকে এবং তন্নি-
মাল্যাদ্বাণ নিমিত্তে নাসিকাকে ও তব অসাদ গ্রহণার্থে
এবং তব পরিচর্যাতে হস্তদ্বয়কে অপিত তব ক্ষেত্রানুগমনে
অর্থাৎ তীর্থ যাত্রার্থে চরণদ্বয়কে, ও নিরন্তর তবানুধ্যানে
মনকে, ও তব ভক্তি নিশ্চয় করণার্থে বুদ্ধিকে নিযুক্ত করতঃ
ভববন্ধন হইতে পরিভ্রাণ করহ, আমরা নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া
একান্ত ক্লান্ত শান্ত করণার্থে শ্রীকান্তকে ভুলিয়াছি, হে
অনাধিকবন্ধো করুণাসিকো, কুসঙ্গামোদ মদেমত্ত হইয়া
তন্মাম রূপ প্রতি অসূয়া করিতেছি, অতএব প্রার্থনা এই যে
যদিও আমরা অজ্ঞান কিন্তু তুমি স্বতঃসিদ্ধঃ জ্ঞান স্বরূপ
বট, আমারদিগের চিত্তকে আর মহীমোহে আচ্ছন্ন করিয়া
ঈর্ষাসূয়াভিমান মদেমত্ততা করিয়া রাখিবেন না, হে রূপালো
অস্মদাদির চিত্তে তদীয় মনোহর নিস্তারণ কারণ রূপে ভাস-
মান হও।

গতবারের শেষঃ।

জাবালোপনিষৎ।

গ্রামাদগ্নিমাহৃত্য পূর্ববদগ্নিমাযাপয়েৎ ॥২৫॥

বনাশ্রমী ব্যক্তি নিত্য আহারীয় অন্নাদি অগ্নিতে আচ্ছতি
দিয়া তক্ষণ করিবেক, নিরগ্নি ব্যক্তি অন্যত্র হইতে অগ্নি
আকৃত হইয়া আচ্ছতি দিবেক, তদর্থ উক্ত হইয়াছে।
যথা (গ্রামাদিত্তি)

বনবাসি নিরগ্নি ব্যক্তি গ্রাম হইতে অগ্নি আনিয়া পূর্ব্ববৎ
অঘ্ৰাণ করিবেক, অর্থাৎ কর্ম্ম সমাপ্ত্যর্থ আহারীয় আহুতি
দিবেক ॥ ২৫ ॥

যদ্যগ্নিং নবিন্দে দপ্সু জুহুয়াদিতি ॥ ২৬ ॥

যদ্যপি অন্বেষণা দ্বারা গ্রাম হইতে অগ্নিকে উপলভ
করিতে না পাবে, তবে জলে আহুতি দিবেক, তাহার
এই মন্ত্রঃ ॥ ২৬ ॥

আপোবৈ সর্বা দেবতাঃ সর্বাভ্যো দেবতা-
ভ্যো জুহোমিস্বাহা ॥ ২৭ ॥

■ আপ অর্থাৎ জলই সর্ব দেবতা, অতএব বহিজায়ান্ত
এতন্নত্ন দ্বারা জলে সকল দেবতাকে আহুতি দিই ॥ ২৭ ॥

ইতিহ্বোদ্ধৃত্য প্রান্মীয়াৎ সাজ্যং হবির-
নাময়ং মোক্ষ মন্ত্র স্ত্রয্যেবং বিন্দেতদ্ধুন্ধৈ
তদুপাসিতব্যমিতি ॥ ২৮ ॥

■ আপ শব্দে জল, জলই সর্ব দেবময়, যথা [আপোনানারায়ণঃ
সাক্ষাদিতি] জলই সাক্ষান্নারায়ণ, নারায়ণপদে আয়া, অব্যয়, সর্ব-
ব্যাপক, স্ত্রুতবাং ব্যাপনশীলত্ব প্রযুক্ত নারায়ণকে বিষ্ণু বলা যায়,
সেই বিষ্ণুকে সর্ব দেবময় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যথা [সর্ব দেব-
মযো হিরিরিতি] অর্থাৎ হবিই সর্ব দেবময় হইবে, অতএব নারায়ণ
রূপ জলে আহুতি দিলেই সর্ব দেবতার সংতর্পণ হয় ॥

এতৎ ৷ ত্রয়ীময় মোক্ষমন্ত্রঃ দ্বারা আকৃতি দিয়া হতাব-
শিষ্ট অনাময় অর্থাৎ পরম পবিত্র যতাক্ত অমৃতাম্র ভোজন
করিবেক। এতদ্রূপ কর্ম্মী তৎকর্ম্ম প্রভাবে + পরব্রহ্মকে
প্রাপ্ত হয়, এই বেদোক্ত কর্ম্মই ব্রহ্মানুষ্ঠানে † উপাসি-
তব্য ॥ ২৮ ॥

এবমেবৈতদ্ভগবন্মিতি বৈযাজ্জবন্ধঃ ॥২৯॥

এতৎ যজ্ঞশিষ্টাম্র ভোজন এবং অগ্নির আঘ্রাণ যন্ত্র যাজ্জ-
বন্ধ্য কর্ত্ত্বক উক্ত হয়, সম্বোধন বাক্যে ভগবন্ শব্দের প্র-
য়োগ অনন্তর অত্রি-ব্রাহ্মণ বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছেন ॥২৯॥

অথ হৈনমত্রিঃ প্রপচ্ছযাজ্জবন্ধ্যং পৃচ্ছা-
মিহ্না যাজ্জবল্ক্য। যজ্ঞোপবীতী কথং ব্রা-
ক্ষণ ইতি ॥ ৩০ ॥

অনন্তর অত্রিঃ যাজ্জবন্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে
যাজ্জবন্ধ্য, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে ৷ অযজ্ঞো-

৷ এতীময় মোক্ষমন্ত্র, পদে বেদোক্ত মন্ত্রই মোক্ষের কারণ।

+ পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় শব্দে, ব্রহ্মতাপস অর্থাৎ স্বয়ং জীবই
সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়।

† উপাসিতব্য অর্থাৎ উপাসনা কর্ত্তব্য যেহেতু ব্রহ্মোপাসনার ইহা
তিম অন্য পথ নাই।

* অযাজ্ঞোপবীতী পদে যজ্ঞোপবীত বহিত ব্যক্তি ইত্যর্থঃ এমত
বিবেচনা হয়, যে যজ্ঞোপবীত কেবল ব্রাহ্মণ-ত্ব কারণ নহে, সূতরাং

পবীত ধারী হইয়াও কিরূপে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা আজ্ঞা করুন ॥ ৩০ ॥

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইদমেতাস্য তদ্ব্যজ্ঞো-
পবীতং । য আত্মা প্রাশ্যাত্ম্যায়ং বিধিঃ

॥ ৩১ ॥

অত্রিপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, সে এই বহিঃকার্পাস
সূত্র জনিত উপবীত, যদ্ধারণে আত্মাব অর্থাৎ জীবের * ভো-
জন ও আচমনের বিধি আছে, সেই যজ্ঞসূত্র অর্থাৎ তদ্ধা-

জাতি বিচারে যে ব্রাহ্মণ সংস্থা সে বর্ণশ্রেণীমাত্র, অতএব ব্রাহ্মণত্বের
কাবী ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব, তাহাতে ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য সর্ব
জাতিতেই সম্ভব, একপ সন্দেহ সকলেবি হইতে পারে, এতদ্বিনিগু
ধর্ম্মসঙ্করতা জন্মবাবও বিস্তর সম্ভাবনা, অতএব হে ভগবন্ যাজ্ঞ-
বল্ক্য সন্দেহ নিরাসার্থ অযজ্ঞ সূত্রধারীর ব্রাহ্মণত্বের কারণ কহিতে
যুক্ত হইলেন।

* ভোজন আচমনের বিধি পদে বহিঃব্যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণের
আপোমান কর্ম, অর্থাৎ প্রাণাপান সমান উদান বানের ভোজন
কালে আছতি প্রদান, যাহাকে পঞ্চগ্রাস বলে। নাগ বৃক্ষ কুকব,
দেবদত্ত ধনঞ্জয় ও ভূতিকে পত্র প্রাপ্তে প্রদান করা এবং আহানাদৌ
জল গণ্ডুষ পান করতঃ গ্রাসের আন্তরণ করিবেক, ভোজনাবসানে জল
গণ্ডুষ তুস্তোচ্ছিষ্ট সমাৰ্পণ করণ, অন্যদপি হীন জাতীয় স্পৃষ্টাম
পবিতাগ ও বৈধত্বব্য ব্যতিবিক্ত অবৈধসামগ্রী তক্ষণ না করণ, সূত্রবাং
যজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদোক্ত এই বিধিঃ ।

রণার্থে ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে হয়, এই যজ্ঞোপবীতীকে ব্রাহ্মণ বলে তদন্যৎ অব্রাহ্মণ ॥ ৩১ ॥

অতএব এতৎ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করতঃ আত্মায় অমৃতঃ সূত্রধারণ অর্থাৎ ব্রহ্মোপনিষদুক্ত বহিঃসূত্র ত্যাগে ত্রিভূত সূত্র ধারিকেই অযজ্ঞোপবীতি ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত করিয়া ছেন, নচেৎ এককালীন যাত্ৰাবদিগেব যজ্ঞোপবীত কোন কালে নাই তাহারদিগকে বেদেতর অযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণ বলিবার তাৎপর্য্য নহে, স্ততরাং অসূত্রধারী ব্রাহ্মণ পদে দণ্ডী পরমহংসঃ।

পরিব্রাজনাং বীরাধানে বা নশেকে বা-
পাং প্রবেশে বা অগ্নি প্রবেশে বা মহা-
প্রস্থানে বা ॥ ৩২ ॥

পরিব্রাজক অর্থাৎ দণ্ডী পরমহংসেরা, ছুরাধানে পাদ প্রক্ষালনা প্রক্ষালনে, স্নাত বা অস্নাত, অগ্নিস্পর্শে বা অ-
স্পর্শে, মহাপ্রস্থানে অর্থাৎ শ্মশান ভূমিপর্ষাটনেও অপবিত্র নহেন, স্ততবাং অযজ্ঞোপবীতপাবী ■ ব্রাহ্মণ।

* ব্রাহ্মণ শব্দে নিত্যপবিত্র একাবণ পরমহংসকে অযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, নচেৎ অনধিকারী ব্যক্তি যদি বেদাঙ্কবা বৃত্তিতে ব্রাহ্মণ হইত, তবে এতৎ নামান্তর অব্রাহ্মণ নাই।

৩১৪ নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা ।

অথ পরিব্রাজিবর্ণ বাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ
শুচিরদ্রোহী তৈক্ষ্ণাণো বৃক্ষভূয়ায়ভবতি
॥ ৩৩ ॥

অনন্তর পরিব্রাজকের • বিবর্ণবস্ত্র, শিরোমুণ্ডন, সৰ্ব্ব সংসা-
রোপকরণেব অপরিগ্রহ, অথবা উদর পূরণার্থ তিক্ষাব্যতীত
কোন দ্রব্যের পরিগ্রহ নাই, সৰ্ব্বদা শুচি অর্থাৎ সন্তোষাচিত্ত
অদ্রোহী অর্থাৎ সৰ্ব্বহিংসা বর্জিত শুদ্ধ তিক্ষাটনমাত্র এ
রূপ পরমহংস সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইবেন, সুতরাং অযজ্ঞো-
পবীতী ব্রাহ্মণত্বের কারণে মান্য করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

পূর্বপত্রে শিবা স্নায়ু ধমনী কখনাম্বুব অত্রপত্রে শবীবের
মাংস মজ্জাস্থি বসরক্ত মল মুত্র মেদাদির পরিমাণ লিখিতে
আবস্ত কবা গেল, যাহাতে সুন্দর রূপে শরীর ভাবেব অনু-
ভব হইবেক, অপিচ দন্তাদির বিষয় ব্যক্ত করিতেছি । যথা

রসস্যাজ্জলয়ন্তস্য নরদেহেষু দেহিনঃ । র-
ক্তস্যাজ্জলয়ন্তুর্কৌশরুতঃ সপ্তসর্ষপঃ ॥
চক্রং ।

• বিবর্ণ বস্ত্র পদে শ্রুতিবিশিষ্ট গৈরিকান্ত বস্ত্র ।

এই মনুষ্য শরীরে আহার জাত রস জন্মে, তাহার পরিমাণ ৮ অঙ্কজলি। রক্তের পরিমাণও অঙ্কজলি হয়। আর + পুরীষ মূত্রের পরিমাণ সপ্তাঙ্কজলি।

দ্বাবজ্জলী নেদসশ্চ মজ্জশৈচকাজ্জলিমতঃ।
চতুর্থপিণিতোষাতুঃ পঞ্চপঞ্চাশতাজ্জলিঃ ॥
চক্রং।

মেদ ধাতুব প্রমাণ (২) অঙ্কজলিহয়। মজ্জা (১) একাঙ্কজলি চতুর্থ ধাতু মাংস তাহার পরিমাণ (৫৫) পঞ্চপঞ্চাশতাজ্জলি ॥

পঞ্চমেধাতু রস্থিস্যাৎ পঞ্চবিংশতিরজ্জলিঃ।
শুক্ৰস্যচাজ্জলিজ্জৈয়ো মজ্জনশ্চোজসস্তথা।

পঞ্চধাতু অস্তি তাহার পরিমাণ (২৫) পঞ্চবিংশতি অঙ্কজলি শুক্রের পরিমাণ (১) একজ্জলি এবং ওজা মজ্জারও এই পরিমাণ হয়।

* অঙ্কজলি শব্দে অর্দ্ধ সেব অর্থাৎ অর্শাতি তোলক প্রমাণে সেব নহে, [৬৪] চতুঃষষ্টি তোলক প্রমাণে সে সেব তদর্দ্ধ প্রমাণে অঙ্কজলি উক্ত হইয়াছে।

† পুরীষ পদে বিষ্ঠা, [৭] সপ্তাঙ্কজলি মূত্রও সপ্তাঙ্কজলি জানিবেন।

‡ উপরি উক্ত মজ্জা'র পরিমাণ লিখিয়াও এস্থানকে পৌনকক্তি কেন ববেন, তদুত্তর, মজ্জা দুই প্রকার এক বদ্ধাশ্রিত মজ্জা, দ্বিতীয়

৩১৬ নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা ।

শুক্রেদিকর্ষমাগন্ত অঞ্জলিমেদসাসহ ।

বৈদকান্তরেষু ।

চরকের প্রমাণে একাঞ্জলি শুক্র উক্ত হইয়াছে, * মতান্তরে । দুই কর্ষ একাঞ্জলি মেদেব সহিত শুক্র জানিবেন ।

অথ স্ত্রীরজঃ পরিমাণং ।

চত্বারোঃঞ্জলয়স্ত্রীণাং রজসঃ প্রকৃতিস্তথা ।

দ্বাবঞ্জলী প্রজাতায়াঃ স্তন্যস্যাপিহি যো-

ষিতঃ প্রমাণ মেতদ্ধাতুনামফ্যোনাং সমুদাহ-

তং ॥

চক্রং ।

শুক্রাশ্রিত, অর্থাৎ শুক্রাশ্রিত মজ্জা প্রধানান্তি মধ্যে, বক্তাশ্রিত মজ্জা, ক্ষুদ্রান্তি মধ্যে থাক, এখানে শুক্রাশ্রিত মজ্জাব একাঞ্জলি প্রমাণ কবিয়াছেন ।

* এই মতান্তর শব্দে দুই মত অনৈক্য এমত বিবেচনা কবিবেন না। শুক্র শুক্র একাঞ্জলিই বটে, কিন্তু মেদর সহিত ও দুই কর্ষ শুক্রের স্থিতি হয় ।

+ কর্ষ শব্দে দুই তোলাক, অতএব সর্গ শব্দে একাঞ্জলি, চারি তোলাক শুক্র, অর্থাৎ [১১/০] নয় ছটাক শুক্র হয়, এতৎ সর্গ শব্দেব পরিমাণ [১১৬/০] এক মোন ষড়বিংশতি সেব এক ছটাক হয়, ইহাব স্থান বুদ্ধিকই বোগ বলিয়া ঠৈদোবা স্বীকার কবেন, তগ্নিমিত্ত ভ্রব্যো-ষমি যোগেব আবশ্যক কবে । বিশেষতঃ বুদ্ধি পদে অতিশয় বুদ্ধিব নাম নচেৎ মল মূত্রাবিক্ত বিনা প্রমাণের কিঞ্চিৎ বুদ্ধিকে বোগ বলেন ।

অপব স্ত্রীলোকের শরীরের রসরক্তাদির অতিরিক্ত (৪) চতুরঞ্জলি মাসে২ রজ উৎপন্ন হয় । কিন্তু প্রসূতাস্ত্রীর ঐ রজ পরিপাকে (২) অঞ্জলি অর্থাৎ (১) সের স্তন্য উৎপন্ন হয় । এই রজ সহিত অষ্ট ধাতুর পরিমাণ করিয়াছেন ।

অথ ধাতুক্ষয়জ লক্ষণং ।

যেহীনাশচ প্রমাণেন বিকৃতাশচাপি ধাতবঃ ।
যোজয়ন্তি বিকারৈস্ত দোষবৃদ্ধিক্ষয়ং যথা ॥
চক্রং ।

উপরি উক্ত ধাতু সকলের পরিক্ষয়ে বিকৃতাকারে দৃশ্য হয়, এবং নানা রোগের যোজনা করে, আর ক্রমশঃ দোষের বৃদ্ধি ও শরীর ক্ষয় পায় ।

অথ রসক্ষয় লক্ষণং ।

মুট্যতে সহতে শব্দং নোচ্চৈর্বদতি শূন্যতে ।
হৃদয়ং তাম্যতি স্বল্পচেষ্ঠস্যচ রসক্ষয়ে ॥ ১ ॥
চক্রং ।

কঠিন শব্দ অহিসঙ্ক্ষিপ্ততা, উচ্চবাক্যকথনে অশক্ত এবং দেহেব ক্ষীণতা, মোটন অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় মোচড়ানো-বলে, হৃদয় স্পন্দন, অথবা মূর্ছা অর্থাৎ অন্ধকার দর্শন আর চেষ্ঠার অল্পতা অর্থাৎপরিশ্রম দ্বারা কর্ম করণে অপটু ।

অথ রক্তক্ষয় লক্ষণং ।

পরুণাশ্ফুটিত। স্নানাস্তগ্রজ্জ্বরাক্ত সংক্ষয়ে
॥ ২ ॥ চক্রং ।

■ রক্তক্ষয়ে কটুভাবী হয় এবং গাত্রমাংসাদি কাটিয়া যায়, ও সর্বদা মলীন থাকে অর্থাৎ শরীরেব চাকচিক্য থাকে না আর গাত্রচর্ম রুদ্ধ হয় অর্থাৎ শুষ্ক হইয়া যায় ।

অথ মাংসক্ষয় লক্ষণং ।

মাংসক্ষয়ে বিশেষণ ক্ষিক শ্রাবো দর
শুষ্কতা ॥ ৩ ॥ চক্রং ।

মাংসক্ষয়ে অস্থি শৈথিল্য হয়, এবং প্রশ্রাব বৃদ্ধি করে, অপর উদরের শুষ্কতা হয় । অর্থাৎ অতিশীর্ণতা জন্মে ।

অথ মেদঃক্ষয় লক্ষণং ।

সন্ধীনাং শ্ফুটনং গ্লানি রঞ্জে আয়াস এবচ ।
লক্ষণং মেদসিঞ্চীণে তনুতন্তুদরস্যচ ॥ ৪ ॥

মেদক্ষয়ে সন্ধি সকলের শ্ফোটন অর্থাৎ সন্ধিবন্ধনের শৈথিল্য এবং শরীরের বিবিধ প্রকার গ্লানি, অপর চক্ষুব আয়াস অর্থাৎ তেজোহীনতা । বাহাতে দৃষ্টির অস্পত্তা হয়, আর উদর শুষ্কতা জন্মে ।

* রক্তক্ষয়ে ক্ষয়কাশাদি অর্থাৎ রাজ যক্ষ্মাদি জন্মে ।

† পূর্বে শূক্রে ক্ষয়ে চক্ষুব দোষ জন্মে উক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে মেদক্ষয়ে

অথ অস্থিকায় লক্ষণং ।

কেশ লোম নখ শ্মশ্রু দ্বিজ প্রপতনং শ্রমঃ ।

জ্বেয়মস্থিকয়েকপং সন্ধি শৈথিল্য মেবচ

। ৫ ।

অস্থিকায় পাইলে কেশ, নখ, লোম, গোঁপ, দাড়ি প্রভৃতির
নাশ হয়, আর দন্তের পতন হয়, সৰ্ব্বদা শ্রান্তিযুক্ত থাকে
এবং * সন্ধি সকল শৈথিল্য হয় ।

মজ্জাকায় লক্ষণং ।

শীৰ্য্যন্তুইব চাস্থীনি দুৰ্বলানি লঘুনিচ ।

প্রভূতং বাতরোগাণি ক্ষীণ মজ্জাবিনির্দে-

শেৎ ॥ ৬ ॥

চক্রং ।

মজ্জাক্ষয়ে অস্থি সকল শীর্ণ হয়, এবং শবীবের অস্পৃশ্যতাও
দুৰ্বল হয়, অপর বিবিধ প্রকার বাতবোগ জন্মে ।

অথ শুক্রক্ষয় লক্ষণং ।

দৌৰ্বল্যং মুখশোষণচ পাণ্ডুত্বং সদনং ক্লমঃ ।

দৃষ্টি দোষ কথিত হইতেছি, তাহার সমন্বয় এই যে বস্তুতঃ শুক্রক্ষয়ে
চক্ষু দোষ জন্মে, এখানে বস্তুব্য শুক্রব বৈধ আছে এক মস্তিষ্ক মিশ্রশুক্র
অপব মেদমিশ্র শুক্র ফলিতার্থ মেদামিশ্র শুক্রক্ষয়েই চক্ষু ব দোষ জন্মে,
সুতরাং মেদক্ষয়ে মেদামিশ্র শুক্রক্ষয় হয়, তজ্জন্য মেদক্ষয়ে দৃষ্টিহানি
কহিয়াছেন ।

* সন্ধিশৈথিল্য মেদক্ষয়ে যে কথিত হইয়াছে, সে সন্ধিবন্ধনকাৰিণী
নাড়ী বিষয়ক, এখানে অস্থি সংযোগের হানি ।

৩২০ নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।

ক্লেব্যাৎ শুক্রবিসর্গশ্চ স্মিণ শুক্রস্যালক্ষণং

॥ ৭ ॥

শুক্রক্ষয়ে দুর্বলতা, মুখশোষ, পাণ্ডুবর্ণতা, হৃদয় স্ফোটন, ভ্রাস্তি, বিকলতা এবং বিংশতি প্রকার মেহ জন্মে ।

অথ ওজঃক্ষয় লক্ষণং ।

বিভেতি দুর্বলোহভীক্ষং ধ্যায়তি ব্যথিতে
ন্দ্রিয়ঃ । দুশ্ছায়ে দুশ্মণো রুদ্ব্যংক্ষাম শৈচ-
বোজসিঞ্চয়ে ॥ ৮ ॥

ওজক্ষয়ে সর্বদাদুর্বলতা, এবং সতত অনিত্য চিন্তা
অর্থাৎ নিবর্থ উদ্বেগ, ও ব্যথিতেন্দ্রিয়, অর্থাৎ মনঃ পীড়া
সর্বদা দুশ্মণা শীতোষ্ণাদির অসহিষ্ণুতা, ইত্যর্থ কদাচিৎ
জনতা কদাচিৎ নির্জ্ঞনতা, কদাপি বহুভাষী কদাপি মৌনী
হয় কখন বহু ক্লেশ সহে, কখন কাতর, কখন স্তুতিবাদক,
কখন কটুভাষা প্রয়োগ করে, কদাচিৎ হাস্য, কদাচিত্ত
ক্রন্দন ক্ষণমপি নৃত্যশীল ক্ষণমপি স্তম্ভিত হইয়া থাকে ।
কদাচিৎ বহ্নারী কদাচিৎ আহার ত্যাগ হয় । ইত্যাদি
ওজক্ষয়ের লক্ষণ ওজ কাহাকে বলি তাহা আগামী ব্যাখ্যা
করা যাইবেক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

কলিকাতা—শাখা রটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কনদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাঙ্গাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজ্জন জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।
পূৰ্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দস্বনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় স্বং মনোমে ।

১৭৩ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫২ সাল ১৫ ফাল্গুন শুক্রবার

গতবারের শেষঃ ।

জাবালোপনিষৎ ।

যদ্যাতুরঃ স্যাম্মানসা বাচা বা সম্যাসেদেয
পত্না ব্রহ্মণাকানু বিভক্তে নৈতি সম্যাসী বন্ধ-
বিৎ ॥ ৩৪ ॥

যদি সম্যক্ সংসার ত্যাগ কবিতো যোগ্য হও তবে সম্যাস
ধৰ্ম্ম গ্রহণের রুচিকর, ইহা আমি তোমারদিগেব সহজে

উক্ত করিলাম, সম্যক্ সন্ন্যাস পদে বাচিক কার্যিক ও মান-
সিক এই ত্রিবিধ ঐক্যের নাম সম্যক্ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে
এক নিশ্চয় করতঃ যে সন্ন্যাস করে তাহাকেই সন্ন্যাসী ও
ব্রহ্মবিৎ বলে ইহাই সন্ন্যাসের পথ ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক
উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কিরূপ অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসিরা বর্ত্তিত
হইবেন তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন অপরমপি শ্রুতার্থে জানা-
ইতেছেন, যদি সম্যক্ সন্ন্যাসানুষ্ঠানে অসম্ভব হয় তবে বা-
চিক বা মানসে সন্ন্যাস করিবেক, তাহাতেও সন্ন্যাসী হয় ॥ ৩৪ ॥

ইত্যেবমেবৈষ ভগবন্মিতি বৈযাজ্জবল্ক্যঃ
॥ ৩৫ ॥

হে অত্রি এবম্বৃত্ত সন্ন্যাসানুষ্ঠান, ইহাকেই ব্রহ্মবিৎ
সন্ন্যাসী বলে, তদর্থং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক উক্ত করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

তত্র পরমহংসানাম সম্বর্ত্তকারুণি শ্বেতকেতু
দূর্বাসা ঋতুনিদাঘ ভরত দত্তাত্রেয় রৈবত
প্রভৃতয়োঃ ব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারানুগতা
উন্নত্তবদাচরন্ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

এই দণ্ডগ্রহণের নাম লিঙ্গী, অতএব দণ্ডীকে লিঙ্গী বলে,
দণ্ডগ্রহণ শব্দে ব্যক্ত লিঙ্গ, অর্থাৎ সর্ব জনে তাঁহাকে বি-
খ্যাত করে, তন্মধ্যে পরমহংস ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন.

যেহেতু * দণ্ডী সম্যক্ ত্যাগী নহেন, সৰ্ব্ব পরিত্যাগে, পরম-
হংসকেই সম্মানসী, বলে, যথা সম্বৰ্ত্তক, অরুণি। শ্বেতকেতু,
ছৰ্দ্ধাসী, ঋভু, নিদাম, ভরত, দত্তাত্রেয় রৈবত, প্রভৃতি
ঋষিরা পরিত্রাজক পরমহংস অর্থাৎ ইঁ হারা † অব্যক্ত লিঙ্গ,
কোনমতে ইঁ হারদিগকে ব্যক্ত করা যায় না, ইঁ হাদিগের
অব্যক্তাচাব, অর্থাৎ ইঁ হারা বাহিরে কোন আচার করেন
নাই কিন্তু মানসেই সমস্ত সম্পন্ন করিয়াছেন, উন্নতবৎ আচরণ
করিতেন অথচ উন্নত নহেন অর্থাৎ পাগল বলিয়া লোকে
উপহাস করিত কিন্তু পাগল ছিলেন না অর্থাৎ তাঁহার-
দিগের স্বরূপতত্ত্ব জানিতে কেহই শক্তি হইত না। বস্তুতঃ
কোন বিষয়েরই পরিগ্রহ ছিল না ॥ ৩৬ ॥

* সম্যক ত্যাগী নহেন ইত্যথে দণ্ডীদিগের ত্রিদণ্ড বনগুণ, শিক্য
ভিক্ষাপাত্র জলপাত্র কোপীনাচ্ছাদনাদির পরিগ্রহ, এবং বিশেষ
নিয়ম গ্রহণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাতিরিক্ত গৃহে ভিক্ষা কবেন না, শৌচা-
চারাদি বিশেষ বিচার কবিত্তে হয়, পরমহংসেরা তর্হিচাবাদি বর্জিত।

† অব্যক্ত লিঙ্গ পদে তাবৎ সংসার মানসে সম্পন্ন কবেন, বাহিবে
ব্যক্ত নাই। তরিনিত দৃষ্টান্তার্থে সম্বৰ্ত্তক অরুণি শ্বেতকেতু প্রভৃতির
প্রমাণ দিয়াছেন। অর্থাৎ ইঁ হাদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞানী নিষ্কর্মা বলিয়া
উক্ত করিয়াছেন, তন্নিম্ন যে কোন ব্যক্তি সংসারগ্রাম থাকিয়া ব্রহ্ম-
অকম্পে স্পর্ধা করতঃ কস্ম্যত্যাগ কবিলে ব্রহ্মজ্ঞানী বলা দূরে থাকুক
মান্য। পশুবৎ তাহাকে অজ্ঞানীই বলিতে হয়, যদি বল সংসারী
হইয়া যদি ব্রহ্মজ্ঞানী না হয় তবে জনকাদিকে জ্ঞানী কেন কহিয়াছেন,
উত্তর জনকাদিরা জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু যথেষ্টাচার পূর্বক যাগ-

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যপাত্রং জনপাত্রং
পবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতক্ষেতেত্যতং
সর্বং ভূষ্যাহেত্যঙ্গুপরিভাজ্যাত্মান মমি-
চ্ছেৎ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব পরিগ্রহ শূন্য পরমহংস অর্থাৎ দণ্ড কমণ্ডলু * শিক্য
পাত্র † পবিত্র, শিখা, যজ্ঞসূত্রাদি সমস্ত ‡ (মহাব্যাহতি মন্ত্রে)
জলে বিসর্জ্য ন কবতঃ এক আত্মাকেই সর্বত্রে উপচিতি
করিবেক অর্থাৎ নিঃসঙ্গ নিষ্পরিগ্রহ হইয়া আনন্দ স্বরূপে
মগ্ন হইবেক ॥ ৩৭ ॥

যথা জাতকপথরো নিদ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহ
স্তত্ত্ব ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ ॥ ৩৮ ॥

এবমূহত পরমহংস, অগ্নি সংস্কার জনিত উজ্জল স্বর্ণরূপ
হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাতে কোন মলা থাকে না । নিদ্বন্দ্ব, ও

যজ্ঞ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কোন কর্মই ত্যাগ করেন নাই, এবং অষ্টৈবধ
মদ্য মাংসাদি অদনে প্রবৃত্ত ছিলেন না, অর্থাৎ বহির্বি্যাগারে সংযুক্ত
থাকিয়া মানস সম্যাসে ব্রহ্মাত্মচিন্তন করিতেন ।

* শিক্যপাত্র পদে তুষীপাত্র ।

† পবিত্র পদে কুশমুষ্ঠাদি ।

‡ মহাব্যাহতি পদে ভূষ্যাহা ইত্যাদি । একপ ব্যক্তিই সমস্ত শুভাশুভ
কর্মকে ত্যাগ কবিতেন পারে, নচেৎ ধনোপাজ্জনাসক্ত ব্যক্তির কেবল
যাগযজ্ঞাদি শুভ কর্ম ত্যাগে যে নিষ্কর্মী হওয়া, সে কেবল আত্ম

পরিগ্রহ শূন্য কেবল এক ব্রহ্মতত্ত্ব পথে * সম্যক্ সম্পন্ন
হয়েন ॥ ৩৮ ॥

শুদ্ধ মানসঃ প্রাণ সন্ধারণার্থং যথোক্ত
কালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরমুদর পাত্রেণ
॥ ৩৯ ॥

সেই শুদ্ধ মানস পরমহংস সমস্ত পরিগ্রহ বর্জিত, বিমুক্ত
ভৈক্ষ, শুদ্ধ প্রাণ সন্ধারণ নিমিত্তে যথোক্ত কালে গৃহস্থ দ্বারা
আহারীয় + যৎকিঞ্চন উপায়ন আহৃত হয়, তাহাও কর
পরিগ্রহীত না হইয়া উদর পাত্রেই ধারণা করিবেন ॥ ৩৯ ॥

ইত্যর্থে অযাচন রূপে প্রাণ ধারণার্থ ভোজন ক্রিয়ার
পরিসমাপ্তি করিবেন, বিমুক্ত ভৈক্ষ পদে ভিক্ষা কৰ্ম্মের
বিরতি করিয়া অযাচক হইবেন ॥ ৩৯ ॥

দৌর্জন্য প্রকাশ করা নাত্র। তৎফলে শুদ্ধ যমযজ্ঞনাকেই অমৃতত্ব
করিতে হয়।

* সম্যক সম্পন্ন পদে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সোপানাকট হইয়া যাগযজ্ঞাদির
তাৎপৰ্য্য ফল প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ ব্রত স্নান দান তপস্যা ক্রিয়া যাগ-
যজ্ঞাদি না করিয়া ও তাহার করণ সিদ্ধ হয়।

† যৎকিঞ্চন উপায়ন পদে স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ তিত্তান্ন মধুব কষায়ক
রুক্ষলবণাদির বিচার শূন্য বিধিবশাৎ তক্ষপ্রাপ্তেই সন্তোষিত হই-
বেন, যথা শঙ্করকৃত উপদেশ পঞ্চকং [স্বাচ্ছন্দ্যং নহিযতাঃ বিধিব-
শাৎ প্রাপ্তেণ সন্তোষাতা মিত্যাদি] অর্থাৎ সর্বদাই সন্তোষ চিন্তে
বিহরণ করিবেন ইহাকেই ব্রহ্মবিৎ বলে।

৩২৬ নিত্যধর্মাস্থুরঞ্জিকা ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

গতপত্রে ওজঃ পরিমাণ লেখিত হইয়াছে, অত্রপত্রে ওজ
স্বরূপ লেখা যাইতেছে এবং অপর পরিমাণও ব্যক্ত করি-
তেছি । যথা

ওজস্ত্ব দ্বিবিধং প্রাহুর্জৈয়ং তদ্রাষ্টবিন্দুকং ।
অপরোঞ্জলি সংখ্যাতস্তৎক্ষেপে জারতেক্ষয়ঃ

॥ ৯ ॥

ওজঃ ৷ দ্বিবিধ প্রকার হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহেন, তা-
হার পরিমাণ একাঞ্জলি অষ্ট বিন্দু হয়, সেই ওজঃ ক্ষয়েই
জীব শরীরের ক্ষয় হয় ॥ ৯ ॥

ওজঃ স্থান নিকপণং ।

হৃদিতিষ্ঠতি যৎশুদ্ধং রক্তমীষং সমীতকং ।
ওজঃ শরীরে সংখ্যাতং তন্নাশানাশমি-
চ্ছতি ॥ ১০ ॥ চক্রং ।

জীবের হৃদয়স্থ রক্তস্থলীতে যে শুদ্ধ রক্ত সংস্থিত তাহাকে
ওজঃ বলিয়া খ্যাত করেন, সেই ওজঃ ক্ষয়েই ক্ষয়পায় ॥ ১০ ॥

* এক শুক্রাশ্রিত অপব রক্তাশ্রিত, রক্তাশ্রিত ওজঃ একাঞ্জলি
শুক্রাশ্রিত ওজঃ অষ্ট বিন্দু প্রমাণ । রক্তাশ্রয় ওজঃ ক্ষয়ে ক্ষীণরোগ,
অর্থাৎ বায়ুরোগ জন্মে, শুক্রাশ্রিত ওজঃক্ষয়ে নাশ হয় ।

ওজঃ উৎপত্তি প্রকার।

প্রথমে জায়তে তেজঃ শরীরেচাষ্টবিন্দুকং ।
সপির্বর্ণং মধুসমং লাজগন্ধি প্রজায়তে ॥১১॥

প্রথম আহার জনিতরসে শরীরে অষ্ট বিন্দু প্রমাণে
তেজ জন্মে, সেই তেজ ঘৃতবর্ণ * মধু তুল্য এবং লাজ গন্ধ
যুক্ত হয় ॥ ১১ ॥

ভ্রমরৈঃ ফলপুষ্পেভ্যো যথা সংশ্রিয়তেমধু ।
তদ্বদোজস্তু ধাতুভ্যঃ সারঃ সংশ্রিয়তে নৃ-
ণাং । ধারকত্বেন ধাতুনাং স্যাদোজো
ধাতুর্যমঃ ॥ ১২ ॥

যদ্রূপ ভ্রমর কর্তৃক ফল পুষ্প হইতে মধু সংশ্রয় হয়,
তদ্রূপ ওজঃ জীব স্নায়ক সর্ব ধাতু হইতে সারকে সংশ্রয়
করে, অতএব সর্ব ধাতুর ধারক ওজকে অষ্টম ধাতু বলি-
য়াছেন ।

অথ শুক্রোৎপত্তি কারণ ।

কেচিদাহ রহোরাত্রাৎ ষড়্‌হাদপরে পরে ।
মাসাৎ প্রজাতি শুক্রত্বং অন্নং পাক ক্রমা-

* মধুতুল্য পদে মধুসম অর্থাৎ মিষ্টরস এবং মত্ততা কারক, ও লাজ
গন্ধ বিশিষ্ট, লাজ পদে যদি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় [খই] কহে।

দিতি। বৃষ্যাদীনি প্রভাবাত্তু সদ্যঃ শুক্রাণি
কুর্ষতে ॥ ১৩ ॥

কেহ^২ বলেন যে অহোবাত্রে শুক্র জন্মে, কেহ বলেন
ছয় দিবসান্তরে কেহ বা মাসান্তরে অম্মাদির রস ক্রমে শু-
ক্রত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দ্রব্যগুণ প্রভাবে সদ্যই শুক্র জন্মে
অপরে কহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

এই নানামত শুক্রোৎপত্তি বিষয় দৃষ্ট হওয়াতে এমত
সন্দেহ হইতে পারে যে ইহার কোন মত গ্রাহ্য, সকলেই
আপন^২ পাণ্ডিত্য, করিয়াছেন, ইহাতে কোন বাক্যকে স্বরূপ
বাক্য রূপে গ্রহণ করা যায় এবং বিজাতীয় চিকিৎসকেরাও
হিদ্দধরিতে পারে, তদর্থ^২ মীমাংসা এই যে কেচিৎ শব্দে
শ্লোকের মর্ম্মগ্রহণ করিবেন, যে শুক্রোৎপত্তি বিষয়ক মতা-
ন্তর নাই, পরস্পর দ্রব্যগুণের মাহাত্ম্যে শুক্রোৎপত্তি হয় কহেন
শুদ্ধ অম্মাদি নিত্য আহারীয় দ্রব্যের রসে এক মাসে শুক্র
জন্মে ইহা সকলেই স্থির করিয়াছেন, অনন্তর ক্ষীণশুদ্ধ
ব্যক্তির চিকিৎসার্থ এমত দ্রব্য আছে যে আহারমাত্রে
■ অহোবাত্রে শুক্র জন্মে, কোন দ্রব্যের গুণে । হয়

* শাল্মলী ও তালমূলী, বলা, ইত্যাদি দ্রব্য সংযোগে ঔষধ তৎক্ষণ
করিলে এক রাতে শুক্র জন্মে। অর্থাৎ ক্ষীণশুদ্ধ দুর্বল পুংস্তরহিত
ব্যক্তি উপবিভুক্ত দ্রব্য সংযোগে [সমুদ মোদক] নামে ঔষধি তৎক্ষণে
এক দিবসেই সর্বল হয়।

† [দাভিমী ফোট মর্দনো, গুঞ্জমূলং সমীতকং। গোস্তুনং স্তন্য

দিনে শুক্র হয়, কোন দ্রব্যের আহ্বারে = তৎক্ষণাৎ শুক্র
জন্মে ॥ ১৩ ॥

অথ পঞ্চায়ক বায়ুগুণং।

বোহন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণংচাপ্যবলম্বতে।
যোনিলে রক্ত সঞ্চারী সপ্রাণো নাম দেহ
ধৃক্ ॥ ১ ॥ চক্র।

যে বায়ু আহারীয় দ্রব্যকে শরীরাত্যন্তরে প্রবিষ্ট করা-
ইয়া তৃপ্তিকে জন্মান, আর সমস্ত শরীরের রক্ত সঞ্চার
করেন, তাহার নাম প্রাণ, তিনিই সর্ব শরীরের ধারক
হয়েন ॥ ১ ॥

উদান নাম। যন্তুর্দ্ধমুপৈতি। পবনোত্তমঃ।
তেন ভাষিত গীতাদি বিশেষোতি প্রবর্ততে
॥ ২ ॥ চক্রং।

নৃদ্রাক্ষং নবৈতে শুক্রদায়কাঃ। দাড়িমী, আববোট, বাদান শ্বেতকুঁচের
মূল, সমীতক, সেব, অর্থাৎ বাবনিক ভাষায় সেও, স্নেহভাষায় আফেল
ষলে, গোস্তুম শব্দে আগ্রুব, তন্য পদে মনুষ্য দুর্ক, দ্রাক্ষা পদে মনাকী,
উদ্দাক্ষ পদে [কিশমিশ] এই নয় দ্রব্য ভক্ষণে তদ্রূপে ছয় দিবসে শুক্র
জন্মে।

* পুরুষ মস্তিষ্ক ভক্ষণে সদ্য অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ শুক্র জন্মে। পুরুষ
পদে মনুষ্য এবং পুরুষ শব্দ জীবমাত্রকেই বলে।

উদান নামে বায়ু ষিনি সর্বোত্তম, সর্বদা উর্দ্ধগামী হয়েন,
তদ্বারা বাক্য প্রয়োগ এবং সংগীতাদি বিশেষ প্রবর্ত্ত
হয় ॥ ২ ॥

আম পক্ষাশয়চরঃ সমানোগ্নি সহায়বান্ ।
অন্নং পচতি তজ্জাংশচ বিকারান্ প্রবিন-
ক্তিসঃ ॥ ৩ ॥ চক্রং ।

আমাশয় এবং পক্ষাশয়, এতদুভয় স্থান চারী সমান
বায়ু অগ্নি সহায় বিশিষ্ট হইয়া ভুক্তান্নাদিকে পাক করেন,
পাকানন্তর • তদ্বিকারকে বিভাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

পক্ষাশয়াশ্রয়োপানঃ কালে কষতি চাপ্যধঃ ।
বাতমুত্র পুরীষাণি শুক্র গৰ্ভাৰ্ত্তবানিচ ॥৪॥

কেবল এক পক্ষাশয়কে আশ্রয় করিয়া অপান বায়ুর
স্থিতি হয় । কালে২ বায়ু, মূত্র, বিষ্ঠা, শুক্র, গৰ্ভ এবং
স্ত্রীলোকের রজকে অধোভাগে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন,
অন্তরাং পক্ষাশয় অবধি গুহদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার গতি
হয় ॥ ৪ ॥

সর্বদেহচরো ব্যানো রসসম্বাহনোমতঃ ।

• তদ্বিকার পদে, ভুক্তান্নাদির রস ও মল এতদ্বয়কে বিভাগ করিয়া
ব্যানবায়ুতে রস, ও অপান বায়ুতে মল ভাগকে নিক্ষেপ করেন ।

শ্বেদাসূক্তাণ্যপি পঞ্চাচেষ্টয়তাপি

॥ ৫ ॥

চক্রং ।

সর্ব দেহ ব্যাপী ব্যানবায়ুকে জানিহ । এবং রস
সহ্যক অর্থাৎ ভুক্তাদির রস সর্ব শরীরে সঞ্চালন ক-
রেন । আর শ্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম ও রক্তপ্রাবী হইল, এই পঞ্চ-
বায়ু অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার বায়ুই শরীরের পঞ্চ কর্মকারক ॥৫॥

অথ পঞ্চায়ক পিত্ত লক্ষণং ।

পাচকং রঞ্জকঞ্চৈব সাধকঞ্চ তথৈবচ । আ-

লোচকং ভ্রাজকঞ্চ পঞ্চায়কমিতি স্মৃতং

॥ ১ ॥

চক্রং ।

পাচক, রঞ্জক, ও সাধক, আলোচক, এবং ভ্রাজক এই
পঞ্চায়ক পিত্ত অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার কর্ম পিত্ত হইতে হয়,
অতএব পাচকাদি প্রত্যেকের কার্য্য কহিতেছি ॥ ১ ॥

করোতি বলদানেন পাচকং নাম তৎস্মৃতং ।

আমাশয়াশ্রয়ং পিত্তং রঞ্জকং রসরঞ্জনাৎ ॥

বুদ্ধি মেধাভিমানাদৈরভি প্রেতার্থ সাধ-

নাৎ সাধকং হৃদ্যতং পিত্তং কপালোচ-

নতঃ স্মৃতং । দৃক্স্থ মালোচকং স্বক্স্থং ভ্রা-

জকং ভ্রাজনাৎ স্বচঃ ॥ ২ ॥

চক্রং ।

ভুক্তান্নাদির পাক করতঃ তদ্রস জাত বলে শরীরকে বলিষ্ঠ করেন, একারণ সেই পিত্তকে পাচক বলিয়া খ্যাত করেন। অর্থাৎ ঐ পিত্ত ব্যান বায়ুর সহচারী হয়েন। ১ ॥ আমাশয়ান্ত্রিত পিত্তকে রঞ্জক বলেন, অর্থাৎ তদ্বারা ভুক্তান্নাদির পরিপাকে রস জন্মে ॥ ২ ॥ বুদ্ধি মেধা স্মৃতি এবং অভিমানাদির অভিপ্রায় সাধনার্থ হৃদিস্থ পিত্তকে সাধক পিত্ত কহিয়াছেন ॥ ৩ ॥ চক্ষু সংস্থিত পিত্ত দ্বারা রূপ দর্শনাদি হয়, একারণ তাহার নাম আলোচক পিত্ত ॥ ৪ ॥ চর্ম্ম স্থিত পিত্ত দ্বারা শরীরের দীপ্তি হয়, এতন্নিমিত্ত সেই পিত্তের নাম ভ্রাজক ॥ ৫ ॥

অথ পিত্তস্থান সমষ্টি।

নাভৌ আমাশয়েচৈব হৃদয়ে লোচনেহচি।
স্থানানি পাচকাদীনাং পঞ্চেতানি বিদুঃক্র-
মাৎ ॥ ৩ ॥

চক্রং।

পঞ্চায়ক পিত্তেব নির্দিষ্ট পঞ্চস্থান, অর্থাৎ নাভি, আমাশয়, হৃদয়, চক্ষু, চর্ম্ম, ক্রমে জানিহ ॥ ৩ ॥

অপর পিত্তস্থানমপি।

নাভিরামাশয়ঃ স্বেদোলসীক। রুধিরং রসঃ।
দৃক্‌স্পর্শনঞ্চ পিত্তস্য স্থানং নাভিবিশেষতঃ

॥ ৫ ॥

নিত্যধম্মানুরঞ্জিকা ।

৩৩৩

নাভি মধ্যে ও আমাশয় এবং ঘর্ম্ম চর্মা রস রক্ত চক্ষু ও শরী-
রস্থ পিচ্ছভাগে পিত্তের স্থান । বিশেষতঃ বহ্নি মণ্ডল নাভিই
তাহার নির্দিষ্ট স্থান অন্যৎ বিহরণ স্থল মাত্র ।

অথ পঞ্চায়ক শ্লেষ্মঃ ।

অবলয়কঃ ক্লেদকশ্চ বোধক স্তপকস্তথা ।

বিজ্ঞেয় শ্লেষ্মাকশেচতে পঞ্চায়ক বলাসকঃ

॥ ১ ॥

অবলয়ক, ক্লেদক, বোধক, তপক, শ্লেষ্মক এই পঞ্চ কক,
ইহার কার্য ব্যাখ্যা করিতেছি ॥ ১ ॥

অতোবলয়ক শ্লেষ্মাযস্ত্বামাশয় সংশ্রয়ঃ ।

ক্লেদকঃ সোমসংক্লেদাৎ বোধকো রস বো-

ধনাৎ । রসনাহঃ শিরঃস্থস্ত তপকো নেত্র

তর্পণাৎ । শ্লেষ্মকঃ সন্ধি সংশ্লেষাৎ সচ

সন্ধিষু সংস্থিতঃ ॥ ২ ॥

চক্রঃ ।

আমাশয়স্থ ককের নাম অবলয়ক, ভুক্তান্নাদিকে যাবৎ
সমান বায়ুর সহকারে রঞ্জক পিত্ত পরিপাক না করেন তাবৎ
ঐ স্থানে ঘাহাতে সন্ধারণা হয়, তাহার নাম অবলয়ক কক ॥ ১ ॥

প্রথমত ভুক্তান্নাদিকে যিনি ক্লেদিত করেন সেই ককের নাম
ক্লেদক ॥ ২ ॥ তিক্তান্ন মধুব কষায়কাদি রসের বোধ যদ্বারা
হয় তাহার নাম বোধক কক ॥ ৩ ॥ শিরস্থিত যে কক দ্বারা

নেত্রাদির তৃপ্তি জন্মে তাহার নাম তর্পক ॥ ৪ ॥ পরম্পর
শরীরস্থ তাবৎ সন্ধিসংশ্লেষ অর্থাৎ সংযোগ করত সন্ধিস্থানে
স্থিত যে কফ, তাহার নাম শ্লেষক ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

অথ কফস্থান নির্দিষ্ট ।

উরঃ কণ্ঠঃ শিরঃ ক্লেমঃ পর্বাণ্যামাশয়ো
রসঃ । মেদো য়াণঞ্চ জিহ্বাচ কফঃ স্থানমুরঃ
পরং ॥ ৪ ॥ চক্রং ।

বক্ষস্থল, কণ্ঠদেশ, মস্তক, ক্লেম, অর্থাৎ হৃদিস্থ বায়ুঘন্থে
এবং শরীর পর্ব অর্থাৎ সন্ধিস্থানে, আমাশয়ে, রসে, মেদে,
নাসিকায় এবং জিহ্বায় বিশেষতঃ উরস্থানে অর্থাৎ প্রাকৃত
ভাষায় কলিজা বলে, ইত্যাদি স্থানে সর্বদা কফের স্থিতি
হয় ॥ ৪ ॥

অথ কফের গুণ কথন ।

প্রাকৃতস্তুবলং শ্লেষা । বিকৃতোমল উচ্যতে
॥ ৫ ॥ চক্রং ।

শ্লেষার প্রাকৃতাবস্থাতেই বল বৃদ্ধি করে, বিকৃতাবস্থাকে
মল বলিয়া উক্ত করেন, অর্থাৎ শুক্রও জল এবং জীবাণি
কেও অর্থাৎ কাশীগরাদিকেও জল বলে । বিশেষ এই
যে প্রাকৃতাবস্থায় শুক্র বলপ্রদ, বিকৃতাবস্থায় জীবাণি মল, তাহাতে
শরীরের হানি হয় ॥ ৫ ॥

অথ ত্রিধাতুক প্রমাণং ।

পিত্তস্যাঞ্জলয়ঃ পঞ্চ ঘটকফস্য প্রচক্ষতে ।
পবনস্য পরীমাণং বিনির্দেশ্যং বিনির্দি-
শেৎ ॥ চক্রং ।

■ পঞ্চাঞ্জলি অর্থাৎ সার্কদ্বয় সের পরিমাণ পিত্ত, সেরত্রয়
প্রমাণে কফ, বায়ুর পরীমাণ নাই যেহেতু বায়ুর স্থূল
শরীর নহে ।

অথ পিত্ত কফাদির বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানং ।

পক্বাশয়াশ্রয়োবায়ুঃ কফমাশয়াশ্রয়ঃ ।
পক্বাশয় মধ্যস্থোবহিঃ পিত্তমিতি স্মৃতং ॥

পক্বাশয়াশ্রিত বায়ু আমাশয়াশ্রিত কফ, পক্বাশয় এবং
আমাশয় ইহার মধ্যস্থিত পিত্ত নিশ্চয় করিয়াছেন ।

পিত্তং পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবোমলধাতবঃ ।
বায়ুনাযত্রনীয়ন্তে তত্রবর্ষন্তি মেঘবৎ ॥

■ পূর্বে রসমজ্জা মাংসাস্থ্যাদির পরিমাণে [১৬/০] এক মোন
যোডশ সের এক ছটাক সমস্ত শরীরের মাপ কবিয়াছিলেন, কিন্তু
পিত্ত কফাদির পরিমাণ স্মৃত কবেন নাই অত্রলোকে পিত্ত ও কফের
পরিমাণ সহিত [১১১/০] এক মোন এক বিংশতি সেব নয় ছটাক ।
ইহা হইতে খাতু সকলের প্রাকৃতাবস্থায় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলে বলের
বৃদ্ধি হয়, ক্ষয়তেই রোগোৎপত্তি জানিবেন ।

পিত্তধাতু ও পঙ্গু ও ককধাতু ও পঙ্গু এবং শোণিত
শুক্লাদি মলধাতু মাত্রেই পঙ্গু হয়, কেবল বায়ুই পটু অত-
এব বায়ুর গতিতেই ইহাদিগের সঞ্চালন হয় নিশ্চল মেঘ-
বৃন্দকে যেমন বায়ু যে দিগে লয় সেই দিকেই বর্ষণ করে,
সেই রূপ ধাতু সকল বায়ু দ্বারা নীত হইয়া সর্বশরীরে
সঞ্চারিত হয় ।

বিজ্ঞাপন ।

সর্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমন্তাগবত
পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত
তদর্থ গোড়ীয় সাধুভাসায় বর্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ
মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক
মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য
করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘা-
টার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানু-
রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই
প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান
করিতে ইহবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্কৰ্ণদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্ৰদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাঙ্গাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্ৰীকৃষ্ণাখ্যং পৰম পুৰুষং পাত কোষেষ বস্ত্ৰং ।
গোলোকেশং সজল জলদাম্ভ্যামলং স্নেহবস্ত্ৰং ।
পূৰ্ণব্ৰহ্ম শ্ৰুতিতি কদিতং নন্দমুখং পবেশং ।
রাধাকাঙ্ক্ষং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৭৩ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৭৭৪। সন ১২৫২ সাল ৩০ কাৰ্ত্তিক শনিবার

কালমহাত্ম্যে অস্মদাদিব বিধন সংস্কার জন্মিয়াছে, যেহেতু
আমরা এক কালিন কৰ্ম্মকে ছেয়দ্বৰূপে পরিগ্রহ করিয়াছি,
কোনমতে শুভকৰ্ম্ম করণে প্রবৃত্তি জন্মে না, তদপেক্ষা কৰ্ম্মা-
নুশাসন কুৎপুৰুষদিগকে প্রতাবক কহিতেও ক্রটি করি না
এবং কৰ্ম্মীগণকে নিৰ্ব্বোধ বলিতেও ক্ষমা শূন্য হইয়াছি,
আমরা নিগুণোপাসক তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানকুৎপুৰুষ বলিয়াই
স্পৰ্দ্ধাপূৰ্ব্বক সৰ্ব্ব সমাজে বক্তৃতা কবি, হা পরমেশ্বর, দেদী-
প্যমান কৰ্ম্ম ফল দুন্টেও বোধ হয় না, একপ জ্ঞানাক্ষ

হইয়া কুসঙ্গায়োদমদে মত্ততাপ্রযুক্ত জ্ঞানান্তরীয় কৰ্ম্ম ফলের প্রতিবিশ্বাস করি না, না করি, কিন্তু বিচক্ষণা বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্মফল প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সকল মনুষ্যেই এই পৃথিবীতে বাস করেন, এবং ধান্য ঘব ত্রীহি ফল মূল বস্ত্রস্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তাদি সকল পদার্থই এই ধরণীতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সকলে সকল বস্তুকে উপভোগ করিতে পারে না, অর্থাৎ কেহ বা অপূৰ্ব্ব শালীজ শোভনান্ন ভোক্ষণে স্নতৃপ্ত হইতেছে, কেহ বা প্রাণধারণার্থ দিবসাবসান কালেও কদর্য্যন্ন অদন করিতে পায় না, কেহ বা অপূৰ্ব্ব পটুবস্ত্রও লোমজ রাক্ষব বস্ত্র অর্থাৎ শালাদি বিভূষণ পরায়ণ হয়, কেহ বা কার্পাস জনিত মলিন তথ্য বস্ত্র অর্থাৎ কোটিগ্রন্থি বিশিষ্ট বস্ত্র খণ্ডে কোপিনাচ্ছাদনে অশক্ত, কেহ বা রথশিবিকাদি আরোহণে গমনাগমন করে, কেহ বা শিবিকাদি বহন করিয়া কালযাপনা করিতেছে, কেহ বা বহু পুত্রবান, কেহ বা কন্যাপুত্র বিহীন, কেহ বা নানৈর্মধ্য-ভোগী কেহ বা চির দুঃখী, অপরে মহাবলিষ্ঠ কেহ বা রোগী শীর্ণকলেবর ইত্যাদি সকল বিষয়ের কারণ কৰ্ম্ম ব্যতীত আর কি কহিতে হয়, নচেৎ জগৎপিতা পবনেশ্বরক পক্ষপাতী বলাযায় না, যেহেতু পিতা হই বা পুত্র প্রতি বৈবম্যাচরণ কেন করিবেন, স্নতবাৎ আপনং পূৰ্ব্ব জন্মকৃত কৰ্ম্মকেই ইহজন্মে সুখ দুঃখের কাৰণ মান্য করিতে হয়, কৰ্ম্ম যে নিম্প্রয়োজনীয়, বা বিফল ইহা কদাপি কহিতে পারা যায় না

তবে মোটা স্বভাব প্রযুক্ত আমরা যাহা বলি, কি খেদের বিষয়, নিরন্তর কর্মজ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও শুভ কর্ম করণে প্ররুত হই না এবং অশুভ কর্ম করণেও ক্ষান্ত নহি, ইহাকে ভগবদ্বিড়ম্বনাই বলিতে হয়, আমরা ব্রহ্মজ্ঞানীই কহি বা খ্রীষ্টিয়ান কি নাস্তিকই হই, সে সকলই পূর্বকৃত কর্ম কল, দেগ তপস্যার্থে গ্রীষ্ম বাত রুক্ষী রৌদ্রাদি সহনে অক্ষম, শুদ্ধ-চিত্ত যন্ত্রণা ভোগ নিমিত্ত তত্প্রয়োগী কর্ম করণে কিন্তু সক্ষম আছি, কেবল পশুবৎ অকৃতার্থে ভক্তাচ্ছাদন নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া দিনব্যাপনা করাই সার হইতেছে, শুদ্ধ যথেষ্টাচারে চিন্তা-ভিনিবেশ করতঃ ভববন্ধন মোচন কারণ কর্ম করণে অনিচ্ছু, আকাশ পুষ্পবৎ অনিৰূপিত নিবঞ্জন জ্ঞানার্থ নিরর্থক হেতু-বাদ কুশল গায় কর্ম প্ররুতিকে নিরুত্তি করিতেছি, ইহাতেও কি আমারদিগের নিরয় ভোগার্থ কর্ম সম্পাদন করা সুসিদ্ধ হয় না, কেবল মহামোহ জালে আবৃত হইয়া আপনার দিগের কল্যাণ পথকে দেখিতে পাই নাই এই মাত্র । আমরা যতই চতুরতা কবি, পরিণামে ঐ চতুরতাই বিষবৎ বিষম বন্ধনের কারণ হইতেছে । শুদ্ধ যথেষ্টাচারের অনু-রোধে বশীভূত হইয়া সনাতন ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বকৃত যুক্তিসিদ্ধ বিধর্মকে ধর্ম বলিয়া সমাদর করিতেছি ইহাতে যে কোন কালেই পরিত্রাণ হইব তাহার উপায় নাই (দৃষ্টমদৃষ্টং শ্রুতমশ্রুতমপি) দেখিয়াও দেখি না শুনিয়াও শুনি না, হায় কি কালের কুহকে আপতিত হইয়াছি, অশ্রদাদির

প্রতি বোধার্থে ভবিষ্যৎবস্তা মহর্ষিগণেরা যুগমহাত্ম্য বর্ণ-
নের কি অপেক্ষা রাখিয়াছেন । যথা (শ্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি
স্বশাস্ত্রঞ্চ বিহায় চ) (সর্কেঃ সার্কঞ্চ সর্কেষাং ভোজনং নিয়ম-
চ্যুতং) (সর্কে শ্লেচ্ছাচাররতা শাক্যবুদ্ধোপজীবিনঃ) শ্লেচ্ছা-
ধর্মং বদিস্যন্তি অধিকৃত্য নৃপাসনং) (সর্কে ব্রহ্মবদিস্যন্তি সংপ্রা-
প্তে তু কলৌ যুগে । নানুভিষ্টং ত্রৈলোক্যে শিশ্নোদর পরায়ণাঃ)
(অকালবর্ষীপর্জন্য স্বপ্নশস্যচমেদিনী । নরাশ্চাম্পাযুষো-
রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ।) (পরব্রহ্মোপহারীচ শাস্ত্রাচার
বিবজ্জিতা) ইত্যাদি

আগত কলিতে ধর্মনিন্দক শ্লেচ্ছববনেরা রাজা হইবেক
তৎকালে মনুষ্যেরা স্বধর্ম পরিভ্যাগেচ্ছায় যত্নকরিবেক ।
এবং প্রায় অনেকই অর্গলোলুপ হইয়া অর্থাজ্জনকেই
পরম পুরুষার্থ সিদ্ধিজ্ঞানে স্বস্বধর্মে পবাংমুখ হইবেক, এবং
স্বশাস্ত্র পাঠবজ্জিত হেচ্ছ রাজার তুচ্ছার্থে শ্লেচ্ছ শাস্ত্র পাঠ
করিবেক, অপিচ শ্লেচ্ছধর্মকেই পরম ধর্ম বলিয়া জানি-
বেক, সর্ব জাতির সহিত সকলেই ভোজন করিবেক, অর্থাৎ
আহাবের নিয়ম থাকিবেক না । শ্লেচ্ছাচারেই সকলে প্রায়
রত হইবেক, এবং শাক্য বুদ্ধোপজীবী হইবেক, ইত্যর্থে
(শকানাং বুদ্ধ শাক্য বুদ্ধ) অর্থাৎ ■ শক শব্দে শ্লেচ্ছ বিশেষঃ

■ শক শব্দে তুচ্ছ জাতীয়, তৎপরিভ্রাষ্য [তুবকী] বলে । ই-
দানীং ইংলণ্ডীয় ভাষায় কিঞ্চিৎ বিবৃতিকারে টরকী বলে । সেই
টরকী দেশের সীমার মধ্যে কতক স্থানকে কতক দেশে ভুক্ত করিয়া

বৃদ্ধ শব্দে পণ্ডিত, অতএব স্লেচ্ছ পণ্ডিতের মতেই ধর্ম্ম যাজন করিতে অনেকেই সন্মত হইবেক। আর বৈদিক পণ্ডিতের বাক্যকে অগ্রাহ্য করতঃ স্লেচ্ছরাই ধর্ম্মবক্তা হইবেক এবং পরম পবিত্র নৃপাসনে স্লেচ্ছ জাতিয়েরা আরোহণ করিবেক, অপরমপি শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া বিনানুষ্ঠানে সকলেই ব্রহ্মবাদ করিবেক। আর অকালবর্ষী মেঘ, অগ্নি শস্য পৃথিবী, অগ্ন্যায়ু মনুষ্য হইবেক। অপিচ শাস্ত্রাচার বিবর্জিত হইয়া পরবৃত্ত হরণে সকলের প্রবৃত্তি জন্মিবেক। ইত্যাদি, এবস্থত কবায়কালে (লক্ষ্যে পুণ্যবানেকোভিষ্যতি ততঃপরঃ) লক্ষ্যের মধ্যে জনেক পুণ্যবান থাকিবেক। হায় কি আমারদিগের গাঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, যে এই সকল ভবিষ্যৎ বাক্য প্রত্যক্ষ হইয়াছে, এবং হইতেছে ইহা দেখিয়াও দেখি না এবং কেহ কহিলে শুনিয়াও শুনি না। বরং শাস্ত্রকৃত পুঙ্খগণকে নিকোঁধ বা প্রতারক ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিকে মিথ্যা গল্প রচনা বলিতে ক্রটি করি না, যেহেতু আমরাই যুগধর্ম্ম প্রবর্তক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, নচেৎ কি, অবৈধ মদ্যমাংস ঘন স্লেচ্ছাদির অন্ন ভোজনেও তদঙ্গনা গমনে, অসদাচার করতঃ হবিষ্যাহারী জিতেন্দ্রিয় তীর্থস্নায়ী বিশুদ্ধা-

লইয়াছে, বস্তুতঃ জুজাতি অর্থাৎ ইহুদী জাতিকে যথার্থ টবকী বলিয়া উক্ত করে, তাঁহারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল, তদুপজীবী ব্যক্তিকেই [শাক্যবৃদ্ধ] বলাষায় অর্থাৎ এক্ষণে মিশনরিগণেরাই শাক্য বৃদ্ধ রূপে পরিচিত।

চারী সাধুগণকে নির্বোধ কহিতে বা দেব দেবীর নিন্দা করিতে শক্ত হই। এবং অস্পৃশ্য ধরিত্রী, অস্পৃ বৃষ্টিমান মেঘ, ধর্মবস্ত্রা শ্লেচ্ছ, বেদ নিন্দক রাজা অস্পৃষু শ্লেচ্ছাচারী মনুষ্যগণকে দেখিয়াও এতৎ সময়ে উত্তম বলিয়া সভ্য-
তিমানে মত্ত হই।

গতবারের শেষঃ ।

জাবালোপনিষৎ ।

লাভালাভৌ সমোভূত্বা শূন্যাগার দেবগৃহ
তৃণকূট বল্লীক বৃক্ষমূল কুলাল শালাগ্নি-
হোত্র নদীপুলিন কন্দর কোটর নিজ্জ্বর
স্থণ্ডিলেষু নিকেত বাস্য প্রযত্নঃ ॥ ৪০ ॥

পরমহংসধর্মো অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে পর লাভালাভ
সমজ্ঞান করতঃ অনিকেত হইবে অর্থাৎ নিশ্চিত বাসস্থান
বর্জিত, অযত্নতঃ কদাচিৎ শূন্য গৃহে, কদাচিৎ ■ দেবালয়ে

* দেবালয় পদে দেবপ্রতিমা স্থাপিত মঠকে দেবালয় বলে, সূত-
রাং ঐতি মধ্য দেবালয় উক্ত হওয়াতে প্রতিমা পূজার অহুতান
লোক কল্পিত নহে, বেদাতিরিক্তও বলিবার সাধ্য নাই, চিরকালাবধি
প্রচলিত আধুনিক লোকের কথায় আধুনিক বলা যায় না, আধুনিক
জানিয়া আধুনিক মত সংস্থাপনে আধুনিক বলিয়া আধুনিক বেদাণ্ডী
হইয়াছেন ।

কখন তৃণকূটে অর্থাৎ তৃণ সমূহ মধ্যে কক্ষাপি বানুকামধ্যে
কখন বৃক্ষমূলে, কখন কুম্ভকার শালায়, বা * অগ্নিহোত্র
গৃহে, অথবা নদীপুলিনে † বা কন্দরে, কি ‡ নিজ্বর মধ্যে
অথবা ভূমিতলে বাস করিবেক, কিন্তু বা সার্থ যত্ন পর না
হইয়া অনিশ্চিত স্থানে অবস্থিত হইবেক ॥ ৪০ ॥

নির্মামঃ শুক্লধ্যান পরায়ণোহধ্যায় নিষ্ঠোহ
শুভকর্ম্ম নির্মূলন পরঃ সম্যাসেন দেহ
ত্যাগং करोति स परमहंस नामेति स
परमहंस नामेति ॥ ৪১ ॥

সর্ব বিষয়ে † মমতা শূন্য কেবল ‡ শুক্লধ্যান পরায়ণ

* অগ্নিহোত্র গৃহ পদে ব্রাহ্মণ জাতীয় গৃহ। ইহাতেও ব্রাহ্মণ
জাতিই আদিসৃষ্ট, ইহাবাই বেদান্তধান করিয়া থাকেন, সুতরাং
ব্রাহ্মণ জাতিবই বেদাদিকাব, একাবণ অগ্নিহোত্র বলিয়া উক্ত করি-
য়াছেন, কোন বেদাকর পাঠ করিলেই যদি শৃঙ্গাদি ব্রাহ্মণ হইত,
তবে ঐতিহ্যে এদপ অন্তর্ভাসন করিতেন না।

† কন্দব পদে, পর্বতের গুহা অথবা মৃত্তিকা গহ্বরই বা হউক।

‡ নিজ্বর পদে, পর্বত হইতে জল প্রবাহ যে দাবদিয়া হয়, প্রাকৃত
ভাষায় ঝবণা বলে।

॥ সর্ব বিষয় মমতা শূন্য পদে আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান শূন্য।

‡ শুক্লধ্যান পদে, শুক্ল নির্মল পরমায়ার ধ্যান অথবা ভগবানের
সত্যকেই ধ্যান, যেহেতু সত্যকেই শুক্ল রূপ বলে, যেহেতু তাঁহাতে
কোন মলা নাই, কিয়া ভগবানের শুক্লবতারের নাম শুক্ল, তজ্জ্ঞান
পরায়ণ হইবেক।

হইবেক, এবং অধ্যায় তত্ত্ব নিষ্ঠ হইবেক, • সমস্ত অশুভ কৰ্ম্ম নিমূলন পর হইয়া সৰ্ব্ব সন্ন্যাস যোগে দেহ ত্যাগ করিবেন, তিনিই পরমহংস, অর্থাৎ তাঁহাকেই পরমহংস নামে খ্যাত করেন । সমাপ্ত্যর্থ বিরুক্তি করিয়াছেন ॥৪১॥

ইতি জীবালোপনিষৎ সমাপ্তঃ ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু
সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

গতপত্রে ধাতু সংস্থান বর্ণন করতঃ অত্রপত্রে স্ত্রী জাতিৎ
গর্ভ সংস্থান বিষয়ক রজ উৎপত্তি এবং স্তন্যোৎপত্তির প্র-
মাণ লিখিতেছি ।

* যখন সমস্ত অশুভ কৰ্ম্ম নিমূলন করিতে কদিয়াছেন, তখন
পবনহংসব প্রাতি শুভ কৰ্ম্মের অনুশাসন থাকিল, অশুভকৰ্ম্ম পদ
পবানিষ্ট কবণ, অথবা সমস্ত কাম্য কৰ্ম্মকে অশুভকৰ্ম্ম কপে ধৃত কবি-
য়াছেন স্তত্বাং শুভকৰ্ম্মকে এতলে নিত্যকৰ্ম্মে ব্যাখ্যা কবেন, বাহ্য-
গকবণ শূন্য বিধায় পবনহংসবা মানসে সকল কৰ্ম্ম সম্পন্ন কবিদেন,
গেহেতু অধ্যায় নিষ্ঠ তইতে আচ্ছা কবেন এতদখে এক ব্রহ্মানুচিন্ত-
নেই তাঁহাদিগেব কৰ্ম্ম সম্পন্ন হয় । অতএব স্বাধ্বদ ব্রহ্মানুষ্ঠানকে
পবনহংসব ধৰ্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা কবেন, সমস্ত সংসারোচিত কৰ্ম্ম
কবিয়া সংসারে থাকিয়া, সংক্রিয়াতে বর্জিত তইয়া যে ব্রহ্মজ্ঞানানু
শীলন কবিবেক এমত আচ্ছা বেদান্তে কবেন নাই, তবে সংসাবস্থ
ব্যক্তি নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম পৰ্যায়ণ হইয়া বিধিপূরঃসর কৰ্ম্মকবতঃ
তদ্বানুচিন্তন করিলে জ্ঞানী হয় ।

অথ গর্ত্তাশয় লক্ষণং ।

শংখ্যনাভ্যাকৃতির্যোনি স্রাবর্ত্তাচ প্রকী-
র্ত্তিতা । অস্যা স্তৃতীয়চাবর্ত্তে গর্ত্তাশয়া প্র-
কীর্ত্তিতা ॥ ১ ॥ চক্রং ।

শংখ্যনাভির ন্যায় আকৃতি যোনিগুণল, অর্থাৎ ■ ত্রিআ-
বর্ত্ত, সেই যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ত্তাশয়, অর্থাৎ সস্তা-
নের বাসস্থান ॥ ১ ॥

অথ গর্ত্তস্থ পদ্মবর্ণন ।

নাভিদেশে ভবেমূলং যোনিদেশেচ পদ্ম-
কং । উর্দ্ধমূলং হৃদ্যোবক্রুং বিংশত্য-
ধিশতং দলং ॥ ২ ॥ চক্রং ।

যে পুষ্পের ফল রূপ সস্তানোৎপত্তি হয়, তাহার নাম
বিংশত্যাধিক শতদল পদ্ম উর্দ্ধে নাভিদেশে তন্মূল, যোনি
বিবরে পদ্মের আকৃতি, অর্থাৎ উর্দ্ধে মূল অধোমুখ পদ্ম
তাহাতেই সস্তানোৎপত্তি স্থান ॥ ২ ॥

ইত্যর্থ ব্যাক্তীকৃত করিয়াছেন, যে যোনিস্থিত, কমল কর্ণিকার
স্বরূপ যে নাড়ী তাহাকেই পুঞ্জ নাড়ী বলেন । ঐ যোনি
সংস্থান বিষয়ক পদ্মের নির্ণয়, আদৌ বর্ত্তুল মণ্ডল, তন্মধ্যে
চতুষ্কোণ বেদী, বেদী মধ্যে অষ্টকোণ পীঠ, পীঠ মধ্যে কর্ণি-
কার স্বরূপ নাড়ী, তাহাকে বেষ্ঠন করিয়া একশত বিংশতি দল

আছে, তন্মধ্যে আনন্দ ধাম ষড়্দল, ষড়্দলের অভ্যন্তরে
 ব্রহ্মাসন রূপ অষ্টদল, অষ্টদলাভ্যন্তরে ত্রিকোণাকার তিন
 দল, এক পক্ষ মুদ্রিত অপর পক্ষ প্রক্ষোটিত থাকে, অর্থাৎ
 শুক্র প্রভাবে চন্দ্রনাড়ীর সঞ্চারে অর্থাৎ ঈড়া প্রভাবে রস
 ভাগকে নির্গত করিয়া, চন্দ্র কিরণে পদ্মকে মুদ্রিত কবে,
 তদিতর সূর্য্য নাড়ী প্রভাবে রূক্ষপক্ষ স্বরূপ পিঙ্গলা দ্বারা
 সূর্য্যকিরণ লাগিয়া ক্রমেঃ প্রক্ষুটিত হয়। অর্থাৎ শুক্র
 ভাগ চন্দ্র, রক্ত ভাগে সূর্য্য, সূত্রাং রস রক্তকে শুক্লরূক্ষ
 পক্ষ রূপে ধৃত করা যায়। তথাহি তন্ত্রং (প্রকল্পেতুত্রিপ-
 ত্রারে বাহে ক্লধির দর্শন মিতি নাতৃকা ভেদে) যোনি বিব-
 রস্থ ত্রিপত্র পদ্ম যৎকালিন প্রক্ষোটিত হয়, তৎকালেই বা-
 হিরে রক্তশ্রব হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের শরীরে যে নাড়ী দ্বারা
 রস সঞ্চয় হয় পুরুষ শরীরে সেই সকল নাড়ীসম্বন্ধে ও তাহাতে
 তাদৃক রক্তোৎপত্তি হয় না, কারণ শুক্রা নাড়ীর বল প্রযুক্ত
 শুক্রই জন্মে, অনন্তর ঋতু উৎপন্ন যে প্রকার হয় তাহার
 প্রকার লিখিতেছি, অর্থাৎ নাভির অধো (জরায়ু) যাহাকে
 গর্ভাশয় বলা যায়, এবং জঠরকে সমুদ্র বলে সমুদ্রের সহিত
 চন্দ্রের প্রীতি যেহেতু সমস্ত জলই চন্দ্র সহ্যাকে অবলম্বন
 করে, সেই চন্দ্র স্থান ললাট, তদংশে মন, তদর্থে তন্ত্রে
 লিখিয়াছেন, আজ্ঞাপূর্ব্ব দ্বিদল পদ্ম ভ্রুমধ্যে সেই পদ্মের
 উর্দ্ধভাগে নাদ ও বিন্দু, এই উভয় চক্রকে সূর্য্য ও চন্দ্র
 মণ্ডল বলে, যথা তন্ত্রং (নাদচক্রে স্থিতঃসূর্য্য বিন্দুচক্রেচ

চন্দ্রমা) নাদচক্রে সূর্য্য বিন্দুচক্রে চন্দ্র, বা স্তব নাদচক্রে প্রতাপে বিন্দুচক্র তেজস্বান হয়, বাহিরে ও সূর্য্য দীপ্তিতে চন্দ্রকে দীপ্ত দেখা যায়, ঐ নাদচক্রে সহযোগে বিন্দুচক্রে সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগ দিয়া দ্বাত্রিংশৎ নাড়ী নির্গত হইয়া জরায়ুতে মিলিত হইয়াছে, সুতরাং পশ্চাৎ ভাগকে রুক্ষ পক্ষ সম্মুখ ভাগকে শুক্রপক্ষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ছই নাড়ী অদৃশ্য রক্ত শুক্ররূপা পূর্ণা থাকে, তাহার একের নাম (কুছ) অপব শিনীবালী নামে খ্যাতা, তদন্যত্র ত্রিংশৎ নাড়ীই নাম ডামরে উক্ত করিয়াছেন । যথা

শীতলা নলিনীচৈব নালিনী, বিষনালিনী ।
মদন্তী রন্তিদেবীচ বিশোক। শোকদায়িনী ।
কান্তারা কামিনী, কুল্লা, কল্লোলা, মদনা,
মতী । পূর্ণান্তা শুক্র পক্ষীয়া নাদচক্র পূর্ণ-
স্থিতা ।

শীতলা ১ নলিনী ২ নালিনী ৩ বিষনালিনী ৪ মদন্তী ৫ রন্তিদেবী ৬ বিশোক। ৭ শোকদায়িনী ৮ কামিনী ৯ কুল্লা ১০ কল্লোলা ১১ মদনা ১২ মতী ১৩ পূর্ণা ১৪ এই পঞ্চদশী নাড়ী নাদচক্রে সগুণবর্ত্তিনী ইহাকে শুক্রপক্ষ রূপে সং-
গৃহীতহইয়া বিদ্বানেরা তিথীরূপে বর্ণন করেন । তথাচ রুক্ষপক্ষীয় নাড়িকা । যথা

রুদ্ধা বিরুদ্ধা সংরোধা, ক্ষোভনা, সুরম্ব-
ন্দরী । নলনা বিমলা শ্যামা । ভাবিনী

ভাবসুন্দরী, কুলহা, কুলকত্রীচ কুনীতা কুল
বর্দ্ধিনী । কল্যাণাদ্যা পৃষ্ঠভাগে কৃষ্ণপক্ষে
ধৃত্য বুধৈঃ ।

■ রুদ্ধা ১৬ বিরুদ্ধা ১৭ সংরোধা ১৮ ক্ষোভনা ১৯ সুর-
সুন্দরী ২০ নলনা ২১ বিমলা ২২ শ্যামা ২৩ ভাবিনী ২৪
ভাবসুন্দরী ২৫ কুলহা ২৬ কুলকত্রী ২৭ কুলীনা ২৮ কুলব-
র্দ্ধিনী ২৯ কল্যাণী ৩০ ইত্যাদি পঞ্চদশ নাড়ীকে নাদচক্রের
পশ্চাৎ ভাগে কৃষ্ণপক্ষ রূপে ধৃত্য কবিয়াছেন ।

* ঋতু প্রথম দিবস অবধি চতুর্থ দিবসকে এনিমিত্ত অগ্রাহ্য করি
যাছেন যেহেতু রুদ্ধা বিরুদ্ধা সংরোধা ক্ষোভনা দ্বাবা বক্তৃশ্রব হয়।
তাহাতেই নিন্দিত বলিয়া, একাদশ দিবসে কুলহা নাড়ী মুখে বক্তৃ-
শ্রব হয়, তাহাতে যে প্রজা জন্মে সে কুলেব অনিষ্ট সাধন করে ।
ত্রিযোদশ কুনীতা নাড়ী দ্বাবা বক্তৃশ্রব হয় এনিমিত্ত তদ্বিন্যাসে সহ্য-
নের কুনীতি হয়, ইহা জানিয়া সর্গজ্ঞ স্বামিন্দ্র বম্বু এবং ঋষিগণের।
ঋতুবক্তার্থ ষোড়শ দিনের মধ্যে দশ দিবসকে প্রশস্ত্য কবিয়াছেন,
ইহা অতুল্যলোকের বুদ্ধিতে কি প্রকারে উদয় হইতে পারে । যথা
[আদ্যাষ্টতন্ত্রঃসংত্যক্য নিন্দিতৈকাদশী তথা ত্রিযোদশীচ শেষাস্ত
প্রশস্তাদশ বাত্রিঃ] প্রথম চারি দিবস আব নিন্দিত একাদশ দিবস
অপব ত্রিযোদশ দিবসকে ত্যাগ কবিয়া শেষ দশ দিবসকে প্রশস্ত্য
কবিয়া লইয়াছেন । তথাচ তন্ত্রং [বজ্রঃস্বলাচ যানাবী বিশুদ্ধা পঞ্চমে
দিনে ইত্যাদি] তন্ত্রে মহাদেবও উক্ত করেন বজ্রঃস্বলাস্ত্রী পঞ্চম দিবসে
বিশুদ্ধা হয় ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

বলিকাতা—শাঁখাবিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিষুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সহিচার জুবাণ নৃণাং জ্ঞানানন্দ পুদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাছাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

ত্রীকুক্ষাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষেব বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবস্ত্রং ।

দূর্গব্রহ্ম প্রতিভি কদিতং নন্দস্তনুং পবেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় স্বং মনোমে ।

১৭৩ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৭৭৪। সন ১১৫৯ সাল ১৫ ইত্রে ববিবাব

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু

সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

ব্রহ্মপ বাহিরে চন্দ্রের একই অংশকে হাস বুদ্ধি ভেদে
প্রতি পদাদি নামে উক্ত করেন, তদ্রূপ শরীরস্থ এই নাড়ী
সকলকেও সেই রূপ শোণিতের ক্ষয় বুদ্ধিতে ভেদে তিথি
বলিয়া ধরিয়াছেন। শুক্রপক্ষে ব্রহ্মপ ক্রমশ এক এক
তিথি ভেদে চন্দ্র হইতে স্রবাকরিয়। পৃথিবীতে পড়ে সেই

রূপ শরীরস্থ চন্দ্র হইতে শীতলাদি নাড়ী দ্বারা শুক্রমিশ্রিত শোণিত জরায়ুতে আসিয়া সংস্থিত হইয়া ক্রমে পূর্ণার পর রুদ্ধাদি নাড়ী দ্বারা ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, যেমন শুক্রপক্ষে চন্দ্র বৃদ্ধি দশা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষেই প্রতিপদ অবধি ক্ষয় হইতে থাকে। বিশেষ এই যে প্রথমতঃ (রুদ্ধা বিরুদ্ধা সংরোধাক্ষোভনা) এই নাড়ী চতুর্দশদ্বারা (৩৫০) সার্কট্রয়াঞ্জলি (১৮) ডেড়সের ষোড়শতোলক শোণিত ক্ষবিত হইয়া অদৃষ্ট রূপে অপব ষোড়শ তোলক পরিমাণে কল্যাণী দ্বারা শেষে ক্ষয় পায়, কিন্তু সন্তানোৎপাদ্য রক্ত শেষ না হইলে হয় না, যদিমাৎ চতুর্থ দিবসেই পর শোণিত শেষ হইলে যৎকিঞ্চিৎ থাকিতে ঋতুরক্ষা করে তাহাতে সমান শোণিত-ক্রমে মিলিত হয় তবে নপুংসক সন্তান জন্মে, যদিপি উভয় মধ্যে কিঞ্চিন্ন্যূনতা থাকে তবে কন্যা পুত্র হয়। তৎপ্রকার রজোধিকে কন্যা। শুক্রাধিকে পুরুষ জন্মে।

যৎকালে সন্তানোৎপত্তির সময় হয়, তৎকালে গর্ভাশয়ে শুক্র বিন্দুপাতমাত্রেই রক্ষাপায়, এবং যে দিবসে শুক্র ধারণা হয় সেই দিবসাবধি ভবায় মুখ প্রচ্ছন্ন হইয়া, প্রজাত শোণিত আর বাহিরে সঞ্চিত হয় না। যথা

অথ রক্তোৎপত্তি কথন।

গর্ভেণশ্রোতসাং রোধোদান্তবং নপ্রবর্ততে।

অশ্রুতং তত্র রুধির মূর্দ্ধগং পূরয়েৎসুনৌ।

চক্রং।

গর্ভে নাড়ী প্রবাহের অবরোধ হয়, স্তন্যরাং জরায়ুতে সংস্থিত ঋতু বাহিরে প্রবর্ত্ত হয় না, অতএব অশ্রুত রুধির অর্থাৎ মসে২ জনিত শোণিত বাহিরে প্রবনাহওন প্রযুক্ত উর্দ্ধগামী হইয়া দুগ্ধ রূপে স্তনদ্বয়ে পরিপূর্ণ হয় ।

তাৎপর্য্য এই যে ঐ শোণিতের পরিমাণ পূর্বে লেখা-
গিয়াছে, ষোড়শ নাড়ী দ্বারা দিনে২ জরায়ুতে সঞ্চিত হয়,
এবং অপব ষোড়শ নাড়ী দ্বারা দিনে২ ক্ষরিত হইয়া স্বপ্না-
বশিষ্ট কালে সন্তানোৎপত্তি যোগ থাকিলে শুক্র সংযোগে
সন্তান জন্মে, সেই দিবস অবধি আর রক্তশ্রব হয় না, কিন্তু
শীতলাদি নাড়ী দ্বারা প্রতি দিন প্রজাত শোণিত জরায়ুতে
আসিয়া সঞ্চিত হয়, বাহিরে অশ্রুত প্রযুক্ত ঐ রক্তে দ্বন্ধ
জন্মে, বিশেষতঃ শিনীবালী নামে যে নাড়ী তাহাতে
কিঞ্চিৎ শোণিত প্রত্যহই অবস্থিতি করে, ঐ নাড়ীকে
কক বলিয়া বৈদ্যকে ধৃত করেন, এবং ঐ নাড়ী প্রভাবেই
সন্তানোৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যদিপি ঐ শিনীবালী নাম্নী নাড়ী
স্বপ্রকৃতিতে থাকে তবেই তাহার প্রভাবে সন্তান জন্মে,
তাহাব প্রমাণ গর্ভাধান সংস্কারে শিনীবালীর পুত্রদাতৃ
মহিমা সূচক স্তুতি করিয়াছেন । যথা (গর্ভং দোহিশিনী-
বালীত্যাদি) গর্ভ শব্দে সন্তান অর্থাৎ হে শিনীবালি, তুমি
আমাকে সন্তান প্রদান করহ । অতএব স্বাভাবিক স্ত্রীলো-
কের ঋতু (৪) অঞ্জলি অর্থাৎ ৬৪ তোলক প্রমাণে (২) সের

তাহার অতিরিক্তও অস্পাতাকে বাধক পীড়া বলে । বাধক শব্দে সম্ভানোৎপত্তির ব্যাঘাতকারক রোগ বিশেষঃ । সংপ্রতি কোন দিবস কত সংখ্যায় শোণিত জন্মিয়া কোন নাড়ী দিয়া জরায়ুতে পতিত হয়, তাহার নিরূপণ করিয়া লিখি-

■ বাধক চারি প্রকার হয় তাহার প্রমাণ কুজিকা তন্ত্রে । যথা (রক্তমাত্রীচ যষ্টীচ ডাক্ষুবো জলকুমারকঃ । চতুর্বিধো বাধকঃ সম্মু-
নিতিঃ পরিকীর্তিতঃ ।) রক্তমাত্রী, যষ্টী, ডাক্ষুর, জলকুমার, এই চতুর্বিধ
বাধক মুনিগণেবা কহিয়াছেন । এই বাধক স্ত্রীলোকের ঋতুকালে
জন্মে, তাহার লক্ষণ কহিতেছি, যথা উক্ত তন্ত্রে (ব্যথোৎ কট্যাং তথা
নাভিবধঃ পার্শ্ব তঙ্গ তথা । রক্তমাত্রী প্রদোষণ জায়তে ফল-
হীনতা) কটি উৎক্ষেপ ও নাভির অধোভাগে, এবং পার্শ্ব বেদনা
জন্মে, ইহাকে রক্তমাত্রী বলে, এই বাধকে সম্ভান জন্মে না ॥ ১ ॥
(নেত্রে হস্তে তথা জ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ । লাল যুক্তঞ্চ রক্তঞ্চ
যষ্টীনাং দূষণং ভবেৎ ।) চক্ষু হস্ত যোনিতে জ্বালা হয়, লালযুক্ত
রক্তক্ষেবে ইহাব নাম যষ্টী বাধক ॥ ২ ॥ [উদেগং শুকতা দেহে
রক্ত প্রাবো ভবেদহঃ । নাভিরোধো ভবেৎ সূত্র ডাক্ষুব স্যচ বাধকঃ ।]
গাত্র উষ্ণ এবং বহু রক্ত শ্রাব হয়, আব নাভির অধোভাগে সূত্র
অর্থাৎ গোটিকা জন্মে, ইহাব নাম ডাক্ষুব বাধক ॥ ৩ ॥ [সশূলচ
সগর্ভাচ শুষ্ক দেহাল্ল বক্তিকা । জলকুমারস্য দোষণ জায়তে ফল-
হীনতা ॥ ৪ ॥ উদর বেধে এবং গাত্র শুষ্ক হইয়া যায় আব অল্প
রক্তক্ষেবে এবং মধ্যে জলশ্রাব হয়, ইহাব নাম জলকুমার বাধক
॥ ৪ ॥ এতদ্ভিন্ন আরো এই চারি বাধকেব লক্ষণ আছে, তাহা
কহিতেছি [মাসমেকং দ্বয়ং বাপি ঋতু হীনং যদাভবেৎ । রক্তমাত্রী
প্রদোষণ জায়তে ফলহীনতা ॥ ১ ॥] এক মাস বা দুই মাস যদি

তেছি, অৰ্থাৎ অষ্টতোলক শোণিত (১০) পোয়া (শিনী-
বালীতে) নিত্যাবস্থিত, তন্নিম্ন শীতলাদি (১৫) পঞ্চদশ
নাড়ী দ্বাৰা দিয়া প্রতিদিন শ্ৰব ইইয়া গৰ্ভাশয়ে পড়ে
তাহাৰ সংখ্যা যথা (ভাগত্ৰয়েণাৰ্ভবন্তু সংজাতো নাড়িকা
মুখে। পঞ্চপঞ্চ তথা পঞ্চ দ্ব্যষ্ট সপ্তদ্বয়ং ক্ৰমাৎ) উক্ত (১৫)
পঞ্চদশ নাড়িকা মুখে ত্ৰিভাগক্ৰমে ঋতু জন্মে অৰ্থাৎ পাঁচ-
পাঁচ নাড়ী এক এক ভাগ, তাহাতে প্ৰথম (শীতলানলিনী
নালিনী বিষনালিনী মদন্তী এই পঞ্চমী দ্বাৰা (২) তোলক
প্ৰমাণে প্ৰথমাবধি প্ৰজাতশোণিত গৰ্ভাশয়ে সংস্থিত হয়,
অনন্তৰ দ্বিতীয় ভাগে (রুদ্ৰিদেবী বিশোকা, শোকদায়িনী,
কান্তাৰা কামিনী) এই মধ্য পঞ্চ নাড়ী অৰ্থাৎ দশমী পৰ্য্যন্ত

ঋতু হীনা হয় তাহাকেও বক্তৃমাত্রী বলে। মাইসকেন ভবেদ্যস্যা
ঋতুমান দ্বয়ং প্ৰায়ে। মলিনা বক্তৃমোনিয়াং ষষ্ঠীনাং দূষণ ভবেৎ
॥ ২ ॥ এক মাসদ মধ্যে চাইবাব ঋতুমান হয়, এবং মলিনা থাকে
আব বক্তৃ দিবস বক্তৃমোনি হয় তাহাৰেও ষষ্ঠী বাধক বলে, [মাসত্ৰয়ং
চতুৰ্থমা ঋতুহীনা ভবেৎ যদি। কৃষাঙ্গী কব পাদমাসাং জ্বালা ডাক্তব
দূষণং ॥ ৩ ॥ মাসত্ৰয়, বা, চতুৰ্থমাস যদি ঋতু হীনা, এবং কৃষাঙ্গী, বা,
ও কব পাদেৰ জ্বালা হয়, তাহাৰ নাম ডাক্তব বাধক, [সদাক্ৰুদ্ধাচ
শূলাচ বহুকাল ঋতুতুথ। একমণী স্বল্পরক্তা জলবুমাৰস্য দূষণং
॥ ৪ ॥ ঋতুকালে জুকা হয়, এবং শৰীৰেৰ শূলভা অৰ্থাৎ গাত্ৰ
ভাবি হয়, আব অনেক দিবস পৰ্য্যন্ত বক্তৃ থাকে কিন্তু অল্প কবে,
এবং শূনদ্বয় ভাবি হয়, ইহাবও নাম জলকুমাৰ বাধক। এই চান্নি
প্ৰকাৰ বাধকের ফলে সন্তানেৰ হানি কবে।

(৮) তোলক প্রমাণে শোণিত জন্মে, শেষ ভাগে, (কুল্লা, কল্লোল, মদনা, মতী, পূর্ণা এই পঞ্চমী নাড়ী পঞ্চদশী নামে খ্যাতা ইহারদিগের প্রবাহে (১৪) চতুর্দশ তোলক প্রমাণে প্রত্যহ শোণিত জাত হয়, যখন ঐ শোণিত গর্ভাশয়ে প্রস্রুত হয় তখন তাহার তীব্রবেগে অর্থাৎ শোণিতের বেগে যে নি পদ্ম প্রস্ফোটিত হইয়া ত্রিদল পদ্ম মুখের দ্বারা বাহিবে রক্তশ্রব হয়, ইহাকে শুক্রপক্ষ রূপে ধৃত বরিয়াছেন, যে বিদস প্রথম শোণিতশ্রব হয় সেই দিবস অবধি কৃষ্ণপক্ষ রূপে গ্রহণ করা যায়, কারণ চন্দ্র বুদ্ধি শুক্রে, কৃষ্ণে চন্দ্রক্ষয় পায়, অতএব শোণিতক্ষয় দিবসকে কৃষ্ণপক্ষে ধৃত করিয়াছেন। একারণ বিরুদ্ধাদি নাড়ী মুখে যে রূপে শোণিতশ্রব হয় তাহার প্রকার, পূর্বে রক্ত সঞ্চয় কাবিণী নাড়ী যেমন তিন ভাগে ভুক্ত, সেই রূপ রক্তশ্রাবিণী নাড়ীও তিন ভাগে ভুক্ত হয়, যথা (কৃদ্ধা, বিরুদ্ধা সংরোধা, ক্ষোভনা, সুরসুন্দরী) এই প্রথম ভাগে পঞ্চ নাড়ী দ্বারা (১৪) তোলক প্রমাণে প্রতিদিন শোণিতশ্রব হয়, অনন্তর মধ্যম পঞ্চভাগে (নলনা, বিমলা, শ্যামা, ভাবিণী, ভাবসুন্দরী) এই নাড়ী দ্বারা (৮) তোলক প্রমাণে শোণিতক্ষরে শেষ পঞ্চ নাড়ী মুখে অর্থাৎ (কুলহ, কুলকত্রী, কুনীতা, কুলদক্ষিণী, কল্যাণী) ইত্যাদিতে (২) তোলক প্রমাণে রুধিরশ্রাব হয়, বিশেষঃ লৌকিকেও চতুর্থ দিবস পর্য্যন্তই শোণিত দর্শন হয়, তাহার পর আর শোণিত দৃষ্টি হয় ন, কিন্তু কাহারও বহু-

দিবস পর্য্যন্তও শোণিত দেখা যায়, কলিতার্থ চতুর্থ দিবসের পর রঞ্জনিবৃত্তি হইয়া অদৃষ্ট সলিল রূপে যে স্ত্রীর শোণিত নির্গত হয়, সেই স্ত্রীই বহু সন্তান ভাগিনী হয়েন, আর যে স্ত্রীর চতুর্থ দিবসের পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত রক্ত-যোনি থাকে সে প্রায় বন্ধ্যা হয়, নচেৎ কদর্যা পুত্র জন্মে একারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থাহে রঞ্জনিবৃত্তি হয় না বলিয়াই প্রশস্ত পুত্র লাভার্থ চতুর্থাহকে ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন, ইহার আরও কারণ লিখিতেছি। ঋতুর প্রথম দিবস রুদ্ধা নাড়ী মুখে রক্তশ্রব, তাহাতে বীৰ্য্যাধান করিলে মলিন, পুত্র জন্মে, তন্নিবৃত্ত সেই দিবসে স্ত্রীকে চাণালী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, দ্বিতীয় দিবসে (বিরুদ্ধা) নামে নাড়ী মুখে রুধিরশ্রাব হয়, সে দিবসে যে পুত্র জন্মে সে পুত্র দৈবপিত্র কার্য্যে অনধিকারী নাস্তিক হয়, একারণ ঐ দিবসে স্ত্রীকে মেচ্ছা অথবা রজকী কহিয়াছেন, তৃতীয় দিবসে (সংরোধা) নামে নাড়ীতে শোণিতক্ষরে, তাহার গুণ তদ্দিনজাত সন্তান (গোত্রাক্ষ দেবতাদ্বেষ্টা ভবিষ্যতি নরাধমঃ) গোত্রাক্ষণ দেবতাদ্বেষ্টা এবং নরাধম হয়, এজন্য সেই দিন স্ত্রীকে ব্রহ্মঘাতনী বলে, চতুর্থাহে (ক্ষোভনা) নামে নাড়ী দ্বারা শোণিত প্রসৃত হয়, তদ্দিনজাত পুত্র ধর্ম্মকে ক্ষুদ্র করে, অর্থাৎ পৃক্ষোক্ত দিবসত্রয়ের ফলে বেদোদিত ধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া তদ্দিত কৰ্ম্মকে ত্যাগকরে, কিন্তু চতুর্থ দিবসে বেদকে অগ্রাহ্য না করিয়া কেবল শিল্পোদয় পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে

অলস এবং দৈবপিত্র কার্য্যকে ক্ষুদ্র করে, অর্থাৎ হেতুবাদ দ্বারা দোষ দেয় । যথা ব্রহ্মবৈবর্তে (আজীবনং নাধিকারী পিতৃ বিপ্র সুরবার্দ্ধনে । পূর্ব্ববৎ পতিতঃ সোপি নাচার্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু । অসংশ্রুতঃ চতুর্থোহহিনগচ্ছেত্ত্বাৎ বিচক্ষণঃ ।) অর্থাৎ চতুর্থ দিবসজাত পুত্র আজীবন পর্য্যন্ত দেবতা ব্রাহ্মণ পিতৃ পূজায় অধিকারী হয় না, এবং পূর্ব্ববৎ পতিত হয়. পূর্ব্ববৎ শব্দে প্রথমাদি তৃতীয় দিবসজাত পুত্রবৎ পতিত, সূত্রাৎ ঐ দিবসে স্ত্রীকে অসংশ্রুতঃ বলিযাছেন, অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি চতুর্থাহে সেই স্ত্রীতে অভিগমন কবেন না, তবে দেশ ব্যবহার নিমিত্ত যদি কেহ গমন কবেন, সে কেবল ভাৰ্য্যাব পরিতৃষ্টিব কাৰণ, নচেৎ সংপুত্রকামী কদাপি ঐ দিবসে ঋতুবন্ধা করেন না । এবং স্মার্ত্তবাগীশ ও একাদশ্যাди তত্ত্ব প্রশস্ত পুত্রকামীকে চতুর্থাহ ভাগ্য কবিত্তে কহিয়াছেন । পঞ্চমাহে (সুবসুন্দরী) নামে নাড়ী মুখে শোণিতকরে তদ্দিনপ্রশস্ত কিন্তু কন্যাকামীব পক্ষে জানিবা তথাপি শুক্রাতিরিক্ত ভাবে কদাচিত্ত পুত্রও জন্মে, সেই কন্যা পুত্র ধর্ম্মশীল হয়, যষ্ঠাহে (নলনা, সপ্তমাহে নিমলা, অষ্টাহে শ্যামা, নবমাহে ভাবিনী, দশমাহে ভাবসুন্দরী.) ইত্যাদিতে কন্যা পুত্র যে জন্মে সেইধার্ম্মিক হয়, ইহাব মধ্যে একাদশাহে [কুলহা] নাড়ীতেরত্তশ্রব জন্য কুলানিষ্কারী পুত্র জন্মে অর্থাৎ তৎপুত্র হইতে কুল রক্ষা য়হ না, আর ত্রিষোদশ দিবসে [কুনীতা] নাড়ী মুখে রক্ত

ক্ষরিত হয়, অতএব তদ্দিনজাত কন্যা এবং পুত্র, কুনীতি যুক্ত হয়, একারণ সর্ব্ব শাস্ত্রেই একাদশ ও ত্রয়োদশ দিবসকে নিন্দা করিয়াছেন, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ ও ষোড়শ দিবসকে পরম পরিত্র বলিয়া উক্ত করেন । এই শোণিতোৎপত্তির প্রকরণ লিপিয়া ব্যক্ত করিলাম, অতঃপর ছক্কোৎপত্তির বিষয় লিখিতেছি, যথা

অথ স্তন্যোৎপত্তি প্রকাষ ।

চত্বারোজ্জলয়ঃস্রীণাং রজসঃ প্রকৃতিস্তথা ।
 দ্বাবজ্জলী প্রজাতায়াঃ স্তন্যস্যাপিহিষো-
 বিতঃ ॥ চক্রং ।

স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের [৪] চতুরঞ্জলি শোণিত অর্থাৎ আহারেব গুণে [২] সের রজঃ জন্মে কিন্তু চতুর্মাস গর্ভ ইহলেই ঐ শোণিত [২] অঞ্জলি ছুৎ হয়, ইহাই স্ত্রীলোকের শরীরের প্রমাণ ।

অর্থাৎ প্রথম বিন্দুপাত মাত্রতঃ শুক্লের সহিত সংযম হইতে থাকে, তদ্বিবসাবধি ঐ শোণিতে সম্ভানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জন্মে চতুর্থ মাসের পূর্ক্কাবধি নাতি নাড়ী দ্বার দিয়া শোণিত ভাগ সম্ভানের উদরে প্রবিষ্ট হয় তাহাতেই বহির ভ্যান্তর শরীরের গঠন করে, যখন বহিরিঙ্গিয় সংযোগ অর্থাৎ নাসিকা বর্ণ মুখাদির ছিদ্র জন্মে, তখন জননীৰ নাতি দেশে

মুখদিয়া অস্পেং ঐ শোণিত পান করিতে থাকে, যথা [জনন্যা
নাভি দেশেতু মুখং দত্তা পিবত্যসৌ] ইতি সাংখ্যে । পঞ্চম
মাসে অর্ধেক ভাগে রজ ভৃগু হইয়া উদ্বহ বায়ুর সহকারে
বাস্পযোগে উর্দ্ধে গমন করতঃ স্তনদ্বয়ে আপূরিত হয়, কারণ
প্রজাত পুত্র বাহিরে অন্য বস্তু আহাব করে না, এবং
রজোভাগও পান করিতে পায় না, একারণ বালকেব আহা-
রার্থে জগদীশ্বর শরীর যন্ত্রে কৌশল দ্বারা রজঃ পাকে ভৃগু
করিয়াছেন, তাহার সন্যক কারণ যুদ্ধিব অগম্য আশ্রবো-
ধার্থে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতেছি ।

নাভিগালে বৃত্তোনাড়ী ক্ষীরা ক্ষীরবতী
তথা । আগতো স্তনমূলান্তং স্তন্যমূর্দ্ধং
নয়ত্য সাবিতি ॥ চক্রং ।

স্ত্রীলোকের নাভিগালে সংযুক্ত হইয়া স্তনমূল পর্য্যন্ত
গমন করিয়াছেন ক্ষীরা ও ক্ষীরবতী নামে নাড়ী, তদ্বারা
উর্দ্ধে ভৃগুকে লইয়া যান । সেই নাড়ীদ্বয় বাকুণী যন্ত্র
গালের ন্যায়, তৎপূর্বে জঠরানলের নিকটে [গান্ধকী] নামে
নাড়ী, যথা [গান্ধকী নাম সানাড়ী জঠরানল সন্নিধৌ ।
তৎপ্রভাবাৎ নাডিকায়াং স্তন্যং ভবতি শোণিতং ।] গান্ধকী
নামে নাড়ী যিনি জঠরানলের নিকট, তাহার প্রভাবে
স্ত্রীলোকেব শোণিত তৎক্ষণমাত্রে ভৃগু হয় । তৎপূরণ
এই যে অগ্নিপ্রভাবে গান্ধকী নাড়ী হইতে বাস্প উথিত

অর্থাৎ ধূমোখিত হয়, সেই ধূমা লাগিয়া রক্ত শ্বেতবর্ণ
 ছ্ফাক্ত হয়, এবং বাষ্পযোগে উর্দ্ধগামী হইয়া ক্ষীরা ও
 ক্ষীববতী নাড়ী দ্বারা স্তনে গমন করে। ঐ রক্ত প্রকৃতি
 যে শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার কাষণ, যন্ত্র জাত রক্ত গাঙ্ককী
 নাড়ীর বাষ্প অর্থাৎ ধূমালাগিয়া শ্বেতবর্ণ হয়, লৌকিকে
 ও যন্ত্র পুষ্প যবা ও করদীবের রক্ততা গাঙ্ককের ধূমায়
 অপহরণ করতঃ শ্বেত বর্ণ করে, এ নিমিত্তে তন্ত্রে স্ত্রীরজকে
 [স্বয়ম্ভূবৃক্ষম] বলিয়াছেন, আরও প্রমাণ, স্ত্রীলোকের রজ
 হইলে লোকে পুষ্পবতী বলিয়া থাকে, এবং তদুপলক্ষে
 পুষ্পোৎসব কবে, স্মৃতবাং স্ত্রীলোকের রজকে যন্ত্রপুষ্প
 বলা যায়, বিশেষতঃ যন্ত্রপুষ্প ব্যতীত অন্য রক্তবর্ণকে গাঙ্ক-
 কেব ধূমায় শ্বেত বর্ণ করে না, এই হেতু রজ ছ্ফাক্ত হয়,
 তন্নিম্ন শবীবস্থ অন্য রক্ত ছ্ফাক্ত হয় না। ইহা অতি বিচক্ষণ
 পণ্ডিতে বুঝিতে পাবেন, জডবুদ্ধির বুদ্ধিতে উদয় হওয়া
 সুকঠিন। তবে জাতমাত্র বালকের মুখে স্তন টিপিয়া
 স্তন্যদিলেই পূর্বাভাস বলে টানিয়া ছ্ফাক্ত পান করে, অর্থাৎ
 গর্ভস্থকালে শোণিত পান কবিত সেই রস বোধে স্তন্য পানে
 আসক্ত হয়। অতঃপর গর্ভস্থ বালকের অবস্থা লিখিয়া
 ব্যক্ত করিব।

৬৬ সংখ্যা ।		প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	ষট্ ত্রিংশৎ জাতিঃ	২৮৬
বিজ্ঞাপন	২৪৮	নৃত রানমোহন রায় কন্নিবৎ	
বিবাদ ভঙ্গার্গব প্রমাণ	২৪৯	আনন্দোষ মার্জন করিতে	
সংপূর্ণা সংপূর্ণ জ্ঞান সাধন	২৫২	লিখিয়াছেন	২৮৭
গৃহত্ব নুত্তিব প্রমাণ	২৫৬	৬৯ সংখ্যা	
বেদান্তাসাধিকারী এবং কন্ম		কন্নিবৎ জানিদিগেব দুকৃতি	
প্রশংসা	২৫৯	স্বালনে পায়াতাব	২৯৩
৬৭ সংখ্যা ।		রায়ের পুস্ততা এবং গীতার	
জ্ঞানানুষ্ঠানে আচার বিশিষ্ট		জ্ঞানার্থ বিপন্ন	২৯৪
হইবেক	২৬৩	তাহার উত্তর	২৯৫
বোধার্থে বেদ পাঠবৎ আব-		৭০ সংখ্যা	
শাক	২৬৬	কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বি-	
উপনিষদের অর্থঃ	২৬৭	শেষঃ	১০১০
তৈববর্ণিক যজ্ঞ বিচার	২৬৯	ভাক্তত্ব জ্ঞানিদু প্রতিপন্ন	১০১১
তত্ত্বজ্ঞানাবিবারী	২৭০	রানমোহন রায়ের পুস্ততা	১০১২
জ্ঞানপ্রশংসায় কন্ম ত্যজ্য হয়		বেদান্তাসব বিধিঃ	১০১৫
না	২৭২	জ্ঞানাবন্নদী বিষয় যুক্ত তত্ত্ব-	
সাংখ্য সূত্র	২৭৫	বরণ	১০১৮
৬৮ সংখ্যা		ক্রিয়া যোগে সিদ্ধিঃ	১০২২
ধনোপার্জন বিষয়ক প্রশ্নো-		৭১ সংখ্যা	
ত্তব	২৭৯	সর্ব শব্দার্থঃ	১০২৫
বেদ বিতক্তা অস্থান্যাব প্রমাণ	২৮১	ব্রহ্মজ্ঞানাবিকারিব দৃষ্টান্ত	১০২৮
প্রবৃত্তিবেষা ভূতানাং মনুবা-		দুর্জন লক্ষণ এবং ব্যাস নাবদ	
ক্যেব মীমাংসা	২৮২	জন্ম বিবরণ	১০৩২
যাজ্ঞ ক্রিয়ার দোষ মার্জনা	২৮৪	ভারতে দত্ত দোষের মার্জনা	১০৩৫

নিষেধ পত্র ।

৩৬৩

৭২ সংখ্যা

৭৫ সংখ্যা

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
রামমোহন বায় কর্তৃক প্রতি- মাৰ দোষ দর্শন ও তন্মা- র্জন	১০৭১	রামমোহন বায়ের রীতি নীতি	১০৮১
চতুর্বিধ অধিকার ভেদে নিষ্ঠা	১০৪৫	মহাবাক্য বিবেক	১০৮৩
প্রণব জপালুষ্ঠান	১০৪৯	দেব পৈশুন্য যুক্ত বায়ের উক্তি	১০৮৪

৭৩ সংখ্যা

তৈত্তিরীয়া শ্রুতিঃ

১০৮৬

বিহিতালুষ্ঠান কবণ জন্য

৭৬ সংখ্যা

দোষ ভাগিতা	১০৫৩	স্থিতধী বিবরণ	১০৯৩
অষ্টাঙ্গ যোগ	১০৫৫	ভাগবত লক্ষণ	১০৯৪
প্রোক্ষতঃ আচার কথন	১০৫৬	তৈত্তিরীয়া শ্রুতিঃ	১০৯৬

প্রক্ষচর্য লক্ষণ

১০৫৯

৭৭ সংখ্যা

প্রসঙ্গতঃ অদৈত বিবেক

১০৬০

গীতোক্ত সর্গ ধর্ম্মান পরি-

৭৪ সংখ্যা

ভাজ্য শ্লোকের অতিপ্রায় ১১০৬

সাধনাবশ্যায় শমদনাদির আ-

তৈত্তিরীয়া শ্রুতিঃ

১১০৮

বশ্যক কিন্তু তাহা হইতে

৭৮ সংখ্যা

পাবে না	১০৫৬	তত্ত্ববাধিনী প্রকাশবদিগের বৃসংস্কার	১১৩০
সাধন চতুর্টয় সম্পদ্য জ্ঞান-		দশ ধর্ম্ম কথন	১১৩১
ধিকারী	১০৬৬	দশধর্ম্মান্তর্গতঃ সাধারণ ধর্ম্ম	১১৩২
বেদান্ত প্রথম বৃত্ত	১০৬৮	সংপুর ও অসাধুব লক্ষণ	১১৩৫
বিনা কস্মৈ জ্ঞান জন্মে না	১০৭৫	পঞ্চকোষ বিবেকঃ	১১৩৯
তৈত্তিরীয়া উপনিষৎ	১০৭৬		

৭৯ সংখ্যা		৮০ সংখ্যা	
প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের		কালসহকাৰে স্বভাব বর্ণন	১১৪১
সংস্কার বিশেষঃ	১১৩৯	অস্ত্রযুদ্ধের কথন	১১৪৪
		পঞ্চকোষ বিবেক	১১৪৯

বিজ্ঞাপন ।

সর্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুৰাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকা সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাসার বর্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য করাগিয়াছে, যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাণ্ডুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কাবফরমার ভবনে নিত্যধর্মালু-রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে ইহবে কালবিলম্বে স্বীকার করা যাইবেক না ।

শ্রীমদকুমার কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত ।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বাবদ্বয় ব্রহ্মিষ্ঠা হইয়া পাণ্ডুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কাবফরমার বাটী হইতে বটন হয় ।

কলিকাতা—শাখারিটোনা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা

একোবিধুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বৰূপঃ।

সদ্বিচার জুযাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্ৰদায়িকা ।

নিত্যা নিত্যাঙ্গাদকরী নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কোষেয় বস্ত্ৰং ।

গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং শ্বেতবস্ত্ৰং ।

পূৰ্ণব্রহ্ম অনতিভি রুদিতং নন্দমুখং পরেশং ।

রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

১৭৬ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৯৭৪। সন ১৯৫৯ সাল ৩০ টেজ় সোমবার

শকাব্দা ১৭৭১ শক বঙ্গাব্দা ১২৫৬ সালের নিত্যধৰ্মানুরঞ্জিকার নিৰ্ঘণ্ট পত্ৰ ।

৮১ সংখ্যা।

৮২ সংখ্যা।

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।	প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
সত্যমূলক দশবিধ ধৰ্মানুগত		সংসারবিবেকঃ	১৩
অন্তেষ্য ধৰ্মঃ	১	অক্ৰোধধৰ্মঃ	১৫
পঞ্চকোষ বিবেকঃ	২	শক্তিত্বয় বর্ণন	১৭

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
পঞ্চ কোষ বিবেকঃ	২২	দেব প্রতিমার প্রমাণ	২৮
৮৩ সংখ্যা		৮৯ সংখ্যা	
অহিংসা ধর্মঃ	২৫	গ্রাহকগণের শিকট অনুন্নয়	১০১
দ্বৈতবিবেকঃ	৩০	শৌচাচার বিধিঃ	১০২
৮৪ সংখ্যা ।		ষষ্ঠ ধর্মধীঃ	১০৩
তত্ত্ববোধিনী ব অতিপ্রায় বর্ণন	১৮	দ্বৈত বিবেকঃ	১০৭
ধর্ম্যধর্ম্য সমষ্টি বর্ণন	৪১	৯০ সংখ্যা	
দ্বৈত বিবেকঃ	৪২	সপ্তম ধৃতি ধর্ম্যঃ	১১৩
৮৫ সংখ্যা		দ্বৈত বিবেকঃ	১২১
লজ্জা ধর্ম্যঃ	৫৩	৯১ সংখ্যা	
দ্বৈত বিবেকঃ	৫৭	অষ্টম ধর্মদমঃ	১২৬
৮৬ সংখ্যা		দ্বৈত বিবেকঃ	১২৯
নব্য সভ্যদিগের চাতুর্য বর্ণন	৬৬	মহাবাক্য বিবেকঃ	১৩৩
বেদান্ত সারোক্ত ধর্ম বর্ণন	৬৭	৯২ সংখ্যা	
বেদান্ত সারানুসারে সপ্তগোপা-		নবম ধর্ম সংযতেজ্জিয়তা	১৩৭
সনাব বিধিঃ	৭১	দশম ধর্ম বিদ্যা	১৪০
দ্বৈত বিবেকঃ	৭৩	মহাবাক্য বিবেকঃ	১৪৫
৮৭ সংখ্যা		৯৩ সংখ্যা	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অসতী		দশবিধ ধর্ম্যঃ	১৪৯
যুক্তিরথ ওনার্থ প্রতির উদা-		ত্রয়োবর্তদেশ	১৫২
হরণ	৭৮	আর্য্যাবর্তদেশ	১৫৩
শৌচ ধর্ম্যঃ	৮০	কলিতে স্ত্রোচ্ছ রাজার বিবরণ	১৫৪
দ্বৈত বিবেকঃ	৮৫	ধর্ম্যস্বামী	১৫৫
৮৮ সংখ্যা		বক ব্রতী	১৫৬
শৌচাচার বিধিঃ	৮৯		

নির্ঘণ্ট পত্র ।

৩৬৭

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।	প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
বিভাল ব্রতী এবং উৎসব		বিভাল ব্রত	২০০
ভোগাদি	১৫৭	শঠবৃত্তি	২০১
অদ্বৈত বিবেকঃ	১৫৮	হৈন্তুকবৃত্তি	২০১
৯৪ সংখ্যা		নৈকৃতিক বকবৃত্তি	২০২
বৈধা বৈধ বিবাহ	১৬২	বুখা মৌতী	২০৩
স্ত্রীর ঋতু কাল নির্ণয়	১৬৫	বশিষ্ঠ শাপে পৃথক রাজার	
ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ	১৬৭	যবন হ	২০৬
জাবাল ঞ্চিতিঃ	১৬৯	৯৮ সংখ্যা	—
৯৫ সংখ্যা		সগরোপাখ্যানে যবন শাসন	২০৯
ধর্মবাহিনীত স্লেচ্ছদেশের		যবন স্লেচ্ছের বাসস্থানের	
বিবরণ	১৭৩	বিশেষ বিবরণ	২১০
গোহত্যা জন্য মাতৃবধ বন	১৭৬	স্ত্রীর অল্পতা প্রযুক্ত যবন	
ভারতবর্ষ মধ্যে স্লেচ্ছবাসের		স্লেচ্ছেরা পরোপলক্ষে স্ত্রী	
বিবরণ	১৭৭	হরণ করে	২১৪
৯৬ সংখ্যা		যবন ও স্লেচ্ছদিগের যজ্ঞীয়	
ভারতবর্ষ সংস্থা বর্ণনে ইউরো- পা এফ্রিকা ও এসিয়া এবং আমেরিকাদির বিবরণ আর ভারতবর্ষ উপদ্বীপের নাম	১৮৫	দেশে স্থানাপ্রাপ্তি এবং বনোপবনাদিতে বাসের কারণ	২১৬
অন্যায়াল বোধে জন্য দেশ- ভেদী বর্ণন	১৯৩	৯৯ সংখ্যা	
৯৭ সংখ্যা		সপ্তদ্বীপা ধরণী উন্নধ্যে জম্বু- দ্বীপ নববর্ষ মধ্যে ভার- তবর্ষ, এবং নবখণ্ড মধ্যে কুমারিকা খণ্ডের বিবরণ	২২১
দেবাসুর পক্ষীয় মহুঘা বিবরণ	১৯৬	ষট্টিদ্বীপাদির পরিমাপার্থ যো- জন ব্যাখ্যা ও তৎপরিমাণ	২২৬
স্লেচ্ছ ধর্মের বিবরণ	২০০		

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
বামন পুরাণীয় সদাচার বর্ণন	২৩০	অক্ষরোৎপত্তির বিবরণ	২৫০
১০০ সংখ্যা		জল ধাবনের বিবরণ	২৫৪
দেবধর্ম দৈত্যধর্ম সিদ্ধধর্ম গ-		১০২ সংখ্যা	
ধর্ম ধর্মাদির প্রমাণ	২৩৪	যুধিষ্ঠিরাদির শক পরিবর্তন	২৫৮
বিদ্যাধর, কৈংপুরুষ পিতৃ ধ-		কলিযুগ লক্ষণ	২৬২
র্মাদি	২৩৫	১০৩ সংখ্যা	
ঋষি যক্ষ রাজস পিশাচ ধ-		কলি বর্ণন	২৬৯
র্মাদি	২৩৬	১০৪ সংখ্যা	
মানবধর্ম	২৩৭	কলিযুগের বিবরণ	২৮১
১০১ সংখ্যা		ছন্দোক্তী লক্ষণ	২৮৫
লেক্ষধর্ম	২৪৪		

শকাব্দ ১৭৭২ শক বঙ্গাব্দ ১২৫৭ সালের নিত্যধর্মামুর-
ঞ্জিকা পত্রিকার নির্ঘণ্ট পত্র ।

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
১০৫ সংখ্যা ।		সময় নিরূপণে ঋতু অয়নাদির	
সৃষ্টিপ্রক্রিয়া	১	নিয়ম	৭
মাসমেন সাংহেবেব অসদ্যুক্তির		জ্যোতিষচক্রের বিবরণ	৯
খণ্ডন	৩	১০৬ সংখ্যা ।	
বাইবেল বিষয়ক সঙ্কলন	৪	সৃষ্টিকালাবধি বৎসর সংখ্যা	১৩
বৈষ্ণবী প্রভিঃ	৬	রাশিচক্র সংস্থাপন সূর্য্যের গতি	১৫

নিৰ্ধাৰিত পত্ৰ ।

৩৬২

অংকৰণ ।	পৃষ্ঠা ।
অম্বনাংশমতে কল্পগণনা	১৬
বাইবেলমতে সৃষ্টি বিষয়ক দোষ দৰ্শন	১৯
১০৭ সংখ্যা ।	
যুগাদি প্ৰবৰ্ত্তক নক্ষত্ৰ	২৫
১০৮ সংখ্যা ।	
জ্যোতিষচক্ৰ বিচাৰ	৩৭
ধূমকেতু নিকপণাদি	৪০
ভূগোল খগোল বক্তব্য	৪৫
১০৯ সংখ্যা ।	
কাল পরিমাণক যন্ত্ৰাদি অৰ্থাৎ ঘটিকাদিৰ বিবৰণ	৪৯
১১০ সংখ্যা ।	
স্লেচ্ছদেশীয় ব্যবহার	৬১
ডাক্তৰ ওয়াইজ সাহেবের কৃত পুস্তকের প্ৰমাণ এবং কাল সাহেবের পুস্তক প্ৰমাণ	৬৩
১১১ সংখ্যা ।	
সংস্কৃত শাস্ত্ৰে চিকিৎসার নিয়ম ৭৩	
ডাক্তৰ ওয়াইজ সাহেবের পুস্তক বিবৰণ	৭৬
মেফ্টৰ হালহেড সাহেবের কৃত পুস্তকের প্ৰমাণ	৮০
স্লেচ্ছাদিৰ বিবিধ বেশ	৮২

১১২ সংখ্যা ।	অংকৰণ ।	পৃষ্ঠা ।
ডাক্তৰ ওয়াইজ সাহেবের পুস্তক- কের ভূমিকা		৮৫
ডাক্তৰদিগের মৈষ্ঠ্যুৰ্য্য		৮৮
জ্বৰোৎপত্তিৰ বিষয়		৯০
আয়ুৰ্বেদ দ্বৈপত্তি		৯১
১১৩ সংখ্যা ।		
স্লেচ্ছ নীতি		৯৭
রাজ নীতি এবং সভ্য লক্ষণ ও তৎপৰ কথন "		৯৯
মায়া মোহোক্তি		১০৬
১১৪ সংখ্যা ।		
মায়া মোহের স্লেচ্ছদেশাতি প- মন		১০৯
১১৫ সংখ্যা ।		
নিত্যধৰ্ম্মাহুৰঞ্জিকাৰ অতি- প্ৰায়		১২১
দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰাদিৰ প্ৰমাণ এবং স্তৰাংশপত্ৰের অতিপ্ৰায় খণ্ডন		১২৫
গ্রহদিগের গণ কথন		১২৭
দূৰ দৰ্শন প্ৰমাণ		১৩৮
দূৰবীক্ষণ নিৰ্ম্মাণ প্ৰকাৰ		১২৯
বাস্পীয় যন্ত্ৰ প্ৰমাণ		১৩০
বাস্পীয় জলযান		ঐ

১১৬ সংখ্যা।

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
জ্ঞাপতি হইতে হিন্দুর প্রাচী-	
নয়	১৩৩
রাজপ্রতি দায় প্রাপ্তঃ	১৩৪
রাজার পক্ষপাত বর্ণন	১৩৫
প্রাচীনাবস্থার প্রাপ্তঃ	১৩৮
খ্রীষ্টিয়ানদিগের পক্ষপাতিত্ব	
ও তদুপলক্ষে বাইবেলের ভা-	
বোকার	১৪৭

১১৭ সংখ্যা।

অধ্যায় বিদ্যা কখন	১৫০
পার্কী প্রদেশে মহাদেবোক্ত	
নিয়ম শঙ্কের ব্যাখ্যা	১৫৪
নিয়ম বাহাঙ্গা	১৫৬
খণ্ডখণ্ড নিয়ম ব্যাখ্যা	১৫৭

১১৮ সংখ্যা।

নিয়মের পরিবেশঃ	১৬০
ব্রাহ্মণের নিয়ম	১৬৮
কত্রিয় নিয়ম	ঐ
বৈশ্য শৃঙ্গাদির নিয়ম	১৬৯

১১৯ সংখ্যা।

নিয়মের শেষঃ	১৭১
জীলোকের নিয়ম	১৭৪

১২০ সংখ্যা।

জী নিয়মের পরিবেশঃ	১৭৫
--------------------	-----

১২১ সংখ্যা।

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
জী নিয়মের শেষ ভাগ	১২৭
কালহর্যার্থে জৈশ্বর কৃত খণ্ড	
নিয়ম	১২৮
খ্রীষ্টিয়ানদিগের প্রদত্ত হিন্দু-	
ধর্মের দোষ মার্জন	২০৪

১২২ সংখ্যা।

হিন্দু ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের বিচার ১৭৯	
বিদ্রুতরাষ্ট্র সংবাদে পণ্ডিত	
লক্ষণ	২১১

আধুনিক সভ্যতার প্রসার	২১৪
উত্তমোত্তম মধ্যম গুরুত্ব লক্ষণ	২১৭
সত্যপ্রদীপ পত্রের অতি প্রায়	২১৮

১২৩ সংখ্যা।

পণ্ডিত নিয়মের শেষঃ	২২১
মুখলক্ষণ ও তদ্বিচার	২২২
অযোগ্য শাসন ভূপতি	২২৭
পুনঃ পণ্ডিত লক্ষণ	২৩০
সত্যপ্রদীপ সম্পাদকের উক্তি	
প্রজ্ঞাপ্তি	২৩১

১২৪ সংখ্যা।

জীলোকের দ্বিতীয় বিবাহে	
দোষ দর্শন	২৪০
ব্যক্তিগত দোষ রহিত জী পরি-	
ভাগে দোষ তদর্থে বাইবেল	
প্রমাণ	২৪৩

নির্গণ্ট পত্র ।

৩৭১২

১২৫ সংখ্যা ।		প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
প্রকরণ :	পৃষ্ঠা ।	এক বিনিশ্চয়	২৭৪
নিত্যধর্মাস্তরঞ্জিকার পুস্তার্থে		দ্বিতীয় কার্য্য বিনিশ্চয়	২৭৬
বিলাপ	২৪৫	ত্রিঃকর্মবশী করণ	২৭৮
ধর্মোপার্জন বিবরণ এবং উ-		১২৮ সংখ্যা ।	
পাসনা বিধিঃ	২৪৮	সত্যপ্রদীপের প্রেরিত পত্রো-	
১২৬ সংখ্যা ।		স্তর	২৮১
দ্বী বিদ্যা শিক্ষা বিধান	২৬৫	সতী মরণোপলক্ষে প্রায়শ্চিত্ত	
১২৭ সংখ্যা ।		বিচার	২৮৩
যবন স্নেহাদির দ্বাদশ নিয়ম	২৬৯	তৃতীয় কর্ম লক্ষণ	২৯০
পরবৃত্তি হরণ দোষ	২৭৩	চতুঃকর্ম লক্ষণ	২৯৪

শকাব্দা ১৭৭৩ শক বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সালের নিত্যধর্মাস্তর-
রঞ্জিকা পত্রিকার নির্ঘণ্ট পত্র ।

১৫০

১২৯ সংখ্যা		১৩০ সংখ্যা	
প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
ব্রাহ্মসংসাপাখ্যান	১	অন্নদাস্থপ প্রভৃতি গ্রন্থের বিব-	
চতুঃ কর্মবশী করণ	২	রণ	১৩৫
পঞ্চ কর্ম জয় লক্ষণ	৬	ইংলণ্ডীয় ব্যবহার কথন	১৩৬
ষট্ কর্ম জয় এবং বিদিত লক্ষণ	৮	সীলাবতী গ্রন্থের বিবরণ	১৩৮

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	১৩৪ সংখ্যা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
হিন্দু জাতি দ্বারা সমস্ত জাতীয়			প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
সত্য হয়	১৮		দেবাস্থরবৎ উভয় বিধ মনুষ্যের	
মণ্ড কৰ্ম পরিভাগ	২০		বিবরণ	৬৫
দশধর্ম লক্ষণ	২৩		অস্থর লক্ষণ	৬৬
১৩১ সংখ্যা			১৩৫ সংখ্যা	
খল ব্যবহার	২৫		বিজাতীয়া শ্রদ্ধা বিবরণ	৭৩
হাজিহেড সাহেব কর্তৃক হিন্দু			রজস্বম প্রভৃতি গুণ লক্ষণ	৭২
ব্যবহার প্রশংসা	২৭		সদ্ব রজ স্তমোখিক গুণ লক্ষণ	৮১
মহাত্মারতের উদ্যোগ পর্যায়			১৩৬ সংখ্যা	
বচনে সত্য লক্ষণ	২৯		গুণাত্মসারে বুদ্ধি ক্রিয়া	৮৫
১৩২ সংখ্যা			সদ্ব রজ স্তম গুণের কল	৮৬
পাটুলী পুত্র নিবাসী কোন ক-			সাত্বিকী রাজসী তামসী গতিঃ	৮৮
ত্রিয়ার মিশর দেশ গমন	৩৬		গুণাত্মরূপ উপাসনা	৮৯
পূর্ব প্রকাশিত সত্য লক্ষণ	৪১		রাজস, তামস, সাত্বিকাহারঃ	৯২
১৩৩ সংখ্যা			রাজস, তামস, সাত্বিক যজ্ঞঃ	৯৩
৩সংখ্যা বিষয়ক ধর্ম বাদ	৪৯		কায়িক, বাচিক, মানসিক তপঃ	৯৫
ইঞ্জিয় বৃত্তি বিবরণ	৫১		রাজস তপঃ	৯৬
পুনঃ সত্য লক্ষণ	৫৩		১৩৭ সংখ্যা	
সাক্ষ্য প্রদান যোগ্য পুরুষ			সত্যাদি যুগের প্রথা	৯৭
লক্ষণ	৫৪		মোজেসের ধর্ম বৃত্তান্ত	১০২
সংলগ্ন দোষঃ	৫৬		কর্ম মণ্ডকের বিবরণ	১০৪
বাক হুফ প্রয়োজন	৫৮		তামসাদি তপের শেষঃ	১০৬
কলুষভূতা বুদ্ধি লক্ষণ	৫৯		সাত্বিক দান	১০৭

১৩৮ সংখ্যা

প্ৰকৰণ ।	পৃষ্ঠা ।
হিন্দু ধৰ্ম্ম প্ৰধান তদৰ্থে উই-	
লসন সাহেবেৰ প্ৰমাণ "	১০৯
তামস দানৈৰ শেষঃ	১১৩
ৰাজস ভ্যাগঃ	১১৮

১৩৯ সংখ্যা

গুণাভাসেৰ জীৱৰ প্ৰবৃত্তি	১২১
সাত্বিকী ৰাজসী তামসী লে-	
খনী	১২৩
সাত্বিকী ৰাজসী তামসী মনী	১২৫
সাত্বিক ৰাজস, তামস পিপি	
পত্ৰ	১২৫
সাত্বিক ৰাজস তামস জ্ঞান	১২৮
সাত্বিক ৰাজস তামস কল্প	১৩০

১৪০ সংখ্যা

মস্পাদকেৰ বিজ্ঞাপন	১৩৩
সাত্বিক ৰাজস তামস কৰ্ত্তা	১৩৭
সাত্বিকী ৰাজসী তামসী বুদ্ধিঃ	১৪০
সাত্বিকী ৰাজসী তামসী পুষ্টিঃ	১৪৩

১৪১ সংখ্যা

তামস ব্যক্তিব বেদ পাঠ নি-	
ষেবঃ	১৩৫
স্ত্ৰী শৃঙ্গাদিব বেদ পাঠ নিষেধ	১৪৮
সাত্বিক ৰাজস তামস স্তথ	১৫২

১৪২ সংখ্যা

প্ৰকৰণ ।	পৃষ্ঠা ।
মায়াৰ বিবৰণ	১৫৬
ত্ৰিগুণ বিশিষ্ট জীৱৰ স্বভাব	
বৰ্ণন	১৬০
ব্ৰাহ্মণ ক্ৰম্মিয় বৈশ্য শূদ্ৰাদিৰ	
ধৰ্ম্ম	১৬২

১৪৩ সংখ্যা

ইংৰাজী বিদ্যা শিক্ষা দোষ	
দৰ্শন	১৬৯
হৰি নাম মাহাত্ম্য	১৭৪

১৪৪ সংখ্যা

দ্বৰাণুজাদি প্ৰাণিগণো উৎ	
পৰি	১৮১
মানৱ শৰীৰেৰ সজ্জিত ব্ৰহ্মা	
গুপ্ত বস্তু সকলোৰ সম্বন্ধ	
বিচাৰ	১৮৪
পঞ্চ মাহাত্ম্য	১৮৫

১৪৫ সংখ্যা

ভবিষ্যৎ বাৰো কাল মাহাত্ম্য	১৯৩
বন্ধ জিজ্ঞাসা	১৯৬
মানৱ শৰীৰেৰ বিচাৰ	১৯৮
জীৱাশাদি পদাৰ্থেৰ গুণ বি-	
চাৰ	২০০

১৪৬ সংখ্যা	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা
প্রকরণ ।	মানব শব্দবোব বিচার	২৪১
পরিচয় বিজ্ঞাপন	১৫০ সংখ্যা	
মানব শব্দবোব বিচার	বেদাদি সকল গ্রন্থঃ	২৫৩
শব্দবোবপত্তি প্রস্তাব	ধর্ম প্রশংসা	২৫৫
গর্ভে বালক সংস্থিতিঃ	বলবান ও দুর্বলের বিনয়	২৫৭
১৪৭ সংখ্যা	মানব শব্দবোব বিচার	২৬০
সাকার নিবাকার বর্ণন	পৃথিবী জল প্রভৃতি ভূতের	
ঈশ্বর কড়ুদ্র সিদ্ধিঃ	গুণ	২৬২
ইহবৎ গব্য প্রভৃতিঃ	১৫১ সংখ্যা	
মানব শব্দবোব বিচার	সনাতন ধর্ম প্রশংসা	২৬৫
সাংস্কৃতিকাদি কথন	মানব শব্দবোব বিচার	২৭০
১৪৮ সংখ্যা	বায়ু আকাশের গুণ	২৭২
শাস্ত্রাদিব বেদ পাঠে ভাঙ-	১৫২ সংখ্যা	
জ্ঞানীর মত	কর্মযোগ বাখ্যা	২৭৬
মানব শব্দবোব বিচার	মানব শব্দবোব বিচার	২৮৩
১৪৯ সংখ্যা	পক্ষী কবন	২৮৫
খ্রীষ্টিয়ান ও ব্রহ্ম জ্ঞানীর সং-		
স্রাব	২৪১	

শকাব্দ। ১৭৭৩ শক বঙ্গাব্দ। ১২৫৮ সালের

নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্তঃ ।

নিৰ্ঘণ্ট পত্ৰ ।

৩৭৫

শকাব্দ। ১৭৭৪ শক বঙ্গাব্দ। ১২৫৯ সালের নিত্যধৰ্ম্মানু-
 রঞ্জিকার নিৰ্ঘণ্ট পত্ৰ ।

১৫৩ সংখ্যা।		১৫৫ সংখ্যা।	
প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
ইন্দ্রিয় শাসন প্রবাব এবং গদ্য		নিত্যধৰ্ম্মানুবিচার বিচার এ-	
কছপোপাখান	১	বং তত্ত্ববাধিনীৰ যুক্তি থ-	
নিত্যধৰ্ম্মানুবিচার বিচার	৬	ভন	৩৩
ধৰ্ম্ম জিজ্ঞাসা	৯	ধৰ্ম্ম বহুমে শিকটাব কখন ও	
ধাৰ্ম্মিকের মাতাভ্য	১০	বাজ দোষ দশন	৪০
মানব শৰীরের সজ্জিত ব্রহ্মাণ্ড		মানব শৰীরের বিচার	৪৫
বিচার ও দেহবীৰ্য্য কখন	১৩	১৫৬ সংখ্যা।	
দেবপুত্ৰাব বিধি	১৫	মানব শৰীরে নাড়ী সংস্থাপন	
১৫৪ সংখ্যা।		ও মট চক্ৰ বিচার	৪৯
তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জন্মোচাব	১৭	ধৰ্ম্ম বহুমে	৫৫
ধাৰ্ম্মিকের যুক্তি অধাৰ্ম্মিকের		মানব শৰীরের বিচার	৬১
নাশ	২১	১৫৭ সংখ্যা।	
দেহান্দি প্রাবণেব এবং ধৰ্ম্মেব		বাস্তবপত্ৰে বাণা মাতাভ্য	৬৫
কথা	২২	নাশ বহন	৬৭
বিবিধ বাস্তবপত্ৰে ধৰ্ম্ম		মানব শৰীরের বিচার এবং	
এমু তত কখন	২৩	নাড়ী নাম কখন	৭২
মানব শৰীরের বিচারে মানব		১৫৮ সংখ্যা।	
শৰীৰ ব্রহ্মাণ্ড স্থাপন	২৮	ধাৰ্ম্মিক জন্ম অবশেষে পলাতক	৮১

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।	প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
ধর্ম রহস্য	৮৩	মাংস খরা কলা ও রক্ত খরা	
মানব শরীরের বিচার এবং		কলা	১৬০
বিশেষত নাড়ী কথন	৮৯	১৬৩ সংখ্যা	
১৫৯ সংখ্যা		শঙ্কর বৃত্তান্ত	১৬১
সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণন	৯৭	কৈবল্যোপনিষৎ	১৬৩
ধর্ম রহস্য	১০১	মানব শরীরের বিচার এবং	
মানব শরীরের বিচার এবং		মেদ দ্বাবিদী কলাদি বর্ণন	১৬৮
নাড়ী বিশেষের ফল	১০৭	সন্ধি বন্ধন কথন	১৭৩
১৬০ সংখ্যা		১৬৪ সংখ্যা	
সংসারের নশ্ববদ্ধ বর্ণন	১১০	কৈবল্যোপনিষৎ	১৭৭
যুগ মহাভাষ্য বর্ণন	১১৫	মানব শরীরের বিচার	১৮৭
মানব শরীরের বিচার এবং		কোব সন্ধি প্রভৃতি	১৮৮
শরীরস্থ বায়ুভ্রমণ প্রকার	১১২	সন্ধি বন্ধন কারিণী নাড়ী	
১৬১ সংখ্যা		কথন	১৯২
যুগ মহাভাষ্য	১২৮	১৬৫ সংখ্যা	
ধর্ম রহস্য	১৩৪	ব্রহ্ম জ্ঞানানুষ্ঠানে সংসারীর	
মানব শরীরের বিচারে বো-		ক্ষমতা রহিত	১৯২
গোৎপত্তি স্থান	১৩৭	ব্রহ্মোপনিষৎ	১৯৫
১৬২ সংখ্যা		শঙ্কর বৃত্তান্ত	২০৩
কৈবল্যোপনিষৎ	১৪৬	মানব শরীরের বিচার	২০৭
মানব শরীরের বিচার এবং		১৬৬ সংখ্যা	
নাড়ী মুখ বর্ণন	১৫১	নিত্যধর্ম ত্রিবিধিকার সহকারি	
কলা স্বরূপ কথন	১৫৬	প্রশংসা	২০৯

নির্ঘণ্ট পত্র ।

৩৭৭

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
ব্রহ্মোপনিষৎ	২১১	১৭০ সংখ্যা	
দ্বী বিদ্যা শিক্ষাব প্রতিকল	২১৮	জাবালোপনিষৎ	২৭২
মানব শরীরেব বিচার	২২১	মানব শরীরেব বিচার	২৭৮
১৬৭ সংখ্যা		শরীরে নাড়ী স্রোত কথন	২৭৯
শঙ্করাচার্য্য দ্বত অপরাধ তত্ত্ব-		নাড়ী জ্ঞান কথন	২৮০
নস্ত্রোত্র দ্বাবা শিরেব প্রা-		শরীর কূর্চ কথন	২৮২
র্থনা	২২৫	রজ্জ্ববৎ নাড়ী কথন	২৮৩
শঙ্করাচার্য্যেব মৃত্যু বিবরণ	২৩০	সেবনী কথন	ঐ
ব্রহ্মোপনিষৎ	২৩১	সংঘাত কথন	২৮৪
মানব শরীরেব বিচার	২৩৩	সীমন্তু ত্রুক্ বর্ণন	২৮৫
১৬৮ সংখ্যা		ভাসিনী কথন	২৮৬
ব্রহ্মোপনিষৎ	২৪১	১৭১ সংখ্যা	
মানব শরীরেব বিচার	২৪৮	পবনেশ্বরেব মহিমা বর্ণন	২৮৯
শাখাগতা স্নায়ু কথন	২৫০	জাবালোপনিষৎ	২৯২
কোষ্ঠগতা স্নায়ু	ঐ	মানব শরীরেব বিচারে বো-	
গ্রীবাঙ্গুগতা স্নায়ু	২৫১	গাথিষ্ঠানা বেদনী নামে প-	
উর্দ্ধগা ধমনী ব্যাখ্যা	২৫২	ঞ্চনীত্বক্	২৯৭
১৬৯ সংখ্যা		বোহিণীত্বক্	২৯৮
জাবালোপনিষৎ	২৫৭	ধূলাত্বক্	ঐ
যাজ্ঞবল্ক্য শ্রুতিঃ	২৬০	অস্ত্র ভেদ বিবরণ	২৯৯
অবিনুক্তকত্র কথন	২৬২	লৌমকূপাদির বিবরণ	৩০০
মানব শরীরেব বিচার	২৬৭	গর্ত্ত দোষা দোষ কথন	৩০১
শরীরস্থ কণ্ডুরা ব্যাখ্যা	২৭০	দন্ত পতনাদি	৩০২

৩৭৮

নির্ঘণ্ট পত্র ।

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
রসাদি সপ্ত ধাতুব পরিমাণ	৩০৩	পঞ্চাত্মক স্লেষ্মাঃ	৩৩৩
১৭২ সংখ্যা		কক স্থান	৩৩৪
ভগবদ্ভহিমা বর্ণন	৩০৫	কষেব গুণ	ঐ
জ্বালালোপনিষৎ	৩০৯	ত্রিধাতুক শরীর প্রমাণ	৩৩৫
মানব শরীর বিচারে রসাদি		পিণ্ডরুফাদির বিশেষ নি-	
ধাতুর পরিমাণ	৩১৪	দিষ্ট স্থান	ঐ
স্ত্রীরজঃ পরিমাণ	৩১৬	১৭৪ সংখ্যা	
ধাতু ক্ষয় লক্ষণ	৩১৭	জীবের দুঃদৃষ্ট কথন	৩৩৭
রস রক্তাদি ক্ষয় লক্ষণ	ঐ	জ্বালালোপনিষৎ	৩৪২
১৭৩ সংখ্যা		মানবশরীরের বিচাবে গভ্রা-	
জ্বালালোপনিষৎ	৩২১	শয় লক্ষণ এবং গভ্রস্থ পদ	
মানব শরীরের বিচাব	৩২৬	বর্ণন	৩৪৫
ওজঃ ও ওজঃ স্থান নিকপণ	ঐ	রজঃ উৎপত্তি এবং ক্ষয় বা-	
ওজঃ উৎপত্তি প্রকার	৩২৭	রিণী নাড়ী থকন	৩৪৭
শুক্রেৎপত্তি	ঐ	১৭৫ সংখ্যা	
পঞ্চাত্মক বায়ু গুণ	৩২৯	মানব শরীরের বিচাবে রজঃ	
পঞ্চাত্মক পিত্ত	৩৩১	এবং স্তন্যোৎপত্তি প্রকার	
পিত্ত স্থান সমষ্টি	৩৩২	ও বাধক বোগ লক্ষণ	৩৫১

শকাব্দ ১৭৭৪ শক বঙ্গাব্দ ১২৫৯ সালের

নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্তঃ ।

বিজ্ঞাপন ।

সৰ্বসাধাৰণ অতি বিজ্ঞাপন কৰিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল
ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল
ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল এতৎ ষষ্ঠ বৎসরের
নিত্যধৰ্মানুৱঞ্জিকা পত্ৰের ৬ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য
নিকপণ অতি খণ্ড ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক
তিনি পাতুৱিৱাঘাটাত্ৰীল শ্ৰীযুক্ত বাবু শিবচরণ কাকৰ-
মার বাটীতে মূল্য প্রেরণ কৰিলেই আশু হইতে পাৰিবেন ।

শ্ৰীনন্দকুমাৰ কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন ।

সৰ্বসাধাৰণ জনপ্ৰতি বিজ্ঞাপন কৰিতেছি যে শ্ৰীমদ্ভাগবত পুৰাণৰ প্ৰথমাবধি মূল শ্লোক শ্ৰীধৰ স্বামীৰ টীকাৰ সহিত তদৰ্থ গৌড়ীয় সাধুভাসায় বৰ্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্ৰমশঃ মুদ্ৰাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্ৰতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্ৰতি মাসে চাৰি আনামাত্ৰ সাময়িক পত্ৰন্যায় নিৰ্দ্ধাৰ্য্য কৰাগিয়াছে, যাঁহাৰ গ্ৰহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুৰিয়া মা-টার শ্ৰীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্ৰ কাৰকৰমার ভবনে নিত্যধৰ্ম্মানু-রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলেই প্ৰাপ্ত হইতে পাৰিবেন কিন্তু মূল্য প্ৰতি মাসেই প্ৰদান কৰিতে ইহবে কালবিলয়ে স্বীকাৰকৰা যাইবেক না ।

শ্ৰীনন্দকুমাৰ কবিরত্ন ।

সম্পাদক ।

অদ্যবাসৰীয়া সমাপ্তা ।

এই পত্ৰিকা প্ৰতি মাসে বারম্বাৰ মুদ্ৰিতা হইয়া পাতুৰিয়াঘাটাব শ্ৰীযুক্ত বাবু শিবচৰণ কাৰকৰমার বাটী হইতে বৰ্ণন হয়।

কালকাতা—শাঁথারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্ৰেমে মুদ্ৰাঙ্কিত হইল।